হাবলী-সিরিজ

রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী

(সপ্তম ভাগ)

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ------ কলিকাতা

গ্রন্থাবলী সিরিজ

রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী

[সপ্তম ভাগ]

রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

[মূল্য ১৲ এক টাকা

সূচিপত্র

জ্যোতির্ম্ময়ী

(উপন্যাস)

রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

"অন্যো হি নাশ্নাতি কৃতং হি কর্ম্ম
মনুষ্যলোকে মনুজস্য কশ্চিৎ।
যত্তেন কিঞ্চিদ্ধি কৃতং হি কর্ম্ম
তদশ্নুতে নাস্তি কৃতস্য নাশঃ॥"

মহাভারত—বনপর্ব্ব।

"যস্মিন বয়সি যৎকালে যদ্দিবা যচ্চ বা নিশি।
যন্মুহূর্ত্তে ক্ষণে বাপি তত্তথা ন তদন্যথা॥"

গরুড়পুরাণ—পূর্ব্বখণ্ড।

জ্যোতির্ম্ময়ী

প্রথম অংশ

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুগল বন্ধু।

কলিকাতাকে City of Palaces অর্থাৎ প্রাসাদনগরী বলে, কিন্তু এরূপ বলা অপেক্ষা City of Streets and Lanes অর্থাৎ রাস্তা-গলীর সহর বলিলে বরং ঠিক হয়। বাস্তবিক কলিকাতা সহরের মধ্যে এত রাস্তা আর এত গলী যে, এক জন লোক যাবজ্জীবন এখানে বাস করিয়াও সকলগুলির অনুসন্ধান রাখিতে পারে না। এমনও দেখা গিয়াছে, এক জন লোক সমস্ত জীবনের মধ্যে একবার বৈ দুইবার কোন গলীতে প্রবেশ করে নাই। কেহ বা কোন কোন গলীতে মৃত্যুর দিনটি পর্য্যন্ত একটি দিনও পা গলায় নাই।

একটা প্রবাদ আছে, "জলে জল বাধে।" কলিকাতার রাস্তা-গলী সম্বন্ধেও ঠিক তাই। দশবারো বৎসরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে রক্তবীজের ঝাড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। নালা, খানা, নর্দ্দামা বুজাইয়া মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ লক্ষ লক্ষ টাকার সংস্থান করিয়াছেন আর নর্দ্দামাতটবাসী প্রজাগণেরও বিলক্ষণ দশ টাকার আয় বাড়াইয়া দিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুর্গন্ধময় নর্দ্দামার জ্বালায় যে জায়গার কাঠা বড় জোর দুই তিন শত টাকা ছিল, আজ সেই কাঠার দর হাজার বারো শ টাকা দাঁড়াইয়াছে। "অপরন্বা কিং ভবিষ্যতি।" নর্দ্দামার দুর্গন্ধ, পঙ্কযন্ত্রণা ঘুচিয়া তদুপরি রাবিস্‌ঢালা, ড্রেণেজ্‌ওয়ালা, গ্যাসলাইটের খুঁটিতোলা, জলের কল খোলা গলীর বাহার ফুটিয়াছে। ইহাকেই বলে দুঃখের পর সুখ—ইহারই নাম নরকভোগের পর স্বর্গভোগ। কিন্তু বাসেন্দাদের কর্ম্মভোগটা স্বর্গভোগেও যোগ দিতে ছাড়ে নাই। মিউনিসিপালিটীই তার মূল। টেক্সের উপর টেক্স, গরীব প্রজা কত সহিতে পারে? নিতান্ত কষ্টের বিষয় যে, মিউনিসিপালিটীর স্বর্গরচনা শেষে তৃষ্ণাতুরের পক্ষে মরুভূমিতে মরীচিকা-জলাশয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ একটি নর্দ্দামাবুজানো নূতন গলীর ভিতর দিয়া অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ্য পুস্তক হস্তে কলেজে যাইতেছিলেন। এমন সময় বিপরীত দিক্‌ দিয়া আর একটি লোক আসিতেছিল। দূর হইতে উভয়ের চারি চক্ষুর মিলন হইল। অমনি উভয়ের ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা দেখা দিল। দৃষ্টির সঙ্গে হাসির সৃষ্টি হইলে কি বুঝায়? চেনাচিনি। অচেনা লোকের কাছে অচেনা লোক আসিয়া পড়িলে চাওয়া-চাওই হয় বটে, কিন্তু হাসাহাসি হয় না। যদিও কখন কখন সেরূপ স্থলে এক জনকে দেখিয়া এক জন হাসে, কিন্তু সে হাসিটা পরিহাসের হাসি। কোনরূপ অদ্ভুত মুখচ্ছবি বা বেশভূষার নক্সা দেখিয়া সে হাসি ওষ্ঠাধর কাঁপাইয়া দেয়। কিন্তু অমরকুমার আর সেই লোকটির হাসি সেরূপ নয়, চেনাচিনির হাসি।

অমরকুমার দূর হইতেই সেই লোকটিকে বলিলেন, "কেমন, শ্যামলাল, যা বলেছিলেম, ঠিক কি না?"

শ্যামলালের পূরা নামটি শ্রীশ্যামলাল ঘোষাল। অমরকুমারের প্রশ্নে শ্যামলাল উত্তর করিলেন, "ঠিক, অমন মনোহর রূপ আমি, বোধ হয়, আর কখনও দেখি নি।" এই বলিতে বলিতে উভয়ে একত্র হইলেন। গতিরোধ হইল। পদগতি থামিল, কিন্তু জিহ্বাগতি বাড়িল। একটা না একটা গতি বৈ মানুষের "গতি" কৈ? যখন অচেতন জগৎ-সংসার চিরগতিশীল, তখন সচেতন মানুষ কি একটি নিমেষেরও তরে গতিহীন হইতে পারে? মানুষের ভিতরে ও বাহিরে যা কিছু আছে, সমস্তই একটা না একটা গতিবলে দিবারাত্র চলিতেছে! হাত থামে তো পা চলে—পা থামে তো

মুখ চলে—মুখ থামে তো কান চলে—কান থামে তো নাক চলে—সব থামে তো মন চলে। মন কিছুতেই থামে না। জাগায় বল, নিদ্রায় বল, মনের গতি কখনই থামিবার নয়। আবার জাগা অপেক্ষা নিদ্রার সময় মনের গতির কাণ্ডকারখানাটা বেশী। যাঁহারা স্বপ্নভোগী, তাঁহারাই আমার কথায় সায় দিবেন। অবার স্বপ্ন না দেখে, এমন মানুষ কে আছে? তাই বলিতেছিলাম, একটা না একটা গতি বৈ মানুষের "গতি" কৈ?

শ্যামলালের মুখে নিজের মনোমত কথা শুনিয়া অমরকুমার অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আবার বলিলেন, "ভাই শ্যাম, এখন মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ। আগামী ফাল্গুন মাসেই দিন স্থির করেছি।"

শ্যামলাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় এই মাঘ মাসেই হ'লে আরো ভাল হয়। জানই তো, 'শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্'। শুভকর্ম্মে বিলম্ব কেন?"

অমর। তা বটে, কিন্তু বাবাকে এখনও এ কথা বলা হয় নি।

শ্যাম। (সবিস্ময়ে) সে কি! এখনও চুপ ক'রে আছ? অমন সুন্দরীকে আজ পেলে কাল অপেক্ষা কোত্তে নেই। ভাল জিনিসের খোদ্দের বেশী।

অমর। আমি আস্‌ছে শনিবার বাড়ী যাব। বাবাকে নিজে কিছু বল্‌তে পার্‌বো না। আমার ভগিনীপতিকে দিয়ে সমস্ত বলাব। তাঁকেও নিয়ে যাব।

শ্যাম। সে কথা ভাল। যদি দরকার হয় তো আমিও যেতে প্রস্তুত আছি।

অমর। (সানন্দে) সত্যি যাবে?

শ্যাম। সত্যি মিথ্যে কি আবার? আমার মুখের দুটো কথাতে যদি তোমার মত বন্ধুর কিছু উপকার হয়, সে তো খুব সুখের বিষয়।

অমর। আচ্ছা, ভাই, তোমাকেও নিয়ে যাব, শুক্রবার দিন সন্ধ্যের সময় তোমার বাড়ী যাব। যেন গরহাজির থেকো না।

শ্যাম। না না, ভয় নেই, হাজির থাক্‌বো।

অমর। বেলা হলো, এখন আসি।

শ্যাম। আচ্ছা, গুড্‌বাই।

অমর। গুড্‌বাই।

এই বলিয়া উভয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া, নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে যাইতে লাগিলেন। অমরকুমার কিছু দূর গিয়া, গলী ছাড়াইয়া রাস্তায় পড়িলেন; আর তাঁহাকে দেখা গেল না। কিন্তু শ্যামলাল বিপরীত দিকে যাইতে লাগিলেন, তাঁহাকে দেখা যাইতে লাগিল। কারণ, ও দিকে অনেকটা দূর গেলে তবে রাস্তায় পড়িবেন। গলীটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা।

এমন সময়ে, যে স্থলে দাঁড়াইয়া অমরকুমার ও শ্যামলাল কথা কহিতেছিলেন, সেই স্থলের পশ্চিমপার্শ্ববর্ত্তী একটি বাটী হইতে দুই জন প্রৌঢ় লোক বাহির হইয়া, গলীতে নামিয়া পড়িলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে "শ্যামলাল বাবু, ও শ্যাম বাবু!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

শ্যামলালের কর্ণে আহ্বানশব্দ প্রবেশ করিল। যেমন প্রবেশ, অমনি মনোনিবেশ; যেমন মনোনিবেশ, অমনি বক্র গ্রীবাদেশ। শ্যামলাল ফিরিয়া দেখিলেন, দুই জন ভদ্রলোক হাত তুলিয়া তাঁহাকেই ডাকিতেছেন। শ্যামলালকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়া, তাঁহারা "আপনাকেই ডাকৃছি, একবার আসুন" বলিয়া আবার ডাকিতে লাগিলেন। শ্যামলালও ভদ্রলোকের আহ্বান-অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না—বরাবর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিনয়-নম্র-বচনে বলিলেন, "আপনারা আমাকে কেন ডাকৃলেন? কিছু প্রয়োজন আছে কি?"

"বিশেষ প্রয়োজন আছে" বলিয়া আহ্বানকারী ব্যক্তি শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর মধ্যে গেলেন। অপর ব্যক্তিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

অনন্তর তিন জনে বৈঠকখানায় গিয়া উপবেশন করিলেন। বসিবার পর আহ্বানকারী ব্যক্তি শ্যামলালকে বলিলেন, "আপনি যাঁর সঙ্গে এই কতক্ষণ ঐখানে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলেন, উনি হুগলী জেলার অন্তর্গত তারাপুরনিবাসী বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নয়? ওঁর ভগিনীপতির বাড়ী শ্যামবাজারে না? ওঁর ভগিনীপতির নাম চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় না?"

শ্যামলাল মনোযোগের সহিত এই প্রশ্ন তিনটি শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, আপনি যা বল্‌ছেন, তাই বটে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার বলিলেন, "আপনার নাম কি, মহাশয়?"

প্রশ্নকারী উত্তরে বলিলেন, "শ্রীকামাখ্যাচরণ দাস বসু।"

শ্যাম। নিবাস?

কামাখ্যা। চুঁচুড়া। এখানে হোগোলকুঁড়েয় বাসা।

শ্যাম। বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?

কামাখ্যা। অন্য কোন রকম সুবিধা কোত্তে না পেরে আপাততঃ একটা টেলার্ সপ্ করেছি।

শ্যাম। চোল্‌ছে কেমন?

কামাখ্যা। এই শীতের মোর্‌সোমে বড় মন্দ নয়। বিশেষতঃ (অপর ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি আমার যথেষ্ট সাহায্য করেন। এঁর সমস্ত সেলাই কাপড়ের কাজ আমার দোকানেই হয়।

এই কথা শুনিয়া, শ্যামলাল বলিলেন, "উচিত, উচিত। ভদ্র লোককে ভদ্র লোকের সাহায্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে বলিলেন, "আপনারই এই বাড়ী?"

তৃতীয় ব্যক্তি নম্রবচনে উত্তর করিলেন, "হাঁ, মহাশয়!"

শ্যাম। আপনার নামটি কি, জানিতে ইচ্ছা করি।

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

এই কথা শুনিয়া শ্যামলাল বলিলেন, "নমস্কার মহাশয়!"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও "নমস্কার নমস্কার" শব্দে প্রতিনমস্কার করিলেন।

এতক্ষণ শ্যামলাল ঘোষাল কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহার গায়ে একটি নূতন কাশ্মীরার চায়নাকোট ছিল। কামাখ্যাচরণ বসু অদ্য সেই চায়নাকোটটি আনিয়া দিয়াছেন।

শ্যাম-কৈলাসে যখন নমস্কার-প্রতিনমস্কার আদান-প্রদান হইল, তখন কায়স্থ কামাখ্যাচরণ বসু শ্যামলালকে "প্রণাম, শ্যাম বাবু" বলিয়া ললাটে উভয় কর স্পর্শ করিলেন।

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "আপনার উপাধি কি, শ্যামলাল বাবু?"

শ্যাম। ঘোষাল।

কৈলাস। আপনি আমাদের রাঢ়ীশ্রেণী। বেশ বেশ। এখানে আপনার থাকা হয় কোথা?

শ্যাম। গ্রে ষ্ট্রীট।

কৈলাস। বাসা না বাড়ী?

শ্যাম। বাড়ী।

কৈলাস। কি করেন?

শ্যাম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

কৈলাস। উত্তম।

এইরূপ বাক্যালাপ হইতেছে, এমন সময়ে মধুয়া বেহারা তামাক সাজিয়া দিয়া গেল।

দুইটি রূপাবাঁধানো হুঁকা—একটি ব্রাহ্মণের, একটি কায়স্থের। ব্রাহ্মণের হুঁকায় তৈয়ারী তামাকের কলিকা এবং কায়স্থের হুঁকাটি খালি। ক্রমেই দুই হুঁকায় এক কলিকা অদল-বদল হইবে। এখানে মধুয়া বেহারার একটা বিশেষ গুণের কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। অনেক স্থলে দেখা যায়, দশ বিশটে ডাকাডাকিতেও চাকরের অবাধ্যতায় একছিলিম তামাক পাওয়া ভার হইয়া উঠে, কিন্তু মধুয়াকে একটিবারও ডাকিতে হয় না। সে নিয়মিতরূপে তামাক-ছিলিমটি তৈয়ার করিয়া আনিয়া দেয়। বিশেষতঃ বৈঠকখানায় দুই এক জন ভদ্রলোক আসিলে, অগ্রে তামাক দিয়া, তবে অন্য কাজ করে। এই জন্য মধ্যে মধ্যে কৈলাস বাবু তাহাকে আদর করিয়া বলেন, "বুড়া মধুয়া' গুড়্‌কবুঁয়া।"

আদরে গলিয়া মধুয়া হাসে। মধুয়া বুড়া বটে, কিন্তু কর্ম্মঠ; খাটিতে খুটিতে কুণ্ঠিত নহে।

কৈলাস বাবু হুঁকা লইয়া, অগ্রে নিজে না খাইয়া, শ্যামলাল বাবুকে দিলেন। কিন্তু শ্যাম বাবু সৌজন্য দেখাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না, আজ্ঞে না, তাও কি হয়?"

কৈলাস বাবু সহাস্যে বলিলেন, "সে কি, আপনি অতিথি অভ্যাগত। ইচ্ছে করুন।"

শ্যাম। না, মহাশয়, তাও কি হয়, অগ্রে আপনি।

অগত্যা কৈলাস বাবু ধূমপানে মন দিলেন।

ইত্যবসরে শ্যামলাল কামাখ্যাচরণ বসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আর কিছু আমাকে বল্‌বার আছে?"

কামাখ্যাচরণ বলিলেন, "চক্রধর বাবুর পুত্র অমরকুমারের সঙ্গে আপনার কিরূপে আলাপ?"

শ্যাম। ওঁর সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ। পূর্ব্বে একসঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়্‌তেম।

কামাখ্যা। ওঁর বিবাহের কথা কি বল্‌ছিলেন? পাত্রী কোথাকার?

শ্যাম। এই কল্‌কাতার।

এমন সময়ে কৈলাস বাবু শ্যামলাল বাবুকে হুঁকা দিলেন।

কামাখ্যা। পাত্রীর পিতার নাম?

তামাক খাইতে খাইতে শ্যামলাল বলিলেন, "কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়।"

কামাখ্যা। তিনি কি করেন?

শ্যাম। নামটা মনে হচ্ছে না, সেই আফিসে চাকরী করেন।

কামাখ্যা। পাত্রীর আর কে আছে?

শ্যাম। পিতামহ আছেন। মা নাই, ভাই, বোন্ কেউ নাই।

কামাখ্যা। পাত্রীর বয়স কত?

শ্যাম। দ্বাদশ বর্ষ।

কামাখ্যা। নাম কি?

শ্যাম। জ্যোতির্ম্ময়ী।

"অতি চমৎকার নাম—অতি সুন্দর নাম" বলিয়া কামাখ্যাচরণ ও কৈলাসচন্দ্র হর্ষ প্রকাশ করিলেন। এইবার ব্রাহ্মণের হুঁকা হইতে কলিকা খুলিয়া, কামাখ্যাচরণ নিজ হুঁকায় বসাইয়া খাইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রী স্থির কোল্লেন কে? অমরকুমারের পিতা?"

শ্যাম। না। পাত্র স্বয়ং স্বচক্ষে পাত্রী স্থির করেছেন। এইবার তাঁর পিতাকে গিয়া এই সম্বন্ধের কথা জানাবেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার বলিলেন, "আপনি অমরকুমারের বিবাহসম্বন্ধীয় কথা কিরূপে জান্‌লেন?"

কামাখ্যা। আপনারা উভয়ে গলীতে দাঁড়িয়ে এই কথার আলাপ কচ্ছিলেন, তাই জান্‌তে পেরেছি।

শ্যাম। আপনাদের তো আমরা দেখ্‌তে পাই নি।

কামাখ্যা। জানালাটার নীচের কপাট দুখানা বন্ধ ছিল ব'লে দেখতে পান নি। গলীটা বাড়ীর রোয়াকের চেয়ে নীচু। তাতে আবার আপনারা একটু দক্ষিণদিক্ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা আপনাদের দেখ্‌তে পেয়েছিলেম।

শ্যামলাল ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, "তা হ'তে পারে।" ক্ষণকাল থামিয়া আবার বলিলেন, "চক্রধর বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ কত দিনের?"

কামাখ্যাচরণ উত্তর করিলেন, "তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই। তবে তাঁর জামাতা চন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে সামান্য আলাপ আছে। এক দিন চন্দ্রনাথ বাবু চক্রধর বাবু এবং তাঁর পুত্র অমরকুমার বাবুকে আমার দোকানে এনেছিলেন। কামিজ, শামিজ, সার্ট, পিরাণ ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস কিনেছিলেন। আমি চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট ওঁদের পরিচয় পেয়েছিলেম। এক দিনের দেখা, ঠিক ঠাওরাতে পাচ্ছিলেম না ব'লে আপনাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম।"

এই কথা শুনিয়া শ্যামলাল বলিলেন, "হাঁ, উনিই চক্রধর বাবুর পুত্র।" তার পর বলিলেন, "তবে এখন আসি।"

"যে আজ্ঞে।" এই বলিয়া সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। শ্যামলাল অগ্রে বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। তার পর কামাখ্যাচরণ বসু কৈলাস বাবুর নিকট কয়েকটি টাকা এবং কয়েকটা পশমী জিনিসের অর্ডার লইয়া বাড়ী ছাড়িলেন। শেষে স্বয়ং কৈলাস বাবু মধুয়াকে স্নানের গরম জল তৈয়ার করিবার ভার দিয়া, একেবারে দোতলার ছাদে আরোহণ করিলেন। ইচ্ছা—অগ্রে রৌদ্রে গা গরম করিয়া, পরে গরম জলে শীত নরম করিবেন। এরই নাম কি "বিষস্য বিষমৌষধম্?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বসংবাদের পূর্ব্বসংবাদ।

কামাখ্যাচরণ বসু কৈলাস বাবুর নিকট বিদায় লইয়া বরাবর নিজের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠেডুয়া পুষ্করিণীর নিকট কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে তাঁহার দোকান। দোকানখানি খুব অসামান্যও নয়—সামান্যও নয়। একটি সেলাইয়ের কল, ছয় জন দর্জ্জি, এক জন সরকার, দুই জন শিক্ষানবিশ এবং নিজে তিনি দোকানখানি চালান। কম বয়সের ছেলে-মেয়ে, মাঝারি বয়সের ছেলে-মেয়ে এবং বেশী বয়সের ছেলে-মেয়ের নানাবিধ পোষাক-পরিচ্ছদ শূন্যে ঝুলিয়া, দেওয়ালে হেলিয়া, বাতাসে দুলিয়া দোকানখানির শোভা তুলিয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি গ্ল্যাসকেস। তন্মধ্যে ছিটের বল, রেশমের বল, পশমের বল, অনেক রকম জামা পাজামা পাটে পাটে পরিপাটী হইয়া আছে। নানাবিধ টুপী, পাগ্‌ড়ী, বনাতের কাজকরা কাটা পোষাকও সজ্জিত আছে।

যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারও যথোপযুক্ত সাজের অভাব নাই।

শীতকাল, মাঘ মাস, সুতরাং দর্জ্জিরা এখন শীতপরিচ্ছদেরই নির্ম্মাণকার্য্যে দেড়া ডবল রোজে খাটিতেছে। কারবার বেশ চলিতেছে। কামাখ্যা বাবু পরের অধীনে থাকিয়া, প্রভুর মন যোগাইয়া দিনপাত করার অপেক্ষা এই স্বাধীন ব্যবসায়ে মন দিয়াছেন, সুখের কথা। পরাধীন হওয়া অপেক্ষা নরকভোগ আর নাই। এই নরকভোগ ভুগিয়া বা দেখিয়া নৈতিক কবি বলিয়া গিয়াছেন ;—

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং যদনায়ত্তবৃত্তিতা।
যে পরাধীনতাং যাতাস্তে চেজ্জীবন্তি কে মৃতাঃ॥ *

পরের অধীন না হওয়াই জন্মের সাফল্য। যাহারা পরাধীনতা পাইয়াছে, তাহারা যদি জীবিত, তবে মৃত কে? চাকুরীপ্রিয় বাঙ্গালীর গুরুমন্ত্র ছাড়িয়া, এই নীতিমন্ত্রটি জিহ্বা দ্বারা মনোযন্ত্রে সর্ব্বদাই ধ্বনিত করা উচিত।

কামাখ্যাচরণ বসু দোকানে প্রবেশ করিয়া গাত্র হইতে রামপুরিয়া চাদরখানি খুলিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিলেন, তারপর দর্জ্জিগণের হেড্ দর্জ্জি আলিমুদ্দীন্‌কে নিকটে ডাকিয়া, কৈলাস বাবুর ফরমাইসমত জিনিস কয়টি তৈয়ার করিতে বলিলেন এবং বাক্সমধ্যে টাকা কয়টি রাখিয়া, সরকারকে কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নামে জমা করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। এই দুইটি কার্য্যের পর নিজে দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া, একখানি চিঠি লিখিতে বসিলেন। চিঠিখানিতে এই লিখিলেন ;—

"শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণম্।

পরমপূজনীয়
শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়
জমীদার মহাশয় শ্রীচরণেষু—

প্রণামপূর্ব্বক সবিনয়-নিবেদনমিদম্

মহাশয়,

আমি অদ্য বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, আপনার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আগামী মাসে কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সহিত শুভ বিবাহ হইবে। এতদর্থে আমার নিবেদন এই যে, এই শুভ বিবাহে আপনার কর্ম্মচারী ও দাসদাসীগণকে পুরস্কার দিবার জন্য যে সকল শাল, র‍্যাপার, খেস, বনাত ও অন্যান্য বস্ত্রাদির প্রয়োজন হইবে, আমি তৎসমস্ত সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি। বাজার-দর অপেক্ষা আমার নিকট সুলভ মূল্যে পাইবেন। আপনার উত্তরলিপি পাইলে নিকটে পৌঁছিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বন্দোবস্ত ও দর-দস্তর করিয়া আসিব। যদ্যপি আপনি আমাকে না চিনিতে পারেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, গত পূজার সময় আপনি আপনার পুত্র ও আপনার জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ গরীবের টেলারসপে আসিয়াছিলেন এবং কতকগুলি জিনিস খরিদ করিয়াছিলেন।

অদ্য মঙ্গলবার। ভরসা করি, ফেরৎ ডাকে আপনার কুশলসংবাদসহ এই পত্রের অনুকূল উত্তর পাইব। শ্রীশ্রী৺স্থানে আপনার ও অমরকুমার বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। ইতি সন ১২৯৭ সাল ৬ই মাঘ।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীকামাখ্যাচরণ-দাস-বসোঃ।

কে, সি, বসুর পরিচ্ছদালয়।
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।"

এই নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব পত্রখানি লিখিয়া, কামাখ্যাচরণ বসু আর একবার আদ্যোপান্ত পড়িলেন। পরে একখানি এন্‌ভেলাপের ভিতর চিঠিখানি পূরিয়া, উপরে শিরোনামা লিখিলেন এবং একখানি আধ আনা মূল্যের পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া সরকারকে বলিলেন, "পত্রখানা শীগ্‌গির সিম্‌লের ডাকঘরে দিয়ে এস।"

সরকার মনিবের হুকুম তামিল করিল। হাতের কলম দোয়াতদানীতে রাখিয়া, খাতা বন্ধ করিয়া, একখানি আধময়লা একটি কোণে ইঁদুর-কাটা র‍্যাপার গায়ে দিল। তার পর ঠন্‌ঠনের পুরাতন চটী পায়ে দিয়া, চটাং-পটাং করিয়া ডাকঘরে চলিল।

এ দিকে একজন দর্জ্জিকে এক ছিলিম তামাক

* বিষ্ণুশর্ম্মসঙ্কলিত হিতোপদেশ, সুহৃদ্ভেদ।

সাজিতে বলিয়া, কামাখ্যাচরণ যুগলচরণ মেলিয়া, তাকিয়ার উপর চিৎপাত হইলেন। পা নাড়িতে নাড়িতে ভাবিতে লাগিলেন, "মা কালি! পত্রলেখার পরিশ্রমটা যেন সিদ্ধ হয়, মা! পাঁঠা দিয়ে তোমার পূজো দেবো মা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চমক চাহনি।

মঙ্গল গেল, বুধ গেল, বৃহস্পতিবার আসিল। বৃহস্পতিবারের বিকালবেলাকে বারবেলা বলে। হিন্দুর পক্ষে বারবেলাটা মঙ্গলসূচক নহে; শুভ কার্য্যের বাধা-বিঘ্নস্বরূপ। আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত স্বাতন্ত্র্যদীক্ষিত নব্য বাবু-ভেয়েরা বৃহস্পতিবারের বারবেলাকে Prejudice of the natives * বলিয়া হাসেন—হাসিতে হাসিতে কাসেন। কিন্তু হাসুন আর কাসুন, তাঁদের সুসংস্কার তাঁদেরি থাক, আমাদের যেন স্পর্শ না করে। আমরা বারবেলার বল জানি, কাজেই মানি।

বেলা তিনটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কল্পিতা পত্নীর পিত্রালয়ে আসিবেন। পাঠক-পাঠিকারা যদি অন্যমনস্কতা বশতঃ ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তাই আবার বলি,—অমরকুমারের সঙ্কল্পিতা পত্নীর নাম জ্যোতির্ম্ময়ী এবং জ্যোতির্ম্ময়ী-জনকের নাম বাবু কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণকান্তের পিতার নাম পাঠক-পাঠিকারা এখনও জানিতে পারেন নাই, এইবার জানুন,—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীটি কলিকাতার কোন রোড বা ষ্ট্রীটে নয়, একটি বাই-লেনের দক্ষিণে স্থান পাইয়া, উত্তরমুখে দাঁড়াইয়া আছে। শীতকাল, সুতরাং উত্তুরে হাওয়া বাড়ীতে ঢুকিবার ভয়ে, বাহিরের দোর-জানালা বন্ধ। বাড়ীটি সম্মুখে এক-তলা; প্রবেশদ্বার মাঝারি-গোছের; তাহার পার্শ্বে একটি বসিবার ঘর বা বৈঠকখানা; তাহার বহির্দ্দিকে দুইটি ছোট ছোট কাঠগরাদে জানালা। কি দ্বার, কি জানালা, কি কড়িকাঠ, কি বরগা, সকলগুলিতেই আলকাৎরা মাখা।

বাড়ীখানির অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায় যে, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থা সচ্ছল নহে। ফলেও তাই। কৃষ্ণকান্ত বাবু একটি আফিসে মাসিক পঞ্চান্ন টাকা বেতনে চাকুরী করেন। এই তো মাসিক আয়, কিন্তু মাসিক ব্যয় ধরিতে গেলে তাঁহাদের কোন কোন মাসে ঋণ করিতে হয়। একে তো কলিকাতায় পয়সা খরচ না করিলে একটু মাটীও পাওয়া যায় না, তাহার উপর আবার লৌকিকতা, কুটুম্বিতা, তত্ত্বতাবাস, ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধের দাম, রাজকর, মিউনিসিপ্যালিটীর নানাপ্রকার টেক্স, দায়-ধাক্কা লাগিয়াই আছে। স্বল্পবিত্ত ভদ্রলোকের টাকার টানাটানিতে পড়িয়া প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠে। তার পর সব্‌সে সেরা কন্যাদায়! আজকাল বরের বাজারভাও যেরূপ মহার্ঘ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পাস-করা বরের বাপ ক'নের বাপের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া টাকার তোড়া বাঁধিতে যেরূপ সুরু করিয়াছে, তাহাতে বেশ বোধ হইতেছে, শীঘ্রই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট একটা "বরকর" আইন জারি করিবেন।

অমরকুমার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া দেখিলেন, ভিতর হইতে বহির্দ্বার বন্ধ রহিয়াছে। যেমন "ঝি" বলিয়া ডাকিবেন, অমনি একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিপথে পড়িল আর "ঝি" বলিয়া ডাকা হইল না। নীরবে সেই মনোমোহন দৃশ্যটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মনে কতই নূতন নূতন ভাবোচ্ছ্বাস—প্রাণে কতই নূতন নূতন সুখাশ্বাস, তার সীমা-পরিসীমা নাই। দৃশ্যটি আর কিছুই নহে—কপাটপট্টে খড়িমাটীতে লিখিত "জ্যোতির্ম্ময়ী।"

স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ীর সুকোমল হস্তের সরলাক্ষর। অক্ষরে ছন্দোবন্ধের কারিকুরি নাই, অথচ প্রত্যেক অক্ষরে কি এক আকাঙ্ক্ষা ক্ষরিতেছিল। সে আকাঙ্ক্ষার নিগূঢ় মর্ম্ম অমরকুমার বৈ কে বুঝিবে? প্রত্যেক অক্ষর সাদাসিধা অথচ আঁকাবাঁকা, যেন ফুটন্ত গোলাপফুল কণ্টকে ভরা। অমরকুমার সেই আশা-ময়ী আক্ষরিক "জ্যোতির্ম্ময়ী" দেখিয়া মনে মনে

---

* দেশীয়দের কুসংস্কার।

বলিলেন, "Here is the shadowy beauty of my Love!"*

পরক্ষণেই অন্যমনস্কতার সহিত কপাটের কড়া নাড়িতে লাগিলেন। দৃষ্টি কিন্তু রহিল অক্ষরগুলির দিকে।

এমন সময় অকস্মাৎ ভিতর হইতে কে খিল খুলিয়া দিল। খিল খোলার সহিত কপাট খুলিয়া গেল। অমনি বিদ্যুদ্বেগে অমরকুমারের চক্ষুর উপর কাহার চক্ষু পড়িল। যেমন চোখের দিকে চোখপড়া, অমনি তাহার অন্তর্ধান। তৎক্ষণাৎ অমরকুমার আবার স্মিতমুখে মনে মনে বলিলেন, "Here is my Love!" †

এইবার পাঠক মহাশয় ও পাঠিকা মহাশয়া বুঝিয়াছেন, অন্তর্ধান করিল কে এবং অমরকুমারকেই বা "Here is my Love!" বলাইল কে?

স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ী ঝিকে দুই পয়সার জলখাবার কিনিতে পাঠাইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইতে কড়া নাড়ার শব্দ পাইয়া ঝি খাবার আনিল ভাবিয়া, বালিকা দৌড়িয়া গিয়া খিল খুলিয়া দিল। কিন্তু দেখিল, ঝি নয়, সঙ্কল্পিত স্বামী। লজ্জা কি আর চাপা থাকে, ফুটিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ীও ছুটিয়া পলাইল। বিজলীজ্যোতিও বোধ হয় অত ছুটিতে পারে না, জীবন্ত জ্যোতি যত বেগে ছুটিয়া গেল। এই সদর দরজায়; এই অন্দর-কামরায়।

ছুটিবার সময় জ্যোতির্ম্ময়ীর পায়ের মল চারিগাছি অতিশয় শব্দ করিল। যেন তারা বাড়ী শুদ্ধ লোককে সজাগ করিয়া বলিয়া দিল, "সাবধান, সাবধান, জ্যোতির্ম্ময়ীর মনচোর আসিয়াছে।"

বৈঠকখানায় বসিয়া, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি ঝাঝারিগোছের কলিকায় এক-পয়সানে তেমাথা কাঠের নল লাগাইয়া তামাক খাইতেছিলেন। মলের বিষম ঝম্‌ঝমানি তাঁহার কর্ণকুহরে আচম্‌কা প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে শিহরাইয়া দিল। অমনি বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "আরে, হলো কি?—কে পাড়্‌লো রে?" বলিয়া হুঁকা-হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর যেমন গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিবেন, অমনি অমরকুমার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিলেন।

"জয়োঽস্তু। কে? অমরকুমার? এস, ভাই, বোসো।" তার পর সহাস্যে বলিলেন, "কাকে তাড়া করেছিলে?"

অমরকুমার নতমুখে একটু হাসিলেন। অনন্তর উভয়ে বৈঠকখানায় উপবেশন করিলেন।

বৈঠকখানার ঘরখানির মধ্যে প্রায় ঘর জুড়িয়া দুইখানি পুরাতন তক্তাপোষ পাতা। তদুপরি পুরাতন মাদুর। মাদুরের উপর একখানি আধময়লা শতরঞ্চ পাতা। গুটি দুই তিন ছোট ছোট তাকিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া বা শুইয়া আছে। তাকিয়াতে মানুষেই ঠেস্ দিয়া বসে: তাকিয়ার আবার ঠেস্! না হবেই বা কেন? ভগবান্ স্বয়ংই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, ইতর লোকে তাই তাই করিয়া থাকে। মানুষ যখন তাকিয়ার পেটে পিঠে ঠেসান দেয়, তাকিয়া তখন দেওয়ালের পেটে পিঠে ঠেসান দেবে না কেন?

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুনর্ব্বার তামাক টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসিলেন, "আজ এমন বারবেলাটা মাথায় ক'রে এসে পড়্‌লে কেন?"

"আগামী পরশ্ব শনিবার বাড়ী যাব। যদি কাল না আসতে পারি, তাই আজ বল্‌তে এলেম।"

"তোমার পিতা এর মধ্যে কি কল্‌কাতায় আসবেন?"

"এই সংবাদ পেলে আপনার পৌত্রীকে আশীর্ব্বাদ কোত্তে আসবেন বৈ কি।"

"আমরা যেন অগ্রে সংবাদ পাই।"

"তা পাবেন।"

"তোমার সঙ্গে আর কে যাবে?"

"চন্দ্রনাথ বাবু আর শ্যামলাল বাবু।"

"কোন্ শ্যামলাল বাবু? যিনি তোমার সঙ্গে সে দিন জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখ্‌তে এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

অনন্তর "আমি আস্‌ছি" বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ীর মধ্যে গেলেন। সেখানে খবর লইলেন, পরাণী ঝি আছে কি না। খবরে পরাণী অনুপস্থিত জানিলেন। বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মাগী বেরুলে

* এই যে আমার প্রেমপ্রতিমার ছায়াময়ী শোভা।

† এই যে আমার প্রেমময়ী।

আর আস্তে চায় না। গলীর মোড়ে খাবারের দোকান। বেটী গিয়াছে যেন চৌরঙ্গীর মাঠে।” আপনা আপনি এইরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিন্দু কোথা?”

জ্যোতির্ম্ময়ী উত্তর করিলেন, “তিনি ছাদে বড়ী দেখ্‌তে গেছেন।”

“বড়ী দেখ্‌বার সময়ই বটে!” এই বলিয়া বৃদ্ধ চটিয়া উঠিলেন।

বিন্দু বা বিন্ধ্যবাসিনী মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা ভ্রাতৃকন্যা। বিন্দুর পিতা, মাতা ও স্বামীর পরলোক হওয়াতে, খুড়া মহাশয়ের বাটীতেই কালযাপন করিতেছেন। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে স্ত্রীলোক অভিভাবিকা না থাকাতে বিন্দুর উপর গৃহ-কার্য্যের সমস্ত ভার অর্পিত। বিন্দুও গৃহস্থালীতে বেশ নিপুণা। বিন্দুর একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল, কিন্তু অভাগিনী সেটিকে যমের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহার সেই পুত্রস্নেহ জ্যোতির্ম্ময়ীর উপর পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে “পিসীমা” বলিয়া ডাকিলে, বিন্ধ্যবাসিনীর হৃদয়-মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

অনন্তর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিরক্তিভঙ্গিম মুখে পুনর্ব্বার যেমন বাহির-বাড়ীতে আসিবেন, অমনি পরাণী আঁচলচাপা খাবারের ঠোঙা লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “চুলো জ্বালিয়ে কড়া চড়িয়ে কি দু পয়সার খাবার আন্‌লি?”

পরাণী ভয় অথচ অভয়ের সহিত উত্তর করিল, “পথে দত্তদের বাড়ীর গৌরী দিদির সঙ্গে দেখা হলো, সেই পাকে আস্তে একটু বিলম্ হয়েছে।”

চট্টোপাধ্যায় ক্রোধবিরক্ত স্বরে বলিলেন, “তো মাগীদের রাস্তায় বেরুলেই যত দাদা-দিদির সঙ্গে দেখা হয়। তারা যেন বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে ভিজিটিং কার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!”

বিলাতী ধরণের সভ্যতার আইনে ভিজিটিং কার্ড অর্থাৎ দর্শনপত্র বড় আবশ্যকীয় সামগ্রী। কাহার সহিত কেহ দেখা করিবার ইচ্ছা করিলে, প্রথমে ভিজিটিং কার্ডখানি ভৃত্যের মারফতে পাঠাইতে হইবে। তার পর “আস্তে বল, বা আনে বোলো” টুক্‌রা কথাটি ভৃত্য বহিয়া আনিয়া দর্শনার্থীর কর্ণকুহরে গলাইয়া দিলে, তিনি তখন দর্শনীয়ের সমীপে যাইয়া শুভদর্শন ও বাক্যালাপন করিতে পাইবেন।

পরাণী কিন্তু ইংরাজী লেখা-পড়া জানে না। সে চট্টোপাধ্যায়ের মুখে “ভিজিটিং কার্ড” কথাটা কুকথা ভাবিল। তাই ব্যথা পাইয়া বলিল, “হ্যাঁ গা, একটু দেরি হয়েছে বোলে কি এম্নি অকথ্যি কথায় গালমন্দ দিতে হয়?”

“অকথ্যি কথায় গালমন্দ দিলেম কোথা?”

“ভেষ্টাং ভেষ্টাং অকথ্যি কথা নয় তো কি? চাক্‌রী করি বোলে কি ভেষ্টা হয়েছি?”

আ মর্ মাগী! ভিজিটিং বুঝি ভ্রষ্টা? দূর হ—দূর হ!”

মুখ ভার করিয়া পরাণী জ্যোতির্ম্ময়ীকে খাবারের ঠোঙা দিল। জ্যোতির্ম্ময়ী খাইল না; একখানা রেকাবিতে রাখিয়া, একটা বড় জামবাটি চাপা দিয়া রাখিল।

চট্টোপাধ্যায় পরাণীকে বলিলেন, “আর একবার দোকানে যা। দু আনার ভাল দেখে খাবার নিয়ে আয়। দু পয়সার খাস্তার কচুরী, দু পয়সার একটা বড় মেঠাই আর চার পয়সার দুটো ভাল নতুন গুড়ের সন্দেশ। এবার আর দেরি করিস্ নি।” এই বলিয়া নিজের ট্যাঁক হইতে বাহির করিয়া কাগজ-জড়ানো একটি দুয়ানী দিলেন।

পরাণী মুখ ভার করিয়া, উহা লইল; হাতের কাগজ মনের বিশ্বাসের সঙ্গে ঠিক মিলে কি না, জানিবার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মুখেই কাগজখানা খুলিয়া দেখিল। আবার মুড়িয়া আঁচলে গেরো বাঁধিল। তার পর মনে মনে বকিতে বকিতে বাড়ীর বাহির হইল। এইবার বাড়ী ছাড়াইয়া, কিছু দূর গিয়া, মনে মনে বকা মুখ মুখে দাঁড়াইবে।

এখানে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন, “জ্যোতিম্! আগে ভাল ক'রে গোটা চারেক পাণের খিলি সেজে পরে খাবার খা।”

জ্যোতির্ম্ময়ী ঈষৎ হাস্যমুখে বলিল, “চাট্টে পাণ কেন, দাদা মশায়?”

বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, “এখন তো দুটো চাট্টে, এর পর খিলি কোত্তে কোত্তে আঙ্গুলে খিল্ ধোরবে!” এই বলিয়া আবার বলিলেন, “শুভদর্শন কি হয় নি? তোর বর যে বৈঠকখানায় ছেঁড়া শতরঞ্চে বার দিয়ে বাহার নিচ্চে।”

এইবার জ্যোতির্ম্ময়ী লজ্জায় অধোমুখ হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় আবার তামাসার হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বলি, লজ্জাই কর বা মুখ নীচু ক'রে মনের সুখে পায়ের আঙ্গুলগুলি ঘষ, কিন্তু নতুন বর পেয়ে যেন পুরানো বরটাকে ভুলো না, দিদি। আমি তো আর যোয়ান বর নই যে, কচমচিয়ে পান চিবুবো। দয়া ক'রে এই দাঁতপড়া বুড়ো বরের জন্যেও একটা খিলি ছেঁচে রেখো।"

অধোবদনা জ্যোতির্ম্ময়ীর নধর অধরে অস্ফুটন্ত হাস্য-জ্যোতি চমক দিল। কোন উত্তর না করিয়া হাসিতে হাসিতে বালিকা অন্য ঘরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ, নাতিনীর হাসি দেখিতে পাইয়া নিজেও স্নেহের হাসি হাসিলেন। এই উভয় মুখের হাসি দেখিয়া একটি গাছের একটি ডগায় একটি আধফোটা ফুল আর একটি ডগায় পূরা ফোটা ফুলের শেষ অবস্থাটা মনে পড়ে।

অনন্তর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বৈঠকখানায় পুনর্ব্বার আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, অমরকুমার একখানি নূতন সীতার বনবাস পুস্তক খুলিয়া, এ-পাত ও-পাত করিয়া উল্টাইয়া দেখিতেছেন। তদ্দর্শনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বসিতে বসিতে জিজ্ঞাসিলেন, "ওখানি কি বই, ভাই?"

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস।"

"ওখানি দেখছি নতুন বই। তুমি কি পূর্ব্বে অমন সুন্দর বই পড় নি?"

"আজ্ঞে, পড়েছি বৈ কি। সীতার বনবাস পড়েই তো বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা দিয়েছিলেম।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বটেই তো, এখানি এখন তোমার সর্ব্ব-কনিষ্ঠের জন্য কিনেছো বুঝি?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে?"

"আপনাদেরই বাড়ীতে এখানি থাকবে।"

"ও, তাই বল। ভাল ভাল। তবে আর এক-খানা বই আনলে দু দিক থাকতো" হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ এই কথা বলিলেন।

"কি বই বলুন দেখি?"

"এই বুড়ো হাবড়াটার জন্যে একখানা বটতলার রামায়ণ। আমি তো, ভাই, আর অত বেশী দামের বই পাবার সাহস কোত্তে পাবি নি। আমার সাহস বটতলার একটা দোকান পর্য্যন্ত।"

অমরকুমার কোন উত্তর করিলেন না; অনুচ্চ স্বরে একবার হাসিলেন।

আবার বৃদ্ধ রসনাচালন করিলেন। বলিলেন, "তুমি তো, ভাই, জ্যোতিমের জন্য একখানি ভারি ভাষার সীতার বনবাস আনলে, কিন্তু পড়ায় কে? আমরা সেকেলে লোক, আমাদের বাঙ্গালা বিদ্যে বড়জোর বটতলার রামায়ণ, মহাভারত পর্য্যন্ত। তোমাকেই দেখছি পণ্ডিতি কোত্তে হবে।"

অমর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার জ্যোতিম খুব বুদ্ধিমতী। যখন জীবনচরিত পড়া আছে, তখন সীতার বনবাস পড়তে তত কষ্ট হবে না। আমি আবার সীতার বনবাসের একখানা অর্থপুস্তকও এনেছি।"

বৃদ্ধ সহাস্যে বলিলেন, "তবে জ্যোতিমই শুধু খুব বুদ্ধিমতী নয়, তুমিও খুব বুদ্ধিমান্। বড সেয়ানার কাজই করেছ, ভাই। কিন্তু তোমার বুদ্ধিতে এখনও কাঁচা রস আছে। মানের বই দেখে বিদ্যে শেখা পাকা হয় না। আমি জানি, বিদ্যে শূন্য অর্থকারদের জ্বালায় গ্রন্থকারদের পুস্তক মাটী হয়। মানের বইয়ে প্রায় আগাগোড়া ভুল ব্যাখ্যা থাকে। আজকাল হাটে বাজারে ঘুষো চিংড়ির মত অর্থপুস্তকের গাদি ছড়াছড়ি। অধিকাংশই ভুষি।"

"বাস্তবিক। কিন্তু এ অর্থপুস্তকখানি একটি উপযুক্ত লোকের লেখা।"

অনন্তর পরাণী ঝি একখানি বড রেকাবী করিয়া জলখাবার, একটি ভাল গেলাসে ভরিয়া জল ও ডিপায় পুরিয়া পাণের খিলি দিয়া গেল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অমরকুমারকে কিঞ্চিৎ জল-যোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। অমরকুমার "আজ্ঞে, এ সব আবার কেন? না না, থাক্ থাক্" ইত্যাদি সৌজন্যসূচক বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বচনমুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে ছাড়িলেন না, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাই, তোমার বাবা জমীদার, ধনী। তাঁর কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু জ্যোতিমের ঠাকুরদাদা গরীব গৃহস্থ; সংস্থান নাই। আচ্ছা, ভাই, নাই খাও। আমিই খাই। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর কচি হাতের তৈয়ারি পাণের খিলি কটা কে খাবে?"

বৃদ্ধের পাকা পরিহাসে অমরকুমার নতমুখে হাসিতে লাগিলেন। আর বাক্যব্যয় না করিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন, কিঞ্চিৎ জল পান করিলেন। তার পর কিঞ্চিৎ নয়—সমস্ত সঞ্চিত খিলি কয়টি তুলিয়া, ডিপাটাকে বঞ্চিত করিলেন। তিনি জানিতেন, বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছেঁচা পাণ ব্যতীত খিলি পাণকে খোঁচার মত ভয় করিতেন।

ডিপা খুলিয়া পাণের খিলি লইবার সময় অমরকুমার জ্যোতিম্ময়ীর চম্পককলিবিনিন্দিত অঙ্গুলীগুলি মনে মনে ধ্যান করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা বাহুল্য কি না বলা বাহুল্য? কোন্‌টা বলিব?

অনন্তর অমরকুমার বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, "পূর্ব্বে আপনাদের সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল, আমিও আপনাদের যা যা বলেছিলেম, আপনারাও আমাকে যা যা বলেছিলেন, তার কোন অন্যথা হবে না। আমার পিতা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমি যা বলবো, তিনি তাই শুনবেন। টাকার বিষয় কিছু ভাববেন না।"

"অমর! তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, সচ্চরিত্রতা, আমার এবং কৃষ্ণকান্তের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি গুণে আমরা যার-পর-নাই সন্তুষ্ট। ঈশ্বরেচ্ছায় শীঘ্র শীঘ্র তোমাদের দু হাত এক হলেই আমাদের আশা পূর্ণ হয়। আমাদের আর্থিক অবস্থা অতি মন্দ, কিন্তু এমন অবস্থাতেও তোমার মত সৎপাত্র পাওয়া আমাদের পরম ভাগ্য। তুমি আমাদের যেরূপ আশ্বাস দিয়েছো, তাতে আমরা তোমারই উপর নির্ভর ক'রে রইলেম।"

"আপনারা নিশ্চয় জান্‌বেন যে, যদি পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমেও উদয় হয়, তথাপি আমার কথা কখনই নড়্‌বে না। আজ আমি এখন আসি।"

"কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে দেখা কর্‌বে না?"

"আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। আপনি তাঁকে অনুগ্রহ ক'রে আমার সমস্ত কথা বল্‌বেন। প্রণাম।"

"আচ্ছা, ভাই, এস তবে।"

অমরকুমার দুইখানি পুস্তক রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শুভযাত্রার বন্দোবস্ত।

শুক্রবার সন্ধ্যার সময় শ্যামলালের সহিত অমরকুমারের সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল। আজ শুক্রবার। অমরকুমার ঠিক সন্ধ্যার সময় শ্যামলালের বাড়ী গেলেন। গিয়া দেখিলেন, শ্যামলাল গরহাজির। শ্যামলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইলাল সে সময়ে আর একটি বালকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছিল। কানাইলাল অমরকুমারকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্মান সহকারে "আসুন, আসুন, বসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিল।

"তোমার দাদা কোথা?" বলিয়া অমরকুমার একখানি চেয়ারের উপর বসিলেন।

"তিনি নরেন্দ্র বাবুর বাড়ী গিয়েছেন। এই কাছে বাড়ী। আমি এখনি ডেকে আন্‌ছি, আপনি একটু বসুন।" এই বলিয়া কানাইলাল তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

অমরকুমার উপবিষ্ট বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

বালক ধীরস্বরে উত্তর করিল, "শ্রীননীলাল দে।"

"তোমার বাড়ী কোথা?"

"এই বাড়ীর পশ্চিম দিকে তিনখানা বাড়ীর পরে, ২৫।২ নম্বর।"

"তুমি কোন্ স্কুলে পড়?"

"মেট্রোপলিটান ব্র্যাঞ্চ স্কুলে।"

"কানাইলালও সেই স্কুলে পড়ে না?"

"আজ্ঞে হাঁ। কানাই আর আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি।"

এইরূপ উভয়ের প্রশ্নোত্তর চলিতেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি শ্যামলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কানাইলালও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল।

শ্যামলালকে দেখিয়া অমরকুমার সহাস্যমুখে বলিলেন, "তুমি গরহাজির।"

"না, ভাই, হাফ্‌হাজির।" শ্যামলাল হাসিয়া এই কথা বলিলেন। বলিতে বলিতে আর একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন। তার পর কানাইলাল ও ননীলালকে বলিলেন, "তোরা উপরের বৈঠকখানায় গিয়ে পড়্‌গে যা।"

জ্যেষ্ঠের আদেশ ও পুস্তক বহন করিয়া কানাইলাল ননীলালকে লইয়া উপরের বৈঠকখানায় গেল।

অনন্তর শ্যামলাল অমরকুমারকে জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হে, কালই তো বাড়ী যাবে?"

"তা আবার দুবার ক'রে বল্‌তে।"

"চন্দ্রনাথ বাবু কি তোর সঙ্গে যাবেন, না আফিসের ফের্‌তা স্বতন্ত্র যাবেন?"

"তিনি আফিসের ফের্‌তা স্বতন্ত্রই যাবেন। আমাতে তোমাতে একসঙ্গে যাব।"

"কোন্ সময়ে যাওয়া ঠিক করেছো?"

"আহারাদির পর ১২টার ট্রেণে।"

"১২টার ট্রেণে হবে না বোধ হয়। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। সেটা সেরে দেড়টার ট্রেণে যাব—কেমন?"

"আচ্ছা, তাই ভাল।"

"ও অমর, পাণ-টান পেয়েছ?"

"কর্ত্তা গরহাজির, সুতরাং গিন্নীর হাজিরিতে তো পাণ পাওয়ার আইন নেই।"

"আচ্ছা। এইবার এ দিকে কর্ত্তা হাজির, ও দিকে গিন্নী হাজির, মাঝখানে পাণ হাজির করা যাচ্ছে।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "কেনো—ওরে কেনো!"

উপর হইতে আওয়াজ আসিল, "যাচ্ছি দাদা!"

"ওরে, বাড়ীর ভিতর থেকে গোটা আষ্টেক পাণের খিলি নিয়ে আয় তো।"

"আচ্ছা।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কানাইলাল একটা খাগ্‌ড়াই কাঁসার ডিপা ভরিয়া পাণ দিয়া গেল।

শ্যামলাল ডিপা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পাণ হাজির; হাজিরি খাও।"

হাস্যমুখে অমরকুমার দুইটি খিলি তুলিয়া লইলেন। একটি মুখে দিলেন, একটি হাতে রাখিলেন।

শ্যামলাল কিন্তু বিপরীত চালে চলিলেন। তাঁর পাণ খাওয়াটা বড় ঘন ঘন। একটা সম্পূর্ণরূপে চর্ব্বিত হইতে না হইতে আর একটা বদনে সম্প্রদান করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে অমরকুমার পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "ও মাই ডিয়ার হোমিওপ্যাথ! মেডিসিনের চেয়ে জাওর-কাটার প্র্যাক্‌টিস্‌টে খুব দোরস্ত করেছো দেখ্‌ছি।"

"আমার, ভাই, বড় অম্বলের আমেজ আছে।"

"তোমার হোমিওপ্যাথির বাক্সোতে তার ওষুধ নেই?"

"আছে। কিন্তু পাণ-তামাকের জ্বালায় হোমিও-প্যাথিক ড্রপে সানায় না।"

"রোগীর বেলায় নিয়মপালনের আঁটা-আঁটি, আর নিজের বেলায় দাঁতকপাটী!"

"তা বটে। কিন্তু ঘটে না।"

"না ঘটাটা বড় দোষের কথা। ডাক্তারের হাতে মুখে মনে সমান হওয়া চাই। না হ'লে রোগীর চিকিৎসা করা ঠিক হয় না।"

"তা হবে, তা হবে। এখন এস, দুজনে খানিকটে বিন্তি খেলি। কাল এক জোড়া গিল্‌ডেড্ তাস এনেছি।"

"না, শ্যামলাল, আজ তাস-ফাস খেল্‌তে পার্‌বো না। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।"

"নেহাৎ উঠবে দেখ্‌ছি। আচ্ছা, কাল বেলা বারোটার সময় আমার এখানে এস। একসঙ্গে রওনা হব।"

এমন সময় একটি লোক সেই বাড়ীর বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ী কি শ্যামলাল ডাক্তার বাবুর?"

শব্দ শ্যামলাল বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানার ভিতর হইতে সাড়া দিয়া বলিলেন, "হাঁ, এই বাড়ী।"

এই বলিয়া শ্যামলাল তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সদর-দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একটি আধবুড়া লোক একখানি চিড়িয়াবুটী জামিয়ার গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও ডাক আছে কি?"

আগন্তুক লোকটি উত্তর করিল, "ডাক কি, মশায়?"

"কোথাও কি আমাকে রোগী দেখতে যেতে হবে?"

"আজ্ঞে না। আপনারই নাম শ্যামলাল বাবু?"

"হাঁ, আমারই নাম।"

"আপনার এখানে কুমার বাবু আছেন?"

"কুমার বাবু কে?"

"বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বৈঠকখানার মধ্যে অমরকুমার বসিয়া ছিলেন। নিজের নাম শুনিয়া, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?"

"আজ্ঞে, আমি বিপ্রদাস সরকার। এই যে আপনি এখানেই আছেন। প্রাতঃপ্রণাম।"

অমরকুমার চিনিলেন। শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজই বাড়ী থেকে এলে না কি? বাবা কেমন আছেন? মা কেমন আছেন? বাড়ীর আর আর সকলে কেমন আছেন?"

"সকলেই ভাল আছেন।"

"তুমি কেমন আছ?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে আছি ভাল।"

"আমি এখানে আছি, তুমি জান্‌লে কিরূপে?"

"জামাই বাবুর বাড়ী এসে শুন্‌লেম, আপনি এখানে আছেন। তাঁর কাছে সন্ধান নিয়ে বরাবর চ'লে এলেম।"

"সেখানে না জিরিয়ে, একেবারে এখানে আস্‌বার এত তাড়া কেন?"

"কর্ত্তা মহাশয় একখানি পত্র দিয়েছেন। তাঁর হুকুম আছে, অগ্রে আপনাকে সে পত্রখানি দিয়ে, তবে অন্য কাজ কর্‌বো।"

অমরকুমার একটু ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন, "কৈ সে পত্র? ব্যাপার কি?"

"এই নিন্" বলিয়া বিপ্রদাস অমরকুমারের হস্তে একখানি পত্র দিল।

অমরকুমার তাড়াতাড়ি পত্র খুলিয়া, বৈঠকখানায় ঢুকিয়া, চিম্‌নিওয়ালা কেরোসিন ল্যাম্পের আলোকে মনে মনে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পড়িবার পর সুস্থ হইয়া বলিলেন, "রক্ষা হোক। আমি ভেবেছিলেম, না জানি বাড়ীতে কি একটা বিভ্রাট ঘটেছে।" তার পর সরকারকে বলিলেন, "কেন তিনি তোমাকে এই শীতের সময় বৃথা কষ্ট দিয়ে কল্‌কাতায় পাঠালেন?"

সরকারের উত্তর দিবার অগ্রেই শ্যামলাল কৌতূহলপূরিত চিত্তে জিজ্ঞাসিলেন, "অমর! ব্যাপারটা কি?"

অমরকুমার বলিলেন, "বাবা পত্র লিখেছেন, কল্য শনিবার প্রাতেই আমাকে বাড়ী যেতে হবে, বিশেষ কি একটা কাজ আছে।"

শ্যামলাল বিপ্রদাস সরকারকে বলিলেন, "কাজটা কি?"

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, আমি তা জানি নি। কর্ত্তা মহাশয়ও আমাকে তা বলেন নি।"

অমরকুমার বলিলেন, "কাল সকালে যেতে পার্‌বো না। দেড়টার ট্রেণে যাব।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আমার জন্যই বোধ হয় তুমি প্রাতে যেতে পাচ্ছো না?"

অমরকুমার উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভাই।"

শ্যামলাল বলিলেন, "আচ্ছা, সকালের ট্রেণেই যাব, আমার আবশ্যকীয় কাজটা না হয় এর পরেই হবে।"

অমরকুমারের আনন্দ হইল। বলিলেন, "তা হলে বড়ই ভাল হয়। বাবার আদেশমত কাজ কোল্লে তিনি নিতান্ত সন্তুষ্ট হবেন।"

শ্যামলাল বলিলেন, "পিতা-মাতাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা, তাঁহাদের আদেশমত কার্য্য করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমিও জানি, তুমি পিতা-মাতার আদৌ অবাধ্য নও।"

অমরকুমার বলিলেন, "তবে আমরা এখন আসি। কাল ভোরে একখানা সেকেণ্ড ক্ল্যাস গাড়ী নিয়ে তোমার কাছে আসবো। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে ঠিক-ঠাক হয়ে থেকো।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আমার জন্য চিন্তা নাই।"

অনন্তর পরস্পরে "গুডবাই" হইল। বিপ্রদাস সরকার সে ধার ধারেও না, ধারিলেও পারে না। সুতরাং সে "প্রাতঃপ্রণাম" বলিয়া বিদায় লইল।

বিপ্রদাসকে লইয়া অমরকুমার প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অংশ

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ

রূপ ও রূপো।

শুক্রবারের রজনী ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা কাল পরিশ্রান্তা ধরণীকে নিজের ঘুমপাড়ানো কোলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া, শেষে নিজে ক্লান্ত হইয়া পড়িল; আর কোলে রাখিতে পারিল না। ঘুম ভাঙাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল না। রজনী ঘুম পাড়াইতে জানে, কিন্তু ঘুম ছাড়াইতে জানে না। মানুষের ভিতরেও অনেক রজনী আছে। তারা অপরকে জালে জড়াইতে বেশ

মজবুৎ, কিন্তু জাল ছাড়াইবার বেলা বিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া দাঁড়ায়।

অবশেষে নিরুপায় হইয়া, রজনী উষাকে ডাকিল, কাকুতি-মিনতি করিল, কানে কানে কি বলিল। উষা অমনি মুচকি হাসি হাসিল। ধরণী জাগিল, রজনী ভাগিল।

উষার অস্বচ্ছ হাস্যচ্ছটায় ধরণী জাগিল, রজনীর কোল ছাড়িল, কিন্তু চক্ষে তখনও কেমন এক ঘুমের ঘোর জড়াইয়া থাকাতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারিল না।

উষা দেখিল, আরও একটু তীব্র টোট্‌কা প্রয়োগ না করিলে, আধমরা ধরণী জীবন্তভাব ধরিবে না। অমনি হাত বাড়াইয়া, পূর্ব্বাকাশের আবরণ খুলিয়া ফেলিল। যেমন আবরণ খোলা, অমনি প্রকাণ্ড লাল গোলা। সেই অপূর্ব্ব লাল গোলাটির লাল ছটা নিমেষমধ্যে ছুটিয়া আসিল, চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল, ধরণীর ঢুলু ঢুলু চক্ষে আভা ছিটাইল। আর ঘুম! একেবারে জাগার ধূম!

অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! বিচিত্র পটক্ষেপ! আশ্চর্য্য দৃশ্যলেপ! চমৎকার কাললীলা! এই কতক্ষণ পৃথিবীব্যাপিনী যে নির্জ্জীবতা নীরবে অসাড় হইয়া-ছিল, দেখিতে দেখিতে সেই নির্জ্জীবতা সজীবতা লাভ করিয়া, সরবে সাড় হইল, সাড়া দিল। যেন কি এক মহামন্ত্রে প্রকৃতির মোহবিকার ঘুচিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে সকল দিকেই কোলাহল। শূন্যে কোলাহল—নিম্নে কোলাহল—সম্মুখে কোলাহল। কেবল কোলাহলেরই খেলা। গাছে পাখী—আকাশেও পাখী; কাননে পশু—ভবনে পশু, ঘরে মানুষ—ঘাটে মানুষ—মাঠে মানুষ—হাটে মানুষ। সকলেরই কণ্ঠের চাবি খুলিয়াছে—কোলাহলের লহরী খেলি-য়াছে।

প্রথম প্রভাতের এই কেলাহললহরী গঙ্গা-তীরস্থ তারাপুরেও সুর তুলিয়াছে। তারাপুরের ঘরে ঘরে নানারূপ সুর উঠিতেছে, কিন্তু সকল সুরের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ একটা গলার সুর ধরি। সে সুরটা এই—"আজ তোরি এক দিন, কি আমারি এক দিন।"

এই সুরটা উঠিল চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেপের তলায়, ফুটিল তাঁরি গলায়। হঠাৎ এমন সময়ে নবীন প্রভাতে লেপের নীচে ভগবানের নামসুর না উঠিয়া, এমন বেয়াড়া সুর উঠিল কেন? জানি না। না না, জানি—"ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" চক্রধরের যেমন ভাবনা, সিদ্ধিও তেমনি। কখন কখন কারণ দেখিয়া কার্য্য বুঝা যায়; কখন কখন কার্য্য দেখিয়া কারণ বুঝিতে হয়। এখানে চক্রধরের কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হইবে। "আজ তোরি এক দিন, কি আমারি এক দিন" সুরটা কার্য্যে, সুতরাং কারণও তাই। অতএব "ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" মন অগ্রে কথা কয়, মুখ শেষে সেইটি প্রতিধ্বনিত করে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল,—"ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি তুলিতে পারেন।—অনেকে তো মনে যে কথাটা কয়, মুখে ঠিক তার বিপরীত বলে। তবে "ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" শ্লোকাঙ্কটা খাটিল কৈ? তা বটে, কিন্তু যারা মনে মুখে তফাৎ রাখিয়া কথা কয়, তারা মানুষ নয়, তারা মিছরীর ছুরি—ভিতরে বিষভরা, উপরে ক্ষীরপোরা জালা—উপরে ঘাস-চাপা, ভিতরে ভয়ঙ্কর গভীর কূপ। এইরূপ গুণ-(!)-বিশিষ্ট কুটিলদের দ্বারা পৃথিবীর পনর আনা অংশ পূরিয়া গিয়াছে। পৃথিবী নরক হইয়াছে!

চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় বৃদ্ধ, তায় আবার দেহটি বাতব্যাধির আধার। বিশেষতঃ শীতকালে সেই ব্যাধিটার বড় বাড়াবাড়ি। এই জন্যই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বহির্ব্বাটীর দোতলার একটি মধ্যম গোছের প্রকোষ্ঠেই একাকী রাত্রিযাপন করেন। তিনি ধনী, তায় জমীদার; সুতরাং তদুপযোগী গৃহ, গৃহসজ্জা ও শয়নোপকরণ।

"আজ তোরি এক দিন, কি আমারি এক দিন" বলিয়াই মুখচাপা লেপখানার খানিকটা উল্টাইয়া ফেলিলেন। বাহারটা বড় জুৎসই হইল। যেন মস্ত বোচ্‌কার ভিতর লইতে একটা বড় ওল বাহির হইয়া পড়িল।

অনন্তর চক্রধর আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন, গা ভাঙিলেন, হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আস্তে আস্তে গিয়া দরজার খিল খুলিলেন। প্রথমে হড়াৎ—তার পর কড়াৎ কোঁ করিয়া কপাটে শব্দ হইল। কপাটের শব্দের সঙ্গে চক্রধরেরও গলার শব্দ হইল। শব্দটা এই—"জোগো, তামাক দে, জল আন্‌।"

জোগো তৎক্ষণাৎ গাড়ু, গামোছা ও ডাবর আনিল। কর্ত্তা বাসি মুখ টাট্‌কা করিলেন। তার পর আস্তে আস্তে বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিলেন। জোগো একখানি কেদারা রাখিয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে কাশীর কলিকায় ভরিয়া এক ছিলিম গয়ার তামাক তরিবৎ করিয়া আল্‌বোলায় বসাইয়া দিয়া গেল। কর্ত্তা মহাশয় গায়ে একখানা ভাল বালাপোস্ জড়াইয়া, কেদারায় জম্পেস্ হইয়া বসিলেন। তামাক টানিতে লাগিলেন। একে শীত, তায় বুড়া, তায় আবার সকালবেলার পূর্ব্ব কফের সময় তামাকে টান। কাজেই খক্ খক্ করিয়া কাসিতে লাগিলেন। কাসির শব্দ পাইয়া জোগো তৎক্ষণাৎ একটা বড় পিকদান হাজির করিল। আধারে আধেয় জমিতে লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপে গত হইল। পশ্চাতে অথচ কিছু দূরে জোগো দাঁড়াইয়া নূতন ফরমাইসের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় শৌচক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জোগোর হাতে বালাপোস্ পেস্ করিলেন। গায়ে রহিল একটা পিরাণের উপর বাদামী রঙ্গের ফ্লানেলের জামা।

যখন হাত পাতিয়া জোগো বালাপোস্ লইতেছিল, তখন চক্রধর আপনা আপনি অথচ কিছু জোর আওয়াজে বলিয়া ফেলিলেন, "আজ তোরি এক দিন, কি কি আমারি এক দিন।"

জোগো ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "আজ্ঞে, আমি কি কোরেছি।"

চক্রধর নিরুত্তর।

জোগো ভাবিল, "সর্ব্বনাশ হলো বুঝি।" তৎক্ষণাৎ বলিল, "আজ্ঞে, তামাকটা রস মোরে একটু কড়া হয়েছে। আজ টাট্‌কা তামাক এনে মিশিয়ে নরম করবো।"

"যা, তুই পাইখানার গাড়ুতে জল দি গে যা।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া জোগো চলিয়া গেল। যথাস্থানে কর্ত্তা বাবুর বালাপোস্ রাখিয়া, পায়খানার গাড়ুতে জল ভরিয়া ফিরিয়া আসিল। চক্রধর কানে পৈতা জড়াইয়া শৌচক্রিয়ার শুভ যাত্রা করিলেন।

* * * * * * *

অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে যেখানকার চক্রধর, আবার সেইখানেই বিরাজমান। জগু দ্বিতীয় দফা তামাক যোগাইল। মনে বড় ভয়, না জানি কি হয়। ভয় কিন্তু ঘুচিয়া গেল। কেন না, বৃদ্ধ এবার যুবার জোরে ধূমধূমাকার করিতে লাগিলেন। প্রভাতসূর্য্যের অম্লোঞ্চ রৌদ্র বারান্দায় বিছাইয়া পড়িয়াছিল। সেই রৌদ্রে ধোঁয়ার ছায়া উড়িয়া, বারান্দার সানে পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তকে ছোট ছোট কাঁচা পাকা চুল, ওষ্ঠের উপরে কাঁচা পাকা গোঁফ, দাড়িতে চুল নাই। বৃদ্ধের রঙটা ফরসা, তবে কি না, শীতের প্রকোপে কিছু মলিন হইয়াছে। উত্তুরে হাওয়ায় মুখের চেহারা কতকটা শুকাইয়া গিয়াছে। মন্দ মন্দ সূর্য্যকিরণ বৃদ্ধের পৃষ্ঠ-মস্তক তপ্ত করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ রোদ পোহাইতে পোহাইতে আর তামাক টানিতে টানিতে কাটিয়া গেল।

এমন সময়ে এক জন ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘটক কর্ত্তাকে নমস্কার করিল, কর্ত্তাও প্রতিনমস্কার করিলেন। তার পর জগু আর একখানা কেদারা দিয়া গেল। ঘটক ঠাকুর "হরি হে, পার কর" বলিয়া কেদারায় নিতম্বস্থাপন করিলেন। এই ঘটকের নাম পঞ্চানন ঘটক, নিবাস বাঁশবেড়িয়া। কিয়ৎক্ষণ পরে জগু একটা বাঁধা হুঁকায় আর এক ছিলিম গুড়ুক দিয়া গেল। পঞ্চানন একাননে একমনে ধূমসেবনে নিমগ্ন হইলেন। অনেকটা পথ হাটিয়া আসিয়াছেন, তামাকটা বড় পিয়ারের জিনিস হইল।

ঘটক ঠাকুর চক্রধর ঠাকুরের প্রায় সমবয়স্ক। এখানে "প্রায়" শব্দের অর্থ "হয় কিছু কম", বা "নয় কিছু বেশী"। ঘটকেরা সাধারণতঃ বাক্‌চতুর ও বাগ্‌রসিক হইয়া থাকে। এ ঘটকটিও তাই। বড়মানুষের (যদিও সকল বড়মানুষ নয়) বাড়ীতে আর কিছু হউক বা না হউক, তামাকটা ভাল পাওয়া যায় তাই পঞ্চানন ঘটক মনের মত তামাক টানিতে টানিতে কর্ত্তাকে বলিলেন, "মহাশয়, অনেক দেখে শুনে বুঝে সুজে শাস্ত্রকারেরা গয়াতেই পিণ্ডদানের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করেছেন। বাস্তবিক, যে গয়ার তাম্রকূটপিণ্ডও এত মিষ্ট, না জানি, সে গয়ার প্রেতপিণ্ড কত উৎকৃষ্ট!"

এই কথা শুনিয়া, চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্য-বিরক্তিতে উত্তর করিলেন, এখানেও প্রেত-পিণ্ডের আয়োজন হয়েছে।"

"কার?"

"আমার।"

"বালাই। আপনার এমন কি বেশী বয়স হয়েছে

যে, পিণ্ডের আয়োজন? তবে এক আধটু বাত: তা কার না আছে? বাতিক বৈ মানুষ কৈ? আপনার ন্যায় বড়লোকদের বাত তো বাত, আজীবন শয্যাকাত রোগ আছে। তাতে কি আসে যায়? আপনারা একটু আধটু পীড়া ভোগ না কোল্লে, ফিমেলী ডাক্তারদের চলে কিসে?"

"ফিমেলী ডাক্তার কি?"

"ঐ যে যাঁরা ওষুধ দিয়ে সুদ নিয়ে কায়েমীহালে মোতায়েন হন।"

"ও, তাঁরা ফিমেলি ডাক্তার নন, ফ্যামিলি ডাক্তার। যাকে বাঙ্গালায় পারিবারিক চিকিৎসক বলে।"

"ও একই কথা। তা যাক, পিণ্ডটার আর কি কোন অর্থ আছে? আপনার রহস্যতে একটু বিরক্তি মিশেছে দেখ্‌ছি। আজ আপনার মুখখানিতেও যেন সুখ হাস্‌চে না। এরূপ রহস্যের রহস্যটা কি, অনুগ্রহ করে বল্লে নিতান্ত বাধিত হই।"

"বাস্তবিক বল্‌ছি, আমার পিণ্ডের আয়োজন বা ষড়যন্ত্র হয়েছে।"

"জীবদ্দশাতেই পিণ্ড! কি বল্‌ছেন, বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।"

"আমার পিণ্ডের সঙ্গে তোমারও পিণ্ড!"

"বলেন কি!"

"এই দেখ।"

এই বলিয়া চক্রধর নিজের জামার জেব হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, ঘটক ঠাকুরের হস্তে দিলেন। এই সেই পত্র। গত মঙ্গলবার কলিকাতার সেই কামাখ্যাচরণ বসু এই পত্রখানি চক্রধর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের নিকট ডাকে পাঠাইয়াছিলেন।

পঞ্চানন ঘটক পত্রখানি লইয়া পড়িতে গেলেন, কিন্তু চক্ষু পড়িতে দিল না। কাজেই বেনিয়ানের বগ্লী হইতে বয়োবৈরি চক্ষুর ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র—চশ্‌মা। ঘটক ঠাকুর যুগল চক্ষে চশ্‌মা লাগাইয়া, পত্রপাঠ সুরু করিলেন। ক্রমে ঘটক-পাঠকের পাঠসমাপন হইল। পাঠের পর ফলশ্রুতি চাই, নহিলে পাঠ ব্যর্থ হয়। সুতরাং তাও হইল। ঘটক ঠাকুর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হুঁ, তাই তো, পিণ্ডিই তো বটে!"

পত্রপাঠের এই ফলশ্রুতি।

চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "কেমন, ঘটক, দু'জনেরই পিণ্ডি চটকানো হয়েছে না?"

ঘটক কতকটা বিমর্ষ হইলেন। বলিলেন, "এ পিণ্ডলোপের এখন উপায় কি?"

চক্রধর বলিলেন, "তুমি দশ টাকা পাবে ব'লে কতবার আনাগোনা, দৌড়-ঝাঁপ কোচ্ছো।"

আমি সামান্য টাকা না হয় নাই পেলেম, কিন্তু আপনার যে অনেক টাকা মারা যাবার পিণ্ডি দেখছি। এ দিকে এক রকম সব ঠিকঠাক বল্লেই হয়, ও দিকে এ আবার কি বিভ্রাট!"

"আজকালের ছেলেপিলে এই রকমই হয়েছে। ইংরাজী বিদ্যের এই এক গুণ। ইংরাজীশেখা ছেলে বাপ-মাকে মোলে পিণ্ডি দেয় না, দেয় জ্যান্ত বেলা-তেই। সত্যি মিথ্যে, ঘটক, এই হাতে হাতে তার প্রমাণ দেখ। দু দশ পাত ইংরাজী শিখে ছেলেগুলো বাপ-মাকে নিপাত কত্তে আরম্ভ করেছে। ভারি অবাধ্য, ভারি স্বেচ্ছাচারী!"

"তা বটে, কিন্তু আপনার অমরকুমার তো তেমন ছেলে নয়। আপনার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি।"

"তাই চুপু চুপু নিজের অভীষ্টসিদ্ধির যোগাড়যন্ত্র ক'রে রেখেছে। আমি এর বিন্দুবিসর্গও এ পর্য্যন্ত জান্‌তে পারি নি। ভাগ্যে এই পত্রখানা পেয়েছিলেম, নয় তো বিবাহ তো লুকিয়েই সেরে ফেল্‌তো। ফেল্‌তো কেন, ফেলেছেই বা।"

"তাই তো, আপনার অমন ছেলে এমন হ'ল! ছেলের দোষ নয়, বিদ্যের দোষ। বাস্তবিক, মহাশয়, ছেলেপিলেকে ইংরিজী-ফিংরিজি শেখাতে নেই। তার চেয়ে গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকে, সেও বহুৎ আচ্ছা।"

"ঘটক, তা তো জানি, কিন্তু এখনকার বাজারে ইংরাজী বিদ্যেতে পাস হতে না পাল্লে যে এ দিকে ছেলের বাবার ভাগ্যে পাশ! তুমি অমন এক জন সবপাশ ঘটক হয়ে মূল ভুলে গেলে!"

"তা বটে, তা বটে! বি, এ, পাস বিয়ের চাষ —কন্যেকর্ত্তার গলায় ফাঁস—বরকর্ত্তার টাকার রাশ।"

"তাই তো বলছি, সাধ ক'রে কি আর অম্‌রাকে পাসের উপর পাস করাচ্ছি!"

"কিন্তু বেশী পাসে শেষে একপেশে হয়ে পড়লো যে!"

"আবার সোজা করবো। তারও যোগাড় হয়েছে। জানই তো, যেখানে মুস্কিল, সেইখানেই আশান। এই পত্রখানা একবার পড়।" এই বলিয়া

জামার জেব হইতে আর একখান পত্র বাহির করিয়া ঘটককে দিলেন।

ঘটক পত্র লইয়া খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "এ পত্রখানা কে লিখেছে?"

চক্রধর বলিলেন, "এখানা উড়ো চিঠি। লেখকের নাম নেই, ঠিকানা নেই; কিন্তু লেখক বোধ হয় কলকাতায় থাকে; কারণ, খামের গায়ে কলকাতার জেনেরেল পোষ্ট-আফিসের মোহর মারা আছে। তবে এমনও হতে পারে যে, মফস্বলের কোন লোক চিঠিখানা লিখে, গ্রামের লেটার বক্সে না ফেলে, কলকাতায় গিয়ে লালদীঘির বড় পোষ্ট আফিসের চিঠির বাক্সয় ফেলে দিয়েছে।"

ঘটক বলিলেন, "উড়ো চিঠিগুলো ঐ রকমই ঠাইনাড়া হয় বটে। কাশীর চিঠি মক্কা দিয়ে চালান হয়। তা যাক্, একবার এ উড়োখানা পড়ি।"

"চেঁচিয়ে পড়।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া ঘটক ঠাকুর উড়ো চিঠি পড়িতে লাগিলেন। উহাতে এই লেখা ছিল,—

"মান্যবর

শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়,

মহাশয় মান্যবরেষু—

সাং তারাপুর, জেলা হুগলী।

যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদনমিদম্—

আপনার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার অজ্ঞাতসারে কলিকাতায় বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এখনও আপনি সাবধান হউন, নতুবা আপনার স্বেচ্ছাচারী পুত্র আপনার সর্ব্বনাশ করিবেন। তিনি নিজে পাত্রী দেখিয়াছেন—নিজে সব ঠিক করিয়াছেন—নিজে ভুলিয়াছেন আর আপনাকেও ভুলাইয়াছেন। যে পুত্র এরূপ স্বেচ্ছাচারী, তাহাকে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া পিতার সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য। আপনার পুত্র ইহারই মধ্যে লেখা পড়ায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ নিতান্ত মন্দ হইবে। এ দিকে সেই পাত্রীর পিতা অপর এক জন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। আপনার পুত্রকে ঠকাইয়া চারি শত টাকা লইবে, অথচ নূতন পাত্রকে প্রায় এক হাজার দিবে। খুব সাবধান, খুব সাবধান।

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঃ——"

ঘটক ঠাকুর পত্রখানি পড়িয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "মহাশয়! কলকাতার জুয়াচোর লোকদের ফিকিরখানা একবার দেখুন। তারা সব কোত্তে পারে। অমরকুমারের আর আপনার সর্ব্বনাশের বেশ বৃষোৎসর্গের ব্যাপার হয়েছে।"

"বৃষোৎসর্গ হতে দিচ্ছি নি। আমি কল্য বিপ্রদাসকে কলকাতায় আমার জামাতার বাড়াতে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছি। আজ সে অমরকুমারকে নিয়ে আসবে।"

"যদি অমর বাবু না আসে?"

"আমি নিজে যাব।"

"পত্রলেখক আপনাকে খুব সাবধান হতে বলেছেন। আমিও বলি।"

"তার চিন্তা নাই। আগে সে আসুক।"

এমন সময়ে জগু আসিয়া বলিল, "নাবার জল গরম হয়েছে।" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

চক্রধর গরম জলের খবর পাইয়া, ঘটককে বলিলেন, "তবে আমি স্নানাহ্নিক করি গে। তুমি এ দুখানা পত্রের কথা কারও কাছে এখন প্রকাশ কোরো না। ফুলতলার বাবু রাধামাধব গঙ্গোপাধ্যায়কে বোলো, তাঁরি মধ্যমা কন্যা চন্দ্রমুখীর সঙ্গে অমরের শুভ বিবাহ নিশ্চয় হবে। আমি দেড় হাজার টাকাতেই রাজী আছি। পাশকরা ছেলের দর আর হাতীর দর সমান। কিন্তু হাতী ব্যাটা ক্ষেপেছে, আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। আমার ইচ্ছে ছিল, ব্যাটাকে বি, এলটা পাশ করিয়ে, অন্ততঃ তিন চার হাজার টাকা টান্‌বো। কিন্তু তা হলো না। ছেলেটা দেখছি রূপে মজেছে, রূপোয় মজে নি। আমি কিন্তু রূপ চাই না, রূপো চাই।"

"তাই চাওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। রূপ আর রূপোয় আকাশপাতাল তফাৎ। দশ বছরে রূপের ক্ষয় হয়ে যায়, কিন্তু রূপো সুদে আসলে অক্ষয় হয়ে বেড়ে ওঠে।"

"ঠিক বলেছ, ঘটক! রূপোই মূল।"

"নমস্কার। এখন চল্লেম।"

"নমস্কার। কাল একবার এস।"

অনন্তর ঘটক বাটীর বাহিরে এবং বন্দ্যোপাধ্যায় বাটীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্যামলালের জলযোগ।

পঞ্চানন ঘটক চলিয়া যাইবার এক ঘণ্টা পরে অমরকুমার, শ্যামলাল ও বিপ্রদাস তারাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিপ্রদাস আপনার দপ্তরখানায় গেল। অমরকুমার শ্যামলালকে লইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন: এক জন চাকরকে ডাকিলেন। চাকর আসিল। অমর তাহাকে ভাল করিয়া তামাক সাজিতে বলিলেন। চাকর তাহাই করিল। শ্যামলাল তামাক খাইতে খাইতে বৈঠকখানার চারি দিকের দেওয়ালে আর্টষ্টুডিওর নানাবিধ ছবি দেখিতে লাগিলেন।

বৈঠকখানা-ঘরটি বেশ পেণ্ট করা, দেওয়ালে দেওয়ালগিরি, কড়িতে ঝাড়-লণ্ঠন। ধূলা পড়িয়া পাছে ময়লা হয়, এই জন্য কাপড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা। মেজেতে সপের উপর কার্পেট পাতা। কার্পেটখানার অবস্থা দেখিয়া, বোধ হয়, সেকেণ্ডহাণ্ড দরে খরিদ করা। কিন্তু ফুলপাতার কাজ বেশ পরিষ্কার। মধ্যস্থলে একটি সুন্দর টেপাইএর উপর একখানি সাদা মার্বেল। তাহার উপর দুইটি গিল্টি-করা ফুলদানের মুখে টাট্‌কা ফুলের তোড়া বসান আছে। তোড়ার চতুর্দ্দিকে মার্বেল্ প্রস্তরের উপর কতকগুলি ভাল গোলাপফুল ছড়ান রহিয়াছে। পাথরের গাময় ফুল; কঠিনে কোমলে মিলিয়াছে। চক্রধরের বাগানের মালী প্রত্যহ এইরূপ ফুল ও তোড়া সাজাইয়া রাখিয়া যায়। চক্রধর আহারের পর এই বৈঠকখানায় বসিয়া, ঘণ্টা দুই খবরের কাগজ পড়েন এবং ফুলের সৌরভ লোটেন। তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে দিনে ঘুমান না, কিন্তু খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঝিমান। গোল টেবিলের চারিধারে চক্রাকারে কয়েকখানি ভাল চেয়ার সাজান আছে।

বৈঠকখানার মধ্যস্থলে চেয়ারচক্রিত টেবিলচক্র; কিন্তু তার পর এ দিকে ও দিকে দুই চারিখানা সোফাও সাজান আছে। অমরকুমার একখানা সোফায় হাত-পা মেলিয়া আধশোয়া হইলেন। মিনিট পাঁচ সাত পরে চাকরকে আবার ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, "তুই ফুলল্ তেল, তোয়ালে, কাপড় আন্। বাবুকে বেশ ক'রে তেল মাখিয়ে দে।" এই বলিয়া শ্যামলালকে বলিলেন, "গরম জলে না গঙ্গায়?"

তামাক টানিতে টানিতে শ্যামলাল উত্তর করিলেন, "তোমাদের ম্যালেরিয়ার দেশ, গঙ্গায়-ফঙ্গায় নাইতে ভয় করে। গরম জলই প্রশস্ত।"

অমরকুমার হাসিয়া বলিলেন, "হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তারের পাণ-তামাকে ম্যালেরিয়া ধরে না! যত ভয় গঙ্গানাওয়ায়!"

"সাবধানের বিনাশ নাই হে। তোমরা অসাবধানী, তাই কষ্ট পাও। সাবধানে চল।"

"আমি সাবধানে চলি নি?"

"না। তুমি বড় অসাবধানী।"

"কিসে?"

"আমি কি আর সব মনে ক'রে রেখেছি?"

"আচ্ছা, ভাই, তুমিই সাবধানে থাক। দেখো, যেন ম্যালেরিয়া ধরে না; গরম জলই করিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।" এই বলিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "যা, বেশ কসকসে গরম জল কর্।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

অনন্তর অমরকুমার শ্যামলালকে বলিলেন, "তুমি স্নান কর। আমি তোমার আহারের বন্দোবস্ত করি গে, আর বাবা কেন এত তাড়াতাড়ি ডাকিয়েছেন, জানি গে।"

"আচ্ছা, যাও।"

অমরকুমার চলিয়া গেলেন। শ্যামলালও যথাসময়ে উষ্ণস্নান সমাপন করিলেন।

অনন্তর ভৃত্য রূপার রেকাবী করিয়া জলখাবার ও রূপার গেলাসে করিয়া জল আনিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল। শ্যাম বাবুকে জলযোগে অনুরোধ করিল।

শ্যামলাল গেলাস-ভরা জল দেখিয়া, ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গরম জল, না কাঁচা জল?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "আজ্ঞে, কাঁচা জল।"

"তবে খাব না।"

"আজ্ঞে, মিষ্টি খেয়ে জল খাবেন না, সে কি? আমরা ডাব খেয়েও জল খাই।"

"তোমরা পার, বাপু। আমরা পারি না।"

"আজ্ঞে, কেন পারেন না?"

"কাঁচা জলে অনেক ম্যালেরিয়স্ পার্টিকেল্‌স্ আছে।"

"আজ্ঞে, সে কি? আমি জল ছেঁকে দেখে এনেছি। এতে মলের রাশ পাট্‌কেল কেন থাকবে?"

অডাক্তার ভৃত্যের কথা শুনিয়া ডাক্তার শ্যামলাল হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন, "চাকরটা একে আর বুঝেছে। তা বুঝুক, কিন্তু এর কথাও আমার কথার সঙ্গে মূলে একপ্রকার মিলেছে। ম্যালেরিয়স পার্টিকেল্‌স্ আর মলের রাশ পাট্‌কেল জল খারাপ করবার মূল।"

তার পর ভৃত্যকে বলিলেন, "তুমি বাপু, আমাকে এক গেলাস গরম জল ঠাণ্ডা ক'রে দাও। আমার গরম জলে স্নান ও গরম জল পান করাই অভ্যাস।"

"যে আজ্ঞে, তাই আনছি।"

ভৃত্য এই বলিয়া গেলাস তুলিতে গেল। শ্যামলাল বলিলেন, "উহুঁ, গেলাস নিও না। আর একটা গেলাসে গরম জল আন।"

ভৃত্য গেলাস রাখিয়া চলিয়া গেল।

শ্যামলাল জলযোগে যোগ দিলেন।

এখানে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। আমাকে এক জন শব্দবিৎ বলিয়াছিলেন, ভোজ্যভোজন-সম্বন্ধে এত শব্দার্থবিভ্রাট ঘটাইয়া গিয়াছে কে? "জলযোগ" শব্দের অর্থ জলশূন্য মেঠাই সন্দেশ খাজা গজা গুঁজিয়া বরফি ইত্যাদি কেন বুঝায়? "জলপানের নিমন্ত্রণ" করিয়া বড় বড় লুচি, কচুরি, তরকারি খাইতে দেয় কেন? "ফলাহারের নিমন্ত্রণ" করিয়া পাতে চিঁড়া, মুড়কি, দই, গুড় সন্দেশ ঢালিয়া দেয় কেন? "জল খাও" বলিলে "সন্দেশ খাও", "জলপান কর" বলিলে "লুচিচর্ব্বণ কর" এবং "ফলাহার কর" বলিলে "চিঁড়া মুড়কি দই একসঙ্গে চট্‌কাইয়া গলাধঃকরণ কর" বুঝিতে হইবে। কালীঘাটের ধর্ম্মভীরু ও কালীমাতার পরমবিশ্বাসী পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে ঠকাইবার জন্য, দোকানদারকে ডালা সাজাইবার সময় কতকগুলা সঙ্কেতবাক্য প্রয়োগ করে। দালালেরা খরিদদারকে ঠকাইবার জন্য মহাজনের নিকট কতকগুলা সঙ্কেতশব্দ উচ্চারণ করে। এ আবার কি! ভোজ্যভোজনেও শব্দ-সঙ্কেত! অথবা ইহাকে ভোজ্যভোজনসৌজন্য বলে?

আমি শুনিয়াছি, এই শব্দগুলির অর্থ প্রথমে অভিধানের মতেই প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে অবিধানের মতে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে "জলপান" শব্দের অর্থ ছিল জল আর পাণ। একটি ঘটী জল খাইয়া একটি পাণ খাও। এখন দাঁড়াইয়াছে, একটি পেট পকান্ন ঠুসিয়া শেষে জলপান ও জল পান কর। 'জলযোগ' শব্দটাও 'জলপান' শব্দের অপভ্রংশ। 'ফলাহার' শব্দের অর্থ ছিল কলা, বেল, আতা, পেয়ারা, আম, জাম ইত্যাদি ফল আহার করা। এক্ষণে দাঁড়াইয়াছে চিঁড়া মুড়কি দই ইত্যাদি। বেশ কথা, তাই মানিলাম। কিন্তু বড় আপসোসের বিষয় যে, বাঙ্গালীরা সকলরকমেই ইসারা ও চাতুরী করে। ভোজ্যভোজন সম্বন্ধে যদি এই সকল শব্দের মৌলিক অর্থ আজও প্রচলিত থাকিত, তবে কি আর অনেক বাঙ্গালী স্বেচ্ছাভোজী হইতে পারিত? এই জন্যই তো অনেকানেক ছলগ্রাহী পেটুক বাঙ্গালী উইল্‌সনের বাড়ীর অখাদ্যগুলা খাইয়া, উলোর সেনের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিলাম বলে। জলপানের স্থলে যদি লুচি, কচুরি বুঝায়, তবে মুরগীর স্থলে মুড়কি বুঝাইবে না কেন? এইরূপ নানাবিধ শব্দাপত্তি। আমাকে শব্দবিৎ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই। এক্ষণে মীমাংসক মহাশয়েরা মুরগী-মাংসের মীমাংসা করুন। আমি শ্যামলাল বাবুর জলযোগ দেখি।

শ্যামলাল বাবু এটি সেটি একখানি আধখানি করিয়া রেকাবীর অর্দ্ধাংশ শূন্য করিলেন। যেখানে প্রচণ্ড অগ্নি, সেইখানেই প্রবল বায়ু; যেখানে উৎকট মিষ্টান্ন, সেখানেই বিকট পিপাসা। সুতরাং শ্যামলালের মিষ্টান্নমণ্ডিত কণ্ঠ, জিহ্বা জল জল করিতে লাগিল। ভৃত্য তখনও অনুপস্থিত। উপায় নাই, তৃষ্ণা এত বাড়িয়া উঠিল যে, শ্যামলাল আর সবুর করিতে পারিলেন না। কাঁচা জলের গেলাসটাই মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলেন। ধরিয়া বলিলেন, "যা হয় হবে, দুর্গা ব'লে কাচা জলই খানিকটে খেয়ে ফেলি।" এই বলিয়া প্রায় আধ গেলাস শুষিয়া ফেলিলেন।

শ্যামলালের তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দেখিয়া আমার মনে একটা কথা জাগিল। জগতে বেশীর ভাগ যেগুলাকে ভাল বলিয়া বিশ্বাস হয়, সেগুলা অতি মন্দ এবং যেগুলিকে মন্দ বলিয়া ভ্রম জন্মে, সেগুলি অতি ভাল। তিক্তরসকে মন্দ বলি, মিষ্টরসকে ভাল বলি। কিন্তু তিক্তই উপকারী আর মিষ্টই অপকারী। যে উপকারী, সে তৃষ্ণা বাড়ায় না, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘায় না। কিন্তু যে অপকারী, সেই তৃষ্ণা বাড়ায়, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘায়। রূপতৃষ্ণা, ধনতৃষ্ণা প্রভৃতি তৃষ্ণাগুলি মিষ্ট, কাজে কাজে মানুষের প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়, শেষে অশেষ কষ্ট হয়। নীতিতৃষ্ণা,

[illegible] র্থতৃষ্ণা প্রভৃতি তৃষ্ণাগুলি আপাততিক্ত, [illegible] মধুরের অপেক্ষা মধুর হয়, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ [illegible] যে অক্ষয় আনন্দ দেওয়ায়। শ্যামলাল [illegible] জাকে ঘৃণা করিয়া, সন্দেশের লোভে না পড়িতেন, তবে তাঁহাকে আর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া তাঁর ম্যালেরিয়স্ পার্টিকেল্স্ এবং ভৃত্যের মনের বাশ পার্টিকেল-মিশান বাঁচা জল পান করিতে হইত না। জলতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া, শেষে আশঙ্কাতৃষ্ণায় ভীত হইতে হইত না।

এমন সময়ে অমরকুমার আসিয়া পড়িলেন। শ্যামলাল তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "পাণ চাই।"

"তোমার তো একটা দুটো পাণে সানবে না। আমার সঙ্গে এস।"

উভয়ে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষ জোঁক।

শনিবার গেল, রবিবার এল। শনিবারে তারাপুরের বাড়ীতে আসিয়া চক্রধর ও অমরকুমারে কি কি কথাবার্ত্তা হইল, সন্ধ্যার পর চন্দ্রনাথ বাবু আসিলেন, তাঁহার সঙ্গেই বা কি কি কথোপকথন হইল, শ্যামলালের সহিতই বা কি কি আলাপ হইল, তাহার সমস্ত বলিতে পারি না। তবে অদ্য রবিবার প্রাতে যেরূপ ঘটিল, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, এক বিবাহের কথা লইয়াই কালিকার দিনরাত কাটিয়াছে। আজও তাহার জের চলিতেছে। কৈফিয়ৎ কিরূপ দাঁড়াইবে, দেখা যাউক।

বেলা আটটা আন্দাজ হইয়াছে। বারান্দার উপর পাঁচ ছয়খানা চেয়ার পাতা রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলাল ঘোষাল ও অমরকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। চক্রধর বাটীর কর্ত্তা, সুতরাং অগ্রে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। তার পর অপর সকলে আসন লইলেন। অমরকুমার কিন্তু পিতার মুখোমুখি হইয়া বসিতে পারিলেন না, দূরে পশ্চাদ্দিকে অধোমুখে বসিলেন। অদ্য পিতাপুত্রের মুখভাব দর্শনে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গত কল্য খুব একটা হুলস্থুল হইয়া গিয়াছে। পিতার মুখে বিরক্তি ও ক্রোধ-চিহ্ন এবং পুত্রের মুখে কষ্ট ও লজ্জা চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে।

এমন সময়ে পঞ্চানন ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একখানা খালি কেদারা দখল করিলেন।

চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ ফিরাইয়া পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অমর, আমার কথা শোন্। পিতার কথা অমান্য করা পুত্রের অনুচিত। আমি ইংরেজ নই, বেহ্মজ্ঞানী নই যে, আমার ছেলে আমাকে না বলে ফস্ ক'রে একটা বিয়ে ক'রে বস্‌বে। কুলীনের ছেলের বিবাহ কি অম্নি অম্নি ফাঁকতালে হয়? কুলীনের কুলমর্য্যাদা অগ্রে, শেষে বিবাহ। তাতে আবার তুই বি, এ, পাস করেছিস্। এ বৎসর বিয়ে ক'রে কাজ নেই। বি, এল্ পরীক্ষা দিয়ে তবে বিয়ে কল্লেই ভাল হয়।"

অমরনাথ কোন উত্তর করিলেন না। অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

তদ্দর্শনে চক্রধর বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "কৈ, উত্তর কচ্ছিস্ না যে?"

তথাপি অমরকুমার কোন উত্তর করিলেন না। একবারমাত্র শ্যামলালের মুখপানে তাকাইলেন।

শ্যামলাল বুঝিলেন, "তাঁহার হইয়া তাঁহাকেই উত্তর করিতে বলিতেছেন। শ্যামলাল কর্ত্তাকে বলিলেন, "মহাশয়, অমর আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কি আর উত্তর-প্রত্যুত্তর কর্‌বে। চন্দ্রনাথ বাবু আর আমি কাল রাত্রে আপনাকে যা যা বলেছিলেম, আপনি অনুগ্রহ ক'রে তাতেই সম্মত হউন।"

এইবার পঞ্চাননের আনন ফুটিল। কারণ, তিনি গতরাত্রের কিছুই জানেন না। এখন জানিতে কৌতূহল বাড়িল। তাহার উপর তাহার স্বার্থ আছে। সুতরাং ঘটকের মুখফোটাটা অনধিকার-চর্চ্চা নহে। ঘটক বলিলেন, "আপনি আর চন্দ্রনাথ বাবু কর্ত্তা মহাশয়কে কাল রাত্রে কি বলেছিলেন?"

শ্যামলাল বলিলেন, "বল্লে আপনি কি বুঝতে পার্‌বেন?"

পঞ্চানন ঘটক হাসিল। বলিল, "আমি বুঝতে পার্‌বো না, বলেন কি?"

শ্যাম। আপনার নাম?

"শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা, উপাধি ঘটক।"

"বিষয়কর্ম্ম কি?"

"ঘটকালী।"

"ও! তবে আপনি না বল্লেও বুঝবেন, বলা ত বাহুল্য।"

ঘটক ঠাকুর হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্যভঙ্গী দেখিয়া, চন্দ্রনাথ ও শ্যামলাল অনুচ্চ হাস্য করিলেন, কিন্তু অমরকুমার ও চক্রধরের মুখে হাস্যরেখা দেখা দিল না। অমরকুমার মুখখানিও তুলিলেন না। চক্রধর একবারমাত্র ঘটকের মুখ-চ্ছবির উপর নয়নচক্র ঘুরাইয়া লইলেন।

ঘটক ঠাকুর উচ্চ হাস্য থামাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে কি হয়েছিল, বলুন তো মহাশয়, শুনি একবার।"

শ্যামলাল বলিলেন, "অমরকুমার নিজে নিজে কলকাতায় একটি পাত্রী পছন্দ ক'রে আগামী ফাল্গুন মাসে বিবাহ করবার ঠিক করেন।"

ঘটক। তার পর?

"তার পর কর্ত্তা মহাশয় সেরূপ বিবাহসম্বন্ধে সম্মত হচ্ছেন না।"

"কেন?"

পাত্রীর পিতা তেমন দিতে থুতে পারবেন না।"

"কেন?"

"অবস্থা তত ভাল নয়।"

"তবে তেমি অবস্থার পাত্র অনুসন্ধান করুন না কেন? এমন হীরের টুকরো ছেলেকে কুলমর্য্যাদা ও বিদ্যামর্য্যাদা বিশেষরূপে না দিয়ে কেবল মেয়ে গছিয়ে দিলে চলবে কেন? পাত্রীর পিতা বাজার-রেট্ নামাবার চেষ্টায় বুঝি এ কাজ কচ্ছেন? সেটি হবে না কিন্তু।"

"পাত্র যখন স্বয়ং সম্মত, তখন দেওয়া থোয়ার কথার আর কি প্রয়োজন?"

"পিতা-মাতা বর্ত্তমানে পাত্র কি স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারে?"

এইবার অমরকুমার আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। ঘটকের কথায় প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, "আমি কি স্বেচ্ছাচারী? তা যদি হতেম, তা হ'লে পিতাকে না ব'লে বিবাহ কোত্তেম। ওঁর অনুমতি নেবার জন্য আজ আমার বাড়ী আস্বার কথা। সত্য কি না, চন্দ্রনাথ বাবু আর শ্যামলাল বাবু তা জানেন।"

ঘটক ঠাকুর একটু লজ্জাকুণ্ঠিত হইলেন। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "তা বটে—তা জানি—তা তা—পিতার কথামত তো এখন চলা উচিত। তা যাক্, কন্যের পিতা দেবেন কি?"

"চার শো টাকা।"

"এই কুল্লে! ভাল, তাই যেন হ'ল। কিন্তু এ টাকা তিনি তোমাকে দেবেন, না তোমার নিকট হ'তে নেবেন?"

অমরকুমার বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "নেবেন কি বল্‌ছেন?"

"পত্রে যে কাল দেখেছি—নেবেন।"

ঘটকের মুখে এই কথা হঠাৎ শুনিয়া চক্রধর বাধা দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আরে না না। পত্র-ফত্র ব'লে কেন ফাল্‌সো বক্‌ছো, ঘটক?"

ঘটক বুঝিলেন, কর্ত্তা তাঁহাকে যে দুইখানা পত্র কাল প্রাতে দেখাইয়াছিলেন, তাহা অমরকুমার প্রভৃতির নিকট এখনও প্রকাশ করেন নাই। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন, দেখান হইয়াছে। এখন বুঝিলেন বিপরীত, সুতরাং তৎক্ষণাৎ—ঘটক কি না—কথা ঘুরাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এ সকল ঘটকদের ঘটকালীর জেরা।"

অমরকুমারের মনে কিন্তু দারুণ সন্দেহ হইল। আবার কিছু বলিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পিতার সম্মুখে পুত্রের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা অন্যায় ভাবিয়া নীরবে রহিলেন। কিন্তু মন বড় চঞ্চল হইল। হইবার কথাও বটে।

ঘটক ঠাকুরও হঠাৎ একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে মনে পস্তাইলেন। আর কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর না করিয়া, কেবল শ্রোতা হইয়া বসিলেন। ভালই করিলেন। বোবার শত্রু নাই।

অনন্তর চক্রধর চন্দ্রনাথকে বলিলেন, "বাবাজী, আর মিছিমিছি বাজে কথায় প্রয়োজন নাই। অমর যদি নিতান্তই নিজের পসন্দমত বিবাহ কোত্তে চায়, করুক্, কিন্তু আমি দেড়টি হাজার টাকা চাই। অন্য স্থলে যদি আমি ঐ টাকা বা ওর চেয়ে বেশী টাকা পাই, তবে কম টাকায় রাজী হব কেন?"

চন্দ্রনাথ বলিলেন, "আজ্ঞে, তা বটে। তবে কি না, ওরি মধ্যে আপনাকে একটু বিবেচনা কোত্তে হবে। যখন কৃষ্ণকান্ত বাবুকে কথা দেওয়া হয়েছে, তখন আর—"

বাধা দিয়া চক্রধর বলিলেন, "কথা কি আমি দিয়েছি ?"

"আপনি দেন নি বটে। কিন্তু আপনার অভাব কিসের ? আপনি মনে কল্লেই একটি টাকাও নিতে না পারেন।"

"সেটা, বাবা। তোমাদের বোঝবার ভুল। আমার মেয়ের বিবাহের সময় আমাকে কত টাকা দিতে হয়েছিল, তা তো জান, বাবা !"

"আপনার অবস্থা আর কৃষ্ণকান্ত বাবুর অবস্থা অনেক তফাৎ। কিন্তু তাঁর কন্যাটি অতি সুন্দরী।"

"আবার ঐ কথা। কন্যা অতি সুন্দরীতে আমার লাভ কি ? ম্যাও ধরে কে ? এই অমরের বি, এল্, পরীক্ষা দেবার আয়োজনে আমার বিস্তর টাকা যাবে।"

অমরনাথ চন্দ্রনাথ বাবুর মুখপানে তাকাইলেন। চন্দ্রনাথ বাবু বুঝিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, অমরকুমারের বি, এল্, পরীক্ষা দেবার জন্য যত খরচপত্র হবে, তা আপনাকে দিতে হবে না। কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ীতে থেকে তাঁরই খরচপত্রে অমরের ল পড়া হবে। কৃষ্ণকান্ত বাবু নিজেই সে বিষয়ে স্বীকৃত আছেন। আপনি অনুগ্রহ ক'রে নগদ ছয় শত টাকায় সম্মত হউন্। দানসামগ্রীতেও তাঁর আরও কিছু খরচ হবে। তবে দেখুন, নগদ টাকা, দানসামগ্রী আর নিজ বাড়ীতে রেখে আইন পড়ান ইত্যাদিতে যে টাকা কৃষ্ণকান্ত বাবুকে দিতে হবে, প্রায় তা দেড় হাজার টাকা।"

চক্রধর কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "আচ্ছা, তা যদি হয়, তবে হ'তেও পারে। কিন্তু 'বিয়ে ফুকলে ছাঁদ্লাতলায় লাথি' যদি হয়। বিয়ের বাজারে ফাঁকির কারবারটাই বেশী।"

এইবার শ্যামলাল বলিলেন, "তা বাস্তবিক। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু আর আমি থাকতে একটা পাকা বন্দোবস্তই হবে।"

চক্রধর চন্দ্রনাথকে বলিলেন, "বাবাজী ! তোমার উপর ভার দিলেম। অগ্রে হস্তে ছয় শত টাকা নেবে, তবে বিবাহ দেবে। একটি পয়সাও বাকি রাখ্লে, কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীর সঙ্গে আমার পুত্র অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিও না। যদি দাও, তবে তোমাকে আমার পুরা ছয় শত টাকার দায়ী হ'তে হবে। দানসামগ্রীগুলিও যেন ফঙ্গবেনে না হয়—দান ব'লে নেহাৎ দেনো না হয়। আর সেখানে অমরের আইন পড়ার একটা পাকা লেখাপড়া ক'রে নেবে। কেমন, বাবাজী, এতে রাজী আছ ?"

"আজ্ঞে, তাই হবে।"

"শ্যামলাল বাবু, তুমিও রাজী আছ ?"

শ্যামলাল বলিলেন, "আজ্ঞে, অবশ্য। আপনার বা আপনার পুত্রের যাতে ভাল হয়, তা অবশ্যই কর্‌বো।"

চক্রধর বলিলেন, "ফাল্গুন মাসের কোন্ তারিখে বিবাহের দিন ধার্য্য করেছো ?"

চন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা এখনও ধার্য্য করা হয় নি। আপনার কথামত হবে।"

চক্রধর কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় ফাল্গুন মাসের ১৯এ তারিখে বিবাহের দিন ঠিক হোক্। আমার এরূপ বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, কৃষ্ণকান্ত বাবু দীর্ঘ সময় পেয়ে টাকার যোগাড় করতে সুবিধা পাবেন

শ্যামলাল বলিলেন, "অতি উত্তম উদ্দেশ্য।"

অনন্তর চক্রধর চন্দ্রনাথ বাবুকে বলিলেন, "তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে আমাকে ঘন ঘন এই সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখবে। আমিও তোমাকে লিখ্‌বো। খুব সাবধান, আমার অজ্ঞাতসারে যেন কোন কিছুর এক চুলও তফাৎ না হয়। আর এক কথা, যদি ফাল্গুন মাসের অত বিলম্বেও কৃষ্ণকান্ত বাবু আমার কথামত টাকা ইত্যাদি ঠিক ক'রে কন্যাদান করতে না পারেন, তবে আমি অন্যত্র পাত্রী ঠিক কর্‌বো। এই ঘটক ঠাকুরকে সেই জন্য ডাকিয়েছি।"

এই কথা শুনিয়া অমরকুমার মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। পিতাকে তিনি অত্যন্ত সম্মান সমীহ করেন।

অনন্তর সকলে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঘটক বিদায় লইলেন। চক্রধর বাবু আবার তাঁহাকে কল্য আসিতে বলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

টাকায় টাকার যোগ।

পরদিন সোমবার বেলা আটটা নয়টার সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, চন্দ্রনাথ বাবু ও শ্যামলাল বাবু কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। অমরকুমার বাড়ীতে রহিলেন। তিনি কল্য মঙ্গলবার কলিকাতা যাইবেন। অত্যন্ত সর্দ্দি হওয়াতে অদ্য যাইতে পারিলেন না।

অমরকুমারের একে মনে সুখ নাই, তাহার উপর আবার সর্দ্দি, সুতরাং অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অদ্য তিনি অন্নাহার করিলেন না; রুটী ব্যবস্থা হইল। একটু সুস্থ থাকিবার জন্য আপনার বসিবার ঘরে গিয়া শুইয়া রহিলেন। পায়ে মোজা, গায়ে ফ্লানেলের জামা। ঘরের দরজা বন্ধ। গা গরম, ঘরও গরম। চাকরে গরম চা আনিয়া দিল। অমরকুমার চা পান করিয়া সর্দ্দিতে চাপান দিলেন। মাথা ভারি, চোখ ছল-ছল, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, নাক সড়-সড় ইত্যাদি সর্দ্দির লক্ষণগুলি বিলক্ষণ ফুটিয়াছে। শয্যার পার্শ্বে মেজের উপর ডাবর রহিয়াছে। অমরকুমার মধ্যে মধ্যে নাক ঝাড়িয়া তন্মধ্যে কফ ফেলিতেছেন ও রুমালে নাক মুছিতেছেন। অনবরত রুমালে করিয়া নাক রগড়াইতে রগড়াইতে নাকের ডগা লাল হইয়া উঠিয়াছে। বিষাদপূর্ণ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়াছে। অমরকুমার শারীরিক ও মানসিক কষ্টে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। বারোটা বাজিল। তথাপি অমরকুমার গৃহ হইতে বাহির হইলেন না।

তখন অমরকুমারের মাতা অচলবাসিনী দেবী স্বয়ং অমরকুমারের নিকট আসিলেন। বাহির হইতে "অমর অমর" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে দরজা ঠেলিলেন। দরজা ভেজানো ছিল, খুলিয়া গেল। অচলবাসিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন, "অমর!"

অমরকুমার অনিদ্রিত। জননীর স্নেহসূচক আহ্বানধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। "কি, মা!" বলিয়া পুত্র সাড়া দিলেন।

জননী বলিলেন, "অনেক বেলা হয়েছে। রুটী খাবি চল্। এখন সর্দ্দিটে কি রকম?"

বড় বেশী, একটু জ্বরভাব হয়েছে, বড় শীত কচ্চে, লেপেও শীত যাচ্ছে না।"

"সর্দ্দির জ্বর, ও কিছুই নয়। যা পারিস্ খাবি চল্। রুটী ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"না মা, আমি খাব না। ইচ্ছে নেই।"

"পিত্তি পড়্‌বে যে। শুকনো রুটী খেলে কিছু অনিষ্ট হবে না। চল বাবা, ওঠ।"

"বাবা কোথা?"

"তিনি নেয়ে খেয়ে পাল্কী ক'রে বেরিয়েছেন।"

"কোথা?"

"গোবিন্দ বোসের বাড়ী।"

"কেন?"

"কি একটা মামলা আছে। তারই ব্যবস্থা কোত্তে।"

"কখন্ আস্‌বেন?"

"বিকেল হবে ব'লে গেছেন।"

এই কথা শুনিতে শুনিতে অমরকুমার গা ভাঙ্গিলেন, হাই তুলিলেন। হাই তুলিবার সময় সাঁই সাঁই করিয়া উঠিল। তার পর অমরকুমার মাতাকে বলিলেন, "মা! ভারি কষ্ট।"

মা সস্নেহবচনে বলিলেন, "বাবা! আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সব শুনেছি, সব জানি। তা তুমি নিশ্চিন্তি থাক। বউ বড়, না টাকা বড়? উনি টাকা নিয়ে ধুয়ে খান। আমি সুন্দরী বউ চাই। মেয়ের বাপ চারশো টাকা দেবে তো। আমি দুশো টাকা তোকে দেবো। তুই এই দুশো টাকা, সেই চারশো টাকা একসঙ্গে ছশো টাকা ক'রে চন্দ্রের কাছে দিস্। বলিস্, কনের বাপ ছশো টাকা দিয়েছে। তার জন্যে ভাবনা কি বাবা?"

অমরকুমার সর্দ্দির কষ্ট জানাইয়া মনের কষ্টের উত্তর পাইলেন। জননীকে মনে মনে প্রণাম করিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন উত্তর করিলেন না। মাতার নিকট এ সকল বিষয়ে পুত্রের কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর করা ভাল নয়। অমর নিরুত্তর থাকিয়া উত্তম কার্য্যই করিলেন।

অনন্তর পুনর্ব্বার অচলবাসিনী পুত্রকে বলিলেন, "রুটী জুড়িয়ে গেল, আর দেরি করিস্ নি, ওঠ।"

অমরকুমার দেখিলেন, রুটী না খাইলে জননী নিরস্ত হইবেন না; উঠিয়া বসিলেন। তার পর জননীর সঙ্গে আস্তে আস্তে ভোজনগৃহে গমন করিলেন।

মা তাড়াতাড়ি নিজহস্তে রুটী, তরকারি এবং দুগ্ধ আনিয়া দিলেন। দাসী গেলাসে করিয়া জল দিয়া গেল।

অমরকুমার কিঞ্চিৎ তরকারি দিয়া আড়াইখানিমাত্র রুটী অনেক কষ্টে খাইলেন। জননী বলিলেন, "মিষ্টি দেবো ?"

"মিষ্টিতে কফ বাড়ে। মিষ্টি খাব না।"

"দুধটুকু খাও, বাবা।"

"না মা, সর্দ্দির পক্ষে দুধ প্রশস্ত নয়। দুধেও শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হয়।"

"তবে খেলি কি ?"

"আর খেতে পাচ্ছি নি।"

"আচ্ছা, ঐ আধখানা রুটী খা।"

মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, অমরকুমার সেই অর্দ্ধখণ্ড রোটিকা খাইলেন। আহারান্তে জলপান করিবার জন্য জলপূর্ণ গেলাস ধরিলেন। জলপান করিবার সময় হঠাৎ কাসি আসাতে হাত নড়িয়া উঠিল। গেলাসের কতকটা জল পড়িয়া ফ্লানেলের জামা ভিজিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। ডাবরে মুখ ধুইলেন, তোয়ালেতে মুখ মুছিলেন।

তার পর ভিজা ফ্লানেলের জামাটা খুলিয়া ফেলিলেন। অচলবাসিনী দেবী ঝিকে সেটা কাচিয়া শুকাইতে দিতে বলিলেন। ঝি জামা লইয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর অমরকুমার পুনর্ব্বার নিজ প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন। প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পিতার বসিবার ঘরে গেলেন। সেখানে জগু পাতিত শতরঞ্চের উপর শুইয়া পড়িয়া আরাম করিতেছিল। শতরঞ্চের উপর হাতের তাল দিয়া, গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল।

সহসা অমরকুমার সেই ঘরে উপস্থিত হওয়াতে জগু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাল গান বন্ধ হইল।

অমরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ফ্লানেলের জামাটা ভিজে গেছে। বাবার একটা ফ্লানেলের জামা দিতে পারিস্ ?"

জগু বলিল, "আজ্ঞে, ভাল ফেলাইনের জামা তিনি গায়ে দিয়ে বোসেদের বাড়ী গেছেন। আটপহুরে ফেলাইনের জামা আছে।"

"আচ্ছা, সেইটেই একবার দে।"

জগু আল্‌না হইতে কর্ত্তার আটপহুরে ফ্লানেলের জামাটা তুলিয়া লইয়া অমরকুমারকে দিল।

অমরকুমার জামা লইয়া স্বীয় কক্ষে প্রস্থান করিলেন। জগু আবার চিৎপাত হইয়া আরামে ও তাল-গানে মন দিল। পূর্ব্বে যে গানটা গাহিতেছিল, এবার সেটা নয়—আর একটা। অমরকুমারকে হঠাৎ দেখিয়া, হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়াছিল, তাই গানটাও হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল। সুতরাং হঠাৎ গান থামাতে হঠাৎ মনে আসিল না। এবার আর একটা গান হঠাৎ ধরিল। আহা, বেচারী সমস্ত দিন খাটিয়া মরে, এখন সৌভাগ্যক্রমে কর্ত্তা নাই, একটু আরাম করুক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উড়ো চিঠি

এ দিকে অমরকুমার আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্ববৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তার পর কর্ত্তার ফ্লানেলের কোর্ত্তাটি পরিলেন; পরিয়া গায়ে লেপ টানিয়া বাঁ-কাত্ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু শুইয়া সুখ হইল না, কি যেন কুক্ষিপার্শ্বে ফুটিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। বিছানায় চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই নাই। কুক্ষিদেশে হস্ত দ্বারা চাপিয়া দেখিলেন। জামার বগ্লীতে কি আছে, হাতে ঠেকিল। বগ্লীর মধ্যে হস্ত দিলেন। বুঝিলেন, একখানা রুমাল জড়িতভাবে রহিয়াছে। টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিলেন, রুমালে কি বাঁধা আছে। খুলিয়া ফেলিলেন। দুইখানি চিঠি বাহির হইল। অমরকুমারের কৌতূহল বাড়িল। তৎক্ষণাৎ এক্খানি একখানি করিয়া দুইখানি চিঠি পড়িলেন। পড়িবার সময় আলোকের জন্য খড়খড়ের একটা পাখী তুলিয়া দিয়াছিলেন।

পত্র পাঠ করিয়া অমরকুমার অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কত কি ভাবিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণের জন্য সর্দ্দির যন্ত্রণাও ভুলিয়া গেলেন। "কি আশ্চর্য্য! এ কি!" এই বলিয়া শুইয়া পড়িয়া, নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, 'ঘটক যে পত্রের কথা

ব'লে ফেলেছিল, সে এই উড়ো চিঠি। কে এই পত্র লিখেছে? হাতের অক্ষর চেনো চেনো বোধ হচ্ছে, অথচ ঠিক চিন্‌তে পাচ্ছি নি। অক্ষরে কতকটা মেয়েলি ঢং, কিন্তু সেটা কৃত্রিমতা। নিশ্চয় আমার কোন শত্রু—অবশ্য সে পুরুষ—আমাকে জব্দ কর্‌বার জন্য এই মিথ্যা পত্র বাবাকে লিখেছে। কৈ, আমি তো কখনও কারো মন্দ করি নি, তবে আমার উপর এমন নির্ঘাত শত্রুতা কেন?' এই পর্য্যন্ত বলিয়া অপর পত্রখানির কথা বলিতে লাগিলেন, "কামাখ্যা-চরণ বসু কে? পত্রে লিখ্‌ছে, বাবার সঙ্গে আমি তার দোকান থেকে জিনিস কিনেছিলেম। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) ও, বটে বটে, মনে হয়েছে। কিন্তু এ দিকে অনেক দিন তো সেই লোকটির সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে নি। তবে সে আমার এই বিবাহের কথা কিরূপে জান্‌লে? জানা ব'লে জানা, সমস্ত পরিচয় লিখেছে। কে তাকে এ সব কথা বলেছে? তা যা হোক্‌, তার পত্রে এমন কিছু আসে যায় না, কিন্তু এই উড়ো চিঠিখানা যত সর্ব্বনাশের মূল। পঞ্চানন ঘটকেরই কি এই কাজ? ওর ঘটকালীর পাওনাটা মারা যাবে ব'লে কি উড়ো চিঠিতে ঘটকালী ফলিয়েছে? কিন্তু লেখাটা যেন চেনো চেনো। ভগবান্ জানেন, কে আমার এই মন্দকারী।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, অমরকুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া, দোয়াত কলম কাগজ লইয়া দুইখানি পত্রের নকল লইলেন। তার পর অক্ষরের ছাঁদ ঠিক রাখিবার জন্য গোটা দুই কথা অনেক যত্নে লিখিলেন, কিন্তু ঠিক হইল না। অবশেষে চিঠিখানার একটুখানি ধার ছিঁড়িয়া লইলেন। দুইটি লাইনের একটুখানি টুক্‌রা উঠিল। তিন চারটি অক্ষর লাভ হইল।

• তার পর নিজের মনিব্যাগের মধ্যে দুইখানি চিঠির নকল ও অক্ষরের নমুনা বেশ করিয়া রাখিয়া দিলেন। শেষে কি ভাবিয়া কর্ত্তার ফ্লানেলের জামার বগ্লীতে আসল চিঠি দুখানি পূর্ব্ববৎ রাখিয়া গৃহের বাহির হইলেন। বরাবর জগুর নিকট গেলেন। জগু এখন আরামের চূড়ান্ত সীমায় গড়াইতেছে—হাতের তাল জুড়াইয়াছে—গলার গান থামিয়াছে—নাকের তান উঠিয়াছে। জগু নিদ্রিত।

অমরকুমার কক্ষপ্রবিষ্ট হইয়া জগুকে "জাগ জগু!" বলিয়া ডাকিলেন।

জগু জাগিল না, কিন্তু নাকে সাড়া দিল—ঘড়র্।

অমর আবার ডাকিলেন, "ও জোগো, ওঠ্ না।"

ঘুম ভাঙ্গিল, জগু জাগিল। "আজ্ঞে—আজ্ঞে" বলিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। বলিল, "কর্ত্তার বালাপোসখানাও দেবো কি?"

অমরকুমার একটু হাসিলেন। বুঝিলেন, বেচারা তন্দ্রাভ্রম দেখিতেছে। বলিলেন, "না, বালাপোস্ দিতে হবে না।"

"তবে আর তো ফেলাইনের জামা বাইরে নেই।"

"তাও দিতে হবে না।"

"তবে কি নেবেন?"

"কিছু না। তুই বাবার এই আটপহুরে ফ্লানে-লের জামা আন্‌লায় তুলে রেখে দে।"

"গায়ে আঁট্‌লো না, বাবু?"

"হাঁ হাঁ, রাখ। এই নে ধর্।"

জগু জামা লইতে লইতে বলিল, "ফোতোউল্লো দর্জ্জিটে পাতি চোর! এম্নি ছাঁটের মুখে কাপড় সাৎ করে যে, একটা জামা বাপ-ব্যাটার গায়ে হয় না। বাবার গায়ে যেটা বড়, ছেলের গায়ে সেটা ছোট, আবার ছেলের গায়ে যেটা ছোট, বাবার গায়ে সেটা বড়।"

"তুই পাগলের মত কি বক্‌ছিস্? জেগে ঘুমুচ্ছিস্ না কি?"

"আজ্ঞে, সত্যি বল্‌ছি। এইবার কত্তাকে মইজুদ্দীন দর্জ্জিকে সেলাইয়ের কাজ দিতে বল্‌বো।"

"ওরে ব্যাটা, সব দর্জ্জিই সমান। চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই।"

জগু ফিক্ করিয়া হাসিল। অমরকুমার চলিয়া গেলেন।

ক্রমে দিন কাটিল। দিনের পর রাত আসিল। রাতও কাটিল। কিন্তু অমরের দুশ্চিন্তা ও মনো-বেদনা কাটিল না।

পরদিন সর্দ্দি কতকটা নরম হওয়াতে অমরকুমার কলিকাতায় রওনা হইলেন।

তৃতীয় অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরমহিতৈষী বন্ধু।

কলিকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে একটি ছোট রাস্তার ধারে একটি একতলা কোঠা বাড়ী। তারই একটি কক্ষে বসিয়া দুই জন লোক কি পরামর্শ করিতেছে।

কবে ও কখন্ পরামর্শ করিতেছিল, সে কথাটা বলিয়া রাখি।—১২৯৭ সাল ২০এ মাঘ, রাত্রি আটটার সময়।

সেই দুই জনের মধ্যে এক জনের বয়স উনিশ কুড়ি, অপরের তদপেক্ষা কয় বৎসর বেশী।

যার বয়স উনিশ কুড়ি, সেই যুবাই সেই বাড়ীর অধিকারী। তিন বৎসর হইল, তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, মাতা জীবিতা আছেন, এবং অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের যুবাটি পূর্ব্বোক্ত যুবার বন্ধু। উভয়ের মধ্যে বড় সৌহার্দ্দ। প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে অনেক সময়ে প্রয়োজন হইলে টাকা-কড়ি দিয়া সাহায্য করে।

কনিষ্ঠ যুবা জ্যেষ্ঠ যুবাকে বলিল, "আমি, ভাই, তোমার পরামর্শমত ক'নে দেখ্‌বার নাম ক'রে এক জন ঘটককে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেম।"

জ্যেষ্ঠ সহাস্যে বলিল, "তার পর?"

"তার পর ক দিন এস নি ব'লে তোমায় কিছু বল্‌তে পাই নি।"

"কাজের বড় ঝঞ্চাট, তাই আস্‌তে পারি নি। তা যাক্, কনে দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"কেমন?"

"অপ্সরাই বটে। তুমি যত দূর রূপসী বলেছিলে, তার চেয়েও বেশী।"

"জহরীই জহর চেনে।"

"বাস্তবিক বলছি, ভাই, ইটালী দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর রাফেলের হাতের যেন একখানি জীবন্ত অয়েল্ পেন্টিং।"

"তা না হ'লে তোমাকে স্বয়ং দেখতে যেতে বল্‌ব কেন? আমি যদি আইবুড়ো হ'তেম, তবে যত টাকাই লাগুক, সে রূপের চূড়ো মাথার ক'রে রাখতেম। কিন্তু কি করি, সপত্নী-বিবাদের ভয়ে এগুতে পাল্লেম না। তা যাক, এখন তোমার পছন্দ হয়েছে কি?"

"পছন্দ তো হয়েছে, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"মেয়ের বাপ কাপ্ খেল্‌ছে।"

"সে আবার কি?"

"কোথা হুগলী জেলার তারাপুরগ্রামের চক্রধর বাঁড়ুয্যের পিণ্ডিদাতার খর্পরে সেই রত্নপিণ্ডটি ফেল্‌বে।"

"না, সে কথা কোন কাজেরই নয়। আমি তার গোড়া মেরে রেখেছি।"

"কেমন ক'রে?"

"একখানা জালচিঠি লিখে ডাকে চালান ক'রে।"

"তুমি তাদের চেন কি?"

"চিনি নি, কিন্তু অনুসন্ধান ক'রে।"

"আচ্ছা, চক্রধরের পিণ্ডিদাতার নাম কি বল দেখি।"

"হিষ্টরির একজামিন কোচ্ছো না কি?"

"বলই না ছাই।"

"অমরকুমার।"

"তবে জান দেখ্‌ছি।"

"ভাই বিনোদবিহারী, তোমার গলায় সেই সাত-রাজার ধন মাণিকটি ঝুলিয়ে দেবার জন্য আমি য কত কষ্ট কচ্ছি, কত চাল চাল্‌ছি, কত যোগাড় কচ্ছি, তা প্রজাপতি আগে তোমাদের দু হাত এক করুন, তার পর সব বল্‌ব।"

"তা আমি খুব জানি। যদি তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পার, তবে চিরকাল তোমার গোলাম হয়ে থাক্‌বো।"

"গোলাম গোলাম ব'লে মোলাম মলম লাগালে চল্‌বে না। আমি যা বলেছি, তা না দিলে, সে অমূল্যরত্ন তোমার কপালে জুটবে না।"

"তা তো দেবই।"

"আজ আমাকে কিছু দিতে হবে।"

"হাওলাত খাতে?"

"না, এ আমার ঘটকালীর খয়রাত খাতে।"

"গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল। মেয়ের বাপ আর এক ছোকরাকে জামাই করবে ব'লে ঠিক করেছে,

আর এ দিকে তুমি, দাদা, বাঁজা ঘটকালীতে ফল-ভোগের আশা ক'রে ব'সে আছ!"

"আঃ, তুমি কেন মিছিমিছি পাগলের মত বক্‌ছো? পাছে হাত ফস্‌কায় বলেই তো ফুল-বাগানে কাঁটার বেড়া দিয়েছি।"

এই বলিয়া জ্যেষ্ঠ যুবা জামার জেব হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া কনিষ্ঠ যুবাকে দেখাইল। কনিষ্ঠ যুবা সেখানি পাঠ করিল, জ্যেষ্ঠকে মিষ্ট বচনে সন্তুষ্ট করিল, কৌশলপূর্ণ পত্রের জন্য অনেক বাহ্‌বা দিল।

তারাপুরের চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় যে উড়ো চিঠিখানি পঞ্চানন ঘটককে দেখাইয়াছিলেন, এখানি তাহারই খসড়া। এই চিঠিখানিই চক্রধরের হৃদয়ে বিষ-বীজ বপন করিয়াছে, অমরকুমারের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ যুবা কনিষ্ঠ যুবাকে সহাস্যে বলিল, "কেমন, মিথ্যা বলছিলেম কি?"

"আচ্ছা, এ পত্র চক্রধরের হস্তগত হয়েছে কি না, তার প্রমাণ কি?"

"আমি সন্ধান নিয়েছি, হস্তগত হয়েছে, আগুন লেগেছে, তোমারই কপালে জ্যোতির্ম্ময়ী অপ্সরা জেগেছে।"

"তুমি আমার জন্য এত করেছ, তা এত দিন কিছুই বলনি কেন?"

"আমার স্বভাবই এই যে, কাজ হাসিল করার আগে কারো কাছে কোন কথা প্রকাশ করি নি। তবে তুমি সন্দেহ কল্লে ব'লে প্রকাশ কল্লেম।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। আবার বলিল, "এ দিকেও আগুন লাগিয়েছি।"

"কোন্ দিকে?"

"জ্যোতির্ম্ময়ীর পিতা কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মনে।"

"কিরূপ আগুন?"

"তাও জান্‌তে চাও?"

"যখন একটা বল্লে, তখন আর একটা বাকি থাকে কেন? দুপিঠ না দেখলে ঠিক্ বোঝা যায় না যে।"

"আচ্ছা, ও পিঠ দেখেছ, এ পিঠও দেখ।" এই বলিয়া আর একখানি উড়ো চিঠির খসড়া বাহির করিয়া, কনিষ্ঠকে পড়িতে দিল। কনিষ্ঠ পড়িল;—

"মান্যবর
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,
মহাশয়,

তারাপুরের শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আপনার কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বিবাহ দিবার জন্য আপনি বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বোধ হয়, আপনি সেই জন্য নিশ্চিন্তও আছেন। কিন্তু আপনাকে অবশেষে দুশ্চিন্তার অকূলপাথারে ডুবিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে হইবে। আপনি আমার সৎপরামর্শ শুনুন। অমরকুমারের সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহেচ্ছা অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন। অমরের পিতা পিশাচের ন্যায় ধনলোভী। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, অমরকুমার তাঁহার পিতাকে না জানাইয়া, স্বয়ং এই বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছেন। তজ্জন্য চক্রধর বাবু বিশেষ রুষ্ট হইয়াছেন। তিনি দেড় হাজার টাকা নগদ চান। আপনি দিতে পারিবেন কি? আমি দেখিতেছি, শেষে আপনার এ কুল ও কুল দুকুল যাইবে। আপনি অমরকুমারের প্রলোভনে ভুলিবেন না। আপনার ওজন বুঝিয়া, অপর পাত্র ঠিক করুন। ইতি ১৮ই মাঘ, ১২৯৩ সাল।

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী
শ্রী————"

কনিষ্ঠ যুবা উড়ো চিঠির খস্‌ড়া পড়িয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল। বলিল, "পরশু এই পত্র লিখেছ?"

"পরশু লিখে পরশুই ডাকে চালান করেছি। কলকাতার লোক কলকাতার পত্র এক দিনেই পায়। পরশু সন্ধ্যে থেকেই আগুন জ্বলেছে, ভায়া।"

কনিষ্ঠ যুবা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "তুমি আমার আশা পূর্ণ কোত্তে পারবে কি?"

জ্যেষ্ঠ দর্পের সহিত বলিল, "না পারি তো আমার নাম শ্যামলাল ঘোষালই নয়—শেয়ো কুকুর।"

বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। ভাবিল, যেন জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত তাহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। ভাবিল, যেন অন্দরমহলে বামাকুল-কলকণ্ঠে কুলু-কুলু করিয়া হুলুধ্বনির স্রোত ছুটিল। ভাবিল, বাসরঘরে

নবপ্রণয়িনীর সঙ্গে বসিয়া, রঙ্গিণীগণের সহিত রসরঙ্গে রঙ্গিলা হইল। আরও ভাবিল, শ্যামলাল ঘোষাল তার যথার্থ পরমহিতৈষী বন্ধু।

এই শ্যামলাল ঘোষাল অমরকুমারেরও পরম-হিতৈষী বন্ধু না? বাহবা শ্যামলাল! বাহবা তোমার পরমহিতৈষিতা! বাহবা তোমার বন্ধুতা! তোমার মত বন্ধু এ জগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়! তোমার মত বন্ধুর খর্পরে পড়িয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে—হইতেছে—হইবে!

অনন্তর শ্যামলাল ঘোষাল বিনোদবিহারী বন্দ্যো-পাধ্যায়কে বলিল, "ভাই বিনোদ! তুমি এখন এক কাজ কর। আমাকে একশো টাকা দাও। এই টাকা নিয়ে আমি তোমার রত্নলাভের যোগাড়টা পাকিয়ে রাখি। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিই তোমা-দের দু হাত এক ক'রে দেবো। তুমি নিশ্চয় জেনো, যখন শ্যামলাল ঘোষাল তোমার ঘটকবন্ধু,তখন শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী তোমার হৃদয়বিহারিণী হয়েছেন।"

বিনোদবিহারী অবিবাহিত, তাতে আবার দেখি-য়াছে জ্যোতির্ম্ময়ীকে, তার উপর হিতৈষী বন্ধুর কৃপায় তার সঙ্গে বিবাহ, আর বাকি কি? বিনোদ তো এখন শ্যামলালের কলের পুতুল। সে এটাকে যেমন ক'রে নাচাবে, এটা সেই রকম নাচবে। রূপের জন্য জন্য রূপার খরচ সুরু হইল। কৈফিয়ৎ কাটিয়া কি বাকি থাকিবে, ভগবান্ই জানেন।

বিনোদবিহারী একশো টাকার খচরা নোট আনিয়া বন্ধুকে দিল। বন্ধু নোট লইয়া কোট-পকেটে পূরিল। বলিল, "খুব সাবধান, ভাই, আমার কথামত সর্ব্বদা চলো। কারো কাছে আমার নাম করো না, কারো কাছে এ সব কথা প্রকাশ করো না। কল্লে সব ফসকে যাবে।"

বিনোদ বলিল, "রাম রাম! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারব না কি?"

অনন্তর উভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্দেহভঞ্জন।

অমরকুমার আজ কয় দিন কলিকাতায় ভগিনী-পতির বাড়ীতে আসিয়াছেন। মনে সুখ নাই। সর্ব্বদা কি এক দুর্ভাবনা জাগিয়াই আছে। বিশেষতঃ সেই উড়ো চিঠিখানার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া, তিনি আরও অস্থির হইয়াছেন। কোন্ শত্রু তাঁহার বিবাহ ভঙ্গ করিবার চেষ্টায় এই কার্য্য করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আজ কয় দিন ধরিয়া, তলে তলে অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

তারাপুর হইতে আসিয়াই সেই দিন অমরকুমার একবার কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী গিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া, আগামী ১৯এ ফাল্গুনেই বিবাহের দিন সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অদ্য আবার সন্ধ্যার সময় অমরকুমার কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাটী গেলেন। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা অমরকুমারকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

তার পর কথায় কথায় উড়ো চিঠির কথা পাড়িলেন। এখানি শ্যামলাল ঘোষালের সেই চিঠি। অমরকুমার পত্রখানি দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণকান্ত বাবু বাক্সের মধ্য হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া, অমরকুমারের হস্তে দিলেন। অমরকুমার মনে মনে দুই তিনবার চিঠিখানি পড়িলেন। মন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। অথচ ক্রোধের চিহ্নও মুখমণ্ডলে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইল। দুষ্ট লোক যে শান্ত লোকের অনিষ্ট করিবার জন্য আড়ে হাতে লাগিতে পারে, ধর্ম্মভয় করে না, এই ভাবিয়া তিনি রুষ্ট হইলেন। রুষ্ট হইবার আরও কারণ আছে। এক হাতেরই দুইখানি পত্র, একটা পিশাচই দুই দিকে তাঁহার অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে। বিশেষরূপে তাহা বুঝিবার জন্য তৎক্ষণাৎ জামার পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া, তন্মধ্য হইতে তাঁহার পিতার নামীয় সেই উড়ো চিঠির নমুনা বাহির করিলেন। কৃষ্ণকান্ত বাবুর নামীয় উড়ো চিঠির অক্ষরের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন। অক্ষর ঠিক এক ছাঁদের, এক ধরণের ও এক রকমের হইল।

তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত বাবু বলিলেন, "বাবাজী, তুমি ও কি মিলুচ্ছো?"

বৃদ্ধ মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ভাই! তোমার মুখের ভাব কেন এমন হলো? তুমি ক্ষুণ্ণ অথচ রেগেছো দেখছি।"

অমরকুমার বলিলেন, "আপনারা এই পত্র

পেয়ে কি ভাবছেন, সত্য ক'রে আমাকে যদি বলেন, তবে অক্ষর মিলুবার কথা বলি।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দুই দিকই ভাব্‌ছি; হয় আমাদের কোন শত্রু মিছিমিছি এই সন্দেহ জন্মিয়ে দিচ্ছে, নয় তোমার পিতা বাস্তবিক আমাদের উপর উৎপীড়নের মৎলব করেছেন। কিন্তু, অমরকুমার, আমার তেমন অবস্থা নয় যে, ৪০০৲ টাকার বেশী আর কিছু দিতে পারি। সে দিনও বলেছি, আজিও বল্‌ছি, যদি তোমার পিতা আমাদের অবস্থার প্রতি অনুকূল না হন বা আমাদের কথায় বিশ্বাস না করেন, তবে আমার আর ক্ষমতা নাই। আমি নগদ দেড় হাজার টাকা কোথায় পাব, বাবা?"

অমরকুমার বলিলেন, "আপনি এই তো বল্লেন, হয় কোন শত্রুরও এই কাজ। মহাশয়, তাই সত্য। যে লোকটা এই পৈশাচিক কার্য্য কচ্ছে, সে শুধু আপনাদের শত্রু নয়, আমারও পরম শত্রু। সে আমার পিতাকেও আপনাদের বিরুদ্ধে একখানি উড়ো চিঠি লিখেছে। এই দেখুন, সেই চিঠির নকল। আর এই দেখুন, এক হাতের লেখার নমুনা।"

কৃষ্ণকান্ত বাবু অমরকুমারের হস্ত হইতে সেই পত্রখানি লইয়া একটু উচ্চ শব্দে পাঠ করিলেন। তাঁহার পিতাও শুনিলেন। তার পর অক্ষর মিলাইয়া দেখিলেন, ঠিক এক হাতের লেখা।

এইবার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্রের মন পরিবর্ত্তিত হইল। চক্রধরের উপর যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, কাটিয়া গেল! এখন বিশ্বাস হইল যে, কোন নীচপ্রকৃতির লোকের এই পাপ কাজ!

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত আপনা আপনি সদুঃখে বলিলেন, "ছিছি, এমন পাপিষ্ঠ নারকী মনুষ্যও জগতে আছে! ধিক্ ধিক্, লোকে ভাঙবার জন্য এরূপ শত্রুতা কচ্ছে। আমরা তো কারই কোনরূপ অপকার করি নি, তবে কেন এমন শত্রুতা করা?"

পুত্রের মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া বৃদ্ধ মধুসূদন বলিলেন, "কৃষ্ণ! নীতিশাস্ত্রে আছে,—

'অপরাধো ন মেহস্তীতি নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্।
বিদ্যতে হি নৃশংসেভ্যো ভয়ং গুণবতামপি॥'

অর্থাৎ আমার অপরাধ নাই, এটি বিশ্বাসের কারণ নহে, কেন না, গুণবান্ লোকদেরও নিষ্ঠুর লোকদের নিকট হতে ভয় থাকে। আমার বেশ বোধ হচ্চে, অমরকুমারের মত গুণবান্ পাত্রকে তুমি কন্যাদান কর্‌বে, নিষ্ঠুর লোকের তা সহ্য হবে কেন? সে দুরাত্মা এই উড়ো চিঠিগুলো লিখে অমরের, তোমার আর আমার অনিষ্ট কত্তে বুক বেঁধেছে।"

অমরকুমার বলিলেন, "আপনারা আর কোন সন্দেহ বা ভয় কর্‌বেন না। যদি এই দুখানা পত্র দু'হাতেরও হতো, তা' হলেও কথা ছিল। কিন্তু আর ভয় নাই। অনুগ্রহ ক'রে ঐ পত্রখানা আমাকে দিন। আমি আমার পিতাকে দেখাব। আপনারাও যেমন ঐ পত্র পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন, তিনিও তাঁর নামীয় পত্র পেয়ে তেমনি হয়েছিলেন। তার পর চন্দ্রনাথ বাবু, শ্যামলাল বাবু তাঁকে বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে বলাতে তিনি সন্দেহ ত্যাগ করেছেন। এখন আবার আপনার নামীয় পত্রখানা দেখলে আর তিলমাত্রও সন্দেহ থাক্‌বে না। আমি কাল আবার বাড়ী যাব। এর মধ্যে যেতেম না কিন্তু এই পত্রখানার জন্যই যেতে হবে।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আচ্ছা, বাবা, এই পত্র নেও।"

অমরকুমার পত্র লইয়া বলিলেন, "এখন অনেকেই শত্রুতা-সাধন কর্‌বে। আপনারা কারই কোন কথায় কান দেবেন না। আমি শীঘ্রই আবার কল্‌কাতায় ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো।"

এই বলিয়া অমরকুমার প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবার সেই যুগল বন্ধু।

অমরকুমার বরাবর কৃষ্ণকান্তের বাটী হইতে শ্যামলালের বাটী আসিলেন। দেখিলেন, হিতৈষী বন্ধু বৈঠকখানা-ঘরে একখানি তক্তাপোসের উপর শুইয়া আছেন। মাথার নীচে একটা মাঝারি গোছের তাকিয়া। শ্যামলাল চিৎ হইয়া শয়ান। বাঁ পাখানা হাঁটুমোড়া এবং ডান পাখানা বাঁ পার উপর স্থাপিত। উভয় হস্তের তলদেশ মস্তকের

নিয়ে প্রবিষ্ট। শয়নভাব দেখিয়া অমরকুমার বুঝিলেন, বন্ধু কি ভাবিতেছেন।

"কি শ্যামলাল, শুয়ে যে?" এই বলিয়া অমরকুমার নিকটবর্ত্তী একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্যামলাল উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাড়ী থেকে এসে এক দিন মাত্র এসেছিলে, তার পর এস নি কেন?"

"সে কি? আমি তার পর দু দিন এসেছি, তোমার দেখা পাই নি। তোমার চাকর বল্লে, "সিম্‌লে গেছেন।"

"সিম্‌লে না, শিয়ালদহ। চাকর ব্যাটা ধান শুন্‌তে পান শোনে। তা যাক্, তোমার শ্বশুরবাড়ী আর গিয়েছিলে?"

"তোমার সকল কথাতেই তামাসা।"

"আচ্ছা, তামাসা কর্‌বো না। কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী গিয়েছিলে?"

"এই সেখান থেকে আস্‌ছি।"

"সংবাদ কি?"

"সংবাদ বড় গুরুতর। কঠিন সমস্যা।"

"সে কি?"

"সে বিষয়, ভাই, তোমা বৈ অপর কাউকে বল্‌তে পারি নি। তুমিই আমার একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধু।"

"ব্যাপার কি বল দেখি?"

"কে একটা দুষ্ট লোক কৃষ্ণকান্ত বাবুকে এক উড়ো চিঠি লিখেছে। এই দেখ।" এই বলিয়া শ্যামলালকে সেই পত্রখানা দিলেন।

শ্যামলাল পত্র পড়িল। পড়িয়া বিস্মিত হইল। বলিল, "কোন্ ষ্টুপিড্ রাস্‌কেল্ এমন গাধার কাজ করেছে!"

পাঠক মহাশয়! পাঠিকা মহাশয়া! শ্যামলালের মিষ্টবচনে বন্ধুর সন্তোষবর্দ্ধনের খেলাটার দিকে একবার মনোযোগ দিন্। আপনাদেরও এরূপ সরল হিতৈষী পুরুষবন্ধু বা সরলা হিতৈষিণী স্ত্রীবন্ধু আছে কি? শ্যামলালকে দেখিয়া এখনও সতর্ক হউন।

তার পর অমরকুমার আবার বলিলেন, "ভাই! শুধু কৃষ্ণকান্ত বাবুকে সন্দিগ্ধ করা নয়, আমার পিতাকেও এরূপ একখানা উড়ো চিঠি লিখেছে। সেই দিন সেই পঞ্চানন ঘটক যে চিঠির কথা ব'লে ফেলেছিলো, তার পর বাবার বকুনিতে সে কথা চাপা দিয়েছিলো, সেই উড়ো চিঠিখানা আর এখানা এক জনেরই হাতের লেখা।"

শ্যামলাল যেন কতই বিস্মিত হইল। বলিল, "অ্যাঁ, বল কি!"

"সত্য বল্‌ছি। আমি শেষে পত্রখানা পেয়ে নকল ক'রে এনেছি। এই পড়।"

শ্যামলাল সে পত্রখানার নকলও পড়িল। পত্র-লেখকের উপর কত কটু-কাটব্য প্রয়োগ করিল। সাবাস্ শ্যামলাল!

তার পর বলিল, "তুমি ঠিক জান, এক হাতের লেখা?"

"সত্যি মিথ্যে এই দেখ, সেই আসল পত্রের খানিকটে ছিঁড়ে এনেছি। অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখ।"

শ্যামলাল কেরোসিন্ ল্যাম্পের কাছে বেশ করিয়া মিলাইয়া দেখিল।

অমরকুমার বলিল, "কেমন, শ্যাম, ঠিক্ কি না?"

শ্যামলাল প্রগাঢ় বিস্ময়ের সহিত বলিল, "তাই তো বটে। এক হাতেরই কলম দেখছি যেন। কোন্ শত্রুর এমন সর্ব্বনাশের চাল চাল্‌ছে!"

অমরকুমার বলিল, "বাস্তবিক, ভাই, এই গাধা শত্রুর জ্বালায় আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি। একে তো কৃষ্ণকান্ত বাবু চারশো টাকার বেশী দিতে পার্‌বেন না! তার উপর তোমরা আরও দুশো টাকা বাড়িয়ে দিলে। তারই বা কি উপায় হবে? আবার এই সকল উড়ো চিঠির খোঁচাখুঁচি। দেখছি, জ্যোতির্ম্ময়ীর অপূর্ব্ব জ্যোতি আমার পক্ষে বুঝি চিরান্ধকার হ'ল।"

"কোন চিন্তা নাই। শ্যামলাল বেঁচে থাক্‌তে জ্যোতির্ম্ময়ী তো তোমারই।" মনে মনে বলিল, "জ্যোতির্ম্ময়ী বিনোদবিহারীর। তার সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত আছে যে, কৃষ্ণকান্ত বাবু যেমন গরীব, তেমনি অল্প টাকা পণে বিনোদ রাজী। এমন কি, দেড়শো দুশো টাকা পণ নিয়েই বিনে জ্যোতি-র্ম্ময়ীকে বিয়ে করতে এখনি রাজী। সে টাকাটা বিনে আমাকে দেবে। তার পর আমি ঘটকালী

ক'রে এই কার্য্য সিদ্ধি কর্‌বার দরুণ আমাকে আরও পাঁচশো টাকা দেবে। তা ছাড়া এদিক ওদিকেও দু তিনশো টাকা তার মাথায় হাত বুলিয়ে পকেটে পুর্‌বো। বিনেকে যে রূপ দেখিয়েছি, সে তো এখন আমার কলের পুতুল। তার মায়ের সে আবদেরে ছেলে। যখন যা 'চায়, তাই পায়। বাস্তবিক, এমনতর দু চারটে বোকা এয়ার না পেলে আমাদের গোকা টাকা হয় কৈ? অম্‌রাটার বাবা ব্যাটা বেঁচে থেকেই যত কণ্টক হয়েছে। নৈলে এরই মাথায় হাত বুল্‌তেম। যদিও এ আগে ক'নে দেখে ঠিক ক'রে শেষে আমাকে দেখিয়েছে, তবু ফিকির ক'রে আমি আগে, আর ওকে শেষে ফেল্‌তেম। এখনি বা তাব কসুর কি? ওর কাছে কিছু পট্‌লো না বলেই বিনোদের চিত্তবিনোদনে মন দিলেম,—দু দিকে দুই উড়ো চিঠিরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেম। অম্‌রার কপালে নবডঙ্কা! বি, এ,-ই পড় আর আইনই পড়, হোমিওপ্যাথিক বাক্সর কাছে কেউ নয় বাবা! এক ফোঁটা জলে গোটা গোটা টাকা।"

মনে মনে এই কথাগুলি বল্‌তে শ্যামলালের কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব হইল। তদ্দর্শনে অমরকুমার বলিলেন, "তুমি চুপ ক'রে র'লে যে? একটা সদ্‌যুক্তি বল।"

"সদ্‌যুক্তিই ভাবছি। তোমার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ তো হ'তে পারে না। তবু তত বেশী নয়, চারশোর উপর দুশো। কৃষ্ণকান্ত বাবু কি আর দিতে পার্‌বেন না?"

অমরকুমারের মাতা যে দুই শত টাকা দিবেন বলিয়াছেন তাহা অমরকুমার শ্যামলালকে বলিলেন না। কারণ, যদি তাঁহার পিতা কোন সূত্রে জানিতে পারিয়া সে টাকা আটক করেন, তা হইলে সুফল ফলিবে না। এই জন্য অমরকুমারের এখনও মনের উদ্বেগ যায় নাই। তাই তিনি জ্যোতির্ম্ময়ীর লাভের আশা করিয়াও করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে শ্যামলালের মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি তো জান, কৃষ্ণকান্ত বাবু চারশো টাকার বেশী একটি কড়িও দিতে পার্‌বেন না। থাক্‌লে দিতেন।"

"তা তো জানি, কিন্তু ২০০৲ টাকা না হ'লে যে তোমার পিতা সম্মত হবেন না। চন্দ্রনাথ বাবুকে তো তিনি স্পষ্টাক্ষরে সে কথা ব'লে ভার দিয়েছেন।"

অমরকুমার কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "দেখ, শ্যামলাল, এক কাজ কর। চন্দ্রনাথ বাবুকে কোন কথা ব'লে কাজ নি। তুমি আমাকে ২০০৲ টাকা ধার দেও। আমি চার পাঁচ মাসের মধ্যে পরিশোধ কর্‌বো।"

শ্যামলাল এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি চেষ্টা কর্‌বো।"

"চেষ্টা কর্‌বো বললে হবে না। দিতেই হবে, তুমি না দিলে এ বিষয়ে আমি কার কাছে ধার করতে যাব?"

"আচ্ছা। এখনও তো সময় আছে। প্রয়োজনের সময় দেবো।"

অমরকুমার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "তুমিই ভাই, আমার যথার্থ বন্ধু।"

শ্যামলাল মনে মনে বলিল, "তোমায় ফাঁদে ফেল্‌বার আর একটা রাস্তা পেলেম।"

অনন্তর অমরকুমার বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হুঁসিয়ার ব্যবসায়ী।

দেখিতে দেখিতে মাঘ মাস গত হইল। অদ্য ফাল্গুন মাসের প্রথম দিন।

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের টেলার সপে কামাখ্যাচরণ বসু দর্জ্জিদিগকে থান কাটিয়া দিতেছেন। বেলা তিনটা হইয়াছে।

এমন সময়ে একটি লোক তাঁহার দোকানে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই সহাস্যে বলিল, "কেমন আছেন, মহাশয়?"

কামাখ্যাচরণ তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। সাদরে বলিলেন, "আসুন—আসুন, বসুন, আপনার নাম শ্যামলাল ঘোষাল নয়?"

"এরি মধ্যে ভুলে গেলেন?"

"আজ্ঞে, ভুলবো কেন? আপনারাই আমাদের লক্ষী। এখন আছেন কেমন?"

"মন্দ নয়। আপনি কেমন?"

"আপনাদের কৃপায় বেঁচে আছি।"

"আজকালকার দিনে বেঁচে থাকাই যা কিছু লাভ, তা বৈ আর কোন লাভ নাই।"

ইত্যবসরে কামাখ্যাচরণ এক জন দর্জ্জিকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। দর্জ্জি তামাক আনিল। কামাখ্যা বাবু তাহার হস্ত হইতে কলিকা লইয়া কড়িবাঁধা ব্রাহ্মণের হুঁকার মাথায় বসাইয়া শ্যামলালকে দিলেন। বলা বাহুল্য যে, শ্যামলাল তামাক টানিতে খুব মজবুত।

অনন্তর কামাখ্যাচরণ শ্যামলালকে বলিলেন, "অমরকুমার বাবুর বিবাহের কি হইল?"

"সমস্তই ঠিকঠাক।"

"এই ফাল্গুন মাসে না বিবাহ?"

"আজ্ঞে।"

"কোন্ তারিখে?"

"উনিশে।"

"চক্রধর বাবু পুত্রের বিবাহে তেমন জাঁকজমক করবেন না?"

"জাঁকজমক কোত্তেন, কিন্তু কটা মামলা-মকদ্দমায় পড়েছেন। মোটামুটিই সারবেন।"

এই কথা শুনিয়া কামাখ্যাচরণ ভাবিলেন, "ও, তাই চক্রধর বাবু আমার পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। তা আর কি হবে! যখন তিনি নিজে বিব্রত, তখন আমার কিছু আশা করা ভাল নয়। যাই হোক, শ্যাম বাবুর কথাটা শুনে মনের ভাবনাটা তবু ঘুচে গেল। বাজে ভাবনায় অন্য ফলদায়ক কার্য্যেরও হানি করে।"

কামাখ্যাচরণের এই কথাগুলি ভাবিতে যেটুকু সময় লাগিল, সেটুকুর মধ্যে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনর শ্যামলাল ঘোষাল গুড়ুকে এমনি গোটা দুই তিন শেষ টান বা শোষ টান দিল যে, হুঁকা কলিকা বুঝিল, শ্যামলাল শুধু হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনর নয়, গুড়ুকেও এক জন প্রথম শ্রেণীর সার্জ্জন্-মেজর।

অনন্তর শ্যামলাল কামাখ্যাচরণের সম্মুখে হুঁকা ধরিল, কামাখ্যাচরণ তাহার হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া, বৈঠকের উপর রাখিলেন এবং কলিকাটি লইয়া নিজের হুঁকায় বসাইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই এক টান টানিয়াই কলিকা সমেত হুঁকা বৈঠকে রাখিলেন। বুঝিতে পারিলেন, শ্যামলাল বাবু তামাকে তামিল বটে।

এমন সময়ে শ্যামলাল কামাখ্যাচরণকে বলিলেন, "আমি আপনার কাছে আজ কিছু জিনিস নেব।"

"কি কি চাই বলুন?"

"বফ্‌তার দুটো চায়না কোট, লংক্লথের দুটো পিরাণ, দু জোড়া হাফ্‌ষ্টকিং আর দুখানা রুমাল।"

"যে আজ্ঞে।"

"ফরাসডাঙ্গার ধোয়া উড়ানী আছে?"

"আজ্ঞে, আমার দোকানে নাই। পাশের দোকানে শীল কোম্পানীর কাছে আছে।"

"তাও একজোড়া আনিয়ে দিন্।"

"যে আজ্ঞে।" এই বলিয়া সরকারকে একখানা চিরকুট লিখিয়া শীল কোম্পানীর দোকানে পাঠাইয়া দিলেন। সরকার এক জোড়া ফরাসডাঙ্গার ভাল ধোয়া উড়ানী আনিল। বলিল, "এ জোড়ার দর ৩্ টাকা।"

অনন্তর কামাখ্যাচরণ গ্লাস্‌কেস হইতে শ্যামলালের ফরমাইসমত কোট্, পিরাণ, ষ্টকিং ও রুমাল বাহির করিয়া দিলেন।

শ্যামলাল, গায়ের মাপসই হইল কি না, জানিবার জন্য একটা চায়না কোট গায়ে দিল। গায়ে দিবার সময় নিজের পিরাণটা হঠাৎ কেমন-তর হইয়া জড়াইয়া গেল। "আ, কচুপোড়া খা" বলিয়া পিরাণটা খুলিয়া চেয়ারের ঠেসের উপর রাখিয়া দিল। সেই সময় পিরাণের জেব হইতে রুমালজড়ান কি পড়িয়া গেল। চেয়ারখানা প্রায় দেওয়ালঘেঁসা হইয়াছিল এবং চেয়ারের নীচে কতকগুলা টুকরা কাপড় ও কয়েকটা কাটিমসূতার বাক্স ছিল, সুতরাং রুমালপতন কাহারই নেত্রগোচর হইল না।

অনন্তর শ্যামলাল চায়না কোট গায়ে দিয়া দেখিল, ফিট হইয়াছে। অবশেষে, সমস্ত জিনিসের দাম কত জিজ্ঞাসা করিল।

কামাখ্যাচরণ বস্তু খতাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বশুদ্ধ আট টাকা বারো আনা।"

শ্যামলাল বলিল, "বলেন কি! কম নয়?"

"আজ্ঞা, খদ্দেরের সঙ্গে আমার দর-দস্তর নেই। প্রত্যেক জিনিসে টিকিট আঁটা দর। এক ডাকে বিক্রী।"

"আচ্ছা। এখন এক কাজ করুন। আট

টাকা বারো আনা আমার নামে হাওলাত খাতায় লিখে রাখুন। ইংরেজি মাসকাবারে বেবাক মিটিয়ে দেবো।"

এই কথা শুনিয়া কামাখ্যাচরণ বসু বলিলেন, "আজ্ঞে, যা বোল্‌ছেন সত্য; কিন্তু আমার ধারে কারবার নেই।"

"কোন সন্দেহ নেই। আপনি আমার সঙ্গে একবার কারবার করেই দেখুন না।"

"আজ্ঞে, আমার অল্প-স্বল্প পুঁজি। নৈলে আপনি ভদ্র লোক, আপনাকে ধার দিতে বাধা কি? (ভাবিয়া) একটা কাজ কোল্লে হয় না?

"কি বলুন দেখি?"

"আমার সরকারকে আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে দি। বাড়ী গিয়ে এর মারফতে দামটা অনুগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে দেবেন।"

"আমি এখন বাড়ী যাব না।"

"তবে কালই না হয় নেবেন।"

"আচ্ছা। তাই ভাল।" এই বলিয়া চায়না-কোট খুলিয়া রাখিয়া, নিজের পিরাণ গায়ে দিল। তার পর বলিল, "কাল আপনি দোকানে কখন্ থাক্‌বেন?"

আমি দশটার সময় থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত থাকি। তবে যদি কোথাও কার্য্যবশতঃ বেরিয়ে যাই, আমার সরকার আপনাকে সমস্ত জিনিস দেবে।"

"যে আজ্ঞে। আসি তবে, কামাখ্যা বাবু।"

"প্রণাম, আসুন।"

শ্যামলাল টেলার সপ থপ্ করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এক্ষণে কামাখ্যাচরণ বসুকে আমি সাবাস্ দি। তিনি কারবারে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমি জানি, অনেক ব্যবসায়ীকে এক চক্ষ-লজ্জা ও খাতিরে দায়ে পড়িয়া দয়ে ডুবিতে হয়। নগদ মূল্যে যৎসামান্য লাভও পরম লাভ, কিন্তু হাওলাতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডলাভও কিছুই নয়। ব্যবসায়ীর খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলা উচিত। নহিলে ফন্দিবাজ, জুয়াচোর বন্ধু ও পরিচিত খদ্দেরের খর্পরে পড়িয়া, দু দিনে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাইতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মনসাদাস সরকার।

শ্যামলাল টেলার সপের কামাখ্যাচরণ বসুর স্পষ্ট জবাবে মনে মনে কিছু রুষ্ট হইল। কতকটা অপমান হইল কি না, কাজেই তুষ্ট হইতে পারিল না। কিন্তু শ্যামলালের এরূপ রুষ্ট হওয়া ও তুষ্ট না হওয়ার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, যার সঙ্গে আদৌ কখন এক কড়ার কারবার হয় নাই, তার নিকটে হঠাৎ কোন সামগ্রী হাওলাতে কেনা যুক্তিসঙ্গত নয়। সেই কর্ত্তব্য-জ্ঞানটুকু থাকিলে হোমিওপাথকে আজ ফুট-পাথে নামিয়া, এমন করিয়া বিদায় হইতে হইত না। শ্যামলাল বাবুর ন্যায় এইরূপ অনেক বাবু আছেন।

কিয়দ্দূর আসিয়া, ফুটপাথের ধারে একটা কদমগাছের নিকট শ্যামলাল দাঁড়াইল। সেখানে একটা লোক দাঁড়াইয়া ছিল। সেই লোকটার বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ; কৃষ্ণবর্ণ, একহারা। নাম মনসা-দাস সরকার, জাতিতে ব্রাহ্মণ।

শ্যামলালকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মনসাদাস জিজ্ঞা-সিল, "কি কি আন্‌লেন দেখি? পিরাণ চাদর নিতান্ত খেলো নয় তো?"

শ্যামলাল আসল ব্যাপার গোপন করিয়া উত্তর করিল, "খেলো জিনিস ব'লেই কিছু কিন্‌লেম না। ও ব্যাটার টেলার সপ্ একবারে সাফ। ভাল জিনিসের একটু টুক্‌রোও নেই।"

"তবে উপায়? কি বেশে যাব? একখানি-মাত্র ধুতি ধোপ করা আছে। জামা চাদর না হ'লে তো ক'নে দেখতে যাওয়া হয় না?"

"চল, আমার বাড়ী থেকে জামা চাদর দি।"

"মিছিমিছি এতটা পথ হাঁটিয়ে মার্‌লেন।"

"তা ব'লে কি টাকা দিয়ে ফাঁকা জিনিস কিন্‌বো? টেলার সপ জুওচুরির আড্ডা।"

"তবে এক কাজ করি। জুতো জোড়াটা সারিয়ে বুরুস্ করিয়ে নি।"

"চিল্ ছোঁ মার্‌লে কুটোগাছটাও নিয়ে ওড়ে।"

"হাঁটালেন কেন? পুরনো জুতোর গুঁতো সবার শক্তি কত?"

এক জন মুচি যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই মনসাদাসের জুতোর দিকে নজর পড়িয়াছিল। এইবার

তাহাকে ডাকিল। দুই পয়সায় পাদুকার রূপ-পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত হইল।

এমন সময়ে শ্যামলাল বলিল, "সরকার! রাস্তার মাঝে অনেক লোক যাওয়া আসা করবে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে জুতো সারানো ভাল দেখায় না। চল, ঐ গলিটের ভিতরে যাই।"

মনসাদাস হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঙালীর ঐ একটা কেমন দোষ। নিজের জুতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে সারিয়ে নেব, তাতে এত লোকলজ্জা, কিন্তু চাকরীস্থলে কত লোকের সম্মুখে সাহেবের জুতো খাবে, তার বেলা লজ্জা-সরম হয় না। উল্টে যেন কত মান-সম্মান!"

"মিছে বোকো না। চল।"

"আচ্ছা, চলুন।" এই বলিয়া জুতাবুরুস্‌ওয়ালাকে বলিল, "ঐ গল্লিমে আও।"

অনন্তর তিন জনে পার্শ্ববর্ত্তী গলিতে প্রবেশ করিল। মুচি এক যোড়া পুরাতন জুতা দিল। মনসাদাস নিজের জুতা খুলিয়া সেই যোড়া পায়ে দিয়া দাঁড়াইল। মনসাদাসের সিম্‌লাপাহাড়ের জুতা, দাম এক টাকা পাঁচ আনা।

চর্ম্মকার জুতা মেরামত করিতে লাগিল। সেই অবসরে শ্যামলাল ও মনসাদাসে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

শ্যামলাল বলিল, "যা যা ব'লে দিয়েছি, ঠিক্ ক'রে বল্‌তে পারবে তো?"

"আমার ঘটকালীতে খুব দখল আছে। আপনার শিক্ষামত কাজ তো করবোই, তা ছাড়া কথার উপর কথা পোড়লে, ঠিক্ ক'রে সওয়াল-জবাব করবো। কিন্তু আমাকে পঞ্চাশটি টাকা দিতে হবে। পঁচিশ টাকায় কি এত বড় শক্ত কাজটা কোত্তে পারি?"

"তার জন্য চিন্তা কি? কাজ হাসিল কোল্লে তাই দেবো।"

"বিনোদ বাবু আপনাকে কত টাকা দিয়েছেন?"

"ঐ একশো টাকা। বিনোদবিহারী আমার পরমহিতৈষী বন্ধু। বন্ধুর সাহায্য বন্ধুর করাই উচিত। বন্ধুর উপকার কল্লে কি টাকা নিতে আছে? যে নেয়, সে আবার কিসের বন্ধু? সে তো শত্রু। কেবল তোমাকে দিতে ও অন্যান্য খরচের জন্য তার কাছে একশো টাকা নিয়েছি।"

মনসাদাস বিশ্বাস করিল। কারণ, সে হালে মোতায়েন্ হইয়াছে। ভিতরকার খবর কিছুই জানে না। তাতে আবার শ্যামলাল কৌশল করিয়া বিনোদবিহারীকে কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে। বিয়েপাগ্‌লা বিনোদ আজকাল শ্যামলালের কলের পুতুল। শ্যামলাল জানে, সে পাকা শঠতার জাল পেতেছে; কিন্তু বিনোদবিহারী জানে, শ্যামলাল প্রকৃত বন্ধুরই কাজ করিতেছে। কিন্তু আমি জানি, মাঝখানে আগুন-জলে ষ্টিম্ তৈয়ার হইতেছে—বয়লার ফাটিবার যোগাড় হইতেছে। শ্যামলাল মনসাদাসকে বলিল, সে বিনোদবিহারীর নিকট কেবল আসল খরচের জন্য একশো টাকা লইয়াছে, কিন্তু তা নয়, ক্রমে ক্রমে কথার প্যাঁচ দিয়া আজ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা হস্তগত করিয়াছে। শ্যামলালের পরামর্শানুসারে বিনোদ তাহার মাতাকেও ভুলাইয়াছে।

অনন্তর মনসাদাসের জুতা মেরামত হইল। মুচিকে দুই পয়সা দিয়া, উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নর চর ও নারী চর

সন্ধ্যা হইল। মনসাদাস সরকার শ্যামলাল ডাক্তারের প্রদত্ত পিরাণ, চাদর ও নিজের দখলের ধুতিতে বরবপু সাজাইয়া, কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে শুভযাত্রা করিল। শ্যামলালও মনসারামের জুড়িদার হইয়া চলিল।

যথাসময়ে উভয়ে কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাটীর নিকট উপস্থিত হইল। শ্যামলাল বলিল, "সরকার! তুমি একাকী যাও। আমি এই গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি আর কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী যাব না। তুমি সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে এস।"

অমরকুমারের সহিত শ্যামলাল পূর্ব্বে কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী আসিয়াছিল, সুতরাং পরিচিত। অথচ আজ আবার নূতন ঘটকালী, তাই দেখা দিতে চাহিল না। বরঞ্চ মনসাদাসকে বলিল, "তুমি কোনমতে আমার নাম-টাম করো না।"

"না, আপনার নাম করবো কেন? আপনি তো পূর্ব্বেই নিষেধ ক'রে দিয়েছেন।"

"আচ্ছা, তবে এখন যাও, আমিও মোড়ে চল্লেম।"

শ্যামলালের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, মনসাদাসের সঙ্গে যায়। কিন্তু একটু সুবাতাস না বহিলে যাওয়াটা কোনমতেই সঙ্গত নহে। চেনা হইয়াই মুস্কিল হইয়াছে।

অনন্তর উভয়ে উভয়ের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

তার পর মনসাদাস সরকার কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাটী গিয়া দেখিল, কৃষ্ণকান্ত বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। কৃষ্ণকান্ত বাবু মনসাদাসকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার তল্লাস কচ্ছেন, মহাশয়?"

মনসাদাস বলিল, "কৃষ্ণকান্ত বাবুর। তিনি কোথায়?"

"আমারই নাম।"

"নমস্কার, মহাশয়!"

"নমস্কার। বসুন।"

মনসাদাস উপবেশন করিল।

কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি প্রয়োজনে এসেছেন?"

"শুনলেম, আপনার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে। বিবাহের যোগ্যা হয়েছে। আমার হাতে একটি পাত্র আছে।"

"আপনার নাম?"

"শ্রীমনসাদাস শর্ম্মা, উপাধি সরকার।"

"নিবাস?"

"শান্তিপুর। বাসা এই নিকটেই।"

"কোথায়?"

"উল্টোডিঙ্গি।"

"তা হ'লে নিকটে হলো কৈ?"

"আমার কাছে কল্‌কাতার মধ্যের ও কলকাতার পাশের সমস্ত স্থানই নিকট।"

"বোধ হয়, আপনি খুব হাঁটতে পারেন।"

"দালাল, ঘটক আর ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়া দিন-রাত হাঁট্‌বার জন্যেই জন্মেছে, মহাশয়!"

এই কথা কয়েকটি হাসিতে হাসিতে বলিল।

এমন সময়ে সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ছেঁচা পান চিবাইতে চিবাইতে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বৈঠকখানায় আসিলেন। মনসাদাস সরকারের সহিত তাঁহারও আলাপ-পরিচয়াদি হইল। অন্য কি জন্য মনসাদাসের শুভাগমন, তাহাও বৃদ্ধ জানিয়া লইলেন।

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত মনসাদাসকে বলিলেন, "সরকার মহাশয়, আমার কন্যার পাত্র স্থির হয়েছে।"

"স্থির হয়েছে, না কথাবার্ত্তা চলছে?"

"পাকাপাকিই স্থির হয়েছে। এই ফাল্গুন মাসের উনিশে বিবাহ।"

"পাত্র কোথাকার?"

"হুগলী জেলার তারাপুর গ্রামের।"

"পাত্রের নাম?"

"শ্রীমান্ অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"পিতার নাম?"

"শ্রীযুক্ত বাবু চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"আপনাকে কত টাকা দিতে হবে?"

"কেন বলুন দেখি?"

"আমি যে পাত্রটি ঠিক করেছি, তাঁকে বেশী দিতে হবে না। আড়াই শো টাকা কুলমর্য্যাদা আর দানসামগ্রী যা পারেন!"

"পাত্রের নিবাস?"

"এই কল্‌কাতা—সিমুলিয়া।"

"নাম কি?"

"বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"পিতার নাম?"

"৺মথুরাবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। পাত্রের মাতা জীবিতা। একখানি ভদ্রাসন বাড়ী আছে। বিষয়-আশয়ও মন্দ নয়।"

"আন্দাজ কত হবে?"

"প্রায় বারো চৌদ্দ হাজার।"

"লেখাপড়া কেমন জানে?"

"ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে অনেক দূর পড়েছে।"

"পাশ-টাস কিছু দিয়েছে?"

"না, তা কিছু দেয় নি বটে, কিন্তু বাড়ীতে সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চ্চা করে। একটা আফিসেও বেরুচ্ছে। শীঘ্রই টাকা চল্লিশের একটা পোষ্ট পাবার কথা আছে। পাত্র বেশ সচ্চরিত্র শান্ত। চেহারাও অতি পরিষ্কার।"

কৃষ্ণকান্ত বাবু কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "সরকার মহাশয়, আমি আমার কন্যার

জন্য একটি বিশেষরূপ বিদ্বান্ অথচ সচ্চরিত্র পাত্রের চেষ্টায় ছিলেম। প্রজাপতির ইচ্ছায় তা পেয়েছি। অতএব আর মতান্তর কর্‌তে পাচ্ছি নি।"

মনসাদাস একটু হতাশ হইল। বলিল, "তা আপনার যেমন ইচ্ছা, তাই কর্‌বেন। তবে কি না, এটা হ'লে খুব সুবিধা হতো। এখনও বুঝুন।"

"না, আর অন্যমত হতে পাচ্ছি নি।"

"যে আজ্ঞে।" এই বলিয়া মনসাদাস নিজের কান চুল্‌কাইতে লাগিল। এটা কি হতাশের লক্ষণ?

এমন সময়ে পরাণী দাসী বৃদ্ধ মধুসূদনের জন্য এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিল। আনিয়া মনসাদাসকে বৈঠকখানায় দেখিল। দেখিয়াই মনে মনে বলিয়া ফেলিল, "এ মিন্‌ষে সেই নয়?"

অনন্তর পরাণী ঝি মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কলিকা দিল। তিনি কলিকা লইয়া, হুঁকায় বসাইয়া টানিতে লাগিলেন।

পরাণী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

পরাণী যাইবার পরই কৃষ্ণকান্ত বাবুও বৈঠকখানা ছাড়িয়া বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন। পরাণী আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া রাখিয়াছিল, তাই খাইবার জন্য কৃষ্ণকান্ত বাবু উঠিয়া গেলেন। বৈঠকখানায় পিতা আছেন, তাই তাঁহাকে উঠিতে হইল।

এখানে বৈঠকখানায় মধুসূদনে ও মনসাদাসে পর্য্যায়ক্রমে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং ওখানে কৃষ্ণকান্ত বাবু একাকী একখানি টুলের উপর বসিয়া হুঁকা ডাকাইতে আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বাবু এইরূপে তামাক খাইতেছেন, এমন সময়ে পরাণী তাঁহাকে বলিল, "হ্যাঁ ছোট বাবু, ঐ যে নোকটা বোটোকখানায় ব'সে আছে, ও কে?"

"কেন?"

"নীলু মুদীর দোকান থেকে এক সের মুগ আন্‌বার সময় ওকে এই কতক্ষণ আমি সেই বাবুটির সঙ্গে কথা কইতে শুনে এলুম।"

"কোন্ বাবুর সঙ্গে?"

"তোমার যিনি জামাই হবেন, তেনার সঙ্গে সেই যে শ্যামলাল বাবু এসেছিলো, তেনারি সঙ্গে।"

"কোথা?"

"গলিতে একটা গেসের খুঁটির কাছে।"

"শ্যামলাল বাবু, তুই নিশ্চয় জানিস্?"

"আমি কি কাণা? শ্যাম বাবু যে এখেনে তোমার জামাই বাবুর সঙ্গে পূর্ব্বে দু দিন না ক দিন এসেছিল।"

পরাণীর এই কথাগুলি শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবুর মনে কি একটা খট্‌কা লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হুঁকা রাখিয়া, তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক জালে আর এক জাল।

এখানে মোড়ের একটু দূরে ফুটপাথের উপর শ্যামলাল ঘোষাল, গায়ে মাথায় একখানি শাল জড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং কখন্ মন্‌সাদাস সরকার কার্য্যসিদ্ধির উপায় করিয়া আসিবে, ভাবিতেছিল।

এ দিকে কৃষ্ণকান্ত বাবু একখানি বালাপোস্ মুড়ি দিয়া শ্যামলালকে গলিতে খুঁজিলেন, কিন্তু পাইলেন না। গলি ছাড়াইলেন, মোড়ে আসিলেন, দেখিলেন, কিছু দূরে এক জন দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলেন, সেই হয় তো শ্যামলাল ঘোষাল।

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত বাবু হঠাৎ দণ্ডায়মান ব্যক্তির নিকট না আসিয়া, বিপরীত দিকে খানিকটা গিয়া রাস্তা পার হইলেন। রাস্তা পার হইয়া অপর দিকের ফুটপাথে উঠিলেন। উঠিয়া ও পার হইতে আড়ে আড়ে শ্যামলালকে দেখিয়া বরাবর অনেকটা দূর চলিয়া গেলেন। তার পর সে ফুটপাথ ত্যাগ করিয়া, শ্যামলাল যে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাতে উঠিলেন। ক্রমে শ্যামলালের দিকে আসিতে লাগিলেন। বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া আসিতে আসিতে একবারে শ্যামলালের পার্শ্বে আসিয়া পড়িলেন। চিনিতে পারিলেন। চিনিতে পারিয়াই হাস্যমুখে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "শ্যামলাল বাবু যে! এখানে একলা দাঁড়িয়ে হিম খাচ্ছেন কেন?"

কৃষ্ণকান্তকে হঠাৎ দেখিয়া শ্যামলাল একটু চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনের ভাব গোপন করিয়া, সহাস্যে উত্তর করিল, "নমস্কার, মহাশয়! কোথা গিয়েছিলেন?"

কৃষ্ণকান্ত কথা ঘুরাইয়া বলিলেন, "চাঁপাতলায় একটু দরকার ছিল।"

"ভাল আছেন ?"

"আপনি কেমন আছেন ?"

"অম্নি এক প্রকার।"

"এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?"

"একটি লোকের নিকট কিছু টাকা পাব, কোনমতেই আদায় কত্তে পাচ্ছি নি। চক্ষুলজ্জা বশতঃ নিজেও তেমন কড়াকড়ি কত্তে পারি নি। তাই এক জন লোক পাঠিয়েছি। দেখি, তাতেও কি হয়। আজ একটা হেস্তোনেস্তো ক'রে যাব; টাকা না পাই, কাল নালিস রুজু করবো।"

"ও, তাই দাঁড়িয়ে আছেন ?"

"আজ্ঞে।"

শ্যামলালের কথায় কৃষ্ণকান্তের আরও খটকা লাগিল। ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তা এখানে কেন? আমাদের বাড়ী আসুন।"

"লোকটি ফিরে এলে দেখতে পাবো না। আপনি অগ্রসর হোন্। লোকটি এলেই তাকে নিয়ে আপনার নিকট যাচ্ছি।"

"আচ্ছা, আমি না হয় একটুখানি অপেক্ষা করি।"

শ্যামলাল বিষম গোলযোগে পড়িল। মনে মনে বলিল, "আ মলো যা! এ কণ্টকটা আবার কোত্থেকে জুটলো? যেতে চায় না যে। যা হোক্ ক'রে তাড়াতে হলো।" তার পর কৃষ্ণকান্ত বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়! আচ্ছা, আমি আমার লোকটিকে ডেকে আন্‌ছি। আপনি অগ্রসর হোন্।" এই বলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল।

কৃষ্ণকান্ত বাবু আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি সে লোকটিকে আর কোথায় খুঁজতে যাবেন? আমার বাড়ী চলুন। সেইখানেই তিনি যাবেন এখন।"

"তিনি যে আপনার বাড়ী চেনেন না।"

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু শ্যামলালের কৌশল প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু থামিয়া গেলেন।

এ দিকে শ্যামলাল ভাবিতে লাগিল, "তাই তো, মনসাদাসটা যদি কৃষ্ণকান্ত বাবুকে বাড়ীতে দেখতেই না পেলে, শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এলো না কেন? বোধ হয়, বুড়োটার সঙ্গে কথা কচ্ছে। কিন্তু আমি যে বিষম ফাঁফরে পোড়লেম। ছিনে জোঁকের পাল্লা বিষম পাল্লা।"

এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে ধর্ম্মের কল হাওয়ায় নড়িল। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বিদায় লইয়া, মনসাদাস সরকার আসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়াই শ্যামলাল বলিল, "টাকা দিলে কি?"

শ্যামলাল ঠিক করিয়াছিল, কৃষ্ণকান্ত তো বাহিরে, সুতরাং তিনি মনসাদাসকে দেখেন নাই। কিন্তু শ্যামলাল! আজ তুমি জাল করিতে গিয়া জালে জড়াইযাছ।

মনসাদাস শ্যামলালের কথার উত্তর আর দিবে কি! কৃষ্ণকান্তের চক্ষে পড়িল। আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। ভাবিল, "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়।"

শ্যামলাল তবু হটিবার পাত্র নয়। আবার বলিল, "কিছু বল্‌ছো না যে? টাকা দিলে না? আচ্ছা, না দিক্, কালই নালিস রুজু কচ্ছি।"

মনসাদাসের ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গেল। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত বাবু ঘৃণারোষহাস্যে বলিলেন, "শ্যামলাল বাবু! আপনি ডাক্তার, ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ, আপনার কি এরূপ নীচ কার্য্য করা উচিত হয়েছে?" এই বলিয়া মনসাদাসকে বলিলেন, "আপনি এঁরি পরামর্শে আমার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলেন, কেমন?"

মনসাদাস ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। শ্যামলাল চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

কৃষ্ণকান্ত বাবু এইবার রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "শ্যামলাল বাবু, আপনি না অমরকুমারের পরমহিতৈষী বন্ধু! এই বুঝি আপনার বন্ধুর উপযুক্ত কাজ? আমি এতক্ষণে বেশ বুঝতে পাল্লেম, আপনি অমরকুমারের মহাশত্রু। আপনিই একখানা উড়ো চিঠি চক্রধর বাবুকে এবং আর একখানা আমাকে লিখেছিলেন। ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্রলোকের ওরূপ পাপ পত্র লেখা কি উচিত হয়েছে?"

শ্যামলালের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। কিন্তু মনসাদাস সরকার উড়ো চিঠির কথা কিছুই জানিত না, তাই সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

শ্যামলাল আর সেখানে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিল না। শীঘ্র সরিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। এই জন্য সে বলিল, ' কৃষ্ণকান্ত বাবু! আপনি ভদ্রলোক, তাই আপনাকে কিছু বল্লেম না। অন্য লোক হ'লে আজ প্রতিশোধ নিতেম। আপনি উড়ো চিঠির কথা পেড়ে বৃথা আমার অপমান কচ্ছেন। আমি আর আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাই নি।" এই বলিয়া মনসাদাসকে বলিল, "এস, সরকার!"

এই বলিয়া মনসাদাসকে লইয়া ক্রোধভরে শ্যামলাল প্রস্থান করিল।

এ দিকে কৃষ্ণকান্ত বাবু বাড়ী আসিয়া পিতাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। বৃদ্ধ মধুসূদন শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং শ্যামলালকে গালি দিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জয়েদ্ যত্নতো বন্ধুং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥"

অদ্য ২রা ফাল্গুন।

অমরকুমার বাড়ী গিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবুর নামীয় উড়ো চিঠিখানি পিতাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে কতক- বুঝাইয়া, অদ্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। মাতার নিকট হইতে ২০০৲ টাকাও আনিয়াছেন। সেই টাকা গোপনে আনিয়াছেন, সুতরাং গোপনে রাখিতে হইবে। এমন কি, চন্দ্রনাথ বাবুও যাহাতে জানিতে না পারেন, তাহাও করা উচিত। এই ভাবিয়া তিনি ২০০৲ টাকার গবর্ণমেণ্ট নোট আপাততঃ নিজের নিকটেই রাখিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় পরমহিতৈষী সখা শ্যামলালের নিকট রাখিয়া আসিবেন। অদ্যই বাড়ী হইতে আসিয়াছেন. বেলা হইয়াছে, তাই কালেজে যান নাই।

ক্রমে বেলা সাড়ে চারিটা বাজিল। অমরকুমার টাকা লইয়া শ্যামলালের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বৈঠকখানায় বসিয়া তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ জলখাবার খাইলেন। খানসামা বাহির হইবার পরিচ্ছদ আনিয়া দিল। অমরকুমার আটপহরে কাপড় ছাড়িয়া বহিঃপরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একটি লোক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের নামই না অমরকুমার বাবু?"

অমরকুমার উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, আমারই নাম। আপনার নাম?"

আগন্তুক উত্তর করিলেন, "শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু।"

"আপনি কি প্রয়োজনে এসেছেন?"

"আপনারই নিকট বিশেষ কথা আছে।"

"আমার নিকট? আচ্ছা, বলুন।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "মহাশয়ের বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?"

"আমার একটি টেলার সপ্ আছে।"

এই কথা শুনিয়া অমরকুমারের কি যেন মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আপনিই কি আমার পিতাকে গত মাঘ মাসে একখানি পত্র লিখেছিলেন?"

"আজ্ঞে।"

"আমি এখন আপনাকে বেশ চিনতে পাল্লেম। আমার পিতার সঙ্গে একবার আপনার দোকানে গিয়েছিলেম।"

"আজ্ঞে, তা আমার বেশ মনে আছে। আমিও আপনাকে চিনি।"

"আচ্ছা, আপনি কার কাছে আমার বিবাহের সন্ধান পেয়ে পিতাকে পত্র লিখেছিলেন?"

"আপনার বন্ধু বাবু শ্যামলাল ঘোষালের কাছে।"

"তাঁর সঙ্গে কি আপনার আলাপ-পরিচয় আছে?"

"পূর্ব্বে আলাপ-পরিচয় ছিল না, সম্প্রতি কতকটা হয়েছে।" এই বলিয়া কামাখ্যাচরণ গত মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া যে সূত্রে শ্যামলালের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়াছিলেন, সমস্ত বলিলেন।

অমরকুমার সমস্ত কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। হাসিবারই কথা, উহাতে যে তাঁর বিবাহের কথা ছিল।

অনন্তর কামাখ্যাচরণ বলিলেন, "শ্যামলাল বাবুর মুখে শুনেছি, আপনার পিতা আপনার বিবাহে তেমন কিছু খরচপত্র করবেন না, তাই আমার পত্রের উত্তর দেন নি। এ কথা কি সত্য?"

এই কথা শুনিয়া অমরকুমার ভাবিলেন, প্রকৃত

উত্তর দেওয়া উচিত কি না। যদি সত্য উত্তর দেওয়া হয়, তাহা হইলে পিতাকে খাটো করা হয়, আবার যদি তা না দেওয়া হয়, তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। ক্ষণকাল এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার পিতা মহাশয়কে আর একখানি পত্র লিখবেন।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া কামাখ্যাচরণ বসু সায় দিলেন।

তার পর অমরকুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তো আপনার কথা। আর কিছু বক্তব্য আছে ?"

"এখনও বিশেষ কথাটি বলা হয় নি।"

"বলুন তবে।"

"আমি একটা বিষয়ে গোলকধাঁধায় পড়েছি। আপনি বৈ সে ধাঁধা ঘুচবে না।"

"কি সে বিষয়টা ?"

এইবার কামাখ্যাচরণ মুখে কোন কথা কহিলেন না, হাতে কথা কহিলেন। অমরকুমারকে একটি পাটজড়ানো রুমাল দিলেন।

অমরকুমার আগ্রহের সহিত বলিলেন, "মহাশয়, রুমালে কি আছে ?"

"অনুগ্রহ পূর্ব্বক খুলে দেখুন।"

অমরকুমার রুমালের পাক খুলিলেন। দেখিলেন, কয়েকখানা চিঠি। বলিলেন, "এ সব কিসের চিঠি ?"

অমরকুমার এক একখানি করিয়া চিঠিগুলি পড়িলেন। সর্ব্বশুদ্ধ চারিখানি। অমরকুমার এক একখানি চিঠি পড়িয়া, এক এক রকম হইয়া উঠিলেন। মনের ভিতর খট্‌কার উপর খট্‌কা লাগিল, ঝড়ের পর ঝড় বহিল। অমরকুমার কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অবাক্ হইয়া রহিলেন। এক একবার কামাখ্যাচরণ বসুর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সব চিঠি পেলেন কোথা ?"

গত কল্য কামাখ্যাচরণ বসুর দোকানে শ্যামলাল জামা-উড়নী কিনিতে গিয়া, জামা পরিবার সময় রুমাল-জড়ানো এই চারিখানি চিঠি হারাইয়া আসিয়াছিল। অদ্য ঝাঁট দেওয়াইবার সময় কামাখ্যাচরণ এইগুলি পাইয়াছিলেন। খুলিয়া পড়িয়াছিলেন। অমরকুমারকে এগুলি দেখান কর্ত্তব্য বোধে এক্ষণে লইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। অমরকুমারকে চিঠিপ্রাপ্তির সমস্ত ঘটনা বলিবার পর বলিলেন, "অমর বাবু, এই আমার বিশেষ কথা। এখন আপনি আমার ধাঁধা ভাঙন।"

আর ধাঁধা ভাঙুন! এখন অমরকুমার নিজেই ধাঁধায় পড়িয়া আঁধার দেখিতে লাগিলেন। কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন।

অমরের মুখনেত্রের বর্ত্তমান ভাব দেখিয়া, কামাখ্যাচরণ যেন কি বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "শ্যামলাল বাবুর নিকট এইবার যাই চলুন।"

"আপনি না এলে যেতেম: যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেম; কিন্তু আর যাচ্ছি নি। কামাখ্যা বাবু! আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার সময় হিতোপদেশে পড়েছিলেম,—

'পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েদ্ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥'

অসাক্ষাতে কার্য্যনাশ অথচ সাক্ষাতে মিষ্টভাষী যে বন্ধু, তাকে ভিতরে বিষে ভরা উপরে ক্ষীরে পোরা কলসের ন্যায় পরিত্যাগ করবে। সুতরাং কামাখ্যা বাবু, আমি শ্যামলালের নিকট আজ ব'লে নয়, এ জন্মে আর কখনও যাব না। হিতোপদেশপাঠের নিগূঢ় মর্ম্ম আজ প্রত্যক্ষ করলেম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাঁহার মনে ঘোরতর ঘৃণা জাগিয়া উঠিল। সেই ঘৃণা তিনি মনে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর ঘৃণা অমরকুমারের মুখপথ দিয়া এইরূপে বাহির হইল,—"ছি শ্যামলাল! ধিক্ শ্যামলাল! তোমারই এই কাজ! তুমি না আমার পরমহিতৈষী বন্ধু! আমার ব্যথার ব্যথী! দুখের দুখী! সুখের সুখী! ধিক্ তোমাকে!"

অমরকুমারের এই কথাগুলি কামাখ্যাচরণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি বেশী কিছু বলিলেন না, কেবল এই বলিলেন, "অমর বাবু! জগতে শ্যামলালের ন্যায় অনেক বন্ধু আছে। আপনি এখন থেকে বিশেষ সতর্ক হয়ে থাকুন।"

"কামাখ্যা বাবু, আপনি আজ এই চিঠিগুলো এনে আমাকে বিশেষরূপে অনুগৃহীত করলেন। আমি আপনাকে ধন্যবাদ কচ্ছি।"

"ভগবান্‌কে ধন্যবাদ করুন্‌।"

অমরকুমার উদ্দেশে ললাটে করস্পর্শ করিয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন। তার পর কামাখ্যা-চরণকে বলিলেন, "মহাশয়, শ্যামলালই যে আমার পিতাকে এবং কৃষ্ণকান্ত বাবুকে এই দুখানা জাল উড়ো চিঠি লিখেছিল, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তে পারি নি। এই দুখানা চিঠি আসল কাপি। এই থেকেই সে দুখানা নকল ক'রে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার কৌশল খেলেছে।" এই বলিয়া অপর দুখানা চিঠির কথা পড়িলেন। বলিলেন, "বিনোদ-বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনি জানেন কি? এই দুখানা চিঠি তো সেই লোকটার সম্বন্ধে দেখ্‌ছি। শ্যামলাল তলে তলে তারই সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ দেবার চেষ্টা করছে দেখ্‌ছি।"

"আমি বিনোদবিহারীকে চিনি নি। চিনেও দরকার নেই। কিন্তু আপনাকে একটা অনুরোধ করি।"

"কি বলুন দেখি?"

"শ্যামলাল বাবুকে একবার কাবু ক'রে হাবুডুবু খাওয়াব কি?"

অমরকুমার তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আজ্ঞে, না। জগদীশ্বরই স্বয়ং সে কার্য্য করবেন।"

কামাখ্যাচরণ অমরকুমারের এই মহত্ত্ব দর্শনে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তার পর বলিলেন, "তবে এখন আমি যাই। আবার সাক্ষাৎ হবে। খুব সাবধানে থাক্‌বেন।"

"যে আজ্ঞে। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।"

"আপনি এখন্‌ কোথায় যাবেন?"

"কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী।"

"আসুন তবে।"

অনন্তর উভয়ে বৈঠকখানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ভৃত্য আসিয়া সদর-দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

চতুর্থ অংশ

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ

দম্পতিকলহ

দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক দিন অতীত হইল।

১৫ই ফাল্গুন মধ্যাহ্নসময়ে চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন। আগামী ১৯এ ফাল্গুন তাঁহার পুত্র অমরকুমারের শুভবিবাহ, আজ ১৫ই তারিখে তিনি হঠাৎ এমন রাগ করিলেন কেন? রাগেরই বা কারণ কি? কাহার উপরই বা রাগ? একবার সন্ধান লওয়া উচিত হইতেছে। এই যে কর্ত্তা-গিন্নীতে বিবাদ বাধিয়াছে।

অমরকুমারের মাতা অনধিক রাগত স্বরে বলি-লেন, "তা দিয়েছি, বেশ করেছি, জলে তো ফেলে দি নি। ছেলেকেই দিয়েছি।"

অমরকুমারের পিতা অধিক রাগত স্বরে বলি-লেন, "ছেলেকে দেবার তোমার অধিকার কি? এক আধ টাকা নয়, এক দমে দুশো টাকা। কোথায় আমি ক'নের বাপের কাছ থেকে টাকা নেবো, না আমার টাকা গোপনে গোপনে ক'নের বাপের হাতে চালান হ'ল! এ টাকার দায়ী কে?"

"দায়ী আবার কে? সামান্যি টাকা নিয়ে অমন চাঁদপারা বৌ পাওয়া যাবে, সেটা বেশী হ'ল না?"

"বৌ-ফৌ গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও। ছেলে তো আমার আর কাণা খোঁড়া কুঁজো নয় যে, ঘরের টাকা দিয়ে বৌ আনতে হবে। পাশ-করা ছেলের দাম কত, তা যদি তুমি বুঝ্‌তে, তা হলে দুশো টাকা লুকিয়ে ঘুস দেওয়া চুলোয় যাক্‌, দু হাজার চার হাজার টাকা নিয়ে তবে ছেলে ছাড়্‌তে!"

"তুমি যা হোক টাকা চিনেছো!"

"তুমিও যা হোক বৌ চিনেছো!"

"চিনেছিই তো।"

"তুমি টাকা ফিরে দেবে কি না?"

"নিতান্তই যদি ফিরে চাও, তবে আমার একখানা গয়না বেচে নেও।"

"বটে! টাকা তবে দেবে না?"

"তুমি কেমন কথা কোচ্ছো ? দুশো টাকা তো তোমার পক্ষে যৎসামান্যি।"

যৎসামান্যই হোক আর অসামান্যই হোক্, আমার টাকা আমি চাই। আমি কুলীন, আমার ছেলে বি, এ, পাশ, দেখতে কার্ত্তিকের মত। তুমি কিন্তু সব মাটী কোত্তে উদ্যত হয়েছ। লোকে আমায় কি বল্‌বে ?"

"লোকে তোমায় ভালই বল্‌বে।'

"ও কথা তোমার শিকেয় তুলে রাখো। একটা ছেলেকে পাশ করাতে কত টাকা খরচ হয়, জান ?"

"ছেলে পাশ করানো কি মেয়ের বাপের গলায় ফাঁস জড়ানোর জন্যে ?"

"তবে আমার গলায় ফাঁস জড়াতে চাও না কি ? আচ্ছা দেখি, তোমার দৌড়খানা কত দূর।"

এই বলিয়া চক্রধর, সাক্ষাৎ চক্রধর ক্রুর ভুজঙ্গের ন্যায় অন্তঃপুর হইতে বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। অমরের মাতা কত বার তাঁহাকে ফিরিয়া আরও গোটা কযেক কথা শুনিবার জন্য ডাকিলেন; কিন্তু চক্রধরের কর্ণকুহরে সে কথা প্রবেশ করিয়াও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিনোদের ভাবান্তর

অমরকুমার শ্যামলালের উপর একেবারে হাড়ে চটিয়া গিয়াছেন। যে শ্যামলালকে ষোল আনা বিশ্বাস করিতেন, এখন তাহাকে ততোঽধিক অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। যাহাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এখন তাহাকে প্রকৃত শত্রু বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল। যাহাকে মনের সুখ-দুঃখের সমস্ত কথা বলিতেন, যাহার সহিত কত কি পরামর্শ করিতেন, এখন তাহার নাম করিতেও বিরক্ত হইতে লাগিলেন, ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

সে দিন কৃষ্ণকান্ত বাবুর বাড়ী গিয়া শ্যামলাল-ঘটিত উড়ো চিঠির কথা পাড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখেও শ্যামলালের জাল ঘটকালীর কথা শুনিয়াছিলেন। তাহাতে করিয়া শ্যামলালের উপর তাঁহার কিরূপ মনোভাব দাঁড়াইয়া গেল, তাহা বলাই বাহুল্য।

সেই দিনই অমরকুমার কৃষ্ণকান্ত বাবুর হস্তে মাতৃদত্ত ২০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় উভয়েই অমরকুমারকে সেই টাকা দেওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, দুষ্ট লোকে তাঁহার পিতাকে উড়ো চিঠি লিখিয়া কান ভারি করিয়া দিয়াছে; সেই জন্য ছয় শত টাকা নগদ লইবেন। অথচ আপনারা চারি শত টাকার বেশী দিতে পারিবেন না। তাই তাঁহার মাতা গোপনে দুই শত টাকা পাঠাইয়াছেন। সপুত্র কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রথমে কোনমতে সেই টাকা লইতে চাহেন নাই, কিন্তু অমরকুমারের নিতান্ত অনুরোধে শেষে লইয়াছিলেন।

অমরকুমারের ন্যায় মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও শ্যামলাল ঘোষালের উপর যার-পর-নাই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মনসাদাসের মুখে বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও ধাম জানিতে পারিয়াছিলেন। জানিবার পর দুই তিন দিনের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত বাবু এক দিন বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী গিয়া, গোপনে তাহাকে শ্যামলালের সমস্ত জালজুয়াচুরির ব্যাপার বলিয়াছিলেন। বিনোদবিহারী তাঁহার প্রমুখাৎ সেই ব্যাপার জানিতে পারিয়া, এবং তিনিই স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ীর পিতা, ইহা অবগত হইয়া, শ্যামলালের উপর জাতক্রোধ হইয়া উঠিল। অনেকগুলি টাকা ফাঁকি দিয়া ঠকাইয়া লইয়াছে, কৃষ্ণকান্ত বাবুর বর্ণনব্যাপারে বিনোদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। বলা বাহুল্য যে, বিনোদও অমরকুমারের দলভুক্ত হইল। কিন্তু অমরকুমার অবজ্ঞা করিয়া শ্যামলালকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিনোদবিহারী তাহা করিল না। বিশেষরূপে প্রতিফল দিয়া তবে পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

CALL (কল)

কৃষ্ণকান্ত বাবুর নিকট ধরা পড়িবার দিন হইতে শ্যামলাল কতকটা ফাঁপরে পড়িয়াছিল। এই জন্য বিনোদবিহারীর বাড়ীতে আর যায় নাই। তাহার

অনুপস্থিতি দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত বাবুর কথায় বিনোদবিহারীর আরও সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। বিনোদবিহারী স্বয়ং দুই তিন দিন শ্যামলালের বাড়ীতে গিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ পায় নাই। ধূর্ত্ত শ্যামলাল বাড়ীর সকলকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, যদি কেহ তাহাকে অন্বেষণ করিতে আইসে, তবে যেন বলে, "শ্যামলাল বাবু বাড়ী নাই।" এই জন্যই বিনোদবিহারী একটি দিনও শ্যামলালের সাক্ষাৎ পায় নাই।

অবশেষে বিনোদবিহারী অন্য উপায়ে শ্যামলালকে ধরিবার কৌশল খেলিতে লাগিল।

১৮ই ফাল্গুন অর্থাৎ অমরকুমারের বিবাহের পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময় এক জন লোক শ্যামলালের বাড়ী আসিল। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল। শিক্ষানুসারে চাকর বলিল, "বাবু বাড়ী নাই।"

আগন্তুক লোকটি বলিল, "কোথা গিয়েছেন।"

চাকর উত্তর করিল, "তা বল্‌তে পারি নি।"

"কখন্ আস্‌বেন?"

"তাও জানি নি।"

"বাড়ীতে কখন্ থাকেন?"

"ডাক্তার মানুষ, কখন্ থাকেন, কখন্ না থাকেন, তারও ঠিক নেই।"

এই কথা শুনিয়া আগন্তুক ক্ষণকাল কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "তাই তো, তবে উপায় কি?"

চাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কি হয়েছে?"

"আমার পরিবারের ভয়ানক ভেদবমি হচ্ছে। শ্যামলাল বাবু ভেদবমির ভাল ডাক্তার। তাই শুনে কাশীপুর থেকে দৌড়াদৌড়ি এলুম, কিন্তু তিনি যে বাড়ী নেই।"

চাকর এই শুনিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি বাড়ীর ভিতর মা ঠাক্‌রোণকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসছি, বাবু কখন্ বাড়ী আসবেন!"

আগন্তুক শশব্যস্তে বলিল, "একবার শীগ্‌গির জেনে এস দিকি।"

চাকর আগন্তুককে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে কহিয়া, তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতর গিয়া দোতলার উপর উপস্থিত হইল। মা ঠাক্‌রোণের স্থলে বাবা ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইল। ইহাও শ্যামলালের শিক্ষা-কৌশল। অন্য লোক হইলেও চাকরটা তৎক্ষণাৎ সাফ জবাব দিয়া ফিরাইয়া দিত; কিন্তু সে লোকটি রোগপ্রতীকারের জন্যে আসিয়াছে বলিয়া ফিরাইল না। খবর জানিতে বা দিতে মা ঠাকুরাণী ওরফে বাবা ঠাকুরের নিকট হাজির হইল।

শ্যামলাল একাকী একটা ঘরে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। চাকরকে দেখিয়া অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, খবর কি?"

চাকরও বেশ তালিম। অনুচ্চস্বরে সে বলিল, "ভেদবমি।"

"কার?"

"যে লোকটি ডাকতে এযেছে, তার পরিবারের।"

"কোথায় থাকে?"

"কাশীপুরে।"

"আচ্ছা, তুই গিয়ে বল্, মা ঠাকরোণ বোল্লেন, বাবু পনর মিনিটের মধ্যেই আসবেন, তুমি একখানা গাড়ী আনো।"

চাকর তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল এবং মা ঠাকুরাণীর কথামত কাজ করিতে বলিল। আগন্তুক ঠিকা গাড়ী আনিতে চলিয়া গেল।

চাকর কিয়ৎক্ষণ বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন দেখিল, আগন্তুক লোকটি গলি ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন শ্যামলালের নিকট পুনর্ব্বার দর্শন দিল।

শ্যামলাল চাকরের মুখে আগন্তুকের গাড়ী আনিতে প্রস্থান করিবার সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি ডাক্তারি পোষাক পরিধান করিল। পোষাক যথা—ডসনের বাড়ীর ডবল স্প্রিং বার্ণিস জুতা, হাফ্ মোজা, কাশ্মীরার পেণ্ট্‌লেন, কাল আলপাকার হাফ্ চাপকান ও চোগা, কাল মখমলের ক্যাপ, সোনার ঘড়ী ও সোনার চেন। পকেটে ল্যাভেণ্ডারসিক্ত রেশমী রুমাল। ডাক্তার বাবু তৈয়ার হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে গলিতে গাড়ীর চাকার ও ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠিল। শ্যামলাল ভৃত্যকে কি বলিয়া দিয়া দেখিতে বলিলেন। ভৃত্য বহির্দ্বারে গমন করিল। দেখিল, একখানি সেকেণ্ড্ কেলাস গাড়ী আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী শ্যামলাল ডাক্তারের দ্বারসমীপে আসিল। গাড়ীর ভিতর হইতে সেই লোকটি "সবুর, সবুর, খাড়া করো" বলিয়া গাড়োয়ানকে সাড়া দিল। গাড়োয়ান ঘোড়ার লাগাম টানিয়া দ্বারসম্মুখে গাড়ী থামাইল। গাড়ীখানি দেখিতে বেশ, নূতন রঙ্ করা, গদি

স্প্রীংওয়ালা, এক যোড়া শাদা মাঝারি গোছের ঘোড়া। সবই হল, গাড়োয়ান বাকি থাকে কেন? গাড়োয়ানের মাথায় নীল রঙের পাগড়ী, গায়ে ছিটের জামা, পরনে একখানা ময়লা কাপড়, পায়ে নাগরা জুতা।

আগন্তুক চাকরকে বলিল, "এই তো গাড়ী আনলুম, ডাক্তার বাবু কতক্ষণে আসবেন?"

চাকর উত্তর করিল, "তিনি এই এলেন। মা ঠাক্‌রোণ তাঁকে সমস্ত বলেছেন। তাই তিনি আর পোষাক ছাড়েন নি।"

আগন্তুক বলিল, "ভালই হয়েছে। তবে আর একবার সংবাদ দাও।"

চাকর আবার উপরে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই শ্যামলাল ডাক্তার অগ্রে অগ্রে এবং ঔষধের বাক্স ও কয়েকখানি ডাক্তারি পুস্তক লইয়া চাকর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল।

শ্যামলালকে দেখিয়া আগন্তুক প্রণাম করিল। শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমারই পরিবারের ভেদবমি হচ্ছে?"

আগন্তুক উত্তর করিল, "আজ্ঞে।"

"কতক্ষণ থেকে?"

"আজ ভোরের বেলা থেকে।"

"আচ্ছা, কোন ভয় নাই। আমাদের হোমিও প্যাথিক্ ওষুধ কলেরা রোগের অমোঘ অস্ত্র। বিশেষতঃ এ রোগের প্রতীকারের আমি একটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পেটেণ্ট মেডিসিন্ আবিষ্কার করেছি। সে ওষুধে শতকরাকে শতকরাই বাঁচে।"

"আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো মশায়ের কাছে এয়েছি।"

চাকর গাড়ীতে বাক্স-বহি উঠাইয়া দিল। শ্যামলাল আগন্তুককে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার।

ক্রমে ক্রমে সেকেণ্ড্ ক্লাস গাড়ী খালের পুল পার হইয়া কাশীপুরে পৌছিল। তার পর সদর রাস্তার ধারে একটা গলির মোড়ে দাঁড়াইল। গলির ভিতর গাড়ী প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং শ্যামলাল বোঝাপ সেই লোকটির সহিত মোড়েই নামিল। লোকটি শ্যামলালের ঔষধের বাক্স ও বহি লইল। লোকটি অগ্রে অগ্রে, শ্যামলাল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গলির ভিতর বরাবর চলিল। স্থানটি পল্লীগ্রামের মত। গলির দুই পার্শ্বে খানা, তাহার পর সজ্‌না, পেরোঙা, বাব্‌লা, সেওড়া ইত্যাদি নানাবিধ বৃক্ষ। কোথাও কোথাও আম, জাম, কাঁঠাল গাছও হাওয়ায় ডালপালা নাড়িতেছিল। এখানে সেখানে কবিয়া একখানি দুখানি ছোট ছোট খড়ের ঘর। সেই স্থানটায় লোকবসতি কম। গরীব-দুঃখী লোকের সংখ্যাই বেশী।

অনন্তর সেই লোকটি শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া একটি ছোট একতলা ইটের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বাড়ীটি অনেক দিনের পুরাতন। দেওয়ালে বালির কাজ নাই, কেবল পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাথুনি। কোন স্থানের ইট খসিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দুই চারিটা অশ্বত্থ ও বটের চারা বাহির হইয়াছে। জানালা কম মজবুত হইয়াছে; আলকাৎরা চটিয়া গিয়া কাঠের ফেঁকাসে রঙ্ দেখা দিয়াছে। কোন কোন অংশ উইপোকার দংশনে জীর্ণ ও সারশূন্য হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর চারি দিকে ঝোপ জঙ্গল।

সেই লোকটি বাহিরের একটি ঘরে শ্যামলালকে একখানি সামান্য গোছের চেয়ারে বসাইয়া আর একটি লোককে তামাক দিতে বলিল এবং নিজে অন্দরমহলে চলিয়া গেল।

এ দিকে আর এক ব্যক্তি গলির মোড়ে আসিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "ডাক্তার বাবু রোগীর কাছে এখন থাকবেন; সুতরাং তুমি ভাড়া নিয়ে চ'লে যাও।"

গাড়োয়ান বলিল, "মেরা যানে আনেকা ভাড়া হুয়া ডবল ভাড়া দেও।"

লোকটি বলিল, "তোমার তো আর বেশী দেরি হ'ল না। দেড়া ভাড়া নেও।"

গাড়োয়ান সম্মত হইয়া, ভাড়া লইয়া, কলিকাতার দিকে গাড়ী ফিরাইয়া, হাকাইয়া চলিয়া গেল।

লোকটিও রোগীর বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সেই লোকটি বাটীতে প্রবেশ করিয়া অন্দরমহলে যাইবার পরেই, যে লোকটি শ্যামলালকে গাড়ী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সে অন্দরমহল হইতে

শ্যামলালের নিকট আসিয়া বলিল, "মেয়েরা আড়ালে গিয়েছে, এইবার আপনি অনুগ্রহ ক'রে রোগী দেখতে আসুন।"

শ্যামলাল ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া তাহার সঙ্গে অন্দরমহলে গেল।

তার পর সেই লোকটি শ্যামলালকে বলিল, "ডাক্তার বাবু, আসুন, এই ঘরে রোগী আছে।" এই বলিয়া সে শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া, একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

যেমন কুঠরীমধ্যে শ্যামলালের প্রবেশ, অমনি পাঁচ ছয় জন জোয়ান গুণ্ডা তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল। তন্মধ্যে এক জন তৎক্ষণাৎ একখানা গামোছায় বেশ করিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল।

শ্যামলাল অবাক্, স্তম্ভিত, শঙ্কিত ও অস্থির হইয়া উঠিল। এই অচিন্তিত ঘটনায় কোন্ মানুষ না শ্যামলালের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়? মুখ বন্ধ, সুতরাং চীৎকার করিবার উপায় নাই—যমদূতের কঠিন হস্তে হস্ত ধৃত, পলাইবার পথ নাই। শ্যামলাল বুঝিল, জুয়াচোর বদমায়েসরা তাহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছে, এখনই দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবে এবং প্রাণেও বা আঘাত দিবে। যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু পাছে হত্যা করে, এই ভয়েই শ্যামলাল ডাক্তার আড়ষ্ট হইয়া কাঁপিতে লাগিল। যোড়হাত করিয়া প্রাণ ভিক্ষা মাগিতে চাহিল, কিন্তু দুই পার্শ্বে দুই ব্যক্তি কর্তৃক আকৃষ্ট হস্ত যোড় বাঁধিল না। চক্ষু দিয়া গল-গল করিয়া জল পড়িতে লাগিল। "যা চাও, দিচ্ছি; আমাকে প্রাণে মেরো না।" শ্যামলাল এই কয়টি কথা বলিল, কিন্তু গাত্রমার্জ্জনীবদ্ধ মুখ হইতে উহা আদৌ ফুটিল না, কেবল "কোঁ কোঁ ওঁক্কো কেঁকেঁকে কেঁওঙা" হইয়া দাঁড়াইল।

এমন সময়ে আর একটি লোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একখানি কোষমুক্ত শাণিত ক্ষুদ্র তরবারি। সেই লোকটাকে দেখিয়াই শ্যামলালের প্রাণ উড়িয়া গেল। কম্পনের উপর শত গুণ কম্পন।

সেই নবাগত লোকটি রুক্ষ স্বরে বলিল, "আজ আমি তোমাকে কোনমতে ছাড়্‌ছিনি। তুমি বিনা ওজরে, আমার নিকট হ'তে কর্জ্জ নিয়েছ, এই ভাবে গত ডিসেম্বর মাসের ৭ই, ১০ই ও ১৫ই তারিখ দিয়ে, তিন হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দেও।"

শ্যামলাল "ওঁ ওঁ" করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হঠাৎ মিছামিছি এত টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে হইবে এবং আদালতে নালিশ করিয়া সেই লোকটা সমস্ত টাকা ডিক্রী করিবে, এই ভাবিয়া শ্যামলাল ডাক্তার যেন কি এক রকম হইয়া গেল।

শ্যামলালের অনিচ্ছার ভাব দর্শনে সেই তরবারিধারী বলিল, "আর বিলম্ব করতে পারিনি। এখনি তিনখানি এক আনার রসিদের টিকিট-আঁটা কাগজে এক হাজার টাকা ক'রে তিন হাজার টাকার অনডিমাণ্ড হ্যাণ্ডনোট লেখ এবং টিকিটের উপর নাম সহি কর। নৈলে এই তলওয়ারে তোমার মাথা উড়িয়ে দেবো।" এই বলিয়া সে তরবারি উত্তোলন করিল।

শ্যামলাল আর দ্বিরুক্তি করিল না। হাত পাতিয়া কাগজ চাহিল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে টিকিট-আঁটা তিনখানি কাগজ ও দোয়াত-কলম দেওয়া হইল। মুখবদ্ধ শ্যামলাল সেই লোকটির নামে তিন হাজার টাকার তিনখানি অনডিমাণ্ড হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া প্রত্যেক টিকিটের উপরে নিজের নাম সহি করিয়া দিল। পার্শ্বে তারিখ ও ঠিকানা লিখিয়া দিল।

তার পর সেই তরবারিধারী তিনখানি হ্যাণ্ডনোট লইয়া নিজের নিকট রাখিল এবং সঙ্গী লোকদিগকে বলিল, "তোমরা ডাক্তার বাবুর সোনার ঘড়ী ও সোনার চেন্ কেড়ে নেও। ঘড়ী গুঁড়িয়ে ফেলে গালিয়ে নেও। মার্কা দেওয়া ঘড়ী আদৎ রাখবার প্রয়োজন নাই। ঘড়ী ও চেনে দুশো টাকাও হবে। তোমরা সেই টাকা ভাগ ক'রে নিও।"

অনুসঙ্গী লোকেরা তাহাই করিল।

অনন্তর সেই তরবারিধারী, শ্যামলালকে তীব্র-বিদ্রূপ সহকারে বলিল, "কেমন ডাক্তার! আর জুয়াচুরি ক'রে লোক ঠকাবে? তুমি ব্রাহ্মণ, লেখা-পড়া জান, ডাক্তারি কর, ভদ্রসমাজে সর্ব্বদা গতিবিধি কর, তোমারই এই কাজ? ছি তোমাকে! ধিক্ তোমাকে! প্রবঞ্চক! তুমি না আমার বন্ধু! তুমি না অমরকুমারের বন্ধু! তোমার মত নারকী বন্ধুর মুখদর্শন কল্লেও নরকগামী হ'তে হয়। আমি

বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় তোমার কুহকে ভুলে অত্যন্ত অর্থকষ্ট ও মনঃকষ্ট পেয়েছি। অর্থকষ্ট অপেক্ষা মনঃকষ্টই বেশী। আজ তার কথঞ্চিৎ প্রতীকার কল্লেম। প্রিয়তম বন্ধু হে! তুমি আমার বড় উপকারী! তুমি জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত আমার বিবাহ দিয়ে, যার-পর-নাই উপকার করেছ। আমার কিন্তু তেমন ক্ষমতা নাই যে, তোমার কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করি। তবে কিঞ্চিৎ না হলেও যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করা উচিত, নৈলে ধর্ম্মের কাছে কি ব'লে জবাব দেব?" এই বলিয়া বিনোদবিহারী বেশ করিয়া শ্যামলালের কান দুটা মলিয়া দিল। কান লাল হইয়া উঠিল। শ্যামলাল যন্ত্রণায় "উঃ উঃ উঃ" শব্দ করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

অনন্তর তাহারা শ্যামলালের হস্তপদ বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। মুখ তো বাঁধা আছেই। তার পর রাত্রির প্রথম ভাগের সময় বিনোদবিহারী ও তাহার সঙ্গীরা হস্তপদমুখবদ্ধ শ্যামলালকে সেই দ্বিতীয় যমপুরীর ন্যায় অন্ধকার কুঠরীতে ফেলিয়া রাখিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। ভাঙ্গা বাড়ীতে আর কেহই নাই, কেবল শ্যামলাল ঘোষাল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইল।

এমন সময়ে হঠাৎ সেই বাড়ীটার ভিতরে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শ্যামলাল পিঠমোড়া হইয়া মাটীতে গড়াগড়ি দিতেছিল এবং নিজ কর্ম্মের হাতে হাতে ফলভোগ করিতেছিল, এমন সময়ে আবার মনুষ্যপদের শব্দ পাইয়া অধিকতর ভীত হইয়া উঠিল। ভাবিল, এইবার বুঝি প্রাণটাও যায়। আবার বুঝি বিনে ছোঁড়াটা তলওয়ার নিয়ে ঢুকেছে। এই ভাবিয়া আরও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জোর পাইল না, আবার পড়িয়া গেল।

অনতিবিলম্বে প্রদীপালোকের আভা ছুটিয়া উঠানে ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে আলোকাভা আরও উজ্জ্বল হইল। শ্যামলাল বিস্ফারিতনেত্রে দ্বার-বহির্ভাগে চাহিয়া রহিল। আলোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটা বিকটাকার পুরুষ শ্যামলালের কুঠরীতে ঢুকিয়া পড়িল। শ্যামলাল তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিল।

এ দিকে লোকটা শ্যামলালকে দেখিয়া, রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল। রুক্ষ চীৎকার-স্বরে বলিল, "ওরে শালা চোর! চুপু চুপু আমার ঘরে ঢুকে ভাঙা পাথর, পান্তা ভাতের হাঁড়ী চুরি কচ্ছিস্। জানিস নি পাজী ব্যাটা, এ রাজবাড়ী মহারাজ জগন্নাথ বাহাদুরের! তোর এত মস্ত আস্পদ্দা! এত আস্ত ভরসা, রাজবাটীতে চুরি! দাঁড়া, শালা!"

এই বলিয়া সে লোকটা উঠানে লাফাইয়া পড়িল।

তার কাণ্ডকারখানা ও তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া, শ্যামলালের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। না জানি, কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে ভাবিয়া শ্যাম মনে মনে কি এক ভয়ঙ্কর ভাবনা ভাবিতে লাগিল। শ্যামের হৃৎপিণ্ডের আঘাত নির্ঘাত হইয়া উঠিল।

অনতিবিলম্বেই সেই বিকট মূর্ত্তি অধিকতর বিকট হইয়া, পুনর্ব্বার শ্যামলালের কুঠরীতে ঢুকিল। এবার তার বাম হস্তে প্রদীপ এবং দক্ষিণ হস্তে একটা চেলাকাঠ। যেন সাক্ষাৎ যম। দন্তে অধরাংশ দংশিত, চক্ষু দুইটা ঘূর্ণিত।

শ্যামলাল অকস্মাৎ তাহার এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণের পূর্ণাশঙ্কায় "ওঁ ওঁ কোঁ কোঁ" করিতে লাগিল। প্রাণপণে গড়াগড়ি, ছট্‌ফট ও মুখ ঘসড়াইতে লাগিল। অতিঘর্ষণে মুখবদ্ধ গাত্রমার্জ্জনা কতকটা সরিয়া পড়িল। শ্যামলালের মুখ ফুটিল। অমনি ভয়বিহ্বলচিত্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ফেলিল, "অ্যাঁ অ্যাঁ, তুমি কে? হাতে কাঠের চেলা! আমি চোর নই, ডাক্তার।"

শ্যামলালের এই কাতরোক্তি শুনিয়া, কোথায় সে লোকটার দয়া হইবে, না আরও রাগ বাড়িয়া উঠিল। সে তখন অত্যন্ত রাগত স্বরে বলিল, "কি কি, তুই ব্যাটা ডাক্তার! তবে তুই চোরের সর্দ্দার।"

শ্যামলাল বলিল, "সে কি? ডাক্তার চোর কি?"

"ডাক্তার চোর নয় তো চোর কে? আমার ছেলেকে বদন ডাক্তারই তো চুরি করেছে!"

"সে কি, ডাক্তারে ছেলে চুরি করেছে?"

"বিষ ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। চুরি নয়

তো কি রে ভেড়ের ভেড়ে হতচ্ছেড়ে? তুই বুঝি বদনা শালার শালা? আমার ভাতের হাঁড়ী, ভাঙ্গা পাথরখানাও বুঝি রাখবিনি? তা হচ্ছে না বাবা! মহারাজ জগন্নাথ বাহাদুরের হাতে পার পাচ্ছ না। এই তোর চুরিবিদ্যে ছোরকুটে দি! রে রে রে রে রে হুঁ হুঁ—চেরে রে রে রে রে—ধড়াস ধড়াস।" এই বলিয়াই শ্যামলালের মস্তকে পৃষ্ঠে সবলে চেলা-কাঠের আঘাত করিতে লাগিল। শ্যামলালের হাত-পা দৃঢ়রূপে বদ্ধ, সুতরাং আত্ম-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, যন্ত্রণায় ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল। উপর্য্যপরি চার পাঁচ ঘা আঘাতের পর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

তখন সেই আঘাতকারী তাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া, তাহার হস্ত-পদ ও মুখের বন্ধন খুলিয়া দিয়া অট্টহাস্যে বাটীর বাহিরে আসিয়া লম্ফ-ঝম্প করিতে লাগিল। তাহার হুঙ্কারে ও চীৎকারে এ দিক ও দিক হইতে কয়েক জন লোক ছুটিয়া আসিল। দুই জন চৌকীদারও আসিয়া উপস্থিত হইল।

চৌকীদারদ্বয়কে দেখিয়া সেই লোকটা গর্জ্জিয়া বলিল, "কি হে বাবা চৌকীদার! কোম্পানীর মাইনে খেতে পার, চোর ধরতে পার না? বাবা! প্রজায় চৌকীদারী টেক্স দেবে, আর তোমরা ডাল-রুটী মেরে পেট মোটা করবে। হুঁ হুঁ বাবা, বুঝেছি, চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই! কেমন, ঠিক না? শোন সকলে,—চৌকীদার চোর! জমাদার চোর! দারোগা চোর! থানা-পুলিসের সব বেটাই চোর, ঘুসখোর!"

তাহার এই কথা শুনিয়া, এক জন চৌকীদার পার্শ্ববর্ত্তী এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আদ্‌মিঠো কোন্ হ্যায়? বাওরা হ্যায়?"

সেই লোকটি বলিল, "হ্যা চৌকীদারজী! এ লোকটা বদ্ধ পাগল। এর নাম জগা কুমোর।"

তাহার এই কথা শুনিয়া সেই লোকটা রাগিয়া বলিল, "কি, আমি জগা কুমোর! খবর্দ্দার, এমন কথা আর বলিস্ নি। আমি মহারাজ জগন্নাথ কুম্ভকার রায় বাহাদুর মহোদয় প্রবলপ্রতাপেষু, সাকিন্ দমদমা, হাল সাকিন্ কাশীপুরের এই ভাঙ্গা রাজবাড়ী।"

চৌকীদার দুই জন এইবার বুঝিতে পারিল, বাস্তবিক লোকটা বিষম পাগল। এক জন চৌকীদার তাহাকে ধম্‌কাইয়া বলিল, "এই পাগ্‌লা! তুম্ কেঁও গোলমাল লাগায়া হ্যায়?"

সে বলিল, "খালি গোলমাল নেহি বাবা! পয়মাল করা হ্যায়। বাড়ীর বিচমে সামাল সামাল ডাক ছাড়ায়া হ্যায়। সত্যি মিথ্যে আমার সঙ্গে রাজবাড়ীর অন্দর-মহলে আয়কে দেখে যাও, চৌকীদার বাবু। চোর খুন করেছি—এই চেলা কাঠ—চার পাঁচ ঘা।"

ব্যাপার কি জানিবার জন্য দুই জন চৌকীদার ও দর্শকেরা তাহার সহিত ভাঙ্গা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। সকলে দেখিল, বাস্তবিক একটা লোক পড়িয়া রহিয়াছে—নড়িতেছে না—মস্তকের দুই এক স্থান দিয়া রক্ত বাহির হইয়া গাত্রবস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ দুই জন চৌকীদার "আঁধারে আলো" দিয়া শ্যামলালকে বিশেষ করিয়া দেখিল—পরীক্ষা করিল। বুঝিতে পারিল, তখনও জীবিত আছে। অতি ধীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে।

জগা পাগলের এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া সকলে তাহার প্রতি রুষ্ট হইল। চৌকীদারেরা তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। জগা কিন্তু তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওর বাঁধন খুলে দিলুম, মোর বাঁধন তুলে নিলুম, কলিকালই বটে!"

অনন্তর চৌকীদারেরা তাড়াতাড়ি একখানা পাল্কী আনাইয়া, চেতনাবিহীন শ্যামলালকে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় সরকারী ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিল এবং জগা পাগ্‌লাকে স্থানীয় থানায় ধরিয়া লইয়া গেল। দর্শকেরা সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাত দুপুরে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল।

পঞ্চম অংশ

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ

বীজ।

অদ্য ১৯এ ফাল্গুন। অদ্য রাত্রেই জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত অমরকুমারের শুভ পরিণয় হইবে।

বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এবং তৎপুত্র কৃষ্ণ-কান্ত চট্টোপাধ্যায় যথাসাধ্য বিবাহের আয়োজন

করিয়াছেন। দানসামগ্রী ও বরযাত্রিগণের ভোজন-ব্যাপারের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয় এবং পাঠিকা মহাশয়া আমার উপর হয় তো বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, যে জ্যোতির্ম্ময়ীকে লইয়া এই উপন্যাসের সৃষ্টি, যে জ্যোতির্ম্ময়ী এই উপন্যাসের নায়িকা, এই পুস্তকখানার মধ্যে তাহার কোন উচ্চবাচ্য নাই কেন? এই জন্যই তাঁহারা চটিয়াছেন বোধ হয়। কিন্তু কি করিব, জ্যোতির্ম্ময়ী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, তাহাতে এখনও সে আবার অবিবাহিতা। এই জন্যই আমি নিরস্ত। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সে বীজটি কোথায় লুকাইয়া থাকে, কেহই তাহা জানিতে পারে না. অথচ সকলেই তাহার সত্তা অনুভব করিতে পারে। জ্যোতির্ম্ময়ী সম্বন্ধেও তাই। বীজ না হইলে বৃক্ষ হয় না, জ্যোতির্ম্ময়ী না হইলে এই উপন্যাস গ্রন্থখানাও হইত না। সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতির্বিস্তারের কথা না থাকিলেও, সত্তাসম্বন্ধে আদি মধ্য অন্তে জ্যোতির্ম্ময়ীই মূল।

যাই হউক, জ্যোতির্ম্ময়ী সম্বন্ধে এখানে দুই চারিটা কথা উত্থাপন করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল পাঠক-পাঠিকার মনস্তুষ্টির জন্য উত্থাপন করা যাউক।

জ্যোতির্ম্ময়ী অতিসুন্দরী, যেন মানবী আকারে দেবী।

জ্যোতির্ম্ময়ী অমরকুমারকে বড় ভালবাসে। যখনই অমরকুমার তাহাদের বাড়ী আসিতেন, তখনই সে যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গের চাঁদ বা তদপেক্ষাও কি এক প্রাণের জিনিস পাইত। সে গোপনে গোপনে জানালার ফাঁক দিয়া কমলনয়নে অমর-কুমারের রূপ দেখিত—কান পাতিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া তার অপরিস্ফুট মনে কি এক আনন্দ উথলিয়া পড়িত। নিজে সাধ করিয়া তাম্বুল রচনা করিয়া, পরাণী ঝিকে দিয়া অমরকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিত। পরাণী হাসিত, জ্যোতির্ম্ময়ী লজ্জায় মুখ নামাইত।

যে দিন অমরকুমার সীতার বনবাস পুস্তকখানি দিয়া গিয়াছিলেন, সে দিন জ্যোতির্ম্ময়ী অতিশয় সুখী হইয়াছিল। নিজে পয়সা দিয়া পরাণীর দ্বারা একখানি ভাল রুমাল ক্রয় করাইয়া আনাইয়াছিল। সেই বইখানি সর্ব্বদাই পড়িত এবং সেই রুমালে বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিত। সীতার বনবাসখানি একবার দুইবার নয়, এই কয় দিনের মধ্যে পাঁচ ছয়বার আদ্যোপান্ত পড়িয়াছে; অর্থ-পুস্তক সত্ত্বেও সকল স্থলের মানে বুঝিতে পারে নাই, তবু যেন সমস্তই বুঝিতে পারিতেছে, এইরূপ ভাবিয়া একমনে সীতার বনবাসখানি পড়িত। আবার এক একবার ভাবিত, "বিবাহের পর স্বামীর নিকট ভাল করিয়া এইরূপ ভারি ভারি বই পড়িতে শিখিব।"

জ্যোতির্ম্ময়ী সীতার বনবাসখানিতে আর একটি কাজ করিয়াছিল। উহার এ পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা করিয়া কয়েক স্থানে উড়ুন্-পেন্সিলে, কাল কালিতে ও লাল কালিতে অমরকুমারের নাম ও নিজের নাম লিখিয়াছিল। তা ছাড়া বালিকা ঐ পুস্তকের মুখপত্রের উল্টা দিকে সাদা পাতে বড় অক্ষরে এই কয়টি লাইন লিখিয়া রাখিয়াছিল;

"শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায—রাম
শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—সীতা।
সীতার বনবাস।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চক্রধরের চক্র।

ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় উভয়ে যথাসাধ্য বরসভা সাজাইতে লাগিলেন, লণ্ঠন টাঙ্গাইয়া আলো জ্বালাইলেন, প্রতিবাসিগণের নিকট কোন কোন জিনিস চাহিয়া আনিয়া অভাবপূরণ করিলেন।

কার্য্যের ভিড় বলিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু কয়েক জন ঠিকা দাস-দাসী আনাইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে বাহাল করিয়া দিয়াছেন। পরাণী ঝি তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল এবং নিজেও কোমরে কাপড় বাঁধিয়া দৌড়ঝাঁপ করিতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে এক স্থানে হোগলার এক চালা তৈয়ার করিয়া, তন্মধ্যে তিন জন পাচক ব্রাহ্মণ লুচি, কচুরি, তরকারি

ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে লাগিল। দিনের বেলা হইতে এই সমস্ত ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বাবুর দম্ ফেলিবার অবকাশ নাই। বৃদ্ধ মধুসূদন বয়সদোষে তত খাটিতে পারিতেছেন না, তবু আজ পৌত্রীর বিবাহে যেন নূতন বলে এটা সেটা করিয়া অনেক কার্য্য করিতে লাগিলেন। নির্জ্জীব বলকে সজীব করিবার জন্য মুহুর্মুহুঃ তামাক টানিতে টানিতে লোকজনকে ফায ফরমাইস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি অগ্রসর হইয়া আসিল। বর আসিবার সময়ও হইল।

অমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর। তিনি বরাবর তারাপুরের বাড়ী হইতে না আসিয়া, কলিকাতায় তদীয় ভগিনীপতি চন্দ্রনাথ বাবুর বাটী হইতে বিবাহ করিতে আসিবেন। চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

এ দিকে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় বরের শুভাগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। ক্রমে বরের আসিবার সময় হইল, তথাপি বরের দেখা নাই। কন্যাপক্ষীয়েরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে এক জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে কৃষ্ণকান্ত বাবু চিনিতেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসুন, আসুন, বর কত দূর?"

সেই লোকটি কৃষ্ণকান্ত বাবুকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া বলিল, "বরের আস্তে আরও কিছু বিলম্ব আছে।"

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ও সেখানে আসিয়া সে কথা শুনিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বাবু লোকটির এই কথা শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও বিলম্ব কেন? এখানে সমস্ত প্রস্তুত। লগ্নসমাবেশেরও সময় হয়ে এলো।"

লোকটি বলিল, "তা বটে, তবে আপনাকে একটা কাজ কত্তে হচ্ছে। পূর্ব্বের কথামত ছয় শত টাকা এবং আরও পাঁচ শত টাকা কোন লোক দিয়ে চক্রধর বাবুর নিকট শীঘ্র পাঠিয়ে দিন।"

তাহার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মধুসূদন ও কৃষ্ণকান্ত বাবু একসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন, "আরও পাঁচ শত টাকা কিসের?"

লোকটি বলিল, "আজ্ঞে, তা আমি বল্‌তে পারিনি। কিন্তু এই এগার শত টাকা চক্রধর বাবুর নিকট না পৌঁছুলে বর আস্‌বে না।"

'সে কি। সে কি। ব্যাপার কি।" বলিয়া পিতাপুত্রে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ আর কালবিলম্ব না করিয়া, কৃষ্ণকান্ত বাবু পিতার হস্তে এ দিকের সমস্ত ভার দিয়া ছয় শত টাকা সঙ্গে লইলেন। এই টাকার মধ্যে নিজের কষ্টোপার্জ্জিত চারি শত এবং অমরকুমারের প্রদত্ত দুই শত—মোট ছয় শত টাকা।

অনন্তর কৃষ্ণকান্ত বাবু সেই লোকটিকে সঙ্গে লইয়া, একখানা ভাল সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ভাড়া করিয়া, চন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ী দৌড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিশাচ

আজ দুই দিন হইল, চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য স্বয়ং জামাতার বাড়ী আসিয়াছেন। পূর্ব্বে পুত্রের বিবাহ দিবার ভার চন্দ্রনাথ বাবুর হস্তে দিয়াছিলেন; কিন্তু সে দিন দুই শত টাকার জন্য গৃহিণীর সহিত বিবাদ করিয়া, তাঁহার ভাবান্তর ঘটিয়াছে। পুত্রের বিবাহ দিতে নিজেই আসিয়াছেন। এখন বুঝিতে পারিলাম, ২০০৲ টাকার ব্যাপার ৫০০৲ টাকায় দাঁড়াইল।

এ দিকে কৃষ্ণকান্ত বাবু তাড়াতাড়ি গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, এ কি কথা শুন্‌লেম? বাস্তবিক কি আপনি আরও পাঁচ শত টাকার আপত্তি তুলেছেন?"

চক্রধর বলিলেন, "দেখুন কৃষ্ণকান্ত বাবু, আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখলেম যে, আপনার বাড়ীতে থেকে আপনার খরচে অমরকুমারের আইন পড়াটার কোন প্রয়োজন নাই। সেই খরচটার বাবদ ৫০০৲ টাকা অদ্যই নগদ দিন।"

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণকান্তের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অস্থির-চিত্তে বলিলেন, "সে কি, মহাশয়! বলেন কি! এই অসময়ে আমি এত টাকা পাব কোথা? আমার প্রতিশ্রুত ৬০০৲ টাকা এনেছি। অনুগ্রহ ক'রে তাহা নিয়ে বর পাঠান। আর সময় নাই।"

চক্রধর বলিলেন, "ছশো আর পাঁচশো এগারশো টাকা বেবাক মিটিয়ে দিন।"

"এমন সময়ে এমন কথা বলা আপনার কি উচিত হচ্ছে? আমি এখনি একবারে এত টাকা কোথায় পাব? অমরকুমার বাবাজীর আইন পড়ার হিসাবে মাসে মাসে খরচ দিতে পারি, কিন্তু একবারে পারি নি। আমার আর্থিক অবস্থা আপনার তো জানাই আছে।"

এই কথা শুনিয়া চক্রধর একবার ভাবিলেন, অমরকুমার কৃষ্ণকান্তকে যে দুই শত টাকা গোপনে দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন, কিন্তু কি ভাবিয়া প্রকাশ করিলেন না। শেষে এই কথা বলিলেন, "কৃষ্ণকান্ত বাবু, আপনি যা বলছেন, তাতে সম্মত হতে পাচ্ছিনি, তজ্জন্য কিছু মনে করবেন না। কন্যার বিবাহে পিতাকে ক্ষতিগ্রস্তই হতে হয়। আপনি কি জানেন না যে, কন্যা টাকাভরা লোহার সিন্দুক খোলবার জীবন্ত চাবি? আর বিলম্ব করবেন না, এগারশো টাকা করেন্সি নোটে হোক, নগদে হোক চুকিয়ে দিন। বিনা ওজরে বর পাঠাচ্ছি।"

এইবার কৃষ্ণকান্ত বাবু বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে কি আপনার সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত ছিল?"

"আপনাকে তো সমস্ত টাকা দিতেই হবে। প'রে না দিয়ে আগেই দিলেন, তাতে আর ক্ষতি কি? আমি অমরকে আমার নিকট রেখে আইন পড়াব।"

"মহাশয় বারম্বার ঐ কথাই বলছেন। আপনিও হিন্দু, আমিও হিন্দু, তবে বলুন দেখি, এরূপ অন্যায় ব্যবহার করা কি আপনার উচিত হচ্ছে?"

"অন্যায় ব্যবহার তো কিছুই নয়। টাকা নিয়ে কথা, টাকা হলেই সব মিটে যায়। আমি তো আপনার নিকট এগারশো টাকার উপর আর একটা কড়িও বাড়াই নি। তা বাড়ালে বরং অন্যায় হত।"

"আপনার উদ্দেশ্য কি, সত্য বলুন?"

"আমি তবে মিথ্যাবাদী?"

"আমি তা বলছি নি।"

"তবে সত্য বলুন, কথাটার মানে কি?"

"যদি আপনি এতে দোষ দেখে থাকেন, তবে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করুন। এই ৬০০৲ টাকা নিন, বর পাঠিয়ে দিন। নৈলে আজ আমার জাত, কুল সব নষ্ট হবে।"

"কেন নষ্ট হবে?"

"আমার কন্যার হস্তে মঙ্গলসূত্র, আপনার পুত্রের হস্তে মঙ্গলসূত্র বাঁধা হয়েছে। বিবাহের সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয়েছে, কেবল সম্প্রদান-কার্য্যই বাকি। এখন আপনি এরূপ বেঁকে দাঁড়ালে আমার জাত-কুল থাকে কৈ?"

"কিছু না, কিছু না, আপনি মনে কল্লেই টাকা দিতে পারেন।"

"দোহাই ঈশ্বর, আমি এ অসময়ে ৫০০৲ টাকার সংস্থান কত্তে সমর্থ নই। দোহাই আপনার, আমার জাতকুল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, মান-সম্ভ্রম রক্ষা করুন। আমার সর্ব্বনাশ করবেন না।"

"তবে আপনি অন্য পাত্র দেখুন।"

"বলেন কি! নিশ্চয় বুঝলেম, আপনি কোন একটা গুরুতর কু-অভিসন্ধির বশীভূত হয়েছেন।"

"সেটা আপনার ভ্রম।"

"তবে আপনি এক জন ধনবান্ জমীদার হয়ে এক জন গরীব ব্রাহ্মণের প্রতি এতদূর বিমুখ হচ্ছেন কেন?"

"কৃষ্ণকান্ত বাবু, যতক্ষণ আপনি বাজে কথা কয়ে সময় নষ্ট কচ্ছেন, ততক্ষণ বাকি পাঁচশো টাকা আনবার উপায় কল্লে ঠিক কাজ হ'ত।"

"আর কত বলব? আমার দেবার শক্তি নাই।"

"তবে আমারও কোন অপরাধ নেই। আপনি যা ভাল বোঝেন, করুন। আমি বর নিয়ে বাড়ী চল্লেম।" এই বলিয়া চক্রধর গাত্রোত্থান করিলেন।

তদ্দর্শনে কৃষ্ণকান্ত বাবু অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমার প্রতি দয়া করুন।"

"আপনি অন্য পাত্র দেখুন। আমিও ছেলে নিয়ে তারাপুরের পথ দেখি।"

"আচ্ছা বাঁড়ুয্যে মশায়, আর একটা কাজ করুন।"

"কি ?"

"আমি আপনাকে ৫০০৲ টাকার হ্যাণ্ড্‌নোট লিখে দিচ্ছি। বিবাহের পর অন্যত্র কর্জ্জ ক'রে এক মাসের মধ্যে আপনার এই ৫০০৲ টাকা মায় সুদ সমেত চুকিয়ে দেবো।"

"আমি ও সব বুঝিনি।"

"তবে যে আমি মারা যাই।"

"কি করব বলুন।"

"কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করায় লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অক্ষয় পুণ্য আছে।"

"আমি চল্লেম।"

কৃষ্ণকান্ত দেখিলেন, চক্রধর তাঁহার দুঃখ-বিপদ আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। তখন তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, তথাপি পাষণ্ড চক্রধরের নির্দ্দয় হৃদয় গলিল না। পিশাচ অনায়াসে মহাবিপন্ন কৃষ্ণকান্তের অশ্রু দর্শন করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

তখন কৃষ্ণকান্ত সবলে আপনার বক্ষে করাঘাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, 'চক্রধর বাবু, আজ যখন আপনি ধর্ম্মের অপমান করলেন, তখন ধর্ম্মই এর বিচার করবেন। হা জ্যোতির্ম্ময়ি! আজ তোর ভাগ্যে কি ঘটলো!" এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন।

কয়েক পদ গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। কাতরস্বরে "চক্রধর বাবু, চক্রধর বাবু" বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। পাপিষ্ঠ নরপিশাচ চক্রধর আসিল না, সাড়াও দিল না, চাকরের মুখ দিয়া বলিয়া পাঠাইল, এগারশো টাকা না আন্‌লে বৃথা ডাকাডাকিতে কোন লাভ নাই।

আবার কৃষ্ণকান্তের অর্দ্ধশুষ্ক চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিল। অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত "হা জগদীশ্বর!" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু, পিশাচের জামাতৃভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হরিষে বিষাদ

পিতা যে হঠাৎ এরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্য করিবেন, অমরকুমার তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। এখন তিনি একবারে মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। একবার জ্যোতির্ম্ময়ীকে ভাবিয়া, একবার পিতাকে দেখিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। আজ অমরকুমারের অবস্থা আর জীবন্মৃতের অবস্থা অভিন্ন হইয়া উঠিল।

অমরকুমার পিতাকে সাতিশয় ভক্তি করেন, সেই জন্য এমন বিপদের সময়ও তিনি তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি চন্দ্রনাথ বাবুকে অন্তরালে ডাকিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "আপনি সমস্তই শুন্‌লেন, এখন উপায় ?"

চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, "তাই তো, ভাই, আমি অবাক্ হয়ে গেছি।"

"আপনি পিতা মহাশয়কে বিশেষরূপে বুঝিয়ে বলুন।"

"কথা রাখবেন কি ?"

"আপনার কথা রাখবেন।"

"সন্দেহ।"

"না, রাখবেন।"

"আচ্ছা, দেখি।"

এই বলিয়া যেমন তিনি চক্রধর বাবুর নিকট যাইবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি অমরকুমার তাঁকে আস্তে আস্তে কয়েকটি কি কথা বলিয়া দিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু শ্বশুরগোচরে গমন করিলেন। অমরকুমার অন্তরালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, "কৃষ্ণকান্ত বাবু ৫০০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে চাচ্ছেন, তাতে আপনি অনুগ্রহ ক'রে সম্মত হোন্।"

চক্রধর আবার চক্র ধরিল। বলিল, "না, বাপু! নগদ টাকাই ভাল। কে অত কাগজ-ফাগজের হাঙ্গামায় যাবে। আমি ও সব ভাল বুঝিনি। আরও বাল শোনো, কৃষ্ণকান্ত বাবু এখনি সব টাকা আনবেন।"

"আজ্ঞে, তিনি পারবেন না।"

"কে বল্লে ?"

"অমরকুমার।"

চক্রধর চটিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "অমরকুমারই তো যত কু। ওই তো সব মাটী করেছে! নিজে গিয়ে পাত্রী দেখেছে, নিজে ঠিক করেছে, নিজে আমার সর্ব্বনাশের গোড়া হয়েছে। আমি অমরের কথায় বিশ্বাস করি না।"

"অমরকুমার আপনার পুত্র। যদিও অপরাধীই হয়ে থাকে তো ক্ষমা করুন। অমরের আজ হরিষে বিষাদ।"

"অমন কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনের ঐরূপ হরিষে বিষাদ হওয়াই উচিত।"

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে কৃষ্ণকান্ত বাবু আবার সেই বাড়ীতে তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার তাঁহার সঙ্গে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ও আসিলেন।

বৃদ্ধ মধুসূদন হস্তে পইতা জড়াইয়া কাকুতি-মিনতি সহকারে চক্রধরকে বলিলেন, "এই অশক্ত বৃদ্ধের প্রতি সদয় হও, ভিক্ষা দাও, আমার জাতকুল মান-সম্ভ্রমের দিকে ফিরে চাও। দোহাই দোহাই।"

যদিও পর্ব্বত নড়ে, তাও চক্রধর নড়িবার নহে। নীরবে বসিয়া রহিল।

তদ্দর্শনে মধুসূদন আবার বলিলেন, "দয়া ক'রে বর পাঠাও। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। আমরা পিতাপুত্র ৫০০ টাকার হ্যাণ্ডনোট সহি ক'রে দিচ্ছি। আর এই ছ শো টাকা নেও। হ্যাণ্ডনোটের জন্য রসিদের টিকিট এনেছি। অনুগ্রহ ক'রে কাগজ-কলম দোয়াত দেও।"

চক্রধর এইবার কথা কহিল। কথা বড় সাংঘাতিক। চক্রধর বলিল, "আমি নগদ এগারশো টাকা না পেলে বর পাঠাব না পাঠাব না—পাঠাব না।"

মধুসূদন কৃষ্ণকান্তকে গভীর দুঃখের সহিত বলিলেন, "ইনি যে তিন সত্য কল্লেন, এখন উপায়?"

কৃষ্ণকান্ত পিতাকে বলিলেন, "আমি তো আপনাকে বারম্বার নিষেধ কল্লেম, তবু আপনি এলেন। এই বলিতে বলিতে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। রুষ্ট হইয়া চক্রধরকে বলিলেন, "আপনি কি হিন্দু? আপনি কি ব্রাহ্মণ?"

চক্রধর রাগিয়া উঠিল। বলিল, "ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে অভদ্রের মত কথা কবেন না।"

রুষ্ট কৃষ্ণকান্ত আবার বলিলেন, "আপনার মত ভদ্রলোকের সংখ্যাই আজকাল বড় বেড়ে উঠেছে। অভিধানে আপনার ভদ্রতার নূতন অর্থ করা উচিত।"

এই বলিয়া মর্ম্মাহত বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবাদে বিষাদ।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীর নিকট এক জন গণ্য, মান্য, পরোপকারী, সদাশয় ও পরম হিন্দু ব্রাহ্মণের বাস। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অকপট বিশ্বাসী। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, পূজাহ্নিক প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে সময়াতিপাত করেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত। সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ ও হিন্দুধর্ম্মশীল ভদ্রগণ আসিয়া থাকেন। দায়গ্রস্ত লোকেরা তাঁহার নিকট ভরসা পায়। সেই মহাত্মার বাটীতেও অদ্য বিবাহ। তাঁহার অন্যতম পুত্রের কন্যার বিবাহ।

তাঁহার বাটীতে বর আসিয়াছে। তাঁহার পুত্রেরা এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইতেছেন। চারিদিকে উৎসব-কোলাহল।

এমন সময়ে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাকে আসন্ন বিপদের সমস্ত কথা জানাইলেন। তিনি শুনিয়া অবাক্ হইলেন, ক্ষণকাল কি ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "তাই তো, বড় লজ্জার কথা, নিতান্ত ঘৃণার কথা! হিন্দুর মধ্যে এরূপ পাষণ্ড ধর্ম্মভ্রষ্ট নরপিশাচও আছে?"

মধুসূদন সদুঃখে বলিলেন, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়! অকূল পাথারে ডুবেছি। জাতিনাশ ঘটল, নিরুপায় হয়েছি, আপনি এখন দয়া না করলে হিন্দুর হিন্দুয়ানী নষ্ট হয়।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, কোন চিন্তা নাই। আমার পুত্রগণের মধ্যে একটিকে নিয়ে গিয়ে আপনার পৌত্রী সম্প্রদান করুন।"

পরোপকারী ব্রাহ্মণের এই অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া মধুসূদন ও কৃষ্ণকান্ত মৃতদেহে পুনরায় জীবন লাভ করিলেন। হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি পুত্রকে তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই অনির্ব্বচনীয় উদারতা, কর্ত্তব্যতা ও পরোপকারিতা দেখিয়া বাটীর সমস্ত লোক ধন্য ধন্য করিতে লাগিল অবিলম্বে সেই কথা পল্লীময় প্রচারিত হইল। সকলেরই মুখে "ধন্য ধন্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থ হিন্দু" এইরূপ ও অন্যরূপ প্রশংসাসূচক বাক্য শুনা যাইতে লাগিল।

চক্রধরের গুপ্ত চর ছিল। সে গিয়া চক্রধরকে এই কথা বলিল। এইবারে চক্রধরের চক্র বাঁকিয়া গেল। ঠকাইতে গিয়া নিজে ঠকিল। পিশাচ আপ্‌শোসে বলিয়া ফেলিল, "অ্যাঁ, বল কি! বর পেলে!"

মর্ম্মাহত অমরকুমারও এই নিদারুণ সংবাদ পাইলেন। পাইয়া তিনি যে কি রকম হইলেন, সে মর্ম্মভেদিনী কথা আরও কি বলিতে হইবে? হা, অমরকুমার! আজ তোমার হরিষে বিষাদ! তার উপর আবার জ্বলন্ত যন্ত্রণা—বিষাদে বিষাদ!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিনামেঘে বজ্রপাত

জ্যোতির্ম্ময়ী আজ সমস্ত দিন কতই আনন্দ ভোগ করিতেছিল, কতই ভবিষ্য সুখ কল্পনা করিতেছিল, শৈশব-সময়ে পুতুলের বিবাহ দিয়া যে সুখের সঞ্চার হইত, আজ তাহা যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। আজ জ্যোতির্ম্ময়ীর লজ্জামাখা আনন্দ। কিসের সঙ্গে এ আনন্দের তুলনা করা যাইতে পারে? শরৎকালের তরল জলদজালজড়িত পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে কতকটা মিলে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা আরও যেন কি এক বস্তুর সঙ্গে ঠিক তুলনা হইতে পারে, অথচ সে বস্তু এই বাহ্য জগতে নাই। সে বস্তু বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ীর কোমল হৃদয়কন্দরেই প্রচ্ছন্নভাবে আছে।

দিন গেল, জ্যোতির্ম্ময়ীর আনন্দ বাড়িল। সন্ধ্যা আসিল, আনন্দ আরও বাড়িয়া উঠিল। আর অল্পক্ষণ পরেই জ্যোতির্ম্ময়ীর আনন্দ পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু বাধা পড়িল—বাধা বলিয়া বাধা, যেন একসঙ্গে শত শত নিদারুণ বজ্র বালিকার প্রস্ফুটোন্মুখ আনন্দের মস্তকে সবলে নিক্ষিপ্ত হইল। আনন্দ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া জ্বলিয়া গেল। সেই সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ীও অগাধ অনন্ত নৈরাশ্য-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। অভাগিনী শুনিল, তাহার ভবিষ্য শ্বশুর চক্রধর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার আশা-ভরসা ঘুচাইল—সর্ব্বনাশ করিল—মনস্তাপের অপেক্ষা মনস্তাপ দিল।

প্রভাতের পর মধ্যাহ্নের পরিবর্ত্তন ততটা বোঝা যায় না, কেন না, প্রভাত ও মধ্যাহ্ন উভয়েই আলোকের অংশ। সেইরূপ আনন্দের পর আবার আনন্দবৃদ্ধিরও তেমন তারতম্য করা যায় না, কেন না, উভয়ই প্রফুল্লতার অংশ। কিন্তু দিনের পর রাত্রি এবং আলোকের পর অন্ধকার বেশ বুঝা যায়, সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া জানা যায়। তাই জ্যোতির্ম্ময়ীরও দুইটা বিপরীত অবস্থা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইল। বালিকার পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ নিরানন্দে মিশিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ী নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

পাড়ার কয়েকটি স্ত্রীলোক ও বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট আসিয়াছে। বিবাহের দিন; তাই তাহারা বিবাহবাড়ী আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। কিন্তু তাহারাও এই নিদারুণ কুসংবাদে অত্যন্ত অস্থির হইল, চক্রধরকে যা মুখে আসিল, তাই বলিয়া গালি দিতে লাগিল, কিন্তু তাতে কি অভাগিনী জ্যোতির্ম্ময়ীর ভুজঙ্গদংশিত হৃদয় স্বাস্থ্য লাভ করিবে?

অনন্তর জ্যোতির্ম্ময়ী শুনিল, অপর একটি পাত্র আসিয়াছেন। শুনিয়া সে কিরূপ হইল, তাহা বলা বাহুল্য। একবার ভাবিল, "ভগবান্ আমার পিতার জাতিকুল রক্ষা করিবার উপায় করিলেন, খুব ভালই হইল; কিন্তু আমার পোড়া অদৃষ্টে এ কি লিখেছিলেন!"

এই ভাবিতে ভাবিতে জ্যোতির্ম্ময়ীর শুষ্ক মুখজ্যোতি আরও শুষ্ক হইল; নয়নাশ্রু অজস্র ধারে গোলাপ-নিন্দিত গণ্ডস্থল বহিয়া হতাশ বক্ষের উপর গড়াইতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ী সুলোহিত চেলীর অঞ্চলে বারম্বার সেই অশ্রু মুছিতে লাগিল। সুন্দর চেলী অশ্রুসিক্ত হইয়া, জ্যোতির্ম্ময়ীর ন্যায় মলিন হইল।

চেলীই যেন এখন জ্যোতির্ম্ময়ীর একমাত্র দুঃখ-সঙ্গিনী। দুজনেই নয়ন-জলে ভিজিতেছে, দুজনেই সেই জলে স্নান হইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনের কথা।

আজ নিশাকালে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে নিরানন্দের উৎসব। উৎসব তো আনন্দেরই সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। তবে আবার নিরানন্দের উৎসব কি? বিবাহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারই সম্পন্ন হইল, অথচ আনন্দ নাই, এই জন্যই ইহাকে নিরানন্দের উৎসব বলিতেছি।

যে সময়ে জ্যোতির্ম্ময়ী বরের গলদেশে মাল্য প্রদান করিতে যাইবে, সেই সময়ে তাহার সুকোমল ভুজলতা কাঁপিয়া উঠিল। সকলের অলক্ষ্যে অবগুণ্ঠনের মধ্যে বালিকার কমলনিন্দিত কোমল নয়নযুগল ফুটিয়া হুহু করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। কিন্তু তখন আর মুছিবার অবকাশও নাই, সুবিধাও নাই। অশ্রু চেলীর উপর টপ্-টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাহা জানিতে পারিলেন; অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। কৃষ্ণকান্তের চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিল, কিন্তু চক্ষের জল চক্ষে চাপিয়া রাখিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী ইতিপূর্ব্বে তাহার পিতামহের কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিয়াছিল। তাহার স্মরণ-শক্তি বেশ প্রখরা; পঠিত বিষয়ের অনেক স্থলই মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে বরগলে মাল্যদানসময়ে সাবিত্রী-সত্যবান্ উপাখ্যানের এই কয়টি পংক্তি হঠাৎ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল;—

"শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিৎ নয়নে না হেরি অন্য জন॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন-মরণে সেই সত্যবান্ স্বামী॥"

যেমন এই চারিটি পংক্তি মনে জাগিল, অমনি বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না। অমুচ্চ কাতর স্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। কৃষ্ণকান্ত কন্যার সেই রোদনশব্দ শুনিতে পাইলেন। সদুঃখে বলিলেন, "মা গো, কাঁদ্‌ছিস্ কেন? এ সময়ে কি কাঁদতে আছে? অমঙ্গল হবে যে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে বলিল, "বাবা! আর অমঙ্গলের বাকি কি? আমার সমস্ত মঙ্গলই ঘুচেছে! এখন আমি মলেই বাঁচি!"

বিলম্ব দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দাও মা, বরের গলায় মালা দাও।"

জ্যোতির্ম্ময়ী পিত্রাদেশ পালন করিয়া, বরের কণ্ঠদেশে যেমন পুষ্পমাল্য প্রদান করিবে, অমনি কম্পিত হস্ত আরও কাঁপিয়া উঠিল। মালা ভূতলে পড়িয়া গেল।

ও দিকে বিন্ধ্যবাসিনী যেমন শঙ্খধ্বনি করিবেন, অমনি শঙ্খ তাঁহারও হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া, খানিকটা কিনারা ভাঙ্গিয়া গেল।

এই সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া, মধুসূদন ও কৃষ্ণকান্ত মনে মনে বলিলেন, "ভাগ্যে না জানি কি বিপদ ঘট্‌বে! 'হরি, মঙ্গল কর, মা দুর্গা, মঙ্গল কর'!" এইরূপ বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে বিবাহের প্রত্যেক কার্য্য সম্পন্ন হইল। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণের ভোজন-ব্যাপার সমাধা হইল। কিন্তু ভোজনে কাহারও অণুমাত্র আনন্দ হইল না।

যথাসময়ে সুখনিশি কি দুঃখনিশি, বলিতে পারি না, প্রভাত হইল।

পরদিন যথাসময়ে কৃষ্ণকান্ত বাবু নব জামাতার সহিত কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। অভাগিনী জ্যোতির্ম্ময়ীর অশ্রুসিক্ত নয়নযুগল আরও সিক্ত হইল।

ষষ্ঠ অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুত্রহন্তা

ক্রমে ক্রমে দিনের পর দিন ঘুরিয়া, ফাল্গুন মাসকে টানিয়া কোথায় লইয়া গেল, খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সেইরূপ করিয়া চৈত্র মাসও সরিয়া পড়িল। ১২৯৪ সালের প্রথম মাস বৈশাখ দেখা দিল। "গতস্য শোচনা নাস্তি"। তাই বুঝি লোকে

আর গত বৎসরের বড় নামগন্ধ করিতে লাগিল না, বর্ত্তমানের ভাবনাতেই নিদ্রাজাগরণে চব্বিশ ঘণ্টা ডুবিয়া রহিল।

অমরকুমার কিন্তু বর্ত্তমানের অপেক্ষা অতীতের চিন্তাতেই বেশী নিমগ্ন হইলেন। গত বৎসরের ১৯এ ফাল্গুন তারিখটি তাঁহার পক্ষে ও বক্ষে যেন শক্তিশেল হইয়া ফুটিয়া রহিল। দিন যত যায়, যন্ত্রণা তত বাড়ে। ১৯এ ফাল্গুনের দিবসের অমরকুমার ১৯এ ফাল্গুনের রাত্রিকালে সেই যে কি এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলেন, তাহার আর কোনমতে শান্তি হইল না। এমন কি, তিনি সেই অসহ্যতম যন্ত্রণা নিবারণের জন্য এক একবার আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কেবল মায়াময়ী জননীর মায়াতেই সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমরের পিতৃমাতৃভক্তি অতীব প্রশংসনীয়। তিনি কেবল পিতার প্রতি প্রকৃত ভক্তিবশতঃই আজ এই অসীম নৈরাশ্যযন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন। অন্য পুত্র হইলে, বোধ হয়, এতদূর অসহ্য মনোভঙ্গ সহিতে পারিত না, পিতার বাক্য দূরে টানিয়া ফেলিয়া, নিজেই বিবাহ করিত। অমরকুমার কিন্তু তেমন অবাধ্য পুত্র নহেন। অমরকুমার যেমন উপযুক্ত পুত্র, চক্রধর তেমন উপযুক্ত পিতা নহে। এক যৎসামান্য অর্থের লোভে লোভিচূড়ামণি চক্রধর কুটিল চক্র করিয়া, পিতৃভক্ত পুত্রের কণ্ঠে চক্র নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু যিনি কোটি কোটি অনন্ত কোটি চক্রধরের চক্রান্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া থাকেন; সেই চক্রধর এই চক্রধরের প্রতি কিরূপ চক্র নিক্ষেপ করিবেন, তা তিনেই জানেন।

অমরকুমার দিন দিন কেমনতর হইতে লাগিলেন। আহারে সুখ নাই, নিদ্রায় সুখ নাই, স্বপ্নেও সুখ নাই। এমন অপর্য্যাপ্ত বিবিধবস্তু-পরিপূরিত জগৎসংসারও যেন তাঁহার চক্ষে শূন্য বোধ হইতে লাগিল। কখন পিতাকে, কখন মাতাকে, কখন শ্যামলালকে ভাবনার পথে আনিয়া কি যেন বলিতে লাগিলেন। আবার সে ভাবনা এবং সে বলা শেষ হইতে না হইতেই জ্যোতির্ম্ময়ীকে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সকল ভাবনার মূলই জ্যোতির্ম্ময়ী। জ্যোতির্ম্ময়ীকে ভাবিয়া কখন আত্মহারা, কখন প্রাণে মরা এবং কখনও বা জীবিত হইতে লাগিলেন। অধ্যয়নে আর মন বসে না, ভ্রমণে আর পা চলে না, কোন কার্য্যে আর ইচ্ছা হয় না, কেবল উৎকণ্ঠা—কেবল বক্ষোভেদী দীর্ঘনিশ্বাস—কেবল মর্ম্মভেদিনী যন্ত্রণা—এবং তাহার ফল কেবল দুর্ভেদ্য নৈরাশ্য-অন্ধকার।

এইরূপে বৈশাখ মাসেরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

অনন্তর চক্রধর অমরকুমারের আবার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। পঞ্চানন ঘটক সেবার খালি জাল তুলিয়াছিল, এবার মাছ পড়িল। এবার পাত্রী আর ফুলতলার চন্দ্রমুখী নয়, হুগলীর দয়ালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা নবমবর্ষীয়া বসন্তসুন্দরী। নামেও বসন্তসুন্দরী, কাজেও বসন্তসুন্দরী। রঙে কৃষ্ণা, ঢঙে উগ্রা। দয়ালচন্দ্র নগদ তিন হাজার টাকা দিয়া এই রমণীকুলকুলমালাকে চক্রধরের পুত্রীপোষ্যার্থ সুবন্দোবস্ত করিলেন। বসন্তকুমারী একে তো সুন্দরী নয়, কিন্তু যদি জ্যোতির্ম্ময়ীর অপেক্ষাও সুন্দরী হইত, তথাপি অমরকুমার নিজে ইচ্ছায় তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করিতেন না; কেবল পিতার গঞ্জনায় বসন্তের পাণিগ্রহণ করিলেন।

বৈশাখের মধ্যভাগে পিতৃভক্ত অমরকুমারের স্কন্ধে এই দুর্ব্বিষহ ভার পড়িল। অমর নীরবে স্কন্ধে ভার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে সহিতে পারিলেন না। ভাঙা মন একেবারে ভাঙিয়া গেল। অর্থলোভী চক্রধর তুচ্ছ অর্থের লোভে ভয়ঙ্কর অনর্থপাতের পন্থা করিল।

বসন্তসুন্দরীলাভের পর শান্তশীল অমরকুমারের চিত্ত দিনে দিনে আরও অশান্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বের গাঢ়তর দুশ্চিন্তা বৈশাখে আরও বিকৃত, জ্যৈষ্ঠে তদপেক্ষা বিকৃত, আষাঢ়ে পূর্ণমাত্রা ছাড়াইয়া বিকৃত হইল এবং সেই বিকৃতি অমরকুমারের বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ পূর্ণরূপে বিকৃত করিল। পিতৃভক্ত অমরকুমার একবারে উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। বদ্ধ পাগলের সমস্ত লক্ষণ অমরকুমারে লক্ষিত হইল। অমরকুমার এখন কি দিন, কি রাত্রি, সর্ব্বদাই স্তম্ভিত হইয়া জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। আহা, অমরকুমার! তোমার ন্যায় পিতৃভক্তেরও কি এইরূপ পরিণাম!

চক্রধর পুত্রের আকস্মিক অতি কঠিন উন্মাদরোগ উপস্থিত দেখিয়া, মোটামুটি চিকিৎসা করাইতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহাতে কিছুই উপকার না

হইয়া, আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন পত্নীর ও গ্রামশুদ্ধ লোকের ভর্ৎসনায় নামদার চিকিৎসকগণকে আনাইয়া বিধিমত প্রকারে অনবরত চিকিৎসা করাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চক্রবরের দশ বারো হাজার টাকা খরচ হইল, কিন্তু অমরকুমারের ভাগ্য আর ফিরিল না। সে ভাগ্য একবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর কি তা ফিরিবে!

ধিক্ নররাক্ষস চক্রবর! তুমিই তোমার পুত্রের এই সর্ব্বনাশের মূল! পিশাচ, তোমার পক্ষে অতি তুচ্ছ অসামান্য ১০০৲ টাকার জন্য আজ তুমি বরং একপ্রকার পুত্রহন্তা হইলে! তোমাকে মরিয়া তো নরকে যাইতেই হইবে, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়াও তোমার ভাগ্যে সেই ভয়ঙ্কর নরকভোগ আরম্ভ হইল! ২০০৲ টাকার লোভে এইবার কত হাজার টাকা উড়িয়া গেল—পরে কত যাইবে। আর অমূল্য ধন পুত্র তো গিয়াছেই!—ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া, এই দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ কর আর তোমার মত অর্থপিশাচ পিতারা তোমাকে দেখিয়া সতর্ক হউক্।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সীতার বনবাস

দেখিতে দেখিতে ১২৯৪ সালও চলিয়া গেল। ১২৯৫ সাল দেখা দিল।

এই সালের শ্রাবণ মাসে আর একটা অতি শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। যাহার সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ হইয়াছিল, তিনি অকালে অসাধ্যরোগগ্রস্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। অভাগিনী জ্যোতির্ম্ময়ী বিধবা হইল!

অভাগিনি জ্যোতির্ম্ময়ি! বালবিধবে জ্যোতির্ম্ময়ি! তোমার সকল সুখ তো পূর্ব্বেই ঘুচিয়াছে, ছায়ার মত যেটুকু ছিল—বলিতে হয় বলিয়া বলিলাম—তাহাও ঘুচিল। এখন তোমাকে কুমারী বলিব কি বিধবা বলিব, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। অভাগিনি! আমি বেশ বলিতে পারি, বিধাতা তোকে চিনিয়াছে, আর তুইও বিধাতাকে চিনিয়াছিস্! মা, আর কাঁদিয়া কি করিবি! না না, তাই বা বলি কেন? এ জগৎ তো কাঁদিবারই স্থান। কাঁদ্ মা, কাঁদ্ তবে। জ্যোতির্ম্ময়ি! আজ তুই ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মচর্য্যই তোর এখন জীবনব্রত। তুই এই পরমব্রতের উপর নির্ভর করিয়া, পরমব্রহ্ম ভগবান্ হরির পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া, ভাগ্যচক্রে ঘুরিতে থাক্।

আহা, জ্যোতির্ম্ময়ী এক দিন বড় সাধ করিয়া অমরকুমারের প্রতি সীতার বনবাসের এক স্থলে লিখিয়াছিল,—

> "শ্রীযুক্ত বাবু অমরকুমার
> বন্দ্যোপাধ্যায়—রাম।
> শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—সীতা।
> সীতার বনবাস।"

আজ আমি, সেই পুস্তকখানি পাইলে, উপরের তিনটি পংক্তি কাটিয়া দিয়া, কেবল রাখিতাম নীচের পংক্তিটি—

> "সীতার বনবাস!"

সম্পূর্ণ

চমৎকার

[অদ্ভুত ঘটনামূলক নাটক]

রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

ধনেশ্বর সিংহ রায়—সামটী গ্রামের জমীদার।
ভীমভাম—ডাকাতের প্রধান সর্দ্দার।
স্বরূপচাঁদ—ডাকাতের দ্বিতীয় সর্দ্দার।
পাঁচু—ডাকাতের তৃতীয় সর্দ্দার।
যাদবেন্দ্র রায়—ধনেশ্বর সিংহ রায়ের জনৈক কর্ম্মচারী।
অচ্যুতানন্দ—সন্ন্যাসী।
বংশীধর রায়—মাধবনগরের জমীদার।
নীলকান্ত রায়—বংশীধর রায়ের মধ্যম পুত্র।
জনার্দ্দন মোদক—মধুসূদনপুরের জনৈক দোকানদার।
ফোটকে—জনার্দ্দনের বালক-ভৃত্য।

শিকারীগণ, প্রজাগণ, ডাকাতগণ, দ্বারবানগণ,
মুটেগণ, রাখাল-বালকগণ, বরযাত্রিগণ, বাদ্যকারগণ,
নায়েব, আমলা, চৌকীদার ইত্যাদি।

স্ত্রী

ভামিনী—ধনেশ্বরের পত্নী।
দ্রবময়ী—ভীমভামের পত্নী।
মহামায়া—যাদবেন্দ্রের মাতা।
সরলা—ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা।
তরলা—ধনেশ্বরের কনিষ্ঠা কন্যা।
রাখালী—দাসী।

চমৎকার

প্রথম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

গৌড়ের জঙ্গল—জঙ্গলমধ্যে দীঘির পাড়।

(শিকারীগণের প্রবেশ)

১ম শিকারী। (সতর্কে) খুব হুঁসিয়ার ভাই সকল, খুব হুঁসিয়ার। (নেপথ্যের দিকে দেখাইয়া) ঐ দিক্‌টে থেকে বড্ড বোট্‌কা গন্ধ আস্‌ছে।

২য় শি। (নাক সিট্‌কাইয়া) হুঁ, তাই তো, ভারি বোট্‌কা গন্ধ। বন্দুক ঠিক কোরে ধর।

১ম শি। এস সকলে, এই দীঘির পাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। এখনি বাঘ বেরুবে। (সকলের তদ্রূপ করণ) সন্ধ্যেও উৎরেছে।

(নেপথ্যে ব্যাঘ্রগর্জ্জন)

২য় শি। (শুনিয়া) ঐ হে, ডাক্ শুনেছ?

১ম শি। ডাকের সঙ্গে বাঘও দেখেছ?

২য় শি। ওটা বাঘ নয়, বাঘিনী।

১ম শি। এই যে গন্ধ পেয়ে আমাদের দিকেই আস্‌ছে। আর দেরি কর্‌বো না। মাছী ঠিক্ তেগে গুলীভরা বন্দুক দাগি। (তদ্রূপ করণ)

(নেপথ্যে ব্যাঘ্রীর আর্ত্তনাদ)

২য় শি। প'ড়েছে—প'ড়েছে—চল চল—শড়্‌কী মেরে, মেরে ফেলি। [সকলের বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে "মার্ মার্—দে পেট ফুঁড়ে—ম'রেছে—ম'রেছে—বস্" ইত্যাদি শব্দ)

(শিকারীগণের পুনঃপ্রবেশ)

১ম শি। মস্ত বাঘিনী রে। এই শিকার দেখিয়ে বাবুদের কাছে কাল সকলে খুব বক্‌সিস্ পাব। চল বাঘিনীটেকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে গাঁয়ে যাই।

(পাহাড়ের গর্ত্তে সহসা শিশুর রোদনশব্দ)

২য় শি। (শুনিয়া সবিস্ময়ে) এ কি আশ্চর্য্যি! মানুষের কচি ছেলে কাঁদছে না?

১ম শি। (সবিস্ময়ে) তেম্নি গলা তো শুন্‌ছি। এই দীঘির পাড়ের গর্ত্তটার ভেতোর থেকে কান্নার আওয়াজ আস্‌ছে। একবার ঢুকে গিয়ে দেখলে হয় না?

২য় শি। যদি বাঘ থাকে, তবে—

১ম শি। (বাধা দিয়া) দাঁড়াও, গর্ত্তর মুখে গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করি। বাঘ থাকে তো বেরুবে। যেমন বেরুবে, অম্নি গুলী করবো।

২য় শি। যদি বন্দুকের আওয়াজ শুনেও বাঘ না বেরোয়, তা হ'লে দেখ্‌ছি মাটীর গর্ত্তে ঢুকে, শেষে বাঘের পেটের গর্ত্তে ঢুকতে হবে।

(নেপথ্যে শিশুর অধিকতর রোদন-শব্দ বৃদ্ধি)

১ম শি। (শুনিয়া) বড্ড কাঁদছে। যা থাকে কপালে, চল, গুলীভরা বন্দুক আর অগ্নি অগ্নি হাতিয়ার ঠিক কোরে গর্ত্তর ভেতোর সেঁধিয়ে পড়ি। আলো জ্বালো। (আলো জ্বালিয়া সকলের গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ)

গর্ত্তের ভিতরে ১ম শি। (সদুঃখে) আহা আহা, একটি কচি মেয়ে রে! বাঘিনী বেটীই কাদের কোল আঁধার কোরে ধোরে এনেছে। ভাগ্যি ভাগ্যি মেরে ফেলেনি। আর দেরি কোরে কাজ নি, ভাই। চল, এই কচি মেয়েটিকে নিয়ে যমের অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে যাই। (একটি শিশু বালিকাকে বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া শিকারীগণের বহির্ভাগে আগমন)

২য় শি। আহা, দিব্য মেয়ে।

১ম শি। না জানি, এর বাপ-মা শোকে কতই কাঁদছে। সন্ধান পাবার যো নেই যে, তাদের কাছে দিয়ে আসি। চল, এখন বাড়ী নিয়ে যাই।

২য় শি। তাই চল, ভাই, আমার কোলেই থাক।

১ম শি। চল, আমরা বাঘিনীটেকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সাম্‌টী গ্রাম—ধনেশ্বর সিংহ রায়ের বহির্ব্বাটী।

(ধনেশ্বর সিংহ রায়, নায়েব ও স্ত্রীপুরুষ প্রজাগণের প্রবেশ)

ধনেশ্বর। (নায়েবের প্রতি) বৃন্দাবন! আমি এদের কোন কথাই শুন্‌তে চাইনে। তুমি এখনি দরওয়ান্‌দের সঙ্গে ক'রে সব ব্যাটা-বেটীর গরু-বাছুর, তৈজসপত্র কেড়ে নিয়ে এসে কাছারী-বাড়ীর গুদোমে মজুত কর।

স্ত্রীপুরুষ প্রজাগণ। (সকাতরে) দোহাই গরীবের মা-বাপ!

ধনেশ্বর। চোপ্‌রাও (নায়েবের প্রতি) বৃন্দাবন! কেলেকে তামাক দিয়ে যেতে বল। একখানা কেদারাও আনতে ব'লে দাও।

নায়েব। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে কেলে! কর্ত্তা বাবুকে শীগ্‌গির তামাক দিয়ে যা। আগে একখানা কেদারা এনে দে।

নেপথ্যে কেলে। এজ্ঞে যাই।

(কেদারা ও হুঁকা লইয়া কেলের প্রবেশ)

কেলে। (শশব্যস্তে) নায়েব বাবু! নায়েব বাবু! পড়ল—পড়ল। কেদারাখানা ধরুন।

নায়েব। তুই একবারে দুটো কাজ সারতে গেলি কেন? দে, কেদারাখান দে। (কেদারা লইয়া যথাস্থানে বসাইয়া ধনেশ্বরের প্রতি) বোসতে আজ্ঞে হয়।

ধনেশ্বর। (কেদারায় উপবেশন করিয়া) দে রে কেলে, হুঁকো দে। (হুঁকা লইয়া ধূমপান করিতে করিতে) যা, তুই স্নান করবার গরম জল তোয়ের কর্।

[কেলের প্রস্থান।

১ম পুরুষ প্রজা। দোহাই ধর্ম্ম-অবতার! এবার মাপ করুন্। এ বছর বড় অজন্মা, কিছুই ফসল হয় নি। খাজনা দেবার উপায় নেই।

ধনেশ্বর। কোন কথা শুন্‌তে চাইনি।

১ম পুরুষ প্রজা। ছেলে-পিলে না খেতে পেলে ম'রে যাবে, বাবু মশয়।

ধনেশ্বর। মরে মরুক, আমার কি? পুরো খাজনা চাই।

১ম পুরুষ প্রজা। আপনি জমীদার, এই গরীবদের মা-বাপ, দয়া কোরে মাপ না কলে গরীব রেয়েৎরা উচ্ছন্ন যাবে।

নায়েব। উচ্ছন্ন কেন যাবি রে বাপু? মহাজনের কাছে চোটা সুদে টাকা ধার কর্‌গে না? জমীদারের খাজনা কি অনাদায় থাকতে পারে?

১ম পুরুষ প্রজা। ধারে ধারে মাথা বিকিয়ে গেছে, আর যে কেউ ধার দেয় না।

ধনেশ্বর। কেন বৃন্দাবন, ওদের সঙ্গে বৃথা বাক্য-ব্যয় কচ্ছো? খাজনা না দেয়, বেটা-বেটীদের পিঠ-মোড়া ক'রে বেঁধে অন্ধকার ঘরে পূরে রাখতে বল। দরওয়ানদের এখনি পাঠাও; সমস্ত জিনিস-পত্র তুলে আনুক। যার ঘরে জিনিস-পত্র নেই, তার ঘর-দরজা ভেঙে আনুক্। যাও, দরওয়ানদের জিম্মেয় ব্যাটা বেটীদের রেখে এস।

প্রজাগণ। (সরোদনে) দয়া কর, ধর্ম্ম-অবতার! দোহাই—দোহাই।

১ম পুরুষ প্রজা। আস্‌ছে বছর পুরো ফসল হলে তিন গুণ খাজনা দেব।

ধনেশ্বর। কেন বৃন্দাবন, বিলম্ব কচ্ছো?

নায়েব। চল চল, গোলমাল কোরো না।

১ম পুরুষ প্রজা। দোহাই ধর্ম্ম-অবতার! আপনকার পায়ে পড়ি।

ধনেশ্বর। বৃন্দাবন! চাবুক আন।

নায়েব। (প্রজাগণের প্রতি) কেন চাবুক খাবি? চল।

১ম পুরুষ প্রজা। (স্বগত) হা জগদীশ্বর! এমন যম জমীদারেরও জমীতে বসৎ করেছি! একটু দয়া-মায়া নেই। বুকের রক্ত পর্য্যন্ত শুষে নিলে। ভগবান্! তুমি এর বিচের করো।

নায়েব। আর দেরী কেন? চল্।

[প্রজাগণকে লইয়া নায়েবের প্রস্থান।

ধনেশ্বর। (স্বগত) শীতল চাটুয্যে আর যদু দত্তর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে হবে। অনেকেরই

জমীজরাৎ জাল ক'বে, জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছি ; এইবার এই দু ব্যাটার পালা। আমি হেন ধনেশ্বর সিংহ রায়, আমার ক্ষমতা ও চতুরতার কাছে কোন্ ব্যাটা, কোন্ বেটী তিষ্ঠুতে পাবে ?

(নায়েবের পুনঃপ্রবেশ)

ভিয়েয় বেখে এলে ?

নায়েব। আজ্ঞে, হাঁ হুজুর।

ধনেশ্বর। ব্যাটা-বেটীরে কচ্ছে কি ?

নায়েব। বড় কাঁদছে।

ধনেশ্বর। কাঁদুক। চোখে জল না বেরুলে টাকা বেরোয় না।

নায়েব। ধর্ম্ম অবতার। এবার কিন্তু বাস্তবিক প্রজাদের নিতান্ত দুরবস্থা। আদৌ ফসল হয় নি ; তা তো আপনি জানেন।

ধনেশ্বর। জানলে কি হবে? কড়ায় গণ্ডায় খাজনা চাই। প্রজা মরুক—খেতে না পাক্, আমার কি? আমার টাকা চাই। এখন এক কাজ কর।

নায়েব। আজ্ঞে করুন্।

ধনেশ্বর। শীতল চাটুয্যের আর যদু দত্তর জমীদারী আমার জমীদারীভুক্ত কত্তে হবে। তুমি আমার পরামর্শমত দলীল দস্তাবেজ জাল করবে চল।

নায়েব। চলুন, কিন্তু—

ধনেশ্বর। কিন্তু কি? ধনেশ্বরের কাছে শীতল চাটুয্যে লাগে, না যদু দত্ত লাগে ?

(শিকারীদের প্রবেশ)

শিকারীগণ। দণ্ডবৎ করি, বাবু মশাই ?

ধনেশ্বর। এখানে কেন ?

১ম শি। বাবু মশাই। কাল সাঁজের পর গোড়ের জঙ্গলে একটা মস্ত মাদী বাঘ শিকের করেছি। ও-পাড়ার শীতল চাটুয্যে মশাই দশ টাকা আর যদু দত্ত মশাই সাত টাকা আট আনা বকসিস দিয়েছেন। এখন আপনকার কাছে বকসিস চাই। যেমন তেমন বকসিস নয়, এক এক জনে এক এক টাকা নোবো। আমরা ছাড়া দেউড়ীতে দোজন শিকেরী মাদী বাঘটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি মস্ত জমীদার, বাবু মশাই।

ধনেশ্বর। যাদের বেশী বাঘের ভয়, তারাই বক্‌সিস্ দেয়। আমার কাছে কেন রে ব্যাটারা ?

১ম শিকারী। (স্বগত) তা ঠিক। তুমিই তাদের বাঘ। চার-পেয়ে বাঘে যা না কোত্তে পারে, তুমি হেন দু-পেয়ে বাঘে কত লোকের যে কত সর্ব্বনাশ করেছো—কচ্চো, তা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। (প্রকাশ্যে) কর্ত্তা বাবু। বড় আশা ক'রে এসেছি, আপনকার যা খুসি, তাই দিন।

ধনেশ্বর। আমি কি বাঘ মারতে হুকুম দিয়েছিলেম? মারা বাঘ বেচে টাকা রোজগার কর্ গে যা। তো ব্যাটারা কি জানিসনি, জ্যান্ত রাখলে কিছু লাভ হয় না, মেরে ফেল্লেই লাভ? বাঘ মেরেছিস, লাভ করেছিস্। হাটে গিয়ে ওটার চামড়া, দাঁত, নখ বেচে টাকা তুল্ গে।

১ম শি। (স্বগত) তা সত্যি। তোমার মত মানুষ-বাঘটাকে মাত্তে পাল্লে অনেক গরীব-গুর্ব্বো লোকের লাভ আছে। তোমার হাড় গুঁড়লে অনেকের হাড় জুড়োয়।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ধনেশ্বর। দেউড়ীতে কিসের গোল রে ?

১ম শি। সত্যি মিথ্যে দেখুন্ না, মশাই।

ধনেশ্বর। সত্যি মিথ্যে কি ?

১ম শি। আপুনি ভেবেছো, হয় তো আমরা বাঘ মারিনি ; মিছিমিছি ফাঁকি দিয়ে বক্‌সিস্ চাচ্ছি ; তা নয়, বাবু মশাই, তা নয় ; ঐ দেখ, কত বড় মাদী বাঘ। ল্যাজ ত নয়, যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি।

ধনেশ্বর। দূর হ ব্যাটারা, দূর হ। যাও তো বৃন্দাবন, গোল থামিয়ে সব ব্যাটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এস।

(জনৈকা দাসীর প্রবেশ)

কি রে রাখালী ?

দাসী। মা-ঠাকুরুণ আপনকার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ধনেশ্বর। কেন রে ?

দাসী। দেউড়ীতে এক জন শিকেরী একটি কচি খুকী কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মা-ঠাকুরুণ দোতলার খড়খোড়ে দিয়ে দেখেছেন। তাই আমাকে পাঠালেন।

ধনেশ্বর। কি কোত্তে হবে ?

দাসী। আপুনি তাকে খুকী শুদ্ধ নিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলুন।

ধনেশ্বর। কে শিকারী? কে খুকী?

১ম শিকারী। ওগো বাবু মশাই! কাল সাঁজের কালে বাঘ শিকের কোত্রে গিয়ে, ঐ মেয়েটিকে বাঘের গর্ত্তে জ্যান্ত পেয়েছি। আমাদেরি নফ্‌রা তাকে কোলে কোরে দাঁড়িয়ে আছে।

ধনেশ্বর। অ্যাঁ, বাঘের গর্ত্তয় জ্যান্ত মেয়ে! (দাসীর প্রতি) চল্‌, রাখালী, দেউড়ীতে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখি।

দাসী। ও মেয়েটিকে বাড়ীর ভেতোর গিন্নী মায়ের কাছে—

ধনেশ্বর। নিয়ে যাব—নিয়ে যাব—অত ব্যস্ত কেন? (প্রস্থানোদ্যোগ)

১ম শিকারী। বাবু মশাই! বক্‌সিস্‌টে।

ধনেশ্বর। (রাগত হইয়া) আরে ব্যাটারা! বার বার ঐ কথা। হনুমান্‌ দোবে!

নেপথ্যে হনুমান দোবে। হুকুম, মহারাজ!

ধনেশ্বর। আভি স্ফূর্তি মারকে শালা লোক্‌কা বাহার কর্‌ দেও।

১ম শিকারী। (অন্যান্য শিকারীগণের প্রতি) ওরে মানে মানে পালাই চ। টাকা-কড়ি চুলোয় গেলো, শেষে জুতো বক্‌সিস্‌! রাম রাম!

[শিকারীগণের প্রস্থান।

ধনেশ্বর। চল হে বৃন্দাবন! আয় রাখালী!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কপিলপুর গ্রামের প্রান্তভাগ—
ভীমভামের কুটীর-সম্মুখ।

ভীমভাম ও দ্রবময়ী উপবিষ্ট।

দ্রবময়ী। (সরোদনে) ওগো! কি হলো! মা আমার কোথায় গেল! যতই সেই চাঁদমুখখানি ভাবি, ততই শোকে বুক ফেটে যায়! হায়, মা! কোথায় গেলি! মা গো! মা গো! ভগবান্‌! তুমি আমার মেয়েকে এনে দেও ঠাকুর! আমি যে আর চুপ ক'রে থাকতে পারিনে, হরি!

ভীম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) "যা হবার তাই হয়" এ কথা তো তুমি আমাকে কতবারই বলেছ, তবে নিজে কেন এখন সে কথা পালন কচ্ছো না? কেঁদ না, চুপ কর।

দ্রব। ওগো! মনে করি, কাঁদ্‌বো না; কিন্তু সেই মুখখানি মনে পড়্‌লে চোখের জল যে আপনি উথ্‌লে পড়ে। সবে সেইটি আশা-ভরসা ছিল, তাও পোড়া কপালে সইল না। আজ এগার দিন হ'ল, বাছা আমার কোথায় গেল! আর কি তাকে পাব? বাঘের মুখে পড়্‌লে জোয়ান মানুষই বাঁচে না, তা অমন কচি মেয়ে! মাকে আমার সর্ব্বনেশে বাঘ তখনি টিপে মেরে খেয়ে ফেলেছে। হায়! হায়! তুমিও যদি সে রাত্রে বাড়ী থাক্‌তে, তা হলেও হয় তো বাছা আমার—(অত্যন্ত রোদন)

ভীম। (অধোমুখে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)

দ্রব। (দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ পাইয়া) ওগো, তুমিও কাঁদছ, কেঁদ না।

ভীম। (সদুঃখে স্বগত) আহা! অভাগিনী নিজে কেঁদে অস্থির, আবার আমাকে সান্ত্বনা কোচ্ছে। বিধাতা, একবার শোকময়ী বিষাদময়ী দ্রবময়ীকে দেখে যাও।

পাচু। (নেপথ্যে) বড় কর্ত্তা ঘরে আছ?

ভীম। স্বগত) ও, পাচু ডাকছে যে। (প্রকাশ্যে দ্রবময়ীর প্রতি) তুমি একটু আড়াল যাও।

[দ্রবময়ীর প্রস্থান।

নেপথ্যে পাচু। বলি, ঘরে আছ কি বড় কর্ত্তা?

ভীম। আছি। এই দিকে এস হে।

(পাচুর প্রবেশ)

পাচু। (জনান্তিকে) আজ ক'দিন বাবে যাওনি কেন? অসুখ টসুখ হয়েছে কি?

ভীম। (সদুঃখে জনান্তিকে) পাচু রে! এমন অসুখ যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়।

পাচু। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) ব্যাপারটা কি?

ভীম। (জনান্তিকে) আজ এগার দিন হ'ল, আমার খুকীকে বাঘে নিয়ে গেছে।

পাচু। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) অ্যাঁ, বল কি! সে কি! এমন সর্ব্বনাশ হয়েছে! তোমাদের আর ছেলেপিলে নেই, কেবল সেই মেয়েটিই সম্বল ছিল, হায় হায়, তাও বাঘের পেটে গেল! আর ভেবে কি করবে বল, কপালের ফল অকালেও ফলে।

ভীম। আজ তুই এমন সময় হঠাৎ কেন এলি? কোন বিষয়ে দর্কার পড়েছে কি?

পাঁচু। তা নয়, তবে তোমার এত দিন বিলম্বি দেখে, মেজো কত্তা আমায় পাঠিয়ে দিলে।

ভীম। তা বটে, আজ দশ দিন উপরো উপরি যাইনি। যাই বা কেমন ক'রে? আচ্ছা, তুই গিয়ে স্বরূপকে বল্, আজ সন্ধ্যের সময় যাব।

[পাঁচুর প্রস্থান।

(দ্রবময়ীর পুনঃপ্রবেশ)

দ্রব। হ্যাঁগা! ও লোকটি কে?

ভীম। ও আমার এক জন আলাপী, দেখা কোত্তে এসেছিল। বেলা হয়ে উঠ্‌লো, আমি এখন মনসাতলার পুকুরে স্নান ক'রে আসি।

[ভীমভামের প্রস্থান।

দ্রব। (স্বগত) হা কপাল! ইনি তো নাইতে গেলেন, কিন্তু ঘরে তো এমন কিছুই নেই যে, রেঁধে দেবো। হা ভগবান্! কপালে এত কষ্টও ছিল! শোক-দরিদ্রতা সঙ্গের সঙ্গী হ'ল!

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। হ্যাঁ দেব্‌পো! তোমার সোয়ামী কোথা গেল? আমি দেখে এলেম, মনসাতলার দিক্ দিয়ে বরাবর কোথা যাচ্চে।

দ্রব। নাইতে।

মহা। (সবিস্ময়ে) নাইতে!

দ্রব। হ্যা, দিদি।

মহা। আহা, কখ্‌ই নাইতে গেল গা?

দ্রব। (সবিষাদে) আমাদের থাকৃতেও নেই, যেমন কপাল, দিদি! যদি তাও সয়ে থেকে মেয়েটিকে নিয়ে এক রকম কোরে দিন কাটাচ্ছিলেম, তাতেও বিধেতা বিমুখ হলো। (সবোদনে) আর জন্মে অনেক পাপ করেছিলেম, তাই আমার দুঃখুর ওপোর দুঃখু। কত দিনে যে দিদি আমার মরণ হবে, এখন দিন-রাত কেবল তাই ভাবছি।

মহা। (সান্ত্বনাবাক্যে) হরিকে ডাক, বোন্। তিনিই বিপন্নের একমাত্র ভরসা। দেব্‌পো, চিরদিন সমান যায় না, আজ সুখ, কাল দুখ; আজ হাসি, কাল কান্না। আবার কাল ফের সব ফিরে যায়। আমরা তো সামান্যি মানুষ বই তো নয়; অমন যে রাজা রামচন্দর, অমন যে রাজা যুধিষ্ঠির, অমন যে রাজা নল, অমন যে রামের সীতে, অমন যে যুধিষ্ঠিরের দেব্‌পদী, অমন যে নলের দয়মন্তী, তাঁদেরও এক সময় কত কষ্ট ভুগ্‌তে হয়েছিল। কিন্তু শেষে আবার কত সুখ হয়েছিল।

দ্রব। তা বটে, দিদি! কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই হতাশ হচ্ছি। আমাদের দুঃখু ঘোচ্‌বার নয়।

মহা। রেতের পর যদি দিন আর না আসে, তবে বল্‌তে পারি যে, দুঃখুর পর সুখও আর আস্‌বে না। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে সবই ঠিক্। আজ চাট্টি চিঁড়ে-মুড়কি আর গোটাকতক মোয়া এনেছি, এইগুলি রেখে দেও, বোন্। তোমার সোয়ামী নেয়ে এলে খেতে দিও, তুমিও খেও। আমার ইচ্ছে হয়, তোমাদের ভাল ক'রে খাবার-দাবার যোগাড় ক'রে দিই; কিন্তু ভগবান্ আমাকেও মেরেছে। বোন্! আমিও বড় গরীব।

দ্রব। দিদি! এই নিব্বান্ধবপুরে তুমিই বড় আপনার। এত দয়া আমি আর কারো দেখিনি। আজ এক বছর চার মাস হলো, আমরা এই গাঁয়ে এসে বাস কচ্ছি; তখন খুকী আমার পেটে। দিদি! বল্‌বো কি, কেউ এখানে আত্মীয়স্বজন নেই যে, আমাদের দুটো মুখের কথা কয়। ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাই রক্ষে।

মহা। হ্যাঁ, দেব্‌পো! কত দিন তোমায় জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তুমি একটি দিনও খুলে বোল্লে না,—তোমরা কারা? আর কেনই বা এই গাঁয়ে এসে বাস কচ্ছো?

দ্রব। দিদি! সোয়ামীর নিষেধ, আমারও বল্‌তে ইচ্ছে নেই। সময়ে সকলই জান্‌তে পার্‌বে।

মহা। আচ্ছা, এখন তবে আসি।

[মহামায়ার প্রস্থান।

(সিক্তবস্ত্রে ভীমভামের পুনঃপ্রবেশ)

ভীম। দেখ, আজ একটা বিশেষ কাজ আছে, আমি সন্ধ্যের সময় যাব, আবার শীঘ্র ফিরে আস্‌বো।

দ্রব। না, না, আজ আর কোথাও যেও না।

ভীম। খরচপত্র নেই, কিছু যোগাড় ক'রে আন্‌তে হবে।

দ্রব। মহামায়ার মায়া তো আছে। এই দেখ, তোমার আমার জন্যে চিঁড়ে-মুড়্‌কি মোয়া দিয়ে গেল।

ভীম। বাস্তবিক মহামায়া আমাদের প্রতি বড়

দয়াবতী। তার নিজের অবস্থা তত ভাল নয়, তবু আমাদের চাল, ডাল, খাবার-দাবার যখন তখনই দিচ্ছে। বল্‌তে কি, মহামায়া যেন সাক্ষাৎ মহামায়া অন্নপূর্ণা!

দ্রব। আহা, এমন দয়াময়ী মেয়ে আমি কখন দেখিনি। সে রাক্ষুসী যদি মহামায়ার গুণের তিলটুকুও পেতো, তা হ'লে তোমাকে এত অসহ্যি যাতনা—

ভীম। (বাধা দিয়া) থাক্, তাদের নাম পর্য্যন্তও করো না।

দ্রব। আচ্ছা। কিন্তু তোমাকে আজ আমি কোথাও যেতে দেবো না।

ভীম। আমারও তাই ইচ্ছে, কিন্তু মহামায়াকে বারম্বার বিরক্ত করা উচিত নয়; আমি নিজে কিছু যোগাড়যন্ত্র ক'রে আনি। যদি কখন দিন পাই, তবে মহামায়ার ঋণ সহস্রগুণে শুধবো।

দ্রব। হরি আমাদের সেই দিন শীগ্‌গির দিন।

ভীম। আমিও সেই শুভদিন দেখবার চেষ্টায় আছি

দ্রব্য। কি চেষ্টা?

ভীম। এখন বল্‌বো না, পরে জানতে পার্‌বে। এখন চল, চিঁড়ে-মুড়কি ভিজিয়ে খাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্যমধ্যে ভগ্ন মন্দির।

স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি ডাকাইতগণ উপবিষ্ট। কেহ থেলো হুঁকায় তামাকু টানিতেছে, কেহ কাহারও গা টিপিতেছে, কেহ কাহারও সহিত গল্প করিতেছে।

স্বরূপ। কৈ রে, পাঁচু! সন্ধ্যে যে উৎরে গেল, ভীমভামের দেখা কৈ?

পাঁচু। এই আসবার সময় হয়েছে।

(দীর্ঘলাঠিহস্তে ভীমভামের প্রবেশ)

ডাকাতগণ। (সকলে উঠিয়া) এই যে, এই যে, বড় কত্তা হাজির।

স্বরূপ। এই তোমার নাম কচ্ছিলুম, ভাই! অনেক দিন বাঁচবে।

ভীম। তা নইলে শোক-দুঃখ ভোগ কর্‌বে কে?

স্বরূপ। তুমিই তো বলেছ, ভাই, হরির কৃপাই শোক-দুঃখুর পরম ঔষধ।

ভীম। (উদ্দেশে হরিকে প্রণাম করিয়া) জয় ভগবান্ হরি! (কিয়ৎক্ষণ পরে) স্বরূপ! এ কদিনের মধ্যে দলে তো দলাদলি ঘটে নি?

স্বরূপ। (ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে) তোমার সুবন্দোবস্তে দলাদলি ঘটে নি, তবে কি না, টাকার বড় টানাটানি ঘটেছে। সেই জন্যে সকলে কিছু অসুখী।

ভীম। (বিমন-চিত্তে) তা তো হবারই কথা। খেতে পর্‌তে কষ্ট পেলে মানুষের অসুখ তো সঙ্গের সাথী। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) দেখ, স্বরূপ! সেই ভাঙা বাড়ীটের মাটীর নীচে যে এক কলসী আর দু ভাঁড় টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তার কি আর কিছুই নেই?

স্বরূপ। একটি টাকাও নেই। থাকবেই বা কেমন কোরে? কমবেশ পঞ্চাশ ষাট জন লোক সেই টাকাতে দিন গুজরোন্ কচ্ছে, তুমি আমি তো অতি কষ্টে আধপেটা খেয়ে কাল কাটাচ্ছি।

ভীম। তোমার আমার আধপেটা হোক আর নাই হোক, কিন্তু অপর লোকদের তো চল্‌বে না। এখন উপায় করি কি?

স্বরূপ। তুমি একবার মুখ ফুটে হুকুম দিলে, এরা দুই এক জায়গায় ডাকাতি ক'ত্তে বেরুতে পারে।

ভীম। না, স্বরূপ, পারবো না। তোমরা যখন দয়া ক'রে আমাকে তোমাদের প্রধান সর্দ্দার করেছ, তখন আমার উপরোধে তোমাদের আরও কিছুকাল কষ্ট ভোগ কত্তে হবে। আমি ডাকাত বটে, কিন্তু ধর্ম্মের ডাকাত। অধর্ম্মের ডাকাতিকে আমি নরকের চেয়েও ভয় করি। স্বরূপ! আমার প্রতিজ্ঞা,—অধর্ম্মের জগতে ধর্ম্মের ডাকাতি ক'রে স্বর্গের পথ নিষ্কণ্টক করবো। শোন সকলে! অধর্ম্মের লোভে প'ড়ে প্রাণ থাকতে ধর্ম্মের অপমান করা কারই উচিত নয়। বরং ধর্ম্মের জন্য যাবজ্জীবন কষ্ট পাই, সেও ভাল; তবু অধর্ম্মের রাজচ্ছত্র চাইনি, একমনে ধর্ম্মমূর্ত্তি ভগবান্ হরিকে ভক্তিভরে ডাকি। তিনি ক্ষুধার সময় আহার দেবেন, পিপাসার সময় জল দেবেন, দুঃখের সময় সুখ দেবেন। স্বরূপ হে! বেশী বলবো কি, আমরা সকলে শ্রীহরির হুকুমের

ডাকাত। যে ডাকাতিতে পাপের বদলে পুণ্য হবে, দুঃখের বদলে সুখ হবে, অন্ধকারের বদলে আলো হবে, যন্ত্রণার বদলে শান্তি হবে, সেই ডাকাতিই ডাকাতি। তা নৈলে যে ডাকাতি, তা পাপিষ্ঠ লোকেরাই ভালবাসে। ভগবান্ নারায়ণের কৃপায়, ভীমভাম যে সকল ডাকাতের প্রধান কর্ত্তা, তারা ধর্ম্মের ডাকাত। সুতরাং আমার পরামর্শ ভিন্ন তাদের কোন কাজই করা ভাল নয়।

স্বরূপ। (সহর্ষে) ভাই ভীম! তোমার এই সকল চমৎকার কথাতেই তো আমরা মোহিত হয়ে যাই। সত্যি বল্‌চি, ভীম! সত্যি বল্‌চি, যখন দাবানলের মত জঠরানলে জ্বলি, তখন তোমার এই সুধামাখা কথাগুলি যেন শীতল জলের মত কানের ভিতর দিয়ে গিয়ে প্রাণে পড়ে। জ্বলন্ত জঠরানল তখনই নিবে যায়।

ভীম। (সানন্দে) দেখ, স্বরূপ! সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়েছে, কিন্তু ধর্ম ফুরায় নি। সুতরাং এইবার সকলের মিলে মিশে ধর্ম্মসঙ্গত কাজ করবার সময় এয়েছে।

স্বরূপ। কি সে সব কাজ?

ভীম। ধর্ম্মের কাজ, অধর্ম্মের কাজ। যেখানে ধার্ম্মিক গৃহস্থ বা ধার্ম্মিক ধনী লোক আছে, সেখানে আমরা কখনই ডাকাতি কত্তে যাব না। ধার্ম্মিকের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন বা হরণ করা মহাপাপ, কিন্তু যে সকল অধার্ম্মিক ও পরপীড়ক লোক হরির জীবগণকে যার-পর-নাই কষ্ট দেয়, পাপরূপ সমুদ্রের ভয়ঙ্কর তরঙ্গের মত উঁচুতে উঠে দীনদুঃখী ও কষ্টভোগী লোকের ঘাড়ে চেপে পড়ে, তাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিগে চল। তাদের বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে গরীব-দুঃখীদের দান করিগে চল। তার মধ্যে কিছু অর্থ নিজেদের জীবনধারণের জন্য রাখবো। আবার শোন, যদি কোথাও তেমন পাপিষ্ঠ লোকদের দেখা না পাই, তবে সকলে মিলে ভিখারী সেজে, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে দিনযাপন করবো, তথাপি অধর্ম্মের ডাকাতি করবো না, করবো না, করবো না। শেষ কথা, হরি দিন দিলে তোমাদের দুঃখের সঙ্গে আমারও দুঃখের অবসান হবে।

স্বরূপ। (সানন্দে ভীমভামের হস্ত ধারণ করিয়া) ভীম! ভীম! তুমি কে?

ভীম। (নিরুত্তরে ঈষৎ হাস্য)

স্বরূপ। (সাগ্রহে) ভাই ভীম! আমি কতবার জিজ্ঞেসা করেছি, কিন্তু তুমি কে, তা এক দিনও বলনি। আজ আবার জিজ্ঞেসা কর্‌চি, তুমি কে?

ভীম। (বাক্‌কৌশলে) ও স্বরূপ! আহা, দেখ দেখ, ঐ আধ-ফোটা ফুলটিকে দুরন্ত কীটে কেটেকুটে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে।

স্বরূপ। তাতে তোমার কি?

ভীম। ওই ফুলের ব্যথায় আর আমার ব্যথায় কিছু তফাৎ নেই।

স্বরূপ। তুমি কি বল্‌ছো, বুঝতে পাচ্ছিনি।

ভীম। আমি কে, জান্‌তে চাচ্ছো, তাই পরিচয় দিলেম।

স্বরূপ। তুমি সকল সময়েই এই রকম জড়ানে কথা কও।

ভীম। যে নিদারুণ জ্বালা যন্ত্রণায় জড়িয়ে আছে, সে জড়ান কথাই কয়।

স্বরূপ। দোহাই তোমার, খুলে বল, তুমি কে?

ভীম। আমাকে খুলে বল্‌তে হবে না। ভগবান্ হরি যে দিন মুখ তুলে চাবেন, সে দিন আমি কে, আপনা আপনি খুলে যাবে।

স্বরূপ। এখন বল্‌তে দোষ কি?

ভীম। চল, এখন মন্দিরের ভিতর গিয়ে পরামর্শ করি।

[স্বরূপের হস্ত ধরিয়া ভীমভামের অগ্রে ও তৎপশ্চাৎ সকলের মন্দিরমধ্যে গমন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মধুসূদনপুরের নিকটবর্ত্তী অরণ্য।

(স্বরূপ, পাঁচু ও অন্যান্য ডাকাতগণের প্রবেশ)

স্বরূপ। ওরে পাঁচু! হাতিয়ারগুলো ঠিক কোরে রাখ্। মশালগুলোয় বেশ কোরে তেল ঢাল্। আমাদের দলে বামুন-শূদ্দুর অনেক লোক আছে। যাকে যা সাজে, সে তারি ভার নিক্।

পাঁচু। তা সব ঠিক হচ্ছে, কিন্তু ছিরে, নিমে

কখন্ ফিরবে ? তারা না এলে সন্ধান পাচ্ছিনি যে, সর্দ্দার !

স্বরূপ। মধুসূদনপুরের চটীতে টাকা এলেই, ছিরে, নিমে এখানে এসে খবর দেবে। বোধ হয়, এখনো ছিরে, নিমে পাছু নিয়ে আছে।

(নেপথ্যে "কু" সঙ্কেত-শব্দ হইল)

পাঁচু। ও সর্দ্দার ! ঐ যে ইসারার আওয়াজ এলো।

স্বরূপ। আমিও ইসারা করি—"কু"।

(ছিরে ও নিমের প্রবেশ)

খবর কি রে ?

ছিরে। মধুসূদনপুরের চটীতে টাকা এসেছে।

স্বরূপ। কত টাকা ?

ছিরে। চৌত্রিশ হাজার তিন শ সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই।

স্বরূপ। কত তোড়া ?

ছিরে। দু হাজার টাকার হিসেবে সতেরোটা পূরো তোড়া আর বাকি তিন শ সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পেয়ের একটা ছোট তোড়া।

স্বরূপ। লোক কত ?

ছিরে। জন দুই আমলা আর ভোজপুরী দরওয়ানে মুটেতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন।

স্বরূপ। তবে দেখছি, আমাদেরও খুব হুঁসিয়ার হয়ে যেতে হবে। ওরে পেঁচো! ঢাল, সড়্‌কি, তীর, ধনুক, তলওয়ার, কুড়ুল, কাটারী তো গুণ্‌তিতে কম-টম হয়নি ?

পাঁচু। বরং বেশী, সর্দ্দার।

স্বরূপ। মশালে তেল ঢাল্।

ছিরে। আর দেরি কেন ? মশাল জেলে চল সকলে।

স্বরূপ। ভীমভায়ের হুকুম তো সকলের মনে আছে ?

সকলে। আছে।

স্বরূপ। কি হুকুম ?

পাঁচু। টাকা লোট্‌বার সময় যেন কোন লোককে খুন করা না হয়—জখম করা না হয়। তবে যদি আত্মরক্ষের তরে কাকেও জখম কত্তে হয়, তা হ'লে এই ওষুধের লতাগুলো তাকে কাটা জায়গায় চিবিয়ে দিতে বলা হয়।

স্বরূপ। বেশ মনে আছে। লতাগুলো আঁটি বেঁধে নে। মশাল জ্বাল্ (সকলের মশাল প্রজ্বালন) বল সকলে, জয় মধুসূদন হরি !

সকলে। জয় মধুসূদন হরি !

স্বরূপ। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।

সকলে। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।

স্বরূপ। এইবার হরিগুণগান গাইতে গাইতে চল ভাই সকল।

সকলে। (গীত)

জয় হরি মধুসূদন।
শিষ্টপালন, দুষ্টশাসন, কষ্টরাশিনাশন।
জয় জয় চক্রধারী,
কূট-চক্র-ভেদকারী,
কিঙ্করদল-অস্ত্রোপরি, লহ লহ আসি আসন ॥
জয় হরি মধুসূদন।
কপটভাবি-নিকরনাশী, দৈত্যদানবত্রাসন ॥
জয় জয় হরি মূলমন্ত্র,
হরি বোলে বাজ জিহ্বাযন্ত্র,
যেখানে ধর্ম্ম, জয় সেখানে, অভয় হরির চরণ ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মধুসূদনপুরের চটী

দোকান সাজাইয়া জনার্দ্দন মোদক উপবিষ্ট।
দোদুল্যমান লণ্ঠন জ্বালিত।

জনার্দ্দন। ওরে ফোট্‌কে ! সন্ধ্যে হ'লো, দোকানে ধনো-জল দে। আজ উঠে কার মুখ দেখেছি, কিছুই বিক্কিরি-সিক্কিরি নেই।

(ধূনা-জল লইয়া ফোট্‌কের প্রবেশ)

ফোট্‌কে। (দোকানে ধূনা-জল দিতে দিতে) আমার জলপানী পয়সাটা দেবে ?

জনার্দ্দন। আ মর্ ছোঁড়া ! একটা পয়সা বিক্কিরি নেই, জলপানী পয়সা দেবে ! চুপ ক'রে ধুনুচী ঘুরো। আমি সন্ধ্যের সময় ঠাকুরদের নাম করি। রামায়ণের পুথিখানা কোথা রে ফোট্‌কে ?

ফোট্‌কে। সেখানা যে গৌর ভট্‌চায্যি নিয়ে গেছে।

জনার্দ্দন। গেছে? আপদ গেছে! বিদ্যেসুন্দর-খানা দে তবে।

ফোট্‌কে। বিদ্যেসুন্দরে কোন্ দেব্‌তার নীলে আছে?

জনার্দ্দন। (বিরক্তভাবে) তোর বাবার! এক রত্তি ছেলে, বিশ ভরি পাকামো! শীগ্‌গির নিয়ে আয়।

ফোট্‌কে। ঐ যে তোমার ধুচুনীতে বিদ্যে।

জনার্দ্দন। (ধুচুনী হইতে বিদ্যাসুন্দরের পুথি বাহির করিয়া বিদ্যার রূপবর্ণন সুর করিয়া পাঠ)

"কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে॥"

ফোট্‌কে। শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে মানে কি?

জনার্দ্দন। শিহরে কদম্বফুল অর্থাৎ শিওরে কি না মাথার কাছে কদমফুল আর দাড়িম্ব বিদরে অর্থাৎ তাই দেখে দাড়ির চুলে ব্যাঙ্ বিদুরে কোঁদল।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(শুনিয়া) এই যে অনেক লোক এসে উপস্থিত। জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ। আমার দোকানেই যেন এরা আসে, ঠাকুর।

(যাদবেন্দ্র ও অপর এক জন আমলার প্রবেশ)

আসুন আসুন, মহাশয়েরা! আমার দোকানে বেশ পরিস্কার ঘর আছে—নিকুনো চুকুনো চুলো আছে— চাল ডাল নুণ তেল ঘি লঙ্কা ঝাল মস্‌লা আছে —রসকরা আছে—সন্দেশ আছে—চিঁড়ে-মুড়্‌কী আছে— গুড়চিনি আছে—বাতাসা আছে—আখণ্ড দা-কাটা গুড়ুক তামুক আছে—নীল সায়রের ছাঁকা জল আছে—পান সুপুরি খয়ের চূণ আছে—কলার পাত আছে—হাঁড়ী সরা আছে—সব আছে—যা চাবেন, তাই পাবেন।

যাদবেন্দ্র। আচ্ছা, তোমারি দোকানে আজ আমরা রাত কাটাব। কিন্তু অনেক লোক।

জনার্দ্দন। তা ভয় কি? নেহাত না কুলোয়, আধপেটা তো কেউ ঘুচোয় নি। তেমন তেমন হয়, আবার এখনি সব এনে দেবো।

যাদবেন্দ্র। আচ্ছা। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আও সব ইধর্।

(টাকার তোড়া মস্তকে মুটিয়াগণ ও রক্ষক দ্বারবান্‌গণের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। (স্বগত) ও বাবা! কেবল টাকার তোড়া! (প্রকাশ্যে যাদবেন্দ্রের প্রতি) হ্যা গা বাবু! এ কি কোন জমীদারের পুণ্যের খাজনা আদায়ী টাকা যাচ্ছে?

যাদবেন্দ্র। হাঁ।

জনার্দ্দন। কোন্ জমীদারের টাকা?

যাদবেন্দ্র। সাম্‌টী গ্রামের বাবু ধনেশ্বর সিংহ রায়ের নাম শুনেছ?

জনার্দ্দন। আজ্ঞে হাঁ, খুব শুনেছি। তাঁর জমীদারী থেকে অনেক প্রজা জ্বালাতন হ'য়ে পালিয়ে এসে, আমাদের গাঁয়ে বাস কোচ্ছে।

যাদবেন্দ্র। (স্বগত) আমার মনিবের প্রশংসা দেশবিদেশে বিস্তৃত। তা না হবে কেন? অমন নির্দ্দয় নরপিশাচ, অমন নীচ ধনলোভী, অমন কৃতঘ্ন প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী কি আর দ্বিতীয় আছে? শুধু প্রজারা নয়, আমিও ভুক্তভোগী। ও বৎসর যখন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে গড়িয়ে প'ড়ে পুকুরের জলে ডুবে গিয়েছিল, তখন আমি তাকে, নিজের প্রাণের আশা পরিত্যাগ ক'রে ডুব দিয়ে উত্তোলন করেছিলেম। তা দেখে, ধনেশ্বর সিংহ রায় আমাকে বলেছিলেন, "বাবা যাদব! ভাগ্যে তুমি স্নান কত্তে কত্তে সরলাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলে, নৈলে জন্মের মত হারিয়েছিলেম। তুমি আজ আমার যে অপরিসীম উপকার কল্লে, তার প্রত্যুপকার কর্‌বার ক্ষমতা আমার নেই; তবে আমার ক্ষমতায় যার চেয়ে বেশী কিছু হ'তে পারে না, তাই কর্‌বো। তুমি আমার স্বজাতি, অতএব তোমার সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ দেব। দুই তিন মাসের মধ্যেই এই শুভ কার্য্য সমাধা কর্‌বো। আমি সকলের সমক্ষে তোমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা কল্লেম।" কিন্তু ধনলোভে ধনলোভী ধনেশ্বরের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'ল। সে আমাকে হতাশ ক'রে মাধবনগরের জমীদার বংশীধর রায়ের মধ্যম পুত্র নীলকান্ত রায়ের সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছে। বিবাহের আর বেশী বিলম্বও নাই। আগামী ২৮এ বৈশাখ সরলার বিবাহ হবে। আমি দরিদ্র, সুতরাং

আমার মনের আশা মনেই রয়ে গেল। ছি, ধনেশ্বর! তোমার নিকট চাকুরী কত্তে এসেছিলেম ব'লে আমার হৃদয়ে কি এইরূপ আঘাত কত্তে হয়? তা কর, তুমি ধনী, আমি দরিদ্র; তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য; কিন্তু আর না, আর এমন কৃতঘ্ন প্রভুর অন্নগ্রহণ করবো না, আর বেলপাড়ার কাছারীতেও যাব না, এখন সাম্‌টীগ্রামে গিয়ে, এই খাজনার টাকা জমা দিয়ে, জন্মের মত সরলার মুখখানি একবার দেখে, চিরকালের জন্য বিদায় নেবো।

জনার্দ্দন। মশায়! দাড়িয়ে কি ভাব্‌ছেন? বসুন, হাত-মুখ ধুন্। ওরে ফোট্‌কে! পা ধোবার জল দে। হুঁকো ফিরিয়ে বাবুকে তামুক দে।

যাদব। আমি তামাক খাইনে।

জনার্দ্দন। বেশ কোরেছেন, ও ছাই না খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! (ফোট্‌কের প্রতি) ওরে, বাবুকে তবে পা ধোবার জল দিয়ে, খপ্ কোরে আমাকে এক ছিলিম তামুক দে।

(সকলের উপবেশন)

[ফোট্‌কের প্রস্থান।

যাদব। দোকানদার, তোমার নাম কি?

জনার্দ্দন। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীজনার্দ্দন মোদক। তিন পুরুষ এই মধুসূদনপুরে বাস ক'রে আস্‌ছি। আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে খুব ভাল ছিল, বাবু! আমার ঠাকুরদাদা ৺সহস্রলোচন মোদক, পুকুর কাটাতে কাটাতে পাঁচ ঘড়া আকব্বরী টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার পিতা ৺গোবর্দ্ধন মোদক, জুয়োচোরদের চক্রান্তে পোড়ে, সব টাকা খুইয়ে ফেলেন। এখন ভাগ্যদোষে আমি অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ হয়ে আছি। যৎসামান্যি পুঁজি নিয়ে এই দোকানখানি ক'রে কাল কাটাচ্ছি।

(ফোট্‌কের জলের গাড়ু লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

ফোট্‌কে। (যাদবেন্দ্রের নিকটে গিয়া) বাবু, এই জল নেও, পা ধোও। (জনান্তিকে কাকুতি-মিনতি করিয়া) বাবু, দুটো পয়সা দেবে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

জনার্দ্দন। (ধমকাইয়া) ফোট্‌কে! হচ্ছে কি?

ফোট্‌কে। (শশব্যস্তে) বাবু! এই জল নেও, পা ধোও। (নেপথ্যে দস্যুগণের চীৎকার)

ফোট্‌কে। ও বাবা! কারা ওরা! কেন চেঁচায়? কিসের এত আলো?

জনার্দ্দন। (দেখিয়া সভয়ে) আ সর্ব্বনাশ! আ সর্ব্বনাশ! ডাকাত পড়লো! ডাকাত পড়লো! কি হবে গো, কি হবে!

যাদব। তাই তো! তাই তো! উঠ, উঠ; সব আদ্‌মি হাতিয়ার লেকে জল্‌দি খাড়া হো যাও!

(বেগে সচীৎকারে স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুগণের প্রবেশ ও কিয়ৎকাল দ্বারবানদিগের সহিত যুদ্ধ ও কোলাহল)

জনার্দ্দন ও ফোট্‌কে। (সভয়ে) বাবা রে, গেলুম রে, মলুম রে।

[উভয়ের পলায়ন।

(দ্বারবান্‌গণের পরাজয়)

স্বরূপ। সব টাকার তোড়াগুলো তুলে নে। (দ্বারবান্‌গণের প্রতি) ওরে! তোরা জখম হয়েছিস, ওষুধের লতা নে, দাঁতে চিবিয়ে রস দে, রক্ত বন্ধ হবে, ব্যথা সারবে। খবরদার, আর রুখো না, বাপু।

[সমস্ত টাকার তোড়া লইয়া দস্যুগণের প্রস্থান।

যাদব। (সদুঃখে আমলার প্রতি) ওহে, বড় বিপদে পড়লেম যে!

আমলা। তাই তো, এখন মনিবকে গিয়ে কি বলি?

যাদব। আমি আর সেখানে যাব না। যে মনিব, সত্য বল্লে বিশ্বাস করবে না, উল্‌টে আবার বিপদের উপর বিপদ ঘটাবে। তাতে আবার ডান্ পায়ের উরুতে আঘাত লেগেছে। আমি হাঁটতেও পারবো না। তুমি যাও, আমি এই দোকানেই থাকি।

আমলা। তবে আমি এদের নিয়ে যাই। চল্ রে সব চল! কপালে যা ছিল, হয়ে গেল।

[দ্বারবান্ ও মুটেদের লইয়া আমলার প্রস্থান

(দোকানদারের পুনঃপ্রবেশ)

জনার্দ্দন। হায়, হায়, কল্লে কি! দোকানখানা একেবারে চুরমার ক'রে গেল গো! চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার জিনিস, সব নষ্ট ক'রে ফেল্লে?

যাদব। ওহে জনার্দ্দন! আমার বড় পিপাসা পেয়েছে, এক ঘটি জল দিতে পার?

জনার্দ্দন। (জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে) রও, বাবু, কারো পৌষ মাস, কারো সর্ব্বনাশ। আমার সব গেল, ওঁর এই সময় পিপেসা!

(বেগে এক জন চৌকীদারের প্রবেশ)

চৌকীদার। ওহে মোদকের পো! ডাকাত শালারা কোন্ দিকে গেল? বল তো ব্যাটাদের গ্রেপ্তার করি।

জনার্দ্দন। তোমার পান্তা ভাতের হাঁড়ীর ভেতরে। যখন সব লুটে পুটে পগার পার, তখন উনি কত্তে এলেন গেরেপতার! থানার লোকের কাণ্ডই ওই! ডাকাতে ডাকাতে মাস্ততো ভাই!

চৌকীদার। (সরোষে) কি, থানার অপমান, চৌকীদারের অপমান! বুঝেছি, তুই-ই এর গোড়া! চল্ থানায়।

জনার্দ্দন। বটে, শক্ত দেখে ছিলে গত্তে, নরম দেখে এলে ম'ত্তে!

চৌকীদার। চল্ থানায় এবার মত্তে!

[জনার্দ্দনকে টানিয়া লইয়া প্রহার করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যোগ।

জনার্দ্দন। বাবু মহাশয়! দেখুন, অন্যায়টা দেখুন একবার, আপনি সাক্ষী, আমি দূষী নই।

[জনার্দ্দনকে টানিয়া লইলা চৌকীদারের প্রস্থান।

যাদবেন্দ্র। আঃ, কর কি? ওর কোন দোষ নেই, ওকে মার কেন? ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্যমধ্যে ভগ্ন মন্দির।

(টাকার তোড়া লইয়া স্বরূপ প্রভৃতি দস্যু-গণের প্রবেশ)

স্বরূপ। পাচু! শীগ্‌গির তামুক সাজতে বল। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি।

(সকলের উপবেশন)

পাঁচু। ওরে যা, এক জন তামুক সেজে আন! সদ্দার! যা হোক্, খুব টাকাটা মেরেছি।

স্বরূপ। (রাম দুই তিন ইত্যাদি করিয়া টাকার তোড়াগুলি গণিয়া) পাঁচু রে! সাড়ে সতের তোড়া। কিছু কাল চল্‌বে বেশ।

(দীর্ঘলাঠিহস্তে ভীমভামের প্রবেশ)

পাঁচু। (সানন্দে) বড় সদ্দার! প্রায় সাড়ে সতের তোড়া। এক এক তোড়ায় নগদ দু দু হাজার টাকা।

ভীম। (সহাস্যে) এইবার তোমাদের খাওয়া-পরার কষ্ট ঘুচবে তো?

সকলে। খুব, খুব।

পাঁচু। বড় সদ্দার! তুমি খুব সন্ধানী। কি বুদ্ধিকৌশল খাটিয়েই আমাদের পাঠিয়েছিলে যা হোক্।

ভীম। কি করি, পাঁচু, বল, তোমাদের কষ্ট দেখে আর তিষ্ঠুতে পারিনে, সদাই ভাবিত ছিলেম; আর তোমরা তো জানই যে, দুষ্ট লোকের ধন হরণ করাই আমার উদ্দেশ্য। আজ প্রায় আট বৎসর হয়ে গেল, সে কথা মনে আছে তো? আমি বলেছিলেম, অধার্ম্মিকের উপর কেবল আমার ডাকাতি। এই আট বৎসরের মধ্যে চার পাঁচটা বৈ সে রকম পাইনি, তোমাদেরও আশ মিটিয়ে তুষ্ট কত্তে পারিনি। অনেক দিনের পর এইবার আর একটি অধার্ম্মিকের টাকা লুঠ হলো। ভগবান্‌কে সকলে মিলে দণ্ডবৎ কর।

সকলে। জয় ভগবান্! (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া প্রণাম)

ভীম। স্বরূপ দাদা! তুমি যে চুপ ক'রে ব'সে আছ? সব মঙ্গল তো?

স্বরূপ। ভীম যাহাদের সহায়-সম্পত্তি, আশা-ভরসা, বল-বুদ্ধি, তাদের মঙ্গল অতি উঁচুদরের, ভাই।

ভীম। এখন গোটাকতক কাজ কোত্তে হবে।

স্বরূপ। কি কাজ, ভাই?

ভীম। হরিলুট্, আর কালী মায়ের জন্যে যার যেমন মানসিক, সেইমত রেখে, লুটের বাকী টাকার ঠিক অর্দ্ধেক ভাগ মাটীতে গেড়ে রাখতে হবে।

স্বরূপ। কেন?

ভীম। সময়ে দরকারে লাগবে।

স্বরূপ। বেশ কথা। আচ্ছা, তার পর?

ভীম। যে দোকানদারের দোকানে এই ব্যাপার ঘটে, তার কত টাকার জিনিস নষ্ট হয়েছে?

স্বরূপ। আন্দাজ ত্রিশ চল্লিশ টাকার।

ভীম। তাকে এক শো টাকা দিয়ে আস্‌তে হবে।

স্বরূপ। তা বেশ কথা। কিন্তু—কে যা—

ভীম। তা চিন্তা কি? আমিই যাব।

স্বরূপ। এখন এ ডাকাতির কথা চাদ্দিকে চাউরে পড়েছে। যদি ধরা-টরা পড়, তবে—

ভীম। (বাধা দিয়া সহাস্তে) কোন ভয় নেই। এখন আমার শেষ কথা এই, বাকি টাকা যোগ্যানুসারে সকলকে ভাগ ক'রে দেও। তুমিও নেও। আমাকেও কিছু দেও।

স্বরূপ। চল, তোড়াগুলো নিয়ে মন্দিরের ভেতর ভাগাভাগি করি।

[তোড়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সামটী গ্রাম, ধনেশ্বরের অন্তঃপুর

(বেগে ধনেশ্বরের প্রবেশ)

ধনেশ্বর। (নিতান্ত দুঃখে) হায়, হায়, হলো কি! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! দু দশ টাকা নয়, একবারে চৌত্রিশ হাজার তিনশো সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ডাকাতে লুটে নিলে! বেলপাড়ার জমীদারী একেবারে ভূয়ো হলো!

(বেগে ভামিনীর প্রবেশ)

ভামিনী। (শশব্যস্তে) ওগো! এ কি শুন্‌লেম! এ কি শুন্‌লেম! অ্যাঁ!

ধনেশ্বর। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! বেলপাড়া জমীদারীর সমস্ত খাজনা ডাকাতে লুটে নিয়েছে। সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার জলতৃষ্ণা পেয়েছে, শীগ্‌গির এক গেলাস জল আন। ওগো! আমার ছাতি ফেটে গেল। যাও না!

ভামিনী। হায়, হায়, হলো কি! তুমি যে বলেছিলে, বেলপাড়ার খাজনার টাকায় আমার মুক্তোর মালা কিনে দেবে?

ধনেশ্বর। এখন আমার গলায় এক ছড়া দড়ীর মালা দিয়ে তবে ওই কথা বল। আন গো এক গেলাস জল! বুক যে শুকিয়ে গেল।

ভামিনী। জহুরীর কাছে অমন বড় বড় মুক্তোর মালা ঠিক কোরে রাখ্‌লে, সে কি মনে করবে?

ধনেশ্বর। দূর কর ছাই; ও রাখালের মা! ও রাখালের মা! ছুটে এক গ্লাস জল নিয়ে আয়। (ভামিনীর প্রতি) ওগো! একটু বাতাস কর না গা।

ভামিনী। এমন পোড়া কপাল করেছিলেম! আশায় ছাই পড়্‌ল! গলায় মুক্তোর মালা দুলুতে পেলেম না গা!

ধনেশ্বর। আমার গলায় দুলোও, আশ মিট্‌বে।

(জল লইয়া রাখালের মায়ের প্রবেশ)

(শশব্যস্তে হস্ত হইতে জলের গেলাস লইয়া চোঁ চোঁ করিয়া পান করিয়া) যা শীগ্‌গির, আর এক গেলাস জল নিয়ে আয়।

[রাখালের মায়ের প্রস্থান।

কৈ, এলি; শীগ্‌গির আন্।

(পুনর্ব্বার জল লইয়া রাখালের মার প্রবেশ)

(গেলাস লইয়া পুনর্ব্বার জল পান করিয়া) আবার জল! আবার জল!

ভামিনী। ওরে রাখালের মা! তুই ঘড়া নিয়ে আয়। বুড়ো মাগী কতবার দৌড়োদৌড়ি করবি?

(বেগে সরলা ও তরলার প্রবেশ)

তরলা। বাবা! ডাকাত দেখ্‌তে কেমন? দেখা না? ডাকাত কি খাবার জিনিস? খাবো, বাবা।

ধনেশ্বর। (বিরক্ত হইয়া) আ মর, এগুলো আবার কেত্থেকে জ্বালাতে এলো, দূর হ! দূর হ!

তরলা। না, আমি ডাকাত খাবো। (চেয়ার সমেত ধনেশ্বরকে হুড়াহুড়ি করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ)

ধনেশ্বর। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ঠেলা মারিয়া) মর, মর, আঁটকুড়ীর বেটী!

[ধনেশ্বরের বেগে প্রস্থান।

ভামিনী। (সদুঃখে রাগিয়া) ও মা, কি ঘেন্না! অত বড় বুড়ো মিন্‌ষে কচি মেয়েটাকে আছ্‌ড়ে ফেলে দিয়ে গেল গা! ও রাখালের মা! সরলাকে ধর, নৈলে ওকেও আছ্‌ড়ে মারবে।

(সরলাকে রাখালের মায়ের ক্রোড়ে গ্রহণ)

তরলা। ও মা! বড় লেগেছে, হাত ভেঙে গেছে।

ভামিনী। (সবলে তরলার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে) দেখি, আজ ওরই এক দিন, কি আমারই এক দিন।

তরলা। ও মা! হাত গেল, হাত গেল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মধুসূদনপুরের চটী।

জনার্দ্দন মোদকের দোকানে সপের উপর যাদবেন্দ্র শায়িত ও পার্শ্বে ফোট্‌কে উপবিষ্ট।

যাদবেন্দ্র। ফটিক! একটু ভাল ক'রে হাওয়া কর। তোমাকে জলপান খেতে পয়সা দেবো।

ফোট্‌কে। আচ্ছা, বাবু, আচ্ছা।

(জোরে হাওয়া করণ)

যাদবেন্দ্র। (সবিষাদে স্বগত) জননীর নিকট হ'তে চিরবিদায়—জন্মভূমি কাঞ্জীর হাট থেকে চিরবিদায়—চাকুরীস্থান বেলপাড়ার কাছারী হ'তে চিরবিদায়, আর নরপিশাচ মনিব ধনেশ্বরের নিকট হ'তে চিরবিদায় নিয়েছি। যে দিকে দু-চক্ষু যাবে, সেই দিকেই যাব। (ভাবিয়া) বড় আশা ছিল, একবার সরলাকে দেখে নিরুদ্দেশ হব, কিন্তু ভাগ্যে তা ঘট্‌লো না। একে ভয়ঙ্কর ডাকাতি, তাতে ততোধিক ভয়ঙ্কর ধনেশ্বর। এমন অবস্থায় কি আর সেখানে যেতে আছে? আঘাতের উপর আঘাত পাব—ব্যথার উপর ব্যথা পাব! সরলা! তুমি ধনীর কন্যা, আমি দরিদ্রের পুত্র, সুতরাং তোমার সহিত আমার বিবাহ দুরাশার স্বপ্ন! তা হোক্, কিন্তু তোমার দর্শনলাভও আমার ভাগ্যে দুরাশার স্বপ্ন হলো। (অশ্রুমুঞ্চন)

ফোট্‌কে। বাবু, তুমি কাঁদ্‌ছো?

যাদবেন্দ্র। না, ফটিক, কাঁদ্‌বো কেন?

ফোট্‌কে। তবে চোখ মুছ্‌ছো কেন?

যাদবেন্দ্র। চোখ সড় সড় কোচ্ছে। তুমি একটা ঠাকুরদের গান গাও।

ফোট্‌কে। (গীত)

আশাময়ী ও মা তারা,
মুছে দে মা মনের আশা।
আশায় পোড়ে আর পারিনে,
কোত্তে ভবে যাওয়া আসা॥
আশার কুহক জটিল অতি,
দেখায় খালি কুটিল গতি,
হয়েছি মা আকুলমতি,
পড়্‌ছে খালি হারের পাশা॥
খানিক জ্বোলে আশার বাতি,
যায় মা নিবে আলোর ভাতি,
হয় না প্রভাত আঁধার রাতি,
যায় মা ভেঙে সাধের বাসা ;—
অবোধ সে জন, হতাশ সে জন,
আশাতে যার ভালবাসা॥

যাদবেন্দ্র। (উঠিয়া বসিয়া স্বগত) এ বালক আমার মনকে দেখতে পেয়েছে না কি? গভীর গান! (প্রকাশ্যে) ফটিক! তুমি এ গানটি কোথায় শিখেছো?

ফোট্‌কে। আর এক দিন এই দোকানে আর একটি বাবু তোমার মত চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে এই গানটি গেয়েছিল।

যাদবেন্দ্র। ফটিক রে! আমার মত চোখ মোছ্‌বার লোক কি আরও আছে?

ফোট্‌কে। ঢের, ঢের।

(জনার্দ্দন মোদকের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। ফোট্‌কে, দোকানে ধুনো-জল দিয়েছিস্।

ফোট্‌কে। হুঁ!

জনা। আর খালি দোকানে ধূনোর ধোঁয়েই বা কি হবে! জলেই বা কি হবে! ডাকাতগুলো যে ধোঁ দেখিয়ে গেছে—যে জল ঢেলে গেছে, তাতেই দফা রফা। (যাদবেন্দ্রের প্রতি) যাদব বাবু, আজ আছেন কেমন?

যাদবেন্দ্র। আজ বেশ ভাল আছি।

জনা। বেশ বেশ। কিন্তু, বাবু, আপনকার

মুখখানি অত মলিন কেন? শুক্‌নো কেন? ভিতরে এখনো ব্যথা আছে না কি?

যাদবেন্দ্র। (স্বগত) গভীর ব্যথা। সে ব্যথা মৃত্যুর দিন বিদায় নেবে। (প্রকাশ্যে) না, জনার্দন! আজ ভাল আছি। আজই আমি বাড়ী যাব।

(এক জন খদ্দেরের প্রবেশ)

খদ্দের। ওহে মোদকের পো! সর্ষে আছে?

জনা। আজ দু দিন ধোরে চোখে সর্ষে-ফুল দেখছি। ডাকাতে কি সর্ষে রেখেছে, ঘোষের পো, ফুল ফুটিয়ে গেছে। দোকান লুঠ! মাল-পত্তর ভুট! খালি ধামা, খালি ঝোড়া—খালি গামলা—টাকার মাল পয়মাল।

খদ্দের। তবে অন্য ঠাই দেখি।

[প্রস্থান।

(এক জন ভস্মলিপ্ত ও জটাজূটশ্মশ্রুত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। বোম্ ভোলানাথ! (জনার্দ্দনের প্রতি) বাবা, তেরা মঙ্গল হোয়গা। সাধু-সন্ন্যাসীকো কুছ ভিচ্ছা দে, বাবা।

জনার্দ্দন। ঠাকুরজী! সে দিন ডাকাত পোড়ে আমার সব জিনিস লুঠপাট করা হ্যায়! আমি ভাবি দুঃখিত হুয়া হ্যায়। আপকো কিছু দিতে পার্‌তা নেহি হ্যায়।

সন্ন্যাসী। (সদুঃখে) বাবা! ভগবান্‌কি খেল্ হ্যায়। হাম্ তুম্ আপসোস্ কর্‌কে ক্যা করেঙ্গে?

জনা। ঠাকুরজী! ও কথা ঠিক হ্যায়, কিন্তু আমি গরীব মানুষ হ্যায়, দোকানপাট বা বন্ধ কোত্তে হোগা হ্যায়।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা বাবা! কুছ ভাওনা চিন্তা মৎ কর্। নারায়ণজীকে একমন্‌মে ধ্যান কর, তেরা ভালা হোয়গা। (কিয়ৎক্ষণ জনার্দ্দনের ললাটপট্ট নিরীক্ষণ করিয়া) বাবা দোকানদার! তেরা ললাটপট বড়া ভালা হ্যায়। ধনলাভকা রেখা দেখা যাতি হ্যায়।

জনা। (সাগ্রহে) অ্যাঁ! অ্যাঁ! ঠাকুরজী! আপনি গুণতে জান্তা হ্যায়?

সন্ন্যাসী। হাঁ, বাবা, জান্তা হুঁ।

জনার্দ্দন। তবে দয়া কোরে গুণে বলুন, কবে ধনলাভ হবে?

সন্ন্যাসী। নীচে উতর আও।

জনা। (শশব্যস্তে দোকান-মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)

সন্ন্যাসী। (সহাস্যে) বাবা! মেরে পর তেরা বিশ্বোয়াস্ হ্যায়?

জনা। সন্ন্যাসী ঠাকুর! খুব হ্যায়।

সন্ন্যাসী। ঠিক বোল্‌তা?

জনা। ঠিক বোলতা।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা। তুম অভি যায়কে, তুমারা এহি গাঁওকা কিনারামে যো শিউ মন্দিল হ্যায়, উস্‌কা পিছে যো বড়া পিপ্পলকা পেড় হ্যায়, উসকা দচ্ছিন তরফ, মূলকে তিন হাত তফাৎমে মট্টি উখারকে দেখো।

জনা। (সানন্দে) অ্যাঁ অ্যাঁ, বল কি, ঠাকুর! পাব, পাব?

সন্ন্যাসী। মেরা বাত ঝুঠা নেহি।

জনা। আপনিও দয়া কোরে সঙ্গে আসুন। জায়গাটা যদি ঠিক কোত্তে না পারি, গুণে দেখিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা, চলো।

জনা। ফোটকে! দোকান আগুলে থাক।

[সন্ন্যাসী ও জনার্দ্দনের প্রস্থান।

যাদবেন্দ্র। (স্বগত) আশ্চর্য্য কথা শুনলেম। বড় কৌতূহলবৃদ্ধি হচ্ছে। আমিও গিয়ে ব্যাপারটা দেখি।

[যাদবেন্দ্রের প্রস্থান।

ফোটকে। সেই বাউলের গানটি গাবার ঠিক সময় পেয়েছি। নেচে নেচে গাই;—

(গীত)

বিষম ল্যাঠা ট্যাকার ছ্যাঁকা।
এ ছ্যাঁকা লাগলে পরে, জ্ব'লে মরে,
বাইরে ঘরে সব বোকা॥
লোভটা এসে টোপটা ফেলে,
মানুষ-মাছ বঁড়শী গেলে,
ভাসে শেষ চোখের জলে,
ট্যাকার থোলে হয় রে ফাঁকা॥
ফটিকচাঁদ বাউল বলে,
ট্যাকার লোভ যাও রে ভুলে,
শ্রীহরির চরণতলে
ভক্তিরস মাখা মাখা॥ [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মধুসূদনপুরের প্রান্তভাগ—বৃক্ষতলে শিবমন্দির।

(সন্ন্যাসী ও জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। কোন্‌খানে টাকা আছে প্রভু ?

সন্ন্যাসী। এহি জগা খুদো।

জনার্দ্দন। (তদ্রূপ করিয়া, খুরী ঢাকা টাকার একটি ভাঁড় পাইয়া খুলিয়া দেখিয়া সানন্দে (অ্যাঁ অ্যাঁ, কম না, এক ভাঁড় টাকা যে—বাহবা, ভাঁড়ভরা ! (প্রণাম করিয়া) সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনি দেবতা হ্যায়, সাক্ষাৎ এই বুড়ো শিব ঠাকুর হ্যায়।

সন্ন্যাসী। নেহি, বাবা ! হাম্ শিউ ঠাকুর নেহি হ্যায়। হাম্ ভগবান্ শিউকো কিঙ্কর হ্যায়। আব্ যাও, বাবা।

জনা। (সাগ্রহে) ঠাকুরজী ! আর একটি নিবেদন আছে।

সন্ন্যাসী। ক্যা ?

জনা। আর একবার যদি আমার কপালটা গুণে দেখেন।

সন্ন্যাসী। আর তেরা কপালমে ধনরেখা নেহি মিল্‌তি হ্যায়।

জনা। তবু একবার।

সন্ন্যাসী। (বিরক্তভাবে) আরে লোভী ! এসা লালচ কেঁও কর্‌তে হো ? তেরা ভাগমে যো থা, ওহি মিলা হুআ হ্যায়। লোভ কর্‌নেসে এক মুঠ্‌ঠি ধূলি ভি নেহি মিল্‌তি হ্যায়। যাও, ঘর যাও।

জনা। (স্বগত) তা বটে, লোভের বাড়াবাড়ি পায়ের বেড়ী। (প্রকাশ্যে) দণ্ডবৎ সন্ন্যাসী ঠাকুর ! এইবার আপনকার আশীর্ব্বাদে জাঁকিয়ে দোকান ফাঁদি গে। আবার দণ্ডবৎ করি। আবার যেন গরীবের দোকানে পার ধুলো পড়ে।

[জনার্দ্দনের প্রস্থান।

(যাদবেন্দ্রের প্রবেশ)

যাদবেন্দ্র। (সাশ্চর্য্যে) তাই তো, সন্ন্যাসী তো সামান্য ব্যক্তি নন। অদ্ভুত ক্ষমতা—অপূর্ব্ব গণনা। যেন কোন দেবতা ছদ্মবেশে সন্ন্যাসী হয়েছেন। আমি ঐ সন্ন্যাসীর শিষ্য হব। অন্তরাল থেকে যা দেখ্‌লেম, তাতে ওঁর শিষ্য না হ'তে পাল্লে, আমার দগ্ধ চিত্ত শীতল হবে না। এখন আমার সন্ন্যাসীর শিষ্য হওয়াই উচিত।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মধুসূদনপুরের পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ ও কিয়দ্দূর গমন। যাদবেন্দ্রের প্রবেশ ও সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

সন্ন্যাসী। (পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিয়া) বেটা ! তোম্ কোন্ হ্যায় ?

যাদবেন্দ্র। শ্রীযাদবেন্দ্র রায়।

সন্ন্যাসী। তুম্ অভি ওহি দুকানমে থা নেহি ?

যাদ। হাঁ, প্রভুজী !

সন্ন্যাসী। বাচ্চা ! কেঁও তুম্ মেরা পিছে পিছে চলে আতে হো ?

যাদ। আপনার নিকট আমার একটি বিশেষ নিবেদন আছে।

সন্ন্যাসী। বোলো।

যাদ। আমি আপনার শিষ্য হ'তে বাসনা করি।

সন্ন্যাসী। (সহাস্যে) কেঁও, বাবা ! এয়সা ইচ্ছা কর্‌তে হো ? সংসারীকো সন্ন্যাসীকা চেলা হোনা আচ্ছা নেহি। পুত্র-পরিবার ধন-জন ছোড়্‌কে কেঁও কষ্টসাগরমে ডুবো গে ?

যাদ। (সদুঃখে) প্রভু ! আমার স্ত্রী-পুত্র নাই।

সন্ন্যাসী। তুমারা স্ত্রী-পুত্র ক্যা মর্ গেয়া ?

যাদ। (অধোমুখে রোদন)

সন্ন্যাসী। (দেখিয়া) বাচ্চা ! রোতা হ্যায় ? রোয়কে ক্যা করো গে ? সভি নারায়ণকি ইচ্ছা। মেরা বচন শুনো, রোও মৎ।

যাদ। (সাশ্রুনয়নে) প্রভু ! আমার স্ত্রীপুত্র মরেনি।

সন্ন্যাসী। তব্ কেঁও রোতা ?

যাদ। আমার বিবাহই হয়নি।

সন্ন্যাসী। তব্ তো আউর ভালা। কেঁও খালি খালি রোয়কে কষ্ট ভোগ কর্‌তে হো ?

যাদ। ঠাকুর ! সাধ ক'রে কি আজ চোখের জল ফেল্‌ছি ? আমার মত হতভাগ্য পুরুষ আর কেউই নেই।

সন্ন্যাসী। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) বাবা! তুমারা ক্যা হুআ হ্যায়, মুঝ্‌কো সব জল্‌দি খোল্‌খাল্‌ বোলো তো?

যাদব। প্রভু! আমি সাম্‌টীগ্রামের জমীদার বাবু ধনেশ্বর সিংহ রায়ের বেলপাড়ার কাছারীতে নকলনবিশীর কর্ম্ম কত্তেম। প্রথমে যখন তাঁর খাসবাড়ীর কাছারীতে ছিলেম, তখন এক দিন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা পুষ্করিণীর জলে ডুবে যায়। আমি অন্য ঘাটে স্নান কচ্ছিলেম। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখে, তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে, সরলাকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করি। ধনেশ্বর বাবু সন্তুষ্ট হয়ে আমার সহিত সরলার বিবাহ দেবার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে মাধবনগরের জমীদার বাবু বংশীধর রায়ের মধ্যম পুত্র নীলকান্ত রায়ের সঙ্গে সরলার বিবাহ দেবার সম্বন্ধ ঠিক্ করেন। আগামী ২৮এ বৈশাখ সরলার বিবাহ হবে। অনেক নগদ টাকা ও অলঙ্কারের লোভে ধনেশ্বর বাবু পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন—আমি দরিদ্র, আমাকে আশা দিয়ে নিরাশ করেছেন। আমি তাঁর চাক্‌রী ত্যাগ করেছি। এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। কেবল আপনার শিষ্য হ'তে নিতান্ত বাসনা।

সন্ন্যাসী। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) লড়্‌কা! মেরে'পর তেরা বিশ্বোয়াস্‌ হ্যায়?

যাদ। (সন্ন্যাসীর পদযুগল স্পর্শ করিয়া) হাঁ, প্রভু! আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার অচল বিশ্বাস আছে। আমি স্বচক্ষে এই কতক্ষণ আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করেছি। আপনি সামান্য মানুষ নন্, দেবতা।

সন্ন্যাসী। অব্‌ এক কাম করো।

যাদব। আজ্ঞা করুন্। (দণ্ডায়মান)

সন্ন্যাসী। তুম্‌ যো মেরা চেলা হোনেকা ইচ্ছা পরকাশ কর্‌তে হো, উহ ইচ্ছা কাম্‌মে ঠিক্ কর্‌নেকো শকোগে?

যাদ। হাঁ, প্রভু, আমি আপনার শিষ্য হব।

সন্ন্যাসী। বিবাহকা ইচ্ছা একদম্‌ ছোড়্‌নেকো শকোগে?

যাদ। বিবাহের ইচ্ছা পূর্ব্বেই ছেড়েছি। চিরজীবন আমি কুমারাবস্থায় অবস্থান কোরে, আপনার শিষ্য হয়ে আপনার চরণসেবা কর্‌বো।

সন্ন্যাসী। তব মেরা সাথ্‌ চলো। ইহাঁ সে চার কোশ তফাৎমে চণ্ডীবাটী গাঁওকা বগল নদ্দীকিনারেমে শিউমন্দিল হ্যায়। উহাঁ তুম্‌কো অভি কুছ্‌ দিন রহনে হোয়গা। বাদ তুম্‌কো সাথ লেয়কে হাম তীরথ তীরথ মে ঘুমেঙ্গে। (ক্ষণকাল পরে) বেটা, অব তুম্‌ এক কাম করো। হাম্‌ ভিচ্ছা করকে দো তিনঠো রূপেয়া জমা কিয়া হ্যায়। তোম্‌ লেও। ইস্‌মেসে খরচ উরচ কর্‌কে ভোজন উজন কিও। আজ হাম্‌ তুমকো ওহি মন্দিলমে রখ্‌কে দুসরা জাগামে যাইঙ্গা।

(ঝুলীর ভিৎর হইতে টাকা বাহির করিয়া প্রদান)

যাদ। (টাকা লইয়া) আপনি কোথা যাবেন?

সন্ন্যাসী। তপস্যা কর্‌নেকো। কল্‌ ফের দু পহরকো উহ মন্দিলমে তুমারা পাশ আউঙ্গা। তুম্‌ আজ্‌ রাৎমে উহ মন্দিলমে শো রহোগে।

যাদ। যে আজ্ঞা।

সন্ন্যাসী। ভগবান্ পরমেশ্বর হরি কো পরণাম কর্‌কে হাতযোড় বন্‌কে বয়ঠো। হাম্‌ তুম্‌কো গুরু-মন্তর দেউঙ্গা।

যাদ। (তথাকরণ)

সন্ন্যাসী। (যাদবেন্দ্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া) সূরয সাক্ষী, আজ হম্‌ শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায়কো শিষ্যত্বমে বরণ কর্‌তা হুঁ। (কর্ণে মন্ত্রপ্রদান)

যাদ। গুরুদেব, প্রণাম করি।

সন্ন্যাসী। জয় রহে। অব্‌ মন্দিল মে চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্যমধ্যে ভগ্ন-মন্দির।

ছিরে ও নিমে মন্দিরের পাহারা-কার্য্যে নিযুক্ত।

ছিরে। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) নিমে! ওরে নিমে! কে একটা লোক এ দিকে আস্‌ছে না?

নিমে। হ্যাঁ তো! লোকটা অচেনা দেখ্‌ছি।

ছিরে। গুপ্ত জঙ্গলে অচেনা লোক, কথা তো ভাল নয়।

নিমে। তা তো নয়ই। ওরে, এই দিকেই আস্‌ছে। একে এখনি ধর্‌ছি, দাঁড়া।

(কিয়ৎকাল পরে সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

ছিরে ও নিমে। (সন্ন্যাসীর গতি রোধ করিয়া) কে তুমি?

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম স্বরে) হাম সন্ন্যাসী।

ছিরে। এখানে কি দরকার?

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম স্বরে) কুছ্‌ নেহি।

ছিরে। তবে কেন এ জঙ্গলে ঢুকেছো?

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম স্বরে) তপ করনেকো ওয়াস্তে একঠো নির্জ্জন স্থান ঢুঁড়্‌তা হুঁ।

ছিরে। (নিমের প্রতি) নিমে! লোকটা এক-মুখে দু কথা কয়।—একবার বললে, এখানে কিছুই দরকার নেই; আবার বললে, তপ্‌ করবার জন্য একটা নির্জ্জন জায়গা খুঁজ্‌ছে। সন্দেহের আর বাকি কি? এখনি একে গ্রেপ্তার করি। তুই দৌড়ে গিয়ে সকলকে খবর দে।

নিমে। তবে তুই একে ধ'রে রাখ্‌। আমি দৌড়ে সকলকে ডেকে আনি।

[বেগে প্রস্থান।

ছিরে। (সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া) এইবার টেরটা পাবে।

(নেপথ্যে "কৈ রে, কে রে, কোথা রে" ইত্যাদি কোলাহল)

(স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি ডাকাতগণকে লইয়া বেগে নিমের পুনঃ প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। (সকলকে দেখিয়া বিরক্তভাবে কৃত্রিম স্বরে) ম্যায় ক্যা ডাকু হ্যাঁয়?

স্বরূপ। (সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক পরীক্ষা করিয়া সহাস্যে) আপ্‌ ক্যা বোল্‌তা, ঠাকুরজী?

সন্ন্যাসী। ম্যায় ক্যা ডাকু হ্যায়?

স্বরূপ। (উচ্চ হাস্য করিতে করিতে) আপ্‌ ডাকুকা সর্দ্দার হ্যায়। এত ঢংও জান তুমি! (বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া দেওন)

ডাকাতগণ। (উচ্চ হাস্য)

পাঁচু। ঢং ব'লে ঢং হে! ইনি যে আমাদের বড় সর্দ্দার! ভ্যালা সন্ন্যিসী! গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত বদল! (হাস্য)

স্বরূপ। বলি হ্যাঁ হে! সন্ন্যিসী সাজবার মৎলবখানা কি?

ভীম। দোকানদারকে টাকা দেওয়া।

স্বরূপ। (সহর্ষে) ভ্যালা ফিকির! তার পর আর কিছু?

ভীম। আছে বৈ কি? যাদবেন্দ্র রায় নামে একটি যুবাকে শিষ্য ক'রে চণ্ডীবাটী গ্রামের শিব-মন্দিরে রেখে এসেছি।

স্বরূপ। (সহাস্যে) বাহবা আমার নবীন সন্ন্যেসী! ভীম! সন্ন্যেসী সেজে এক দিনেই এক চেলা ক'রে এলে! মাসখানেক সন্ন্যেসীর বেশে থাক্‌লে, না জানি, কত শত চেলা জুটবে। তা তোমার পক্ষে বড় আশ্চর্য্যের কথা নয়। তুমি বিনি সন্ন্যেসীর সাজেই যখন আড়াই শ, তিন শ চেলা জুটিয়ে মন্দিরের জঙ্গল গুল্‌জার করেছ, তখন মনে কল্লে, এক এক সাজে কত লোককে যে নিজের অধীন কত্তে পার, তা বলাই বাহুল্যি। ভাই ভীম! তুমি কি কিছু মন্তর্‌-তন্তর্‌ জান? ভোজ ভেল্কী জান?

ভীম। স্বরূপ দাদা, আমার মন্তর্‌-তন্তর্‌, ভোজ ভেল্কী তোমরাই।

স্বরূপ। (সানন্দে) এই গুণেই আমরা তোমার বশ হয়েছি।

ভীম। স্বরূপ দাদা! আমি মনে মনে একটা গুরুতর প্রতিজ্ঞা করেছি। সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে হবে। কিন্তু তোমরা সকলে আমায় সে বিষয়ে সাহায্য না করলে, আমার প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন হবে। তোমাদের সাহায্য চাই।

স্বরূপ। (সাগ্রহে) কি পিতিজ্ঞে ভাই?

ভীম। যে যুবা যাদবেন্দ্রকে আমি শিষ্য করেছি, তার মনের কষ্ট দূর করা, এই প্রতিজ্ঞা।

স্বরূপ। তার মনে কি কষ্ট হয়েছে?

ভীম। তাকে এক জন দুরন্ত লোক এক প্রকার পাগল করেছে।

স্বরূপ। কে সে দুরন্ত লোক?

ভীম। ধনেশ্বর সিংহ রায়।

স্বরূপ। (সবিস্ময়ে) কে? ধনেশ্বর সিংহ রায়? যে রাক্ষসের টাকা লুঠ করেছি, সেই ধনেশ্বর?

ভীম। হ্যাঁ, স্বরূপ দাদা।

স্বরূপ। সে তোমার চেলাকে কি এমন কষ্ট দিয়েছে? শীগ্‌গির বল, এখুনি তার দাদ্ তুল্‌বো। তোমার চেলাকে কষ্ট দেয়, কার এমন মাথার উপর মাথা? ঢোঁড়া হয়ে কেউটের সঙ্গে বাদ!

ভীম। (সরোষে) ধনেশ্বর সিংহ রায় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করেছে—সামান্য ধনের লোভে ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে—প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার প্রাণদাতা যাদবেন্দ্রের হৃদয় ভঙ্গ করেছে। স্বরূপ! বেশী বল্‌বো কি, ধনেশ্বরের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে আজ ভীমভামের প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি।

স্বরূপ। (ভীমভামের উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্বগত) নিতান্ত অত্যেচার না হোলে, ভীম কখন এমন মূর্ত্তি ধরে না! (প্রকাশ্যে) ভীম! ধনেশ্বর কি পিতিজ্ঞে ভঙ্গ কোরে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে?

ভীম। আমার শিষ্য যাদবেন্দ্রকে তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা সম্প্রদান না ক'রে। শোন স্বরূপ আমার প্রতিজ্ঞা;—ধনেশ্বর যেমন দীনহীন যাদবেন্দ্রকে আশায় বঞ্চিত করেছে, তাকে তেমনি উপযুক্ত প্রতিফল দিয়ে, আশায় বঞ্চিত কোর্‌বো।

স্বরূপ। কিরূপ পিতিফল?

ভীম। জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে সরল যাদবেন্দ্রের হস্তে অর্পণ কর্‌বো।

ডাকাতগণ। ঠিক পিতিফল! ঠিক পিতিফল!

স্বরূপ। কবে তুমি এ শুভ কম্মটা কোত্তে মৎ-লব কোরেছ?

ভীম। এই বৈশাখ মাসের আটাশে তারিখে ধনেশ্বর অপর এক জন ধনীর পুত্রের সহিত সরলার বিবাহ দেবে, অনেক ধন পাবে। সেই দিনই আমি ধনেশ্বরের ধনলোভ নষ্ট ক'রে, আর তাকে জব্দ ক'রে, যাদবেন্দ্রকেই তার জামাতা কর্‌বো। আজ থেকেই তার বিশেষরূপে আয়োজন কর। আমাদের দলে আড়াই শ তিন শ লোক আছে, কিন্তু অন্ততঃ হাজার লোকের প্রয়োজন। অতএব যে টাকা মাটীতে গেড়ে রেখেছি, সেই টাকার সাহায্যে আরও সাত আট শ বলিষ্ঠ ও চতুর ডাকাত সংগ্রহ কর, আরও অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় কর।

স্বরূপ। আচ্ছা। তার পর?

ভীম। তার পর যা কত্তে হবে, এর পর বল্‌বো। এখন আর একটা কথা বলি। তোমরা কেউই যাদবেন্দ্রের কাছে যেও না বা তাকেও এখানে এনো না। খুব সাবধান, যেন কোন রকমে জানতে না পারে যে, আমরা ডাকাত। আমি যে তার গুরু, সন্ন্যাসী, এ ভাব যেন তার মন থেকে না নড়ে। কেবল আমিই তার সঙ্গে সন্ন্যাসিবেশে সাক্ষাৎ করবো।

স্বরূপ। তোমার কথা কি আমরা কখন লঙ্ঘন করি? তুমি আমাদের যা বলবে, আমরা তাই করবো।

পাচু। আচ্ছা, বড় সদ্দার! তুমি তোমার নতুন চেলার সঙ্গে ধনেশ্বরের বড় মেয়ের যে বে দেবে, সে কথা তাকে বোলেছ?

ভীম। না, বলিনি। বল্‌বোও না। আমার মৎলবমত কাজ কর্‌বো। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো, আমি এখন বাড়ী চল্লেম। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চণ্ডীবাটীগ্রামপার্শ্বস্থ নদীতটে শিবমন্দির।

আতপতণ্ডুল, ফুল, বাতাসা লইয়া যাদবেন্দ্র শিবপূজায় নিযুক্ত।

যাদব। (মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে স্তব)—

ভোলানাথ নাম হে তোমার,
পর ভুলিয়ে নিজেও ভোলো।
এ দাসে আজ ভোলাও, প্রভু,
নৈলে আমার প্রাণ যে গেলো॥
সব ভুলেছি আমি, ভোলা,
একটি যে আর যায় না ভোলা,
তাই ভুলিয়ে, নিবাও জ্বালা,
প্রাণের জ্বালাহারী;—
ভক্তজনে সদয় হয়ে
তোমার দয়ার দুয়ার খোলো॥

(যাদবেন্দ্রের স্তবকালে সন্ন্যাসীর প্রবেশ ও মন্দির-বহির্ভাগে অবস্থান)

সন্ন্যাসী। (মন্দির-বহির্ভাগ হইতে স্বগত) বৎস, আর দুঃখ করো না। ভগবান্ মহাদেবই তোমার

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। যাদব, ভোলানাথ তোমাকে ভোলাবেন, কিন্তু তুমি যে ভাবে ভুলতে চাও, সে ভাবে নয়, অন্য ভাবে। সে ভাব তুমি জান না, আমি জানি। তুমি ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে না দেখে ভুলতে চাও, কিন্তু দেখে ভুলবে। বৎস! তুমি কি জান না, যে ভোলার কাছে ভোলবার প্রার্থনা কর্‌ছো, সে ভোলা নিজেই প্রেমের যোগী? (মন্দিরের দ্বারভাগে অগ্রসর হওন ও মন্দিরমধ্যে ছায়াপাত)

যাদব। (আচম্বিতে মন্দিরমধ্যে ছায়াপাত দেখিয়া দ্বার-বহির্ভাগে দর্শন ও সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বাহিরে আগমন করিয়া) গুরুদেব, প্রণাম করি। (প্রণাম)

সন্ন্যাসী। (হস্তোত্তোলন করিয়া সাশীর্ব্বাদে) মনোবাঞ্ছা পূরণ হোয়। বেটা! কাল ক্যায়সা থা?

যাদব। প্রভু! আপনার আশীর্ব্বাদে ভাল ছিলেম।

সন্ন্যাসী। ভোজন কিয়া থা?

যাদব। করেছি, গুরুদেব।

সন্ন্যাসী। তুমারা পাশ আউর খরচ উরচ কুছ হ্যায়?

যাদব। এই সকল তৈজসপত্র, আর আহার-সামগ্রী কিনতে প্রায় তিন টাকার সমস্ত খরচ হয়েছে; সাড়ে তিন আনা আছে।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা। আজ প্াঁচ রূপেয়া লেও। হাম্‌ তুমারা লিয়ে ভিচ্ছা কর্‌কে লায়া হুঁ।

যাদব। (টাকা গ্রহণ করিয়া) প্রভু, আপনি প্রত্যহ ভিক্ষা ক'রে এত টাকা কোথায় পান?

সন্ন্যাসী। মেরা এক জমীদার শিষ্য হ্যায়, ওহি মুঝকো রূপেয়া দেতা হ্যায়। রূপেয়ামে মেরা কুছ দরকার নেহি হোতা। ম্যায়নে এহি সব রূপেয়া দীন-দলিদ্দর লোগোঁকো দে দেতাহুঁ। তুম্‌ মেরা চেলা হুয়া হ্যায়, এহি লিয়ে, তুমারা ওয়াস্তে লা চুকা হুঁ।

যাদব। হা! আমি নিতান্ত অধম। কোথায় গুরুকে প্রদান করবো, না গুরুর নিকট অর্থ গ্রহণ কর্‌ছি।

সন্ন্যাসী। শোচ মৎ করো, বেটা! যব তেরা হোগা, তব দেগা। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) আচ্ছা বেটা! তুমারা পিতা মাতা হ্যায়?

যাদব। প্রভু! পিতার পরলোক হয়েছে, মাতা আছেন।

সন্ন্যাসী। পিতাকা নাম?

যাদব। ৺মাধবেন্দ্র রায়।

সন্ন্যাসী। মাতাকি নাম?

যাদব। শ্রীমত্যা মহামায়া দেব্যা।

সন্ন্যাসী। তুমারা নিবাস কাঁহা?

যাদব। কাজীর হাট গ্রামে।

সন্ন্যাসী। (চমকিয়া উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া) আউর্‌ তুমারা কোন্‌ হ্যায়?

যাদব। আমার এক ভগিনী, নাম স্নেহময়ী। শ্বশুরালয় কপিলপুর গ্রামে।

সন্ন্যাসী। (বিস্ময়ানন্দে স্বগত) কি আশ্চর্য্য! পরিচয়ে বুঝ্‌তে পার্‌লেম, যাদবেন্দ্র আমার ও আমার পত্নীর মহোপকারিণী মহামায়ার পুত্র। কি অদ্ভুত দৈব ঘটনা! হরিলীলা বোঝা মানুষের সাধ্য নয়। আজ তাঁর অদ্ভুত লীলা-নাটকের একটি অঙ্ক অভিনীত হল, এই অঙ্কের অভিনেতা—গুরু ও শিষ্য,—ভীমভাম ও যাদবেন্দ্র। ধন্য হরিলীলা! ধন্য অপূর্ব্ব ঘটনা! ধন্য বিচিত্র অভিনয়! আমার পরম মাননীয়া মহামায়ার পুত্র আজ আমারই শিষ্য। ভগবান্‌ মহাদেব! আজ তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করৃছি,—এই শিষ্যের প্রাণ, আমার প্রাণের অপেক্ষাও মূল্যবান্‌। আমার তুচ্ছ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে সেই উচ্চপ্রাণা মহামায়ার এই স্নেহের নিধি যাদবেন্দ্রের উপকার কর্‌বো। (প্রকাশ্যে) বাচ্চা! তুম্‌ হিন্দী ভাখামে বাৎ চিৎ কর্‌নে শক্‌তে হো?

যাদব। পারি, প্রভু।

সন্ন্যাসী। (সানন্দে) ভালা, ভালা, জিতা রহো। আজ হাম্‌ ঘোর নিরজন্‌ জঙ্গলমে তপস্যা কর্‌নেকো যাতা হুঁ। তুম্‌ ইহাঁ সে কহিঁ মৎ যাও। থোড়া রোজমে মেরা তপস্যা হো যায়গি। তব্‌ তোম্‌কো সাথ্‌ লেয়্‌কে বৃন্দাবন যাউঙ্গা। তুম্‌ আব্‌ বাজার্‌সে খানা-পিনা লায়কে খাও, পিও। হাম্‌ যাতা হুঁ।

যাদব। যে আজ্ঞে, গুরুদেব, প্রণাম।

সন্ন্যাসী। জয়োঽস্তু।

[সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সাম্‌টীগ্রাম—ধনেশ্বরের গৃহ।

(ধনেশ্বর ও নায়েবের প্রবেশ)

ধনেশ্বর। না না, অত খরচ কর্‌বার সময় আমার নয়। গত ২রা বৈশাখ মধুসূদনপুরের চটীতে রাশীকৃত টাকা ডাকাতে লুটে নিলে। ক্ষতির উপর আবার ক্ষতি করাতে চাও না কি?

নায়েব। বাড়ীর সকলের ইচ্ছে যে, আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভবিবাহ বিশেষ সমারোহে হয়।

ধনেশ্বর। টাকা দেবার কারো ইচ্ছে আছে বল্‌তে পার? ম্যাও ধর্‌বার বেলায় আমি, আর ভাও যাচ বার বেলায় মামী। বৃন্দাবন! তুমি কারো কথা শুন না। শোন তো আমাকে শুনিও না।

নায়েব। যে আজ্ঞে।

ধনেশ্বর। আমার সমস্ত জমীদারীর প্রজাদের কাছে আমার বড় মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে টাকায় টাকা মাথট আদায় হয়েছে তো?

নায়েব। আজ্ঞে হয়েছে, কিন্তু সমস্ত প্রজা এত চড়া মাথট দিয়ে অত্যন্ত কষ্টে পড়েছে।

ধনেশ্বর। প্রজাকে কষ্ট না দিলে টাকা আদায় হয় না। প্রজা কষ্ট না পেলে জমীদার তুষ্ট হয় না। (স্বগত) যখন প্রজাদের কাছে টাকায় টাকা চাঁদা লাভ হয়েছে, তখন ফাঁকের ঘরে এক বৎসরের খাজনাটা হস্তগত হল। এ টাকাটা সমস্তই মজুত রৈলো। ছোট মেয়েটার বিবাহের সময়ও আবার এক দফা এর চেয়ে বেশী দাঁও মার্‌বো। আমার যদি দশ পনরটা ছেলে হতো, তা হ'লে প্রজাদের কাছে প্রতি বৎসর মাথটে ও খাজনায় দ্বিগুণ টাকাটা আদায় কোত্তেম। কিন্তু সকলের কপালে সকল সুখ ঘটে না। (প্রকাশ্যে) তা আর ভেবে কি হবে? কি বল, বৃন্দাবন?

নায়েব। (বুঝিতে না পারিয়া) আজ্ঞে, কি ভেবে কি হবে?

ধনেশ্বর। (প্রকৃতিস্থ হইয়া মনোভাব গোপন করিয়া) না না, কিছু না। অন্যমনস্কতাবশতঃ কি বোল্‌তে কি—তা যাক্, তুমি এখন এক কাজ কর।

নায়েব। আজ্ঞে করুন্।

ধনেশ্বর। আমার সমস্ত আমলা, চাকর, চাকরাণী, দরওয়ান প্রভৃতিকে বল যে, এবার ডাকাতিতে অনেক টাকা লুঠ হওয়াতে, বাবুর বিশেষ লোক্‌সান হয়েছে, সুতরাং শাল, রুমাল, কাপড়, চাদর, গহনা-পত্র কাকেও কিছু দেওয়ার সুবিধা হলো না। বাবু তজ্জন্য নিতান্ত দুঃখিত, কিন্তু তোমরা কেউ দুঃখিত হয়ো না। কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় সকলকে পুরস্কার দেবার চেষ্টা করা যাবে।

নায়েব। যে আজ্ঞে, তা বল্‌বো, কিন্তু সকলেই এই আনন্দের দিনে কিছু না কিছু বক্‌সিস্ পাবার আশায় মশায়ের মুখ চেয়ে আছে।

ধনেশ্বর। (বিরক্তভাবে) মুখের দিকে চাইলে কি হবে? পিঠের দিকের ডাকাতিটের পানে চেয়ে দেখতে বোলো। কম নয়, প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। যারা আমার মুখের দিকে চায়, পিঠের দিকে চায় না, তাদের এই পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিতে বল, আমিও বাক্স খুলে বক্‌সিস্ বার কচ্ছি।

নায়েব। (স্বগত) ওঃ, কি ভয়ঙ্কর জমীদার। লক্ষ ডাকাত মোরে এক ধনেশ্বর সিংহ রায়ের উৎপত্তি। আমাদের নেহাৎ পোড়া কপাল, তাই পেটের জ্বালায় এমন পিশাচের কাছে খেটে মরি। আমাদের আর নরকভোগের বাকি কি? ভগবান্! অন্য কোন দয়ালু ভদ্র জমীদারের কাছে আমার একটি চাক্‌রী দাও। হাড়ে বাতাস লাগুক্।

ধনেশ্বর। বৃন্দাবন, চুপ ক'রে রৈলে যে? যাও, শীগ্‌গির সকলকে আমার বক্তব্যগুলি বল।

নায়েব। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ধনেশ্বর। আমার আমলা প্রভৃতিরা এইবার রুষ্ট হয়ে মনে মনে আমাকে যা ইচ্ছে তাই গালমন্দ দেবে। তা দিক, টাকা দেবার বেলায় তো আর কোন ব্যাটা-বেটী অগ্রসর হবে না। লোকের গাল-মন্দে কান দিলে নিজের কপাল মন্দ হয়।

(ভামিনীর প্রবেশ)

ভামিনী। হ্যাঁ গা, একটা কথা বল্‌বো কি?

ধনেশ্বর। কি কথা বল্‌বে?

ভামিনী। যাদবেন্দ্র তো হতাশ হ'ল। তাকে হাজার দুই টাকা দিলে ভাল হয় না?

ধনেশ্বর। সে এখানে নাই। আমার চাক্‌রী ছেড়ে চ'লে গেছে।

ভামিনী কেন চাক্‌রী ছাড়্‌লে ?

ধনেশ্বর। (মনের ভাব গোপন করিয়া) তা জানিনি।

ভামিনী। আমার কিন্তু বোধ হয়, সরলার সঙ্গে তার বিয়ে হল না বোলেই মনের দুঃখে চাক্‌রী ছেড়েছে।

ধনেশ্বর। (বিরক্ত হইয়া) তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেছে না কি?

ভামিনী। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া) আমার বলার উদ্দেশ্য এই, সে সরলার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, সুতরাং তাকে অন্ততঃ কিছু টাকা দেওয়াও তো ন্যায়ের কাজ।

ধনেশ্বর। অন্যায়ই বা কি করেছি? খোরাক-পোষাক সমেত মাসিক আট টাকা বেতনের নকল-নবিশী কাজ দিয়েছিলেম।

ভামিনী। তবু—

ধনেশ্বর। (বাধা দিয়া বিরক্তভাবে) আঃ, ও সকল কথা ছাড়। আর যদি কিছু বল্‌বার থাকে তো বল।

ভামিনী। (সহাস্যে) সরলার বিবাহে আমি কিছু প্রার্থনা করি।

ধনেশ্বর। (কৃত্রিম বিস্ময়ে) কন্যার বিবাহে প্রসূতির প্রার্থনা।

ভামিনী। আর তো কখনো কিছু চাবার কোন সুযোগ পাইনি। বাড়ীতে দোল, দুর্গোচ্ছব, পাল-পার্ব্বণ কিছুই তো কর না। কোন্ সময় তোমার কাছে কি চাই? তাই বল্‌ছি, আজ সরলার বিয়ের দৌলতে কিছু চাইতে পারিনি কি?

ধনেশ্বর। কি চাও?

ভামিনী। বেশী না, এক লাখ্ টাকার জড়োয়া গহনা।

ধনেশ্বর। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, বল কি।

ভামিনী। (সাবদারে) হ্যাঁ।

ধনেশ্বর। তোমার কি গহনা নেই?

ভামিনী। থাক্‌লেই বা। তবু—

ধনেশ্বর। (বাধা দিয়া) ওগো, না না। স্ত্রী-লোকের অত টাকার গহনার লোভ হ'লে পতিভক্তি কোমে যায়।

ভামিনী। ও মা! সে কি কথা গো! কে বোল্লে?

ধনেশ্বর। শাস্ত্রকারেরা।

ভামিনী। (সপরিহাসে) সে সকল শাস্তরকারদের বুঝি মাগ নেই?

ধনেশ্বর। আর কি বল্‌বে বল?

ভামিনী। আচ্ছা, সরলাকে কি কি গহনা দিচ্ছ?

ধনেশ্বর। সরলাকে গহনা আমি দেবো কেন? বরের বাপ সমস্ত দেবে।

ভামিনী। কত টাকার গহনা?

ধনেশ্বর। নগদ টাকাটা তো আর নিতে পার্‌বো না। সুতরাং সেই টাকাটা ও গহনায় মিশিয়ে দু লক্ষ টাকার জহরতের গহনা।

ভামিনী। তা বেশ হয়েছে। এখন আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করি। ছোট মেয়ে তরলাটিকে কি দিবে?

ধনেশ্বর। (সপরিহাসে) কে? সরলার শ্বশুর?

ভামিনী। বেশ যা হোক্। সরলার শ্বশুরের সঙ্গে তরলার কি সম্বন্ধ?

ধনেশ্বর। তবে কে দেবে?

ভামিনী। তুমি—তুমি।

ধনেশ্বর। তার যখন বিয়ে হবে, তখন দেওয়া যাবে।

ভামিনী। সে কি কথা গা! বড় মেয়ের বিয়েয় ছোট মেয়ে ভিখিরীর মেয়ের মত ঘুরে বেড়াবে?

ধনেশ্বর। তারও কি গহনা নেই?

ভামিনী। থাক্‌লেই বা। সরলা পর্‌বে নতুন গয়না, তরলা পর্‌বে পুরুণো? আমাকে না হয় না দিলে, ছোট মেয়ে সাজ-সজ্জারই পুতুল, তাকে এক-খানিও গয়না দেবে না? বল, কি কি দেবে?

ধনেশ্বর। এর পর দেবো গো।

ভামিনী। না, তা হবে না। মায়ের চক্ষে দুই মেয়েই সমান। তরলাকে কি কি গয়না দেবে, শীগ্‌গির বল?

ধনেশ্বর। এখন হাতে তেমন টাকা-কড়ি নেই, কি করি বল? জানই তো, সে দিন ডাকাতিতে কত টাকা লুটপাট হয়েছে।

ভামিনী। (সরোষে) বটে! তুমিও কোন্ কম ডাকাতি কোল্লে? প্রজারা তার জলজীয়ন্ত সাক্ষী। টাকায় টাকা চাঁদা আদায়! তুমি ডাকাতের ডাকাত!

ধনেশ্বর। (নরমে) ওগো, এ সকল কাজে জমীদারেরা এইরূপ ক'রে থাকে।

ভামিনী। এ সকল কাজে জমীদারের মাগও জমীদারের স্বোয়ামীর কাছে চাঁদা নেয়।

ধনেশ্বর। তা ত—

ভামিনী। (বাধা দিয়া) শোনো, আমি মনের কথা খুলে বল্‌ছি,—তরলাকে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকার জড়োয়া গহনা দিতে হবে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে, বড় মেয়ের দুলাখ টাকার গহনা নিলে, ছোট মেয়েটির বেলায় নিজে থেকে যৎসামান্যি পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা দিতেও বুঝি দম্ ফাটে! মেয়ে বড়, না টাকা বড়?

ধনেশ্বর। (ইতস্ততভাবে) ওগো! তুমি বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্লে।

ভামিনী। (সরোষে) বাড়াবাড়ির এখনো হয়েছে কি? দেখি, তুমি আমার কথা শোন কি না? আমি আজই যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিয়ের যোগাড় কচ্ছি। তোমার কলকৌশল, ফাঁদ-ফন্দি, জারি-জুরি সব ভাঙ্‌চি, দাঁড়াও।

ধনেশ্বর। (শশব্যস্তে স্বগত) সর্ব্বনাশ! বলে কি! লেঠা ঘটায় বুঝি। এইবার আমাকে ফাঁদে ফেলেছে। (প্রকাশ্যে) ওগো, শোনো। আচ্ছা, তরলাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার নতুন গহনা দেবো।

ভামিনী। তুমি এখনি নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এনে আমার হাতে দাও। আমি জহুরীদের ডাকিয়ে পসন্দসই জড়োয়া গহনা কিনে দিচ্ছি। তোমার উপর আমি নির্ভর কোরে নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারিনি। তোমার পলকে পলকে কথা পাল্টায়।

ধনেশ্বর। (সবিষাদে স্বগত) উগ্রচণ্ডার হস্তে রক্তবীজ পপাত ধরণীতলে। আর উপায় নাই—পথ নাই—আলোক নাই—রক্ষা নাই। উঃ, একেবারে মেরে ফেল্লে—সেরে ফেল্লে! (প্রকাশ্যে) ওগো, চল তবে। লোহার সিন্দুক খুলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দি গে। (স্বগত) যক্ষের ধন রক্ষা হয় না। পঞ্চাশ হাজার টাকাই মাটী! পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরাৎ বেচ্‌তে গেলে বড় জোর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। নগদ টাকার গুণ মেয়েমানুষে বুঝ্‌লে কি সুখই হোতো। পুরুষ কি আর স্বর্গে যেতে চাইতো?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সাম্‌টী গ্রামের কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তী মাঠ—
মাঠমধ্যে একটি দীর্ঘিকা।

দূরে বৃক্ষমূলে জনৈক যুবসন্ন্যাসী
নীরবে উপবিষ্ট।

(গান গাহিতে গাহিতে রাখাল-বালকগণের
প্রবেশ)

রাখাল-বালকগণ। (নাচিতে নাচিতে গীত)

বৌ কথা ক না মুখ তুলে।
বৌ দেখ্ না চেয়ে চোখ খুলে॥
এনেছি বকুলমালা, কোর্‌ব আলা,
তেল-চোয়ানো তোর চুলে॥
মিশি-দাঁতের হাসিটি বেশ,
মুখখানি বেশ ঢল্‌ঢোলে;—
ডুরে শাড়ীর বাহার বড়,
আঁচলখানি ঝুল্‌ঝুলে॥
হাতের শাঁখা ধপ্‌ধোপে বেশ,
ঝুমকো ঢেঁড়ী দুল্‌দুলে;—
সীঁথেয় সিঁদুর কাজল চোখে,
খয়ের-গোলা টিপ্ জ্বলে॥
হলুদমাখা অঙ্গখানি,
গাল দুটি বেশ তল্‌তোলে,—
কড়াই পানা সোনার দানা
দুল্‌ছে দুদুল্ তোর গলে॥

১ম বালক। ওরে স্যাঙাৎ! ঐ গাছতলায় ঐ এক জন সন্নিসী ঠাকুর বোসে আছে। কিছু আদায় করি চ। (সন্ন্যাসীর নিকটে অগ্রসর হইয়া)—ও সন্নেসী ঠাকুর! কেমন বৌয়ের গান গাইলুম, একটা পয়সা দেও না, মুড়ি-কড়াই খাব।

যুবসন্ন্যাসী। পয়সা নেহি হ্যায়।

১ম বালক। ও বুঝেছি। তোমার বউ নেই। নৈলে তুমি বৌয়ের গান শুনে একটা পয়সাও দিতে পাল্লে না?

২য় বালক। (প্রথম বালকের প্রতি) দূর ছোঁড়া! কে বোল্লে তোকে, এই সন্নিসী ঠাকুরের বৌ নেই? বয়েস কত কাঁচা দেখ্‌ছিস্ নি?

১ম বালক। হ্যাঁ সন্নিসী ঠাকুর! তোমার বে হয়েছে? বউটি কত বড়?

যুব-সন্ন্যাসী। (নিরুত্তর)

১ম বালক। ও ঠাকুর! আমার কথায় সাড়া দিলে না যে? বুঝেছি, তোমার বেশ দিব্যি বৌ আছে। কিন্তু বোধ হয়, তোমার সঙ্গে ঝগড়া কোরেছে, তাই তুমি রাগ'কোরে সন্ন্যিসী হয়েছ। কেমন না?

যুব-সন্ন্যাসী। হামরা পাশ পয়সা নেহি—রূপেয়া হ্যায়।

১ম বালক। রূপিয়া কি? রূপো?

যুব-সন্ন্যাসী। টাকা।

১ম বালক। তবে তাই একটা দাও না। আমরা পনর যোল দিন মুড়ি-কড়াই খাবো।

যুব-সন্ন্যাসী। (ঝুলি হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া) এই লেও।

১ম বালক। (টাকা লইয়া) তুমি গরীব সন্ন্যিসী নও, বড় মানুষ সন্ন্যিসী। নিশ্চয় তোমার বউ আছে। যদি না থাকে, তবে নিশ্চয় তোমার রাঙা টুক্‌টুকে চাঁদের পানা বৌ হবে। এক টাকা দিলে, কম নয়! লাক্ টাকার বৌ পাবে। দণ্ডবৎ সন্ন্যিসী ঠাকুর! তোমাকে আর একটা বৌয়ের গান শুনিয়ে যাই, আমরা মুড়ি-কড়াই কিনে খাই গে।

(গীত)

কাঁচা সোনা, চাঁদের পানা,
বউটি তোমার দেখ্‌তে হবে।
মুখটি বোয়ের আঁচল-কোলে
ফুলটি যেন ফুটে রবে॥
অঙ্গখানি রূপের ডালি,
আঙ্গুলগুলি চাঁপার কলি,
বাউটি নেড়ে বউটি তোমায়
পানের খিলি তুলে দেবে॥
আড়নয়নে দেখ্‌বে চেয়ে,
মুচ কি হাসি পড়্‌বে ছেয়ে,
এমন সাধের বউটি তুমি
পাবে পাবে পাবে পাবে॥

[রাখাল-বালকগণের প্রস্থান।

যুব-সন্ন্যাসী। হা ভাগ্য!

(পশ্চাদ্ভাগে এক জন প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীর নিঃশব্দে প্রবেশ)

প্রৌঢ়-সন্ন্যাসা। উঠো, বেটা, চলো।

যুব-সন্ন্যাসী। (দণ্ডায়মান হইয়া) চলিয়ে, গুরুদেব! (প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর যাইয়া) গুরুজী! সাম্‌টী গাঁওকে তরফ আপ্ কেঁও যাতে হ্যাঁয়?

প্রৌঢ়-সন্ন্যাসী। উহাঁ আজ তুমারা চিত্তপরীচ্ছা হোয়গি।

যুব-স। ক্যায়সা পরীচ্ছা, গুরুজী?

প্রৌঢ়-স। চিত্ত তেরা স্থির হুআ কি নেহি, ওহি আজ ম্যায় দেখুঙ্গা।

যুব-স। আচ্ছা, গুরুজী। সাম্‌টী গাঁওমে কোন্ চিজ্‌সে মেরা চিত্তপরীচ্ছা হোয়গি।

প্রৌঢ়-স। আজ উহাঁ ধনেশ্বরকা বড়ী লড়্‌কী কি সাদি হোয়গি। তুম্ ওহি ঘটনা দেখ্ কর্ চঞ্চল হোও ক্যা অচঞ্চল রহো, ম্যায় নে উসিকা পরীচ্ছা করুঙ্গা। আজকো ঘটনা সে অগর্ ম্যায় দেখে যো তুম্ নির্ব্বিকার হুআ হ্যায়, তো তুম্‌কো যোগাভ্যাস শিখ্‌লাউঙ্গা। নেহি তো তুম্‌কো শিষ্যত্বসে খারিজ করুঙ্গা।

যুব-স। আচ্ছা, গুরুজী! মুঝ্‌কো পরীচ্ছা কিজিয়ে।

প্রৌঢ়-স। ঘাব্‌ড়াও'গে তো নেহি?

যুব-স। আপ্‌কো চেলা ঘাব্‌ড়াতা নেহি।

প্রৌঢ়-স। জিতা রহো বেটা! আও অভি মেরা সাথ্।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

সাম্‌টী গ্রাম—ধনেশ্বরের বাটীর বহির্দ্বার।

দুইজন দ্বারবান্ দেউড়ীতে উপবিষ্ট।

(নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ভৃত্যগণ বহির্দ্বার দিয়া যাওয়া আসা করিতেছে)

(কিয়ৎকাল পরে প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

দ্বারবান্‌দ্বয়। (প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া) পাঁও লগে, ঠাকুরজী!

প্রৌঢ়-সন্ন্যাসী। জিতা রহো।

১ম দ্বার। আপ্‌কো ইহাঁ ক্যা দরকার হ্যায়?

প্রৌঢ়-স। ইহ হবেলী ধনেশ্বর বাবুকো হ্যায়?

১ম দ্বার। জী।

প্রৌঢ়-স। উন্‌কো বড়ী লড়্‌কী কি আজ সাদি হোয়গী ?

১ম দ্বাব। হাঁ ঠাকুরজী।

প্রৌঢ়-স। কব্‌ লগন ঠিক্ হুয়া হ্যায় ?

১ম দ্বাব। আভি তো সাম উতর গয়ি। রাত দুপহরকো বিবাহকা লগন ঠিক্ হো চুকা হ্যায়।

প্রৌঢ়-স। ভলা ভলা। অব তুম্‌ এক দফে যায়কে ধনেশ্বর বাবুকো খবর দেও যো, এক সন্ন্যাসী দরওজামে খড়া রহা হ্যায়। উন্‌হে আপ্‌কো মুলাকাৎ মাঙ্‌তা হ্যায়।

১ম দ্বার। আচ্ছা, গুসাঁইজী।

প্রৌঢ়-স। বর আ চুকা হ্যায় ?

১ম দ্বার। হাঁ, মাধো নগরসে বর লেয়কে বরকা বাপ আউর বহুত বরযাত্তির আ পহুঁছা। বরসভামে বর বইঠ রহা হ্যায়।

প্রৌঢ়-স। আচ্ছা, তুম বাবুকা পাশ জলদি যাও।

[প্রথম দ্বাববানের বাটীমধ্যে প্রস্থান।

(কিয়ৎকাল পরে ধনেশ্বরের সহিত বাটীর দ্বার দিয়া পুনঃপ্রবেশ)

ধনেশ্বর। আপনিই আমার নিকট সংবাদ পাঠিয়েছিলেন ?

প্রৌঢ়-স। হাঁ।

ধনে। আপনার নাম ?

প্রৌ-স। পরিব্রাজক অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী।

ধনে। আপনার মঠ কোথায় ?

প্রৌ-স। চন্দ্রশেখর তীরথমে।

ধনে। যাবেন কোথায় ?

প্রৌ-স। কাশী।

ধনে। উত্তম, এখানে কি প্রয়োজন ?

প্রৌ-স। ম্যায় শুনা হ্যায়, আজ তুমারা লেড়কীকি শুভ বিবাহ হোগা, তুমারা আউর তুমারা কন্যা কি মঙ্গলকে লিয়ে, তুমকো এক বাৎ কহনেকো আয়া হুঁ।

ধনে। আজ্ঞা করুন।

প্রৌ-স। ম্যায় গণনা করকে দেখা হুঁ যো, তুমারা লেড়কীকি কারণ এক প্রজাপতি যাগ করনা চাহি। নেহি তো ইহ বিবাহমে তুমারা কন্যা সুখিনী নেহি হোয়গি।

ধনে। (সবিস্ময়ে শশব্যস্তে) সে কি! বলেন কি! আচ্ছা, সে যাগ করবে কে ? কোথায় হবে ? কি কি চাই ?

প্রৌ-স। ম্যায়ে করুঙ্গা। তোমরা কালীবাড়ীমে প্রজাপতি যাগ হোগা। ঘৃত, তিল, কদলী, সিন্দুর, যব, চন্দন, আউর এক জোড়া নয়া বস্তর চাহি।

ধনে। আচ্ছা, তাই হবে। আর কিছু চাই ?

প্রৌ-স। বস্, আর কুছ নেই। এহি সব উপকরণ সমেত তুমারা বড়ী লেড়কীকো লেকে কালীবাড়ীমে তুমকো যানে হোগা।

ধনে। যে আজ্ঞে, আমি এখুনি যাচ্ছি। আপনি অগ্রসর হোন্।

[প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

(স্বগত) প্রজাপতি যাগটায় খরচ তেমন নয়, কুল্লে টাকা দেড়েক। অথচ মঙ্গলটা ষোল আনা। এই তো আমি চাই। (দরোয়ানদের প্রতি প্রকাশ্যে) যাও, তোম্ লোক্ জল্‌দি এই সব চিজ লেকে যাও। এই লেও দেড় রূপেয়া।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সাম্‌টীগ্রাম কালীবাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ।

(ছদ্মবেশী বর, বরযাত্রিগণ, বাদ্যকরগণ, আলোকধারিগণকে লইয়া ছদ্মবেশী বরকর্ত্তা প্রভৃতি লোকগণের বাদ্যধ্বনি ও কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ)

বরকর্ত্তা। সকলেই এসেছে ত ? দূরে কেউ পোড়ে টোড়ে নেই ত ?

১ম বরযাত্রী। না, সকলেই এসেছে ?

বরকর্ত্তা। আচ্ছা, বেশ হয়েছে। কিন্তু এখানে আমাদের এত লোকের জিরোবার জায়গা হবে না। চল ঐ জমীটেয় গিয়ে বসি। বাজা রে বাজা। এসো হে এসো।

[বাদ্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সাম্‌টীগ্রাম—কালীবাড়ী।

মন্দিরমধ্যে কালীমূর্ত্তি বিরাজিতা। সম্মুখে নাটমন্দির-মধ্যে এক পার্শ্বে যুব-সন্ন্যাসী উপবিষ্ট, অপর পার্শ্বে প্রৌঢ়-সন্ন্যাসী প্রজাপতি-যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত। তৎপশ্চাতে ও পার্শ্বে ধনেশ্বর, সরলা, পুরোহিত ও ভৃত্যগণ দণ্ডায়মান।

(কিয়ৎক্ষণ পরে নেপথ্যে বাদ্য-কোলাহল)

ধনেশ্বর। (ভৃত্যের প্রতি) ওরে! বাইরে কিসের বাজনা বাজে, শীগ্‌গির দেখে আয় তো?

[ভৃত্যের প্রস্থান।

(ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ)

ভৃত্য। আজ্ঞে, কাদের বর যাচ্ছে, মাঠে দম্ নিচ্ছে।

(পুনর্ব্বার যজ্ঞকার্য্য; এমন সময় হঠাৎ নেপথ্যে ভয়ঙ্কর সঙ্কেত-চীৎকার)

প্রৌ-স। (শুনিয়া উত্তরস্বরূপ সঙ্কেত-চীৎকার।

(অবিলম্বে উপস্থিত ছদ্মবেশী বর, বরকর্ত্তা, বরযাত্রী প্রভৃতি লোকগণের বেগে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রবেশ ও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ)

বরকর্ত্তা ওরফে স্বরূপ। (প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীর প্রতি) শীগ্‌গির বল, কৈ সে লোকটা?

প্রৌ-স। (নীরবে অঙ্গুলিসঙ্কেতে ধনেশ্বরকে দেখাইয়া দেওন)

স্বরূপ। (সরোষে) হু, এই সে! (সবলে ধনেশ্বরের হস্ত বন্ধন করিতে করিতে অপর সকলের প্রতি) খুব হুঁসিয়ার। কালীবাড়ীর চারদিক্ ঘেরাও করো, কেউ না পালায়। বিয়েবাড়ী ঘেরাও হয়েছে তো?

১ম বরযাত্রী ওরফে পাঁচু? এক হাজার লোক, ভয় কি? দুই জায়গাই ঘেরাও হয়েছে, পিঁপ্‌ড়ে পালাবারও পথ নেই। (প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীর প্রতি) এই নেও তলোয়ার। (তরবারি প্রদান)

(এই সকল ঘটনা দর্শন করিয়া ধনেশ্বর প্রভৃতির অত্যন্ত ভয় প্রকাশ)

সরলা। (অত্যন্ত ভয়ে রোদন)

প্রৌ-স। (দণ্ডায়মান হইয়া) ভয় নেই মা, ভয় নেই। (ছিরের প্রতি) ছিরু! মেয়েটিকে সান্ত্বনা কর।

স্বরূপ। (প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীর প্রতি) আর বিলম্ব কেন?

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি গভীর গর্জ্জন) তোমাকে আজ পাপের উপযুক্ত ফল ভোগ করতে হবে।

ধনেশ্বর। (অত্যন্ত ভয়ে) অ্যাঁ, অ্যাঁ! আমি কি পাপ করেছি?

প্রৌ-স। তুমি সামান্য ধনললোভে দুটো গুরুতর মহাপাপ করেছো।

ধনে। (সবিস্ময়ে) দুটো গুরুতর মহাপাপ?

প্রৌ-স। তেমন মহাপাপ তোমার মত মহাপাপী বৈ আর কেউ করে না।

ধনে। সে দুটো মহাপাপ কি কি?

প্রৌ-স। একটা শোনো;—যাদবেন্দ্র রায় নামে একটি দরিদ্র যুবা তোমার এই জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে পুষ্করিণীর জল থেকে উদ্ধার ক'রে প্রাণদান করেছিল কি না?

ধনে। হাঁ, করেছিল।

প্রৌ-স। তার প্রত্যুপকারস্বরূপ তুমি তার সঙ্গে তোমার এই কন্যা সরলার বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলে কি না?

ধনে। (মনের ভাব গোপন করিয়া) কৈ, তা তো—

প্রৌ-স। (সরোষে) আমার তরবারির দিকে চেয়ে কথা কও।

ধনে। (সভয়ে) হাঁ হাঁ, মনে হয়েছে। যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম।

প্রৌ-স। প্রতিজ্ঞাপূরণ করেছো কি?

ধনে। না।

প্রৌ-স। কেন?

ধনে। যাদবেন্দ্র দরিদ্র।

প্রৌ-স। প্রতিজ্ঞার কাছে ধনী দরিদ্র কি?

ধনে। আমার কন্যা পাছে কষ্টে পড়ে, তাই।

প্রৌ-স। যে ব্যক্তির দয়া তোমার কন্যাকে জীবন দান করেছে, তার সেই দয়া কি তাকে পথের ভিখারিণী কত্তো?

ধনে। হাঁ—তা বটে—তবু—

প্রৌ-স। (সরোষে) তুমি আবার বৃথা বাক্যোচ্চারণ কোচ্ছো? তুমি নিতান্ত ধনলোভী। ধনের জন্য ধনেশ্বর না কোত্তে পারে, এমন কর্ম্মই নাই। ধনী জামাতার পিতার নিকট অপর্য্যাপ্ত ধনলাভ কর্‌বে ব'লে, দরিদ্র জামাতার মনোভঙ্গ করেছো, তাকে নির্জ্জীব করেছো। তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও অপমান করেছো। আমি সকল সহ্য করতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মের অপমান কখনই সহ্য করতে পারি না।

ধনে। (নীরবে অধোমুখে দণ্ডায়মান)

প্রৌ-স। আর বিলম্ব করতে পারি না। হয় তুমি যাদবেন্দ্রের হস্তে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে, সর্ব্বসাক্ষিণী আনন্দময়ীর সম্মুখে সম্প্রদান কর, নয় অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীর তীক্ষ্ণ তরবারিমুখে মস্তকচ্যুত হও। (তরবারি উত্তোলন)

ধনে। (অত্যন্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া) আমায় ক্ষমা কর। শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়ের হস্তে সরলাকে সম্প্রদান করতে বাগ্দত্ত হয়েছি, এখন তার অন্যথা করলে আমার অধর্ম্ম হবে যে।

প্রৌ-স। (তীব্রবিদ্রূপরোষে)—তোমার ধর্ম্ম তো সকল কার্য্যেই জাজ্বল্যমান! বলি, নীলকান্তকে বাগ্দান কর্‌বার পূর্ব্বে যাদবেন্দ্রকে কি বাগ্দান কর নি? হে ধার্ম্মিক-চূড়ামণি! এতই যদি ধর্ম্মভয়, তবে সত্য বল দেখি, তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী যাদবেন্দ্র কি নীলকান্ত?

ধনে। (পুনর্ব্বার অধোমুখে নিরুত্তর)

প্রৌ-স। (সরোষে) মুখে উত্তর নাই কেন? যাদবেন্দ্রের সহিত সরলার বিবাহ দেবে কি না? বল বল—নৈলে (তরবারি উত্তোলন)

ধনে। (তরবারির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রাণভয়ে শশব্যস্তে) দেবো—দেবো—দেবো। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) কিন্তু যাদবেন্দ্র তো আমার নিকট নাই। কিরূপে কন্যাসম্প্রদান-কার্য্য হবে?

প্রৌ-স। মা আনন্দময়ী এখনি যাদবেন্দ্রকে এখানে এনে দেবেন। (যুবসন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া) যাদবেন্দ্র!

যুব-সন্ন্যাসী। (গাত্রোত্থান করিয়া) প্রভু! (সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি! কি আশ্চর্য্য! আমার গুরুজী কে? বরাবর আমার কাছে হিন্দী কথা কইছেন, এখন আবার বাঙ্‌লা কথা কইছেন। বরাবর আমার কাছে একাকী আসতেন, একাকীই থাকৃতেন, আজ ইনি এত লোক পেলেন কোথা? যে সে লোক নয়, সকলেই অস্ত্রধারী বীর। বরাবর গুরুজী আমাকে বল্‌তেন, 'তোর যখন বিবাহ হয় নি, তখন তুই আমার শিষ্য হবার যোগ্য'। আজ আবার বিকেলবেলায় মাঠের পথে বলেছিলেন, 'তুই যদি আজ ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ দেখে চঞ্চল না হোস্, তবে তোকে যোগাভ্যাস করাবো, নৈলে শিষ্যত্ব থেকে খারিজ করবো'। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই গুরুজী আমারই হস্তে সরলা-সম্প্রদানে উদ্যোগী। তাই তো, অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী কে? নিশ্চয় দেবতা।

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি) তুমি এই যুবকের হস্তে সরলা সম্প্রদান কর। মা আনন্দময়ীকে সাক্ষী মেনে, এর সঙ্গে সরলার বিবাহ দাও।

ধনে। (সবিস্ময়ে ইতস্ততঃ করিতে করিতে) যাদবেন্দ্র কৈ? এ যে সন্ন্যাসী। (সবিষাদে) হায় হায়, তোমার মনে কি এই ছিল! আমার স্নেহের সরলাকে গৃহহীন, ধনহীন, সংসারের সর্ব্বসুখহীন এক জন সন্ন্যাসীর গ্রাসে ফেলে দিলে!

প্রৌ-স। আমি তোমার ন্যায় প্রবঞ্চক নই। এই সেই যাদবেন্দ্র। এই-ই তোমার সেই জ্যেষ্ঠ জামাতা। সত্য মিথ্যা স্বচক্ষে দর্শন কর। (স্বীয় কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া যুব-সন্ন্যাসীর মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ধনেশ্বরের প্রতি) চিন্‌তে পেরেছো কি?

যাদবেন্দ্র। (লজ্জায় অধোমুখে দণ্ডায়মান)

(ধনেশ্বর ও তদীয় লোকগণ অবাক্)

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি) কেমন, সন্দেহ মিট্‌লো কি? না মিটে থাকে তো তরবারির মুখে মেটাই। দুষ্টবুদ্ধি, দুরভিসন্ধি, কূট-কৌশল, প্রতারণা-প্রবঞ্চণাপূর্ণ তোমার পাপ মস্তকটা বাড়িয়ে দাও।

ধনে। (দুঃখ, লজ্জা ও ভয়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ হলো কি! আর না, দায়ে প'ড়ে মানে মানে কন্যাসম্প্রদান করি, নৈলে তলওয়ারের আঘাতে প্রাণ যাবে। (যাদবেন্দ্রকে সরলা সম্প্রদান করিতে করিতে প্রকাশ্যে) দেবী আনন্দময়ী সাক্ষী, ধর্ম্ম সাক্ষী, শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায় বাবাজীউর হস্তে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা সম্প্রদান করলেম। (কন্যা সম্প্রদান)

প্রৌ-স। (ধনেশ্বরের প্রতি) তোমার একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'লো, এখনো আর একটা বাকি।

কিন্তু সেটার প্রায়শ্চিত্ত হবার অগ্রে, মধ্যে আর একটা কার্য্য কর।

ধনে। আবার কি করতে হবে?

প্রৌ-স। শ্রীমান্ নীলকান্ত রায় তোমার বাটী এসে, পিতার সঙ্গে ভগ্ন হৃদয়ে, বিষণ্নমনে, মলিন-মুখে ফিরে যাবে, সেটা আমার সহ্য হবে না। তুমি এখনি আমার কয়েক জন অস্ত্রধারী লোকের সহিত তোমার ভৃত্যগণকে পাঠিয়ে দিয়ে, তোমার বাড়ীর বরসভা হতে তার পিতার সহিত তাকে এখানে আনাও। তোমার কনিষ্ঠা কন্যা তরলা আর তোমার পত্নী ভামিনীকে আনাও। আনিয়ে, দেবী আনন্দময়ীর সমক্ষে শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়ের হস্তে শ্রীমতী তরলাকে সম্প্রদাম কর। শীঘ্র সকলকে আনাও।

ধনে। আমাকে আর বলা বাহুল্য, আমি তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে বধির হয়েছি। তুমিই লোক পাঠাও। (স্বগত) ভাল প্রজাপতি-যাগ যা হোক্।

প্রৌ-স। (নিজ দলস্থ কয়েক জন লোকের প্রতি) যাও তোমরা, ধনেশ্বর বাবুর ভৃত্যগণকে নিয়ে গিয়ে, তরলা ও তরলার মাতাকে এখানে আস্তে বল। ঘেরা-টোপ-ঢাকা পাল্কী ক'রে খুব সাবধানে আন—খুব সাবধান।

[ধনেশ্বরের ভৃত্যগণের সহিত প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীর কয়কে জন লোকের প্রস্থান।

ধনে। আমিও যাব?

প্রৌ-স। একবারেই যাওয়াচ্ছি।

ধনে। (সাতঙ্কে স্বগত) অ্যাঁ, বলে কি! (প্রকাশ্যে) বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। ঘটী চেরেক জল!

প্রৌ-স। আমার কমণ্ডলুতে জল আছে, পান কর।

ধনে। (স্বগত) খাব কি? না, খাব না। এ গণ্ডগুলের কমণ্ডুলে বিষমিশানো জল আছে—ম'রে যাব। বিষজল খেয়ে মরার চেয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরা বরং ভাল।

প্রৌ-স। কৈ, জলপান করলে না?

ধনে। আমার জল-তৃষ্ণার শান্তি হয়েছে?

প্রৌ-স। (সপরিহাসে) কিন্তু ধনতৃষ্ণা কোটি-গুণ বৃদ্ধি হয়েছে! সে তৃষ্ণা তুমি নিজে নিজে মেটাতে পারবে না, আমি এই তলোয়ারের চোটে মেটাবো। (ভয় প্রদর্শন)।

ধনে। (সভয়ে) তাও মিটেছে, তাও মিটেছে।

প্রৌ-স। উঁহু। তুমি ম'লেও সে তৃষ্ণা তোমার সঙ্গে নরকে যাবে।

(বংশীধর রায়, নীলকান্ত রায়, ভামিনী ও তরলাকে লইয়া পূর্ব্বলোকগণের পুনঃ প্রবেশ)

(কালীবাড়ীর ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া বংশীধর প্রভৃতির অত্যন্ত ভয় প্রকাশ ও রোদন)

প্রৌ-স। ভয় নাই, ভয় নাই। কেঁদ না, ব্যাকুল হয়ো না। বংশীধর বাবু! হস্তে বিবাহ-সূত্রবদ্ধ পুত্রটি নিয়ে আপনাকে অগ্নি অগ্নি ফির্তে হবে না। তবে সরলার বদলে তরলা। তা হোক্, দুইটি পদ্ম-কলিকা। (ধনেশ্বরের প্রতি) বাবু! শ্রীমান্ নীলকান্ত রায় বাবাজীউর হস্তে আপনার কনিষ্ঠা কন্যা তরলাটিকে সম্প্রদান করুন। (স্বীয় তরবারি নাড়িতে নাড়িতে) আমার তলোয়ারখানায় শাণ দিতে হয় না—অক্ষয় ধার।

ধনে। এই যে আমিও সম্প্রদান কচ্ছি। (নীলকান্ত রায়ের হস্তে তরলা সম্প্রদান করিতে করিতে) দেবী আনন্দময়ী সাক্ষী—ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি শ্রীমান্ নীলকান্ত রায় বাবাজীউর হস্তে আমার কনিষ্ঠা কন্যা তরলা সম্প্রদান কল্লেম।

প্রৌ-স। (গম্ভীর স্বরে) এইবার তোমার দ্বিতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তোমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ আমাকে দাও।

ধনে। (চমকিয়া উঠিয়া) সে কি!

প্রৌ-স। আমি তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি নিয়ে, তার মধ্যে নগদ টাকার চার ভাগের এক ভাগ আমার এই সকল পরমোপকারী ও পরম সহায় সহচরদের দেবো। বাকি তিন ভাগ নগদ টাকা এবং সমস্ত অর্দ্ধেক ভূসম্পত্তি আমার এই পরমস্নেহের পাত্র ও শিষ্য শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায়কে প্রদান করবো।

ধনে। (শুষ্কমুখে ব্যাকুলভাবে) হা, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তো জোর ক'রে যাদবেন্দ্রের হস্তে দিলে। শেষে জোর ক'রে আমার ধনসম্পত্তিরও অর্দ্ধেক নেওয়া কি ধর্ম্মসঙ্গত?

প্রৌ-স। (রোষে গর্জ্জন করিয়া তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক) কি বললে? ধর্ম্মসঙ্গত? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা! মহাপাপিষ্ঠ, মহা-নারকী, মহা অধার্ম্মিক ধনেশ্বর সিংহ রায় অচ্যুতানন্দ

সন্ন্যাসীকে অধার্ম্মিক বল্‌তে সাহস করে! শোনো ধনেশ্বর! অধার্ম্মিক আমি নই, অধার্ম্মিক তুমি! অধার্ম্মিক তোমার প্রাণ! অধার্ম্মিক তোমার মন! অধার্ম্মিক তোমার আত্মা! অধার্ম্মিক তোমার কর্ম্ম! অধার্ম্মিক তোমার কায়া! অধার্ম্মিক তোমার ছায়া! তুমি অধর্ম্মে শত শত লোকের সর্ব্বনাশ করেছো—শত শত লোককে পথের ভিখারী করেছো—শত শত অবলা বালার চক্ষে অশ্রুপ্রস্রবণ সৃজন করেছো—শত শত দীনহীন দরিদ্র প্রজার এক মুষ্টি অন্ন, একখানি ছিন্ন বস্ত্রেরও সংস্থান রাখনি। তুমি দুর্ব্বৃত্ত! তুমি নারকী! তুমি পিশাচ! তুমি দস্যু!

ধনেশ্বর। (উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় অস্থির হইয়া স্বগত) ওঃ! কি তীব্র মর্ম্মভেদী বাক্য-কুঠার! আমার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত কোটি খণ্ডে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল! ওঃ, অতি নিদারুণ! অতি অসহ্য!

প্রৌ-স। (সগর্জ্জনে) আর বিলম্ব করতে পারিনি। (স্বীয় ভিক্ষার ঝুলী হইতে কাগজ, কলম, দোয়াত বাহির করিয়া) এই কাগজ, কলম, দোয়াত নেও। আমার শিষ্য যাদবেন্দ্র রায়ের নামে তোমার অর্দ্ধেক ধন-সম্পত্তির দানপত্র লেখো।

ধনে। (ইতস্ততঃ করিতে করিতে স্বগত) হা রে ভাগ্য! বিভ্রাট আর সর্ব্বনাশের তো বাকি নেই। যদি দানপত্র না লিখি, মস্তক যাবে; যদি লিখি, পথের ভিখারী হব! হায় হায়, আজ কি অশুভক্ষণে রাত্রি প্রভাত হয়েছিল রে! ধনেশ্বরের অনেক যত্নের ধনসম্পত্তি আজ আচম্বিতে বন্যার জলে নদীর বাধভাঙার মত ভেঙে গেল রে।

প্রৌ-স। (সগর্জ্জনে) এখনো বিলম্ব কেন? আমার বাক্য কি তোমার পাপ কর্ণে স্থান পাচ্ছে না? আচ্ছা, আমার তরবারি তোমার পাপ মস্তকে স্থান পাক। আজ মহামায়ী আনন্দময়ীর সমক্ষে জগৎ-শত্রু মহিষাসুর বলিদান হোক্ (তরবারি উত্তোলন)

সরলা ও তরলা। (তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ভামিনী। (সরোদনে অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীর প্রতি) তোমার পায়ে পড়ি, সন্ন্যাসী ঠাকুর! আমায় বিধবা করো না। আচ্ছা, উনি না হয় সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির এক আনা অংশ লিখে দিচ্ছেন।

প্রৌ-স। (সরোষে ভামিনীর প্রতি) তুমি নিশ্চয় বিধবা হ'লে। (ধনেশ্বরের প্রতি) ধনলোভী ধনেশ্বর! জন্মের মত একবার ধন স্মরণ কর। আজ নিশ্চয় তোমার শেষ দিন। (পুনর্ব্বার তরবারি উত্তোলন)

ধনে। (প্রাণভয়ে) স্ত্রীলোকের কথাও আবার কথা! আচ্ছা, আমি আমার বিষয়-সম্পত্তির দু আনা অংশ দানপত্রে লিখে নাম স্বাক্ষর ক'রে দিচ্ছি।

প্রৌ-স। (সরোষে ধনেশ্বরের প্রতি) বটে, ধনলোভিন্, বটে! এখনো যে তোমার সমস্ত ধনসম্পত্তি অধিকার কচ্ছিনি, এই তোমার পরম সৌভাগ্য। ফের যদি আপত্তি কর, তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দানপত্রে লিখিয়ে নাম স্বাক্ষর করিয়ে নেবো।

ধনে। (সভয়ে স্বগত) অ্যাঁ! বলে কি! আর বাড়াবাড়ি কোর্‌বো না! পুরো যাওয়ার চেয়ে অর্দ্ধেক যাওয়াও ভাল। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, যাদবেন্দ্র রায়ের নামে আমার সমস্ত বিষয়ের অর্দ্ধেক দানপত্র লিখে নাম সই ক'রে দিচ্ছি। (তদ্রূপকরণ)

প্রৌ-স। বংশীধর বাবু, পুরোহিত মশায়, আর এখানে ধনেশ্বর বাবুর পক্ষীয় যে যে লোক আছে, দানপত্রে সাক্ষিস্বরূপ স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর কর। (সকলের তদ্রূপকরণ) আমার হস্তে স্বাক্ষরিত দানপত্রখানি দাও।

ধনে। (সদুঃখে) এই নেও আমার অর্দ্ধেক প্রাণ। তোমার মনে এই ছিল! আমাকে আধমরা ক'রে ছাড়্‌লে—দফা রফা কল্লে! (রোদন)

প্রৌ-স। ছি ধনেশ্বর বাবু! তুমি এক জন ধার্ম্মিক পুরুষমানুষ হয়ে তোমার পত্নীর সমক্ষে মেয়েমানুষের মত কাঁদতে বসলে?

ধনে। (সরোদনে) জগতের নিয়মই এই,—এক জন কাঁদে, এক জন হাসে। আজ আমার কাঁদনার দিন, কাঁদি;—তোমার হাস্‌বার দিন, হাস। (ক্ষণকাল ভাবিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় মনের আবেগে স্বীয় কপালে আঘাত করিয়া সরলার প্রতি) হা বাঘিনি! তুই-ই আমার যত সর্ব্বনাশের মূল! কেন তুই বাঘের মুখ থেকে বেঁচেছিলি? কেন তোকে শিকারীরা আমার বাড়ীতে এনেছিল? কেন আমি আমার পত্নীর অনুরোধে তোকে লালনপালন করেছিলেম? নিজের কন্যার মত স্নেহমমতা করেছিলেম? পুষ্করিণীতে ডুবেছিলি তো মর্‌লিনি কেন?

তুই মর্‌বি কেন? আমাকে ধনে প্রাণে মার্‌বি ব'লেই আমার সোনার সংসারে ঢুকেছিলি! বাঘের গ্রাসেও যার প্রাণ যায় নি, সে যে আমার সর্ব্বনাশিনী হবে, আশ্চর্য্য কি? (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)

প্রৌ-স। (অত্যন্ত বিস্ময়ে চমকিয়া) কি বল্লে, কি বল্লে, সরলা তোমার আপন কন্যা নয়? বাঘের গ্রাস থেকে শিকারীরা একে এনে তোমায় দিয়েছে? সত্য কথা?

ধনে। সত্য কথা।

প্রৌ-স। কত দিনের কথা?

ধনে। আজ নবম বৎসর চলছে।

প্রৌ-স। যখন শিকারীরা একে আনে, তখন কি মাস?

ধনে। পৌষ মাস।

প্রৌ-স। (অধিকতর চাঞ্চল্য সহকারে) আচ্ছা, সে সময়ে এর অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল?

ধনে। (ভাবিয়া) ছিল।

প্রৌ-স। কি অলঙ্কার?

ধনে। গলায় পৈতের সুতোয় বাঁধা একটা রূপোর বড় মাদুলী।

প্রৌ-স। সে মাদুলীটে কোথা? আছে কি?

ধনে। আছে, কিন্তু আমার কাছে নয়।

প্রৌ-স। কার কাছে?

ধনে। (প্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) মা আনন্দময়ীর কাছে। ওঁর দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে সেই মাদুলীটি ঝোলান আছে।

প্রৌ-স। কি অভিপ্রায়ে?

ধনে। এই কন্যা ব্যাঘ্রীর গহ্বর থেকে প্রাণ পেয়েছিল ব'লে আমার পত্নী ষোড়শোপচারে দেবী আনন্দময়ীর পূজা দিয়েছিলেন এবং এর মঙ্গলোদ্দেশে, এর সেই মাদুলীটিও আনন্দময়ীর হস্তে বরাবর ঝুলিয়ে রাখ্‌তে ইচ্ছা করেছিলেন। কার্য্যেও তাই করা হয়েছিল।

প্রৌ-স। সে মাদুলীটি একবার দেখতে ইচ্ছা করি। পুরোহিতকে আন্‌তে বলুন।

(পুরোহিতের মন্দিরমধ্যে গমন ও মাদুলী আনিয়া প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান)

(ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে) মাদুলীটি আমি ভাঙি। (ভাঙিয়া তন্মধ্য হইতে কি বাহির করিয়া) এক জন একটা দীপ তুলে ধর তো, আমি ভূর্জ্জপত্র-লিখিত এই রক্ষাকবচখানি পাঠ করি। (মনে মনে পাঠ করিয়া অত্যন্ত ভাববিহ্বল হইয়া) অ্যাঁ, এ কি! (হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া ভূতলে তরবারি পতন) আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না, স্বপ্ন নয়, সত্য ঘটনা। (সরলার প্রতি) মা আমার! মা আমার! বেঁচে আছিস—বেঁচে আছিস! আয় মা, কোলে আয়। তোর শোকসন্তপ্ত অভাগা পিতার কোলে আয় মা! (ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া আনন্দোন্মত্তভাবে) ধন্য দয়াময় হরি! ধন্য মা আনন্দময়ি! আজ আমার আনন্দের সীমা নাই—স্নেহের অবধি নাই—ভাবের অভাব নাই! আজ শুষ্ক মরুভূমিতে অনন্ত অমৃত-সাগর উথ্‌লে উঠ্‌লো! আজ আমি মর্ত্ত্যে না স্বর্গে? স্বর্গও অতিতুচ্ছ, আজ আমি স্বর্গাদপি স্বর্গে! আজ ধন্য হোলেম! বিধি আমার হারানিধি মিলিয়ে দিলেন। মন্দিরে ঐ আনন্দময়ী, কোলেও আমার আনন্দময়ী।

(এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সকলের অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ)

সকলে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি অদ্ভুত ঘটনা!

ধনেশ্বর। (সবিস্ময়ে প্রৌঢ়-সন্ন্যাসীর প্রতি) তুমি কে?

স্বরূপ। ইনি আমাদের দলপতি ভীমভাম।

ধনে। ভীমভাম কে?

প্রৌ-স। (আনন্দোদ্বেগে ধনেশ্বরের পদতলে পতিত হইয়া) তোমার কনিষ্ঠ সহোদর রত্নেশ্বর। (কমণ্ডলুর জল লইয়া মুখভস্ম প্রক্ষালন ও কৃত্রিম জটাজুট-শ্মশ্রু, ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রভৃতি সন্ন্যাসবেশ খুলিয়া ফেলিয়া) দাদা!

সকলে। (অত্যন্ত বিস্ময়ে) অ্যাঁ, এ আবার কি অদ্ভুত ঘটনা!

ধনে। (বিস্ময়ে হর্ষোন্মত্ত হইয়া সাশ্রু-নয়নে) ভাই রে! রতন রে! রতন রে! আমার হারানিধি রে! আয় আয়! (ঘন ঘন আলিঙ্গন প্রদান)

ভামিনী। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, সন্ন্যাসিঠাকুর আমারই ঠাকুরপো!

স্বরূপ। (নিতান্ত বিস্ময়ানন্দে সহাস্যে) ভাই ভীম! এখন নিশ্চয় বুঝলুম, তুমি সে ডাকাত নও—অদ্ভুত ডাকাত!

রত্নেশ্বর। (ঈষৎ হাস্যপ্রকাশ)

স্বরূপ। ধন্যি ভাই, তোমার চতুরালী! তোমার চতুর বুদ্ধির কাছে সবাই হার মেনেছে। তোমার জমীদার দাদা, তোমার ভাজ ঠাক্‌রুণ, তোমার চেলা ওরফে জামাই, তোমার এই স্বরূপ, পাঁচু কোরে হাজারো সঙ্গী আজ হ্যাকা-ভ্যাকা! সাবাস্ ভাই! বলি হারি যাই। তোমার চতুরালীর কুল-কিনারা নাই। সাবাস্ ভাই ভীমভাম!—বাহবা অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী ঠাকুর!—ধন্য শ্রীযুক্ত বাবু রত্নেশ্বর সিংহ রায় মহাশয়! (পরিহাসে) আর সব সে ধন্য তোমার এই স্বরূপ দাদা! এত বছরেও তোমার লীলেখেলার খেই ধোত্তে পারে নি!

রত্নেশ্বর। (হাস্যপ্রকাশ)

ধনে। ভাই রতন রে! ধর্ম্মেরই জয় হয়, তাই আজ তোকে পেলেম, তুইও আমাকে পেলি। এক-মাত্র ধর্ম্মের অমোঘ শক্তিতে আমাদের উভয়েরই কর্ম্মফললাভ হলো। আমার কর্ম্মফল পরাজয়—তোমার কর্ম্মফল জয়! ভাই, ঋষিবাক্য মিথ্যা নয়—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

স্বরূপ। (সপরিহাসে ধনেশ্বরের প্রতি) ভাই, জমীদার মশয়! তোমার আজ যেমন কর্ম্ম, তেমি ফল।

ধনেশ্বর। (স্বরূপের প্রতি) তোমার কথা মিথ্যা নয়। আমি আমার এই কনিষ্ঠ সহোদর রত্নেশ্বরকে যার-পর-নাই দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছি। পৈতৃক ধনসম্পত্তির অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক রত্নেশ্বরের। কিন্তু আমা হেন নীচ ধনলোভী নারকী কি গর্হিত কার্য্যই না করেছে! আমার ভাই আমারই কলকৌশলে ছলে-বলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, পথের ভিখারী হয়ে, পত্নীর সহিত চক্ষের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল। তাই আজ আমার পাপের সমুচিত শাস্তি হলো।

রত্নেশ্বর। (সলজ্জে ও সসম্ভ্রমে) দাদা, যা হয়েছে, —হয়েছে, তার আর উল্লেখ করুবেন না। আমি আজ আমার স্নেহের কন্যাকে আপনার কৃপাবলে পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে সমস্ত মর্ম্মযন্ত্রণা ভুলে গিয়েছি। দাদা! আপনার আর আপনার পত্নীর দ্বারা আমাদের যত অনিষ্ট ঘটেছে, আজ তার শতগুণ ইষ্টলাভও হলো। ভাগ্যে আপনি সরলাকে লালনপালন ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তাই তো আবার দেখ্‌তে পেলেম। (পদধারণ করিয়া) দাদা! আমি আহত ভুজঙ্গের ন্যায় আপনাকে বিষবাক্যদংশনে যার-পর-নাই কষ্ট দিয়েছি, নিতান্ত অন্যায় করেছি, আমায় ক্ষমা করুন।

ধনেশ্বর। (রত্নেশ্বরকে উত্তোলন করিয়া) না, ভাই, তোমার কোন অপরাধ নাই। আমিই সম্পূর্ণ অপরাধী।

ভামিনী। ঠাকুরপো! কমলা কৈ?

রত্নেশ্বর। (সদুঃখে স্বগত) কমলা এখন দ্রবময়ী। (দুই জন দস্যুর প্রতি) তোমরা শীঘ্র গুপ্তস্থান থেকে তাঁদের এখানে আন।

[লোকদ্বয়ের প্রস্থান।

যাদবেন্দ্র। (কৃতাঞ্জলিপুটে) গুরুদেব! এই কি শিষ্যের চিত্তপরীক্ষা?

ধনেশ্বর। (সহাস্যে) বৎস! আমি এইরূপেই চিত্তপরীক্ষা করি।

স্বরূপ। (সহাস্যে) উহুঁ, এর নাম চিত্তপরীক্ষা নয়। এর নাম ভাঙাকে গড়া। আমি জানি, গড়াকে অনেকে ভাঙ্‌তে পারে, যেমন ধনেশ্বর জমীদার বাবু; কিন্তু ভাঙাকে গড়্‌তে পারে, এমন লোক প্রায় পাওয়াই যায় না। আজ সৌভাগ্যের বলে এক জনকে পাওয়া গেল, তাঁর নাম ভীমভাম! অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী! রত্নেশ্বর সিংহ রায় বা অদ্ভুত ডাকাত!

ধনেশ্বর। ভাই রতন! আমার নিতান্ত ইচ্ছা, তোমাতে আমাতে একসঙ্গে এই সাম্‌টী গ্রামের পৈতৃক বাটীতেই বাস করি।

রত্নেশ্বর। দাদা, আপনি যা বল্‌ছেন, তা সত্য; কিন্তু আমি ভেবে দেখ্‌লেম, নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি বাতাসের আভাস পেলে আবার ভীষণ বেগে জ্ব'লে উঠতে পারে।

ধনে। না, ভাই, কোন চিন্তা নাই। অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ নয়—অগ্নি নির্ব্বাপিত।

রত্নেশ্বর। (স্বগত) অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত।

ধনে। এস, আমার পূর্ব্বের ন্যায় দুই ভায়ে মিলে বাস করি।

রত্নেশ্বর। দাদা, আমি স্বতন্ত্র থাকতেই মনস্থ করেছি।

ধনে। (স্বগত) রতনের মন একবারে ভেঙে গেছে, আর যোড়া লাগবে না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ভাই, যা ভাল বিবেচনা কর, তাই হোক্।

রত্নেশ্বর। বংশীধর বাবু! আমি যদি আপনার

প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার ক'রে থাকি, মাপ করুন। এক্ষণে আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে বৈবাহিক মহাশয়ের বাটীতে বিশ্রাম করুন গে। কল্য প্রাতে মাধবনগরে যাবেন। (ধনেশ্বরের প্রতি) দাদা! আজই আমি আমার অর্দ্ধেক অস্থাবর সম্পত্তি আমার নব-নিবাস কপিলপুরে পাঠাব। অর্দ্ধেক স্থাবর সম্পত্তির পাকা বন্দোবস্ত করবো। আর এক কথা, আমার প্রাপ্য সম্পত্তির মধ্য থেকে আপনাকে সাড়ে সতের হাজার টাকা ফেরৎ দেবো।

ধনে। আচ্ছা, ভাই, সমস্তই আজ ঠিকঠাক্ ক'রে নেও, কিন্তু তোমার সম্পত্তি থেকে সাড়ে সতের হাজার টাকা ফিরে দেবে কেন?

রত্নেশ্বর। ২রা বৈশাখ মধুসূদনপুরের চটীতে আপনার যে চৌত্রিশ হাজার তিন শো সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ডাকাতে লুঠে নিয়েছিল, আমিই তার মূল। সুতরাং সে টাকার অর্দ্ধেক আপনার প্রাপ্য।

ধনে। (সবিস্ময়ে) বল কি রতন! তুমিই তার মূল! তুমি ভাই অদ্ভুত ডাকাতই বটে।

(বেগে পূর্ব্ব দুই জন লোকের সহিত মহামায়া ও দ্রবময়ীর প্রবেশ)

মহা। (শশব্যস্তে) কৈ, কৈ? (যাদবেন্দ্রকে দেখিয়া) এই যে, এই যে, বাপ আমার, বাপ আমার! এম্নি ক'রে কি মাকে কাঁদাতে হয়? (আনন্দাশ্রুবর্ষণ)

যাদবেন্দ্র। (আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে) মা! মা! (পদমূলে পতন)

ভামিনী। (দ্রবময়ীর প্রতি) কমলা! কমলা! আজ তোমায় দেখে বড় আনন্দ পেলেম।

কমলা। (অধোমুখে নিরুত্তর)

রত্নেশ্বর। কমলে! স্বপ্নের অগোচর আনন্দ! আজ তোমার হারানিধি বিধি মিলিয়ে দিয়েছেন। (সরলার হস্ত ধারণ করিয়া) কমলে! এই সেই তোমার ব্যাঘ্রহৃত স্নেহের কন্যা। কোলে কর—বুকের আগুন নিবে যাক্।

কমলা। (সীমাতীত আনন্দে বিহ্বল হইয়া) এই সেই আমার মা! (মূর্চ্ছা ও রত্নেশ্বরের শুশ্রূষায় প্রকৃতিস্থ লইয়া উপবেশন করত) কৈ আমার কন্যা! চক্ষের জলে দেখ্‌তে পাইনি যে।

রত্নেশ্বর। এই যে দাঁড়িয়ে আছে!

কমলা। (সানন্দে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া) মা আমার! একবার চাঁদমুখে আমাকে মা ব'লে ডাক্। তোর কাছে ন বছরের মা বলা পাওনা আছে। একবার মা বল্।

সরলা। (সবিস্ময়ে ভামিনীর মুখের দিকে নিরীক্ষণ)

ভামিনী। (সাশ্রুনয়নে সরলার প্রতি) মা সরলা! আর আমার মুখের দিকে চাচ্ছিস্ কেন? আমি তোর ধাই-মা, যার কোলে বসেছিস্, ঐ তোর আপনার মা! কমলাকে মা বল্ মা?

সরলা। (কমলার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুমধুর-স্বরে) মা!

কমলা। (সাশ্রুনয়নে রত্নেশ্বরের প্রতি) ওগো! শোনো শোনো, আমার নীরব বাঁশীর সুর বেজে উঠ্‌লো। কান জুড়িয়ে গেল—প্রাণ গোলে গেল। (সরলার প্রতি) আবার মা বল্ মা?

সরলা। মা!

কমলা। আবার?

সরলা। মা!

কমলা। আবার?

সরলা। মা!

স্বরূপ। (সানন্দে) পাঁচু রে! তুই গান বাঁধ্‌তে জানিস্। ওবে, আজ এই মা মেয়ের মা বলার গান বেঁধে আমায় শোনা রে! ওরে, আমিও কেন সরলা হলুম না রে! এম্নি ক'রে কমলা দেবীর কোলে বোসে মা ব'লে ডাক্‌তুম রে!

ভামিনী। (কমলার প্রতি) কমলা! তোমার স্নেহের হারানিধি আমার কাছে এত দিন জমা ছিল, আজ তোমার কোলে ফিরে দিয়ে অঋণী হলেম। (সাশ্রুনয়নে সরলার প্রতি) মা সরলা! মা পেলি, আমাকে ভুলে গেলি। এই-বার আমাকে শেষবার মা ব'লে ডাক্। তোর মধুমাখা মা কথাটি কানে রেখে যাবজ্জীবন ফাঁকে ফাঁকে তোর চাঁদমুখখানি ভাবি গে। হা, আমার সোনার প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপ আঁধার ক'রে চোল্লো!

কমলা। (সান্ত্বনাবাক্যে ভামিনীর প্রতি) কেন, দিদি! কাঁদছো? তুমিই সরলার মা! আজ কার দয়ায় আমি হারা মেয়ে আবার পেলেম?

ভামিনী। কমলা! সরলাকে সর্ব্বদা স্নেহের চক্ষে দেখো—নিজের প্রাণের চেয়ে আদর ক'রো।

কমলা। দিদি, সরলাকে তুমি কাছে রাখো। তোমাকে কষ্ট দিয়ে মেয়ে নিয়ে যাব না। মেয়ে আমার বেঁচে আছে, এই দেখে আমি সকল শোক ভুলে গিয়েছি।

ভামিনী। বোন্! আমার পালা ফুরিয়েছে—এবার তোমার পালা। (সরলার প্রতি) সরলা! মায়ের কোলে ব'সে একবার আমাকে মা বল্।

সরলা। (ভামিনীর প্রতি) মা!

ভামিনী। (সরলার মুখচুম্বন করিয়া) মা আমার! চিরকাল নীরোগ শরীরে সুখসোহাগে মায়ের কোল-জোড়া ক'রে থাক গে।

[প্রস্থান।

কমলা। (শশব্যস্তে) দিদি! দিদি!

ভামিনী। (নেপথ্য হইতে) আর না বোন্, আর মায়া বাড়াস্ নি।

রত্নেশ্বর। (সানন্দে মহামায়ার প্রতি) মহামায়ে! আজ তোমার ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ কল্লেম, (যাদবেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া) এই তো পেলে তোমার হারানিধি। আবার কিয়দংশ পরিশোধ করি। (সরলার হস্ত ধরিয়া) এই নেও তোমার পুত্রবধূ। তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে আজ আমাদের একটা বড় দরের সম্বন্ধ ঘট্‌লো। তুমি আমাদের বেহান্ হলে।

মহা। (সরলাকে ক্রোড়ে লইয়া সানন্দে) মা আমার! মা আমার! তোকে কি যৌতুক দেবো, খুঁজে পাইনি! আমার অচল স্নেহরত্ন তোকে দিলেম। (মুখচুম্বন)

রত্নেশ্বর। (যাদবেন্দ্রের প্রতি) বৎস যাদবেন্দ্র! ভগবান্ হরির কৃপায় আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো। তোমাদের দুহাত এক ক'রে দিলেম। আজ আমি নিতান্ত সৌভাগ্যবান্। আমার হারানিধি কন্যা পেলেম—আবার তোমাকে জামাতা পেলেম। প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি নবপত্নীর সহিত যাবজ্জীবন সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন কর। আমি আমার দাদা মহাশয়ের নিকট হতে আমার প্রাপ্য বিষয় পেয়েছি। তার চতুর্থ ভাগ বাদে অবশিষ্ট তিন ভাগ তোমার। চতুর্থ ভাগ আমার স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি সহস্র হিতৈষিগণ ভাগ ক'রে নেবে।

যাদ। গুরুদেব! আজ আমি গুরুদক্ষিণা দিতে মনন করেছি। অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ কোল্লে নিতান্ত বাধিত হব।

রত্নে। (সহাস্যে) কি গুরুদক্ষিণা দেবে বাবা?

যাদ। যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আপনার কৃপায় লাভ কোল্লেম।

রত্নে। না, বৎস! সে সমস্ত ধনসম্পত্তি তোমারই থাক। আমি তা কখনই দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করবো না।

যাদ। (সদুঃখে) তবে আমার আপনার শিষ্য হওয়াই বৃথা। আমি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হলেম।

রত্নে। গুরুদক্ষিণা না দিলে যদি তোমার মনস্তুষ্টি না হয়, আচ্ছা, তবে একটি টাকা গুরুদক্ষিণা দিও।

যাদ। (সবিস্ময়ে) সে কি?

রত্নে। বাবা, তাই আমার যথেষ্ট। আমি ভগবান্ হরির পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করি তুমি যেমন অনেক কষ্ট পেয়েছ, এইবার তেমনি প্রভুত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হয়ে আমার স্নেহের কন্যা সরলার সহিত চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে ধর্ম্মপথে বিচরণ কর। আমার বা কমলার তোমরাই ঐশ্বর্য্য।

যাদ। তবে আপনি এবং শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী আমাদের অভিভাবক হয়ে চিরকাল রক্ষণাবেক্ষণ করুন্। দরিদ্র ধনী, ধনী ধনীর আশ্রয়ে ও রক্ষণাবেক্ষণে না থাকলে ধনমর্ম্ম বুঝবে না। হয় তো নানা প্রলোভনে প'ড়ে এবং স্বার্থপর কপটবন্ধু ও প্রবঞ্চক হিতৈষীদের কুহকে মোহিত হয়ে অল্পদিনেই উৎসন্ন যাবে।

রত্নে। আচ্ছা, বৎস! আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলেম।

স্বরূপ। ভাই ভীমভাম! তুমি এখন তোমার নতুন জামাইকে নিয়ে কোথা বাস করবে?

ভীম। যে ভূমি আমাকে ঘোর বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছিল, সেই কপিলপুরে। আমি তার মস্তকে একটি সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে দুঃখিনী পত্নীর সহিত এত দিন বাস কচ্ছিলেম, এইবার তার মস্তকে বৃহৎ অট্টালিকারূপ চূড়াভূষণ স্থাপন ক'রে জামাতা, কন্যা, মহামায়া ও কমলার সহিত বাস করবো। আর তোমাদের সকলকেও সেই কপিলপুরে

বাস করাবো। (মহামায়ার প্রতি) মহামায়ে! কপিল-পুরে তোমার কন্যা স্নেহময়ীর শ্বশুরালয়। এখন তুমিও সেই গ্রামে তোমার পুত্রের সহিত বাস করবে। কিন্তু তোমার কন্যা যে সামান্য অবস্থায় থাক্‌বে, সেটা যুক্তিসঙ্গত নয়। অতএব তাকে এক লক্ষ টাকা নগদ দেবো এবং একখানি উত্তম ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়ে দেবো। তোমার কন্যা তোমার জামাতার সহিত সুখে থাক্‌বে।

স্বরূপ। অনেককে অনেক দিলে, অনেকে অনেক পেলে; কিন্তু ধনেশ্বর বাবু কেবল দিলে, পেলে না কিছু। আহা, বেচারীকে কিছু দেওয়া উচিত নয় রে পাঁচু?

পাঁচু। খুব উচিত। বড় বাবুকে কি দেবে, সর্দ্দার?

স্বরূপ। বড় বাবুর উপযুক্ত ছোট বাবু—অদ্ভুত ডাকাত!

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন

কাণা কড়ি

বিদ্রূপহাসক

স্থান—মেসার্শ মেকেঞ্জি লায়েল্ এণ্ড কোম্পানীর নীলাম-ঘর।

নীলাম-ঘরের মধ্যস্থলে একটি দেবদারু-কাষ্ঠের বৃহৎ বাক্স, ইতস্ততঃ কয়েকখানি চেয়ার স্থাপিত ও এক পার্শ্বে এক জন দ্বারবান্ ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে উপবিষ্ট।

(কিয়ৎকাল পরে নন্দলাল বসু, ছন্নামল্ জহুরী, হরেকৃচাঁদ নাথুরাম মাড়-ওয়ারী, আবদুল মিঞা ও জগবন্ধু উড়িয়ার প্রবেশ)

নন্দ। (দ্বারবানের প্রতি) টম্সন্ সাহেব কখন্ আস্‌বেন?

দ্বার। কোন্? নীলামওয়ালা সাহেব?

নন্দ। হাঁ।

দ্বার। ইগারা বাজ্‌নেসে।

আব। আইজ্ এহানে কি নীলাম অইবে?

দ্বার। হামুয়া কয়সন্ বাতাউঁ? রোজ রোজ কেত্তে কেত্তে চিজুয়াঁ এঠাম নীহিলাম্‌মে বিক্কিরি হো যাওৎ। আজহি ফিন্ ঐসন হোবে করে।

জগ। নীলামকু জিনিসগুটে কৌঁঠি?

দ্বার। উআ বড়া সন্ধুককা ভিতর।

(নেপথ্যে হাতঘড়ীতে এক দুই করিয়া এগারটা বাজিল)

(গণনা করিতে করিতে) এক, দো, তিন্, চার, পাঁচ, ছও, সাত, আঠ, নও, দশ, ইগারা। সাহেবকা আনেকা বখৎ ভইল্‌বা। (ঘন ঘন ঘণ্টাবাদ্য)

(টম্সন্ সাহেব, হরিবল্লভ কেরাণী ও লট্‌কু কুলীর প্রবেশ)

দ্বার। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সেলাম হুজুর!

নন্দ। Good morning, sir।

টম্। Good morning, Babu! (হরিবল্লভের প্রতি) Hari, be hurry to commence the business.

হরি। Very well, sir! (লট্‌কুর প্রতি) এই লট্‌কু! জল্‌দি তালা খুলে বাক্‌সকা ডালা উঠাও।

লট্‌কু। যো হুকুম। (লট্‌কুর তদ্রূপকরণ)

টম্। পহিলা নম্বর লাট উঠাও।

লট্‌কু। যো হুকুম, খোদাবন্দ্। (বাক্সের ভিতর হইতে ১ নম্বর লাট এটর্ণী বাহির করিয়া বাহিরে আনয়ন)

আব্। এইডা কোন্ চিজ্?

হরি। ১ নম্বর লাট এটর্ণী!

আব। এই চিজডার গুণ কি রহম্?

হরি। ওই চিজ্‌কেই জিজ্ঞাসা করুন।

আব্। বালো, বালো। ও এংনানি চিজ্! তোমারে আইজ্ মুই নীলামে কিন্‌মু। তোমার গুইণের কথাডা মোরে আগে কও দেহি!

এটর্ণী। তবে মনোযোগপূর্ব্বক শুনুন। আমি না প'ড়ে পণ্ডিত। উকীলরা বি, এল্ পাশ ক'রে তবে ওকালতী করতে পায়, কিন্তু আমি হেন এটর্ণী শর্ম্মা বিনা পাশে উত্তীর্ণ হয়ে মক্কেলের ভিটেয় ঘুঘু চরাই। যেমন মোল্লার দৌর দে মুরগীর রাস্তা, তেম্নি আমার দৌর দে মক্কেলের আদালতে ঢোক্‌বার রাস্তা। যে মামলাটা দশ

হাজার টাকার কমে মিট্‌বে না, সেটা দু'তিন শ টাকায় মিট্‌বে ব'লে মক্কেলের পোকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলি। ফাঁদে একবার জড়াতে পাল্লেই বস্—আর যায় কোথা! শেষে ফাঁকির খাঁচাতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দু'শর জায়গায় দশ হাজার টাকা। দু হাজার টাকার মোকদ্দমা জিত্তে এসে আমার মক্কেল মশায় দশ বিশ হাজার টাকা খুইয়ে, ভিটস্থ ঘুঘুস্থ হয়ে, জিভ বার ক'রে এলিয়ে পড়েন। যদি মক্কেল পুরো ষোল আনা আক্কেল-সেলামী না দেবেন তো এটর্ণীরা ধর্ম্মের কাছে কি ব'লে জবাব দেবে? আবার দেখুন, কোন কোন মক্কেলের কাছে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ব্যারিষ্টারের পোকে বড় জোর হাজার টাকা দিয়ে কাজ সারি—চার চার হাজার এক দমে মারি। যতক্ষণ মক্কেলের বাড়ার ভিতে একখানা ইটও থাক্‌বে, ততক্ষণ তাকে ঠুলি-আঁটা কলুর বলদের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাককে দম্ করবো। বেশী কি বল্‌বো,—গুরুমন্ত্র শুনুন্—"এটর্ণী খেল্‌লে ফিকির, মক্কেলের পো অম্নি ফকির।"

আব। বা, এই এৎনানি তো বড্ড ওম্‌দা চিজ্ হে!

এটর্ণী। মিঞা সাহেব! ওম্‌দা ব'লে ওম্‌দা! এটর্ণী শব্দটাও ওম্‌দা।

আব। সে কি রহম্?

এটর্ণী। এটর্ণী অর্থাৎ অতরণী।

আব। অতরণী কারে কয়?

এটর্ণী। তবণীর বিপরীত অতরণী। তরণী হচ্ছে নৌকো। মানুষকে নদ নদী হ্রদ তরায় অর্থাৎ এ পার থেকে ও পারে নিয়ে যায় ব'লে নৌকোকে তরণী বলে। কিন্তু, মিঞা সাহেব! আমরা মক্কেলকে অতরাই অর্থাৎ ডোবাই ব'লে লোকে আমাদের অতরণী বা এটর্ণী বলে।

আব। হ—হ—হ—হ! কিন্‌মু—কিন্‌মু!

হরি। এক নম্বর লাট এটর্ণী যায়—যায়।

আব। আল্লা-কদম্-বরোসা! মুই পইলা বিড্ দিমু।

হরি। যায় এটর্ণী যায়।

আব। দু করা কাণা কোরি।

হরি। দু কড়া কাণা কড়ি এটর্ণী যায়।

নন্দ। তিন কড়া কাণা কড়ি।

টম্। এই হরি! রূপেয়াকা ডাক নেহি হোটা? কাণা কৌড়ি ক্যা হ্যায়?

হরি। Blind smallest shells, sir!

টম্। O, I understand now, The valueless Kana Kauri or broken shells are the proper value for this and those creatures kept in that wooden box!

হরি। O yes, sir!

টম্। Then go on.

হরি। তিন কড়া কাণা কড়ির এটর্ণী যায়।

ছন্না। পাঁচঠো কাণা কৌড়ি।

হরি। পাঁচ কড়া কাণা কড়ি—পাঁচ কড়া।

জগ। দেঢ় গণ্ডা কাণা কৌড়ি।

হরি। ছ কড়া—ছ কড়া কাণা।

ক্রেতাগণ। (নীরব)

হরি। ছ কড়া—গেল গেল—এটর্ণী!

টম্। Once.

ক্রেতাগণ। (নীরব)

টম্। Once—Twice.

আব। পুরাপুরি দুই গোণ্ডা কাণা কোরি।

টম্। Thrice.

হরি। মিঞা সাহেব! আট কড়া কাণা কড়িতে আপ মার দিয়া কেল্লা।

আব। মালিক আল্লা।

হরি। আপনার নাম কি?

আব। সেখ গাজী আবদুল মিঞা।

হরি। (কাগজে নাম ও হিসাব লিখিতে লিখিতে) দিন শীগ্‌গির আট কড়া কাণা কড়ি।

আব্। (গেঁজে হইতে কাণাকড়ি বাহির করিয়া) ও অরি বাবু! এই দুই গোণ্ডা কাণা কোরি দয়রেন্।

হরি। (কাণা কড়ি লইয়া) ও গাজী সাহেব! সাতটা কাণা আর একটা যে ভাল কড়ি।

আব। আর তো কাণা কোরি নাই।

হরি। তবে ভেঙে কাণা ক'রে দিন। দস্তুরমত কাজ করুন্। কাণা কড়িতে ডেকে গোটা কড়িতে নিতে চান কোন্ আইনে? বিশেষতঃ আজকের অক্‌সনে যতগুলো লাট ঐ বাক্সটার মধ্যে বোঝাই আছে, সকলগুলোর মূল্যই কাণা কড়ি।

আব। আইজ্ঞা, টিক্ টিক্। আকাণা কোরিডা ছ্যায়েন্, মুই বাইঙ্গা কাণা কইরা দি। (তদ্রূপকরণ)

হরি। লট্‌কু! মিঠন্ কুলীকো বোলাও। খুব সস্তার মাল এখান থেকে বার ক'রে উঠানমে রেখে আসে গা।

লট্‌কু। (উচ্চৈঃস্বরে) এ মিঠন্—মিঠন্—আরে মিঠাওনা।

নেপথ্যে মিঠন্। যেইছি বাড়ে হো।

(মিঠনের প্রবেশ)

হরি। এক নম্বর লাট এটর্ণী বাবুকো উঠোনে এই টিকিট লাগায়কে রেখে আও।

মিঠন্। ডাক হো গেইলা?

লট্‌কু। আরে হাঁ গাধোয়া, ডাকুয়া চুকল্ বা।

মিঠন্। এ এক লম্বর কেকে মিলল্ বা হো?

লট্‌কু। এতিআ মিঞাকে।

মিঠন্। কেৎনেমে?

লট্‌কু। ফকৎ আঠগো কাণে কৌড়ি।

মিঠন্। (সবিস্ময়ে) এ গঙ্গামাই! এ মহাবীর হনুমান্ জী! মিঞা-কা নসিব্ বড়া ভালা হো!

টম্। কেঁও গোলমাল লাগায়া? জল্‌দি লে যাও।

[এটর্ণীকে লইয়া মিঠনের প্রস্থান।

হরি। লট্‌কু! দো নম্বর লাট উঠাও।

(লট্‌কুর তদ্রূপকরণ)

ছন্নামল্। এ কোন্ চিজ্ হ্যায়?

হরি। ডাক্তার বাবু।

ছন্না। ডাংক্তার?

হরি। হা জী।

জগ। এতে কঁড় কঁড় গুঁড়ো আছন্তি?

হরি। ডাক্তার বাবু! গুণ প্রকাশ করুন্।

ডাক্তার। শুনুন্ তবে। আমি আগে ছিলেম নেটিব ডাক্তার—ক্রমে হই আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন—শেষে হয়েছি সিভিল সার্জ্জন। ক্রমে ক্রমে এল্, এম্, এস, এম্, বি, এম, ডি, এল, আর, সি, পি, এচ্, এস্, সি, এম্, সি, ইত্যাদি ইত্যাদি টাইটেল্ হোলডার হই।

জগ। টাইটেল কঁড়?

ডাক্তার। টাইটেল মানে খেতাব।

নন্দ। আপনাদের টাইটেলের মানে খেতাব নয়।

ডাক্তার। তবে কি?

নন্দ। টাই মানে বাঁধ আর টেল মানে ল্যাজ অর্থাৎ বাঁধ ল্যাজ।

ডাক্তার। সে টাইটেলের বানান আলাদা।

নন্দ। কিন্তু মানান এক।

টম্। Babu! you are quite right.

নন্দ। Thank you, sir.

হরি। ডাক্তার বাবু! তার পর?

ডাক্তার। যে দিন আমি সর্ব্বপ্রথম Anatomy অর্থাৎ অস্থিবিদ্যা শেখবার জন্য মড়ার হাড়গোড় ঘাঁটতে আরম্ভ করি, সেই দিন থেকেই পেসেণ্টের অর্থাৎ রোগীর হাড়ে দুব্বো গজাবার ফিকিরটে শিখে নি। তার পর যখন ডিসেক্সন্ অর্থাৎ শবচ্ছেদ বা মড়াকাটা বিদ্যেটা হজম কোত্তে লাগলুম, তখনই রুগী ও রুগীর ফ্যামিলির টুঁটী কাটাটাও বিধিমত প্রকারে অভ্যাস ক'রে নিলুম।

নন্দ। টুঁটীকাটা কি?

ডাক্তার। রুগী যদি আমার ভিজিট চুকিয়ে না দিয়ে ম'রে যায়, তা হলে তার বাপ খুড়ো জ্যেঠা ছেলে মা মাসী, এমন কি, তার স্ত্রীর কাছ থেকেও ভিজিট আদায় করি। যদি সহজে না দেয় তো নালিস ক'রে ডিক্রী করি।

নন্দ। রুগী ম'লে তার বাড়ীর সকলেই তখন শোকে হাহাকার ক'রে কাঁদে, সে সময় কি এরূপ ক'রে তাদেয় টুঁটীকাটা ধর্ম্মসঙ্গত?

ডাক্তার। ডাক্তারসম্মত। নৈলে মড়াকাটার গৌরব নষ্ট হয় যে।

নন্দ। এরূপ ক'রে মড়াকাটার গৌরব রাখলে তোমাদেরও যে যমের বাড়ী গিয়ে খোড়কুঁচি হয়ে মড়াকাটা হতে হবে।

হরি। ও মশায়? যম আবার কে? এই ডাক্তার বাবুরাই তো সাক্ষাৎ যম। আপনি কি জানেন না—"মক্কেলের যম মোক্তার, রুগীর যম ডাক্তার?"

নন্দ। আজ্ঞে, ঠিক ঠিক।

টম্। Be quick, Be quick.

হরি। দুই নম্বর লাট যায়। বিট্—বিট্।

হরেক। একঠো কাণা কৌড়ি।

হরি। আর কে বিট্ দেবেন দিন।

ছন্না। দো কাণা কৌড়ি।

হরি। আর কে? আর কে?

জগ। তিনগুটে কণা কৌড়ি।

হরি। তিন কড়া কাণা কড়িতে ডাক্তার যায়। যায়—যায়—গেল।

টম্। Once.

হরি। তিন কড়া কাণা—যায়—যায়।

টম্। Twice যাটা হ্যায়, twice, twice, thrice.

হরি। আপনার নাম ?

জগ। জগবন্ধু খণ্ডাইত কটকী।

হরি। (নাম ও হিসাব লিখিতে লিখিতে) শীগ্‌গির তিন কড়া কাণা কড়ি দিন।

জগ। (কড়ি দিতে দিতে) এ নীলাম বাবু! এ ডগতর কঁড় খিব ?

হরি। কি খাবে, তা ডাক্তারকেই জিজ্ঞাসা করুন্।

জগ। এহে ডগতর! তুম্ভে কঁড় কঁড় জিনিস খাইবাকু লাগ ?

ডাক্তার। Bread, meat and wine.

জগ। মু বুঝিবাকু ন পারিল।

ডাক্তার। রুটী, মাস, মদ।

জগ। (ঘৃণায়) ছি ছি ছি! জগন্নাথ প্রভু! এ মোতে কঁড় মিলিলে? গুটে মতাড়! হায় হায়, তিন গুটে কাণা কৌড়ি ইমিতি করি মু মিচ্ছামিচ্ছি নাশ করিল!

হরি। তা আর কি হবে। মিঠন! দো নম্বর লাট ডাক্তার বাবুকো বাইরেমে লে যাও।

[মিঠনের প্রবেশ ও ডাক্তারকে লইয়া প্রস্থান।

জগ। ডগতরকু মু কঁড় ব্রাহ্মণর দান দিবে।

হরি। তিন নম্বর লাট উঠাও।

(লট্‌কুর তথাকরণ)

জগ। ইগুটে কঁড় অছি ?

হরি। Editor.

জগ। মোতে মালুম ন হল।

হরি। সংবাদপত্রের সম্পাদক।

জগ। তেব্বে মু বুঝিবাকু ন পারিল।

নন্দ। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। (ইংরাজীতে বানান করিতে করিতে) E-d-i-t-o-r = Editor, এর মানে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের সম্পাদক, কিন্তু এই যে এডিটার দেবদারু-কাঠের বাক্স থেকে বেরুলেন—এঁর আকার-প্রকার, ধরণ-ধারণ, ভাবভঙ্গী দেখে বেশ বুঝেছি যে, ইনি সংবাদপত্রের এডিটার বটেন, কিন্তু বানানটা E-d-i-t-o-r = Editor নয়।

টম্। Then what is the true speleing of this Editor, Babu ?

নন্দ। A-i-d—e-a-t-e-r = Aid-eater। এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে "সাহায্য-ভক্ষক", কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ "জুয়াচোর"।

হরি। বড় দুরান্বয়।

নন্দ। উহুঁ, দুরান্বয় নয়। "সাহায্য-ভক্ষক" ও "জুয়াচোর" শব্দে বড় সমন্বয়। এই দেখুন না, আপনি, আমি, ইনি, তিনি ইত্যাদি ক'রে যার যেমন শক্তি, সেইরূপ দু আনা, চার আনা, দু টাকা, পাঁচ টাকা "সাহায্য" দিলেম। কেন দিলেম ? না এডিটারেরা দুর্ভিক্ষপীড়িত, রোগপীড়িত, চা-করপীড়িত, নীলকর-পীড়িত, হাকিমপীড়িত, মহামারিপীড়িত প্রভৃতি গরিব অসহায় লোকদের সেই চাঁদার টাকায় সাহায্য করবেন ব'লে তো ?

হরি। তাই তো দিয়েছিলেম। আবার পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেও কিছু কিছু অর্থ এই সব এডিটারদের কাছে পাঠিয়েছিলেম। এক এক জন এডিটার বোধ হয় ৭।৮ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেছিল।

নন্দ। বরং বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সংগৃহীত টাকার মধ্যে কেউ কেউ গরিবদের দু চার শত টাকা দিয়ে,বাকি রাশি রাশি টাকা গাপ্ করলেন। বলুন দেখি, এই সকল মহাপাপিষ্ঠ এডিটারেরা এডিটার শব্দের ব্যবহারিক অর্থে "জুয়াচোর" কি না ?

হরি। অতি যথার্থ।

টম্। এই লট্‌কু, ইয়ে, এডিটারকো ফের বাকস্‌মে ভর।

এডি। মাপ করুন্ সাহেব। এবার ও বাক্সে ঢুক্‌লে দম আট্‌কে মর্‌বো। অনুগ্রহ ক'রে নীলেম ডাক্‌তে বলুন।

আব। ও আল্লা! মুই এ বহুৎ বদ্‌মাল্ নিমু না।

জগ। মু তো গুটে ডগতরকু নীলাম ডাকি কিরি ফাঁসাহুকু পড়িল। এবে ইগুটে এডিটারকু ডাকি কি মরা জিমি! হে জগন্নাথ, মোতে রক্ষা কর।

হরেক। মেই ইসকুঁ নীহিলাম্‌মে মলুঙ্গা। ইয়ে এডিটারকো শির পর আড়াই মোণি বিলেতি কপ্‌ড়েকো মোট বয়ঠাঁয়কে রস্তে রস্তে মে "এক টাকায় দশ থাঁড়া কাপড়—বিশ থাঁড়া ফাও" বেচুঙ্গা। ইসকুঁ আউর আউর গুঁড় ক্যা ক্যা হ্যায় ?

হরি। এডিটার মশায়! নিজের মুখে নিজের গুণগানটা ক'রে নিন্। তা হলেই বিটে টিট্ ক'রে দি।

এডি। যে আজ্ঞে। আমার গুণগ্রামগান শুন্থন সকলে।—আমার বিদ্যের দৌড় বটতলার শিশুবোধ পর্য্যন্ত। ফার্ষ্ট বুক্ অব্ স্পেলিংখানারও পাত পাঁচ ছয় গুবুরেপোকার মত দিন কয়েক আউড়েছিলেম। তার পর যৌবন সন্ধির মধ্যে এসে পেট্টা ডে-ডবল বড় হয়ে উঠ্‌লো, কাজে কাজে ক্ষিদের জ্বালায় একটা চাক্‌রীর চেষ্টায় নানা-স্থানী হলেম, অথচ আমার বিদ্যের তেজ দেখে চাক্‌রী ঠিক্‌বে পালাতে লাগ্‌লো। কিন্তু এ দিকে ক্ষিদে কমে না—ও দিকে সিদে জমে না। বড় মুস্কিলে পড়্‌লেম। ছটফট্ কত্তে কত্তে মুস্কিলের আসান যেন উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো। অমি বাঁ ক'রে একখানা খবরের কাগজ (যার নাম গৌড়ীয় সাধু ভাষায় "সংবাদপত্র") প্রকাশ ক'রে আকাশ ধর্‌লেম। বেকার অবস্থায় বেড়ে ছিলেন, কিন্তু খবরের কাগজখানা আমার মহাদীর্ঘ লাঙ্গুলস্বরূপ হলো। মেপে শেষ করে কার সাধ্য? যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সটান শাড়ী—যত মাপ, ততই বাড়ে। আমি এই ল্যাজের গর্জ্জনে অর্থাৎ খবরের কাগজের তর্জ্জনে ত্রিভুবন আবাহন বিসর্জ্জন কত্তে লাগ্‌লেম। কৌশল ক'রে মাথা-মুণ্ড ছাই-ভস্ম যা লিখি, তাতেই পোয়া বারো! আজ যা লিখি, কাল তা নিজেই কাটি—অর্থাৎ থুথু ফেলে আবার চাটি! নিজে পালক সমেত মুরগীর মাংস খেয়ে, পিক মিক্সার মসলাদার পদ্মহস্তের চপ্ কট্‌লেট্ ও সর্ব্ববিধ মাংস ভোজন ক'রে হিন্দুধর্মের অটুট সংস্কার ক'রে ফেল্লেম। অনেক গোঁড়া হিন্দু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যেরা আমার সভায় হলেন। ভারতবর্ষের মৃত, জীবিত ও গর্ভস্থ তিন কুড়ি সাট্ কোটি হিন্দুর জন্য—বাজপড়া নেড়া তালগাছের ন্যায় হতাহত, টল্‌টলায়মান, ঠোঁটাগতপ্রাণ হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য আমার অপকভাষী—বিপক্ষ-ত্রাসী—মক্কা-কাশী—ভণ্ড-বিলাসী—অর্থানর্থস্বার্থ-ত্রৈরাশি—টাট্‌কা খবর নয় সদাই বাসা—স্বধর্ম্মনাশী—বান্ধবকৃত উপকারগ্রাসী—বিদ্যেসুন্দরের মালিনী মাসী—ভস্মরাশি সংবাদ-পত্র প্রকটিত হয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে জয়ঢাক বাজাচ্ছে আর আমার শূন্যগর্ভ কেওড়াকাঠের সিন্দুকে তোড়া তোড়া টাকা ঢেলে দিচ্ছে। আর দু এক মাস পরে দেখুন না মশায়, আমি হেন এডিটার ধনী, কি বিলেতের রথচাইল্‌ডস্ ধনী।

হরি। এখন যে আপনাকে কাণা কড়ির টানে প'ড়ে হস্তান্তরিত হতে হচ্ছে। তার কি উপায় কল্লে, ধনী?

এডি। কুচপরওয়া নেহি। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?"

হরি। তবে আর ভয় কি? যায়—যায়—এডিটার যায়। কে ডাকবেন ডাকুন—যায় গো যায়, কেওড়া কাঠের ধনী যায়।

হরেক। একঠো কাঁড়া কৌড়ি।

টম্। একঠো কাণা কৌড়ি—এক দো—তিন।

হরি। (সহাস্যে) বা জী বা! একটা কাণা কড়িতেই এত্তা বড়া মাল মার দিয়া।

হরেক। বাবুজী! আঢ়াই মোণী কাপড়েকুঁ গাট।

এডি। "পুরুষস্য ভাগ্যম্।"

হরি। আপকা নাম আর দাম?

হরেক। নাম হরেকচাঁদ নাথুরাম, ওর দাম একঠো কাঁড়া কৌড়ি। লিজিয়ে।

হরি। মিঠন্! মাল বাহারমে লে যাও।

[মিঠনের প্রবেশ ও এডিটারকে লইয়া প্রস্থান।

টম্। চার নম্বর লাট উঠাও। (লটুকুর তদ্রূপ-করণ)

হরি। চার নম্বর লাট আফিসের হেড বাবু যায়।

ছন্না। ইয়ে চিজ ক্যায়সা হ্যায়?

হরি। বড়া ওম্‌দা। (হেডবাবুর প্রতি) হেড বাবু! সুরু করুন্।

হেড বাবু। আমি G—(dash) office-এর Head Clerk বা Head Babu! যেমন খাইবার পাশের পশ্চিমে কাবুল—পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া, তেম্নি আমার ডাইনে সাহেব—বাঁয়ে বাঙ্গালী; অর্থাৎ এই সমস্ত আফিসের মধ্যে অহমপি খাইবার পাশ! আমার পথ দিয়ে বাঙ্গালী কেরাণী বাবুকে সাহেবের কাছে যেতে হয়। কিন্তু আমাকে আগে পরিতুষ্ট না করলে কার সাধ্য সাহেবের কাছে ঘেঁসে?

নন্দ। তা বাস্তবিক। আগে খাইবার পাশ না দিলে, গরীব কেরাণী বেচারাদের হেড বাবুরূপ খাইবার পাশ পার হওয়া নেহাৎ অসাধ্য।

হেড বাবু। আমি লেখাপড়ায় তথৈবচ, কিন্তু পায়ে পড়ায় খুব হুঁসিয়ার। আমার উপরওয়ালা সাহেব মহোদয়গণের শ্রীপাদপদ্ম ডসন কোম্পানীর

"লোহার বাসরের" ন্যায় জুতায়- আঁটা। সেই ঘুৎসই জুতা-আঁটিত পায়ে বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘড়ি ঘড়ি পড়ি। তাই তো আমি ৯০ টাকার মাহিনে থেকে আজ ৯৯৯৲ টাকার ধাক্কায় পড়েছি। আর ১৲ টাকা হলেই বস্—১০০০৲ টাকা। কিন্তু এরূপ পায়ে পড়ার শোধ তুলে নিতেও আমি খুব মজবুৎ। তাই আমার অধীনস্থ কেরাণীদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমার পায়ে পড়াই।

নন্দ। এই কি ভদ্র লোকের কাজ ?

হেড বাবু। কেন বাবু, এতে দোষ কি? জমার তো খরচ চাই। আমি যে অষ্ট প্রহর সাহেবের জুতো-লাথি মাথা পেতে জমা করি, কেরাণীদের দশ পনর কুড়ি পঁচিশ ত্রিশ টাকার মাথা বই তার খরচ হয় কিসে? সাহেবের জুতোয় আমি, আমার জুতোয় কেরাণী। আমি নিতান্ত পরোপকারী, তাই প্রকৃত কার্য্যদক্ষ গরীবদের চাক্‌রী না দিয়ে, কেবল আমার শালা-সম্বন্ধী, শালা-পো, শালী-পো, খোসামুদে মোসাহেব, ভগ্নীপতি, এক গ্লাসের ইয়ারদের অনুপযুক্ত জেনেও উপযুক্ত বোলে কোলে টানি—এক পয়সার যোগ্য না হলেও পঞ্চাশ ষাট টাকার পোষ্ট দি।

নন্দ। আহা, আপনি এমনি "পোষ্টবর শ্রীযুক্ত হেড্ বাবু মহাশয় পোষ্টবরেষু।"

টম্। Hari, make haste.

হরি। হেড ক্লার্ক বা হেড বাবু যায়।

ছন্না। একঠো কাণা কৌড়ি।

আব। সওয়া করা কাণা কোরি।

টম্। সওয়া কড়া কাণা কড়ি—এক।

হরেক। দেড় কাঁড়া কৌড়ি।

ছন্না। দো কাণা কৌড়ি।

টম্। দো কাণা কৌড়ি—এক। দো কাণা কৌড়ি—দো। দো কাণা কৌড়ি তিন্।

হরি। মিঠন্! হেড বাবুকো লে যাও। (ছন্নামলের প্রতি) দু কড়া কাণা কড়ি দিন।

[মিঠনের প্রবেশ ও হেড বাবুকে লইয়া প্রস্থান।

টম্। পাঁচ নম্বর লাট উঠাও। (লট্‌কুর তদ্রূপকরণ)

হরেক। এ কউন্‌সা চিজ ?

হরি। ক্রিটিক্ বাবু।

হরেক। ক্যা? কার্ত্তিক বাবু?

হরি। (সহাস্যে) না না। ইংরেজি Critic—বাঙলা সমালোচক।

(এক জন খঞ্জ বৃদ্ধকে বাক্সগাড়ী করিয়া টানিয়া লইয়া জনৈকা বৃদ্ধার প্রবেশ)

টম্। হিঁয়া কুচ নেহি হোগা। ডুসরা জায়গামে জায়কে ভিক্ মাঙ্গো।

বৃদ্ধা। না, বাবা সাহেব, আমি এখেনে ভিক্ষে নিতে আসিনি। শুনেছি, নীলেমে খুব সস্তাদরে জিনিসপত্তর বিক্কিরি হয়, তাই কিন্‌তে এসেছি।

হরি। ও বুড়ী! তোর কাছে কাণা কড়ি আছে?

বৃদ্ধা। আছে, বাবা। ভিক্ষে-শিক্ষে কোরে আজ ক গণ্ডা কড়ি পেয়েছি, তার ভেতোর আধখানা কাণা কড়ি আছে।

হরি। একে কাণা কড়ি, তার আবার আধখানা! কোন্ দাতাকর্ণ তোকে এমন অমূল্য বস্তু দান করেছে?

বৃদ্ধা। যাদের দরজায় সেপাই-সান্তিরির পাহারা।

আব। এই যে সমালোচক নামধারী চিজ্‌ডা, এডার গুণ কি রহম?

হরি। ও সমালোচক বাবু! মিঞা সাহেবের সন্নিধানে আপনার গুণের সমালোচনা করুন।

সমালোচক। (সক্রোধে) আপনি কি পাগ্‌লামি কোচ্ছেন! আমরা হচ্ছি সমালোচক—দ্বিতীয় বিধাতা স্বরূপ। আপনি কি জানেন না যে, আমরা বজ্রধর ইন্দ্রের বজ্রাদপি ভয়ঙ্কর কলম ধোরে গদ্যকার, পদ্যকার, গ্রন্থকারদের গ্রন্থগ্রন্থির সমালোচনা ক'রে শ্রাদ্ধ করি—অপরদের পিণ্ড দান করি? তবে আপনি কোন্ সাহসে উৎকট নির্ব্বোধের ন্যায় আমাকেই আমার গুণগ্রাম সমালোচনা কত্তে বল্‌ছেন?

হরি। আমার নেহাৎ ঝকমারি হয়েছে। আচ্ছা, আমিই সমালোচকের সমালোচনা ক'রে উপস্থিত ক্রেতাগণকে বুঝিয়ে দি।

সমালোচক। আপনার এমন কি বিদ্যেবুদ্ধি আছে যে, সমালোচকের সমালোচক হবেন?

হরি। আজ্ঞে, আমার নিজের অমন বিদ্যেবুদ্ধির প্রয়োজন নাই। কেবল আপনারই কাছে ধার ক'রে সমালোচনা কর্‌তে চাই।

সমালোচক। তা আমি কখন ধার দিতে পারি না। এরূপ ধার দেওয়া এটিকেটবিরুদ্ধ।

হরি। আচ্ছা, না দিন্। আমি আমার মনে আপনার মনের ফটোগ্রফ তুলে ক্রেতাদের বুঝিয়ে দি। শুনুন মহাশয়রা! এই জিনিসটির নাম সমালোচক। নামে সমালোচক, কিন্তু কাজে লোচনশূন্য নিরেট পেচক! এই পেচকের ন্যায় অনেক পেচক আছেন। এঁদের কাজ হচ্ছে বস্তুসমালোচন। এঁদের বিদ্যেশূন্য ইয়ারবন্ধুরা ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু যা লিখুক, এঁরা তাদের স্বর্গে তুলে দেন। কেউ কিছু ঘুষ-ঘাস দিলে তাকেও মাথায় ক'রে ঢাক বাজান। কিন্তু "একগ্লাসের ইয়ার" না হ'লে, বা "যাকে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা" গোছের গ্রন্থকারেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, ভাল ভাল পুস্তকাদি লিখলে এঁরা কঞ্চি-কলমের এক খোঁচায় সাত কুঁচি ক'রে জবাই করেন। এই সমালোচকের দূরদর্শন ও তালজ্ঞানটা বড় টনটনে। নৈলে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বল্লে ইনি শিউরে উঠেন—কষ্ট পান—খাবি খান কেন? সুতরাং ভাগবতাদি গ্রন্থে এঁর দখলটা ষোল আনা পুরোপুরি। আবার নিজের পচা বই নিজে এম্নি ক'রে উঁচিয়ে রিভিউ করেন যে, লোকে হেসে বাঁচে না। এক ছটাক মদ দাও, এখনি এই ছটাকে মাতাল সমালোচক, তুমি দশ বৎসর পরে যে বই লিখবে, আজই তার দেড়গজী লম্বা সমালোচনা ক'রে পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবেন। আবার যদি মদ দিতে পেছ-পাও হও, তবে তোমার প্রকাশিত ভাল বইখানাও এঁর খপ্পরে প'ড়ে ধড়ফড় করবে। এই সকল গর্দ্দভরূপী সমালোচকেরা গরীব গ্রন্থকারদের গ্রন্থ সকল না প'ড়ে—কেবল মলাটের এ পিঠ ওপিঠ দেখেই, যা খুসী তাই সমালোচনা করে, সুতরাং বাবাকে শালা আর শালাকে বাবা ব'লে সমালোচকত্ব ফলিয়ে বসে। এম্নি এরা অপদার্থ!

অব। তবে আমাগো মধ্যি কোন্ করিন্দার এডারে লইবে? (জগবন্ধুর প্রতি) আপনি লইবেন কি?

জগ। কে নিব? মু? ন ন—ছিছি!

আব। (হরেকচাঁদের প্রতি) আপনি লইবেন?

হরেক। গোবিন্দজী গোবিন্দজী!

আব। (ছন্নামলের প্রতি) আপনি?

ছন্না। এ মট্টী লেকে ক্যা হোগা?

আব। (নন্দলালের প্রতি) আচ্ছা, আপনি?

নন্দ। আমি অমন দশ বিশটে আপনাকে অম্নি দিতে পারি।

আব। অ! কি কন্! এমন! (বৃদ্ধার প্রতি) ও বুড়ী! তুই?

বৃদ্ধা। আধখানা কাণা কড়িতে পাই তো নেবো বৈ কি বাবা।

টম্। আচ্ছা সমালোচক যাটা হ্যায়।

বৃদ্ধা। আধখানা কাণা কড়ি।

টম্। একডম্ থ্রাইস।

হরি। বুড়ী, আধখানা কাণা কড়ি দে। (কড়ি লইয়া) আচ্ছা, বুড়ী! তুই এ সমালোচক জিনিসটে নিয়ে কি করবি?

বৃদ্ধা। আমি, বাবা, বড্ড অক্ষেম হয়ে পড়েছি। আর বুড়াকে বাক্স-গাড়ীতে বসিয়ে টান্‌তে পারিনি। এখন থেকে এই আধখানা কাণা কড়িতে কেনা এই সমালোচককে যুতে দিয়ে, রাস্তায় রাস্তায় বাক্স-গাড়ী টানাবো।

টম্। বহুট আচ্ছা হ্যায়। আভি ইস্কো যুটকে বুড্ঢাকা বকস্-গাড়ী হিঁয়াসে বাহার লে যাও।

বৃদ্ধা। আচ্ছা, বাবা সাহেব।

সমালোচক। খবরদার বুড়ী! বুঝে সুঝে তবে গাড়ীতে—

বৃদ্ধা। কেনা গোলামের আবার অত ঝাঁঝনি কেন? এক্ষুনি দড়ায় গলা দে বল্‌ছি। নৈলে চৌকীদার ডাক্‌বো।

সমালোচক। (সভয়ে) অ্যাঁ! চৌকীদার! তবে এই নেও গাড়ীর দড়ায় গলা দিলেম। (তদ্রূপ করণ)

বৃদ্ধা। (বৃদ্ধের প্রতি) ওগো, এইবার তুমি চাবুক মারো।

বৃদ্ধ। আচ্ছা। হ্যাট হ্যাট—টিক্ টিক্—হ্যাট হ্যাট। (চাবুক প্রহার)

সমালোচক। (কষ্টের সহিত মুখভঙ্গী করিয়া) উহুহু, বাবা রে, পাছা গেল রে! (সবৃদ্ধ বাক্সগাড়ী টানিয়া লইয়া সমালোচকের অগ্রে প্রস্থান। বৃদ্ধার পশ্চাৎ প্রস্থান)

টম্। লট্‌কু! বকস্‌মে আউর কুছ মাল হ্যায়?

লট্‌কু। নেহি হুজুর।

(লাঙ্গলস্কন্ধে ও হুঁকাহস্তে এক জন চাষার প্রবেশ)

হরি। কে তুমি বাপু?

চাষা। মোর নাম জগু জেনা।

হরি। নিবাস?

চাষা। কাশীপাড়া।

হরি। এখানে কোথা থাক?

চাষা। এখেনে গাংপার হাবড়াকে রই।

হরি। হেথা কি মনে ক'রে?

চাষা। শুনুনি আজ নাকি এই নীলাম-ঘরে ডাক হবেক। আমি কিছু লুবো।

হরি। আজ আর কিছু নেই।

চাষা। কি কি ছিল, বাবু?

হরি। পাঁচটা লাট ছিল—এটর্ণী, ডাক্তার, এডিটার, আফিসের হেড বাবু আর সমালোচক।

চাষা। হায় হায়, কেনে আমি দু ঘড়ী আগে এনিনি। একচোটে পাঁচটা লাট কিন্‌তিন্।

হরি। তুমি এ পাঁচটা লাট কিনে কি কোত্তে, বাপু?

চাষা। মোর লাঙ্গলে যুত্যা দিয়া ক্ষেত চোষতিন্।

হরি। দামড়া গরু কিনতে পার না?

চাষা। সে চার পেয়্যা দামড়া গরুগুলার বোড়ো বেশী দাম, বাবু। এ দুপেয়্যা দামড়া গরুগুলা নীলামে খুব সস্তায় মিলে। সেই পাকে এখেনকে এয়্যাছিনি। আচ্ছা বাবু, আর কি এমন রকম পাঁচটা জন্তু আজ এখেনকে মিলবেক নি?

হরি। না জেনার পো! যারা ভাল এটর্ণী, ভাল ডাক্তার, ভাল এডিটার, ভাল হেড বাবু এবং ভাল সমালোচক, তাঁরাই এই পাঁচটা লাট এক্‌শেচেঞ্জের সেলে পাঠিয়েছিলেন।

চাষা। আর কি তেনারা পেঠ্যাবেন নি?

হরি। আবার এই রকম পচা ধসা ঘসা অসার অপদার্থ নিরেট মূর্খ জানোয়ার তাঁদের চোখে পড়লেই তাঁরা এখানে পাঠাবেন।

চাষা। আমি তেবে কোন্ তারিখকে ফের এখেনকে এস্‌বো?

হরি। এক্‌শেচঞ্জ গেজেটে নোটিস্ দেখে আস্‌বে।

চাষা। আমি ইঞ্জিরি বুঝত্যা নারি।

হরি। তবে রোজ রোজ এসে খবর নিও।

চাষা। সেও যে বোড়ো ল্যেঠা। দিন দিন হাবড়া থেক্যা আস্‌তে মিছামিছি দুটা কর‍্যা পয়সা পেরাণি দিত্যা হবেক।

হরি। তবে তুমি এক কাজ কর, যদি তোমার লাঙ্গল যোৎবার বড় দরকার হয়ে থাকে, তবে এই ক্রেতাদের খরিদ দরের উপর কিছু বেশী দর দিয়ে, এই কটা লাট কিনে নেও। তুমি দু এক কড়া বেশী কাণা কড়ি দিতে পার্‌বে কি?

চাষা। দুবো দুবো দুবো—লুবো লুবো লুবো। (ক্রেতাদের প্রতি) আপনকার্‌রা কিছু বেশী লাভ লিয়া মোকে দিবেন কি?

আব। উহুঁ। পার্‌মু না—পার্‌মু না। আমরা আসামের চা-বাগিচায় এই কয়ডারে পাঠাইমু। সেহানে কুলীর বর অভাব অইছে।

হরি। ও জেনার পো! তুমি তবে কাল এখানে এস। এই রকম আরও কটা লাট বিক্রী হবে।

চাষা। সেগুলা কি কি?

হরি। গ্রন্থকার—কবি—ব্যবসাদার—হাকিম, —সংবাদপত্রে ঔষধ, পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপন-দাতা—শিক্ষা-গুরু—দীক্ষা-গুরু—দাতা—কৃপণ—মহাজন—উকীল—ব্যারিষ্টার—ভণ্ড-চূড়ামণি—মুখোস-পরা বন্ধু—মাতাল—গুলীখোর—চণ্ডুখোর—গাঁজাখোর—আফিং-খোর—ফোতো-নবাব—ফোতো-বাবু—মেগের বশ—বেশ্যা—বেশ্যাভক্ত লম্পট—বখাটে—বদ্‌মায়েস—চোর—জুয়াচোর—দালাল—মোক্তার—উকীল—বদ্‌ইয়ার—মুখে মধু পেটে বিষ—সুদখোর লোভী—চুগলখোর—থিয়েটারে ঢুকে উচ্ছন্ন যাওয়া বখাটে—মিথ্যাবাদী—কুকর্ম্মী—অধর্ম্মী—পরশ্রীকাতর—খল—অখাদ্যখাদক—পরনারীগামী, জ্ঞাতি কুটুম্বরমণীগামী—গুরুতল্পগামী—পরস্বাপহারী—ব্রহ্মস্বাপহারী—দেবস্বাপহারী—ব্যভিচারী—ব্যভিচারিণী—পর-নিন্দুক—হিংসক—পশু-ঘাতক—নরঘাতক—রাজদ্রোহী—প্রভুদ্রোহী—মিত্র-দ্রোহী—নিমক্-হারাম্—খোসামুদে—মোসাহেব—আত্মশ্লাঘাকারী—চোর গ্রন্থকার—পরের মন্দভাগানুকরণপ্রিয় ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

চাষা।—সেগুলার কি দামে ডাক হবেক?

হরি। ঐ কাণা কড়ি।

চাষা। (সানন্দে বগল বাজাইয়া) কাণা কড়ি দুবো, দুবো, দুবো—সেগুলার মুড়ি লুবো, লুবো, লুবো।

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ

অশ্বায়নের কবিতাবলী

(THE POEMS OF OSSIAN.)

কাথ্-লোদা

(কাব্য)

প্রথম ডুয়ান্ *

বিবরণিকা—(ARGUMENT)

পিঙ্গলের বাল্যাবস্থায় অরক্কি দ্বীপে যাত্রা এবং লক্লিনের রাজা স্তর্ণোর রাজভবনের নিকট স্কন্দ-নাভীয় উপসাগরে প্রতিকূল বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া জলযান সমেত প্রবেশ।—পিঙ্গলকে স্তর্ণোর ভোজন-নিমন্ত্রণ।—রাজনিমন্ত্রণে পিঙ্গলের সন্দেহ এবং স্তর্ণোর পূর্ব্ব-শঠ আতিথ্য চিন্তা করিয়া নিমন্ত্রণ অস্বীকার।—স্তর্ণোর স্বজাতীয় লোকসংগ্রহ; পিঙ্গলের আত্মরক্ষণ-প্রতিজ্ঞা।—নিশাগমন; পিঙ্গলকে শত্রুগতি লক্ষ্য করিবার জন্য দথ্মারুণোর প্রস্তাব।—পিঙ্গলের তদ্রূপ করণ।—শত্রুর দিকে গমনসময়ে তুর্থরের গহ্বরমধ্যে সহসা পিঙ্গলের আগমন; উক্ত গহ্বরমধ্যে স্তর্ণো কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ এক জন প্রতিবেশী প্রধান ব্যক্তির কন্যা কন্বান্-কারগ্লার বিবরণ।—মূলাংশের কতকটা বিনষ্ট হওয়াতে কন্বান্-কারগ্লার উপাখ্যানের অসম্পূর্ণতা।—একটি পূজা-স্থানে পিঙ্গলের আগমন; সেই স্থানে স্বীয় পুত্র স্ববরণের সহিত স্তর্ণো কর্ত্তৃক লোদার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট যুদ্ধাদেশ প্রার্থনা।—পিঙ্গল ও স্ববরণের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ।—স্কন্দনাভীয় দেশের অনুমিত ওদিন দেবতা= ক্রথ্-লোদা দেবতার বায়বী-সভা-বর্ণনের সহিত প্রথম ডুয়ানের সমাপ্তি।

* যে সকল মূল-ঘটন, বর্ণনায় আনুসঙ্গিক উপঘটনা (Episode) এবং বাক্যালঙ্কার বিশেষ (Apostrophe) বিবৃত হইত, কবিগণ তত্তাবৎকে ডুয়ান (Duan) নামে অভিহিত করিতেন

পুরাতন সময়ের একটি কাহিনা।

কেন, ওহে অদৃশ্য ভ্রমণকারী !
লোবার কণ্টক-তরু আছ বাকাইয়া ?
কেন, বায়ু উপত্যকাচারী !
শ্রবণের পথ মোর দিয়াছ ছাড়িয়া ?
স্রোতের সুদূর কলরব
কি হেতু নীরব ? কেন শুনিতে না পাই ?
পর্ব্বত হইতে বীণা-রব
নাহি আসে কানে মোর ; শব্দহীন ঠাঁই।
এস গো এস গো, মল্ভিনা !
জানি আমি, তুমি গো লুথার শিকারিণী ;
ডাক ফিরে আত্মা তার তুমি
কবি প্রতি আজি, ওগো উৎসাহদায়িনি !
হ্রদ আবেষ্টিত লক্লিন,—
তার পানে চেয়ে আছি স্থিরদৃষ্টি-দানে ;
পুনঃ আমি চাহি উ-থর্ণোর
নিবিড় তরঙ্গময় সাগরের পানে ;
যেথায় পিঙ্গল নেমে আসে
সিন্ধু আর সমীরের আওয়াজ হইতে।
এ অজানা—এ অচেনা দেশমাঝে, হায়,
মর্ভেনের গুটিকত বীর দেখা যায় !

পিঙ্গলেরে আসিবারে ভোজ্য-নিমন্ত্রণে,
স্তর্ণো পাঠাইলা লোদাবাসী এক জনে।
স্মরিলা অতীত কথা পিঙ্গল তখন,
জাগিল তাঁহার ক্রোধ যেন হুতাশন।
কহিলা পিঙ্গল সেই রোষে;—
"গর্ম্মালের শৈবাল-আবৃত উচ্চ বাস,

অথবা সে স্তর্ণো দুরাচার
পিঙ্গলেরে দেখিবার ছাড়ুক প্রয়াস।
ভ্রমে মৃত্যু-ছায়ার সমান
স্তর্ণোর সে অত্যাচারী আত্মার শিয়রে!
ভুলিতে কি পারি আমি সেই
আলোর কিরণ—চারু রাজতনয়ারে? *
যাও তুমি, লোদার কুমার!
স্তর্ণো-বাণী বায়ুমাত্র পিঙ্গলের কানে;
বায়ু শুধু শরতের নিবিড় গহ্বরে
কাঁটা ছড়াইয়া ফেলে এখানে ওখানে।
লোদাবাসী! করহ শ্রবণ,—
দথ্-মারুণো—মৃত্যুর অটুট ভীম কর।
স্তথমর্ নিবসে রণ-পক্ষের উপর!
সমুদ্রে যাঁহার যুদ্ধতরী,
সে কর্ম্মার, ঘন-ঘূর্ণ্য ঘনের উপরে
উল্কার গতির সম ভ্রূক্ষেপ না করে!
উঠ উঠ, বীরপুত্রগণ!
এ অজ্ঞাত দেশমাঝে চৌদিকে আমার।
রণপতি ত্রেন্মরের মত
নিজ নিজ ঢাল পানে চাহ বারম্বার।"
কহিলা ত্রেন্মর,—"আইস নামিয়া,
বীণাযন্ত্র-মধ্যবাসী!
জানি আমি, তুমি দিবে গড়াইয়া
দূরে এই স্রোতোরাশি,
অথবা আমার সহিত মাটীতে
মিশাইবে তুমি এবে!
আইস নামিয়া, আইস নামিয়া,
না রহিও আর দূরে!"

রাজার চৌদিকে সবে দাঁড়াইল রোষে;
কোন কথা নাই কারো মুখে;
খরধার বল্লমাস্ত্র ধরিল সকলে,
চাহিতে লাগিল রুখে রুখে।
প্রতি প্রাণ আপনাতে লাগিল গড়াতে
উৎসাহে মাতিয়া বারম্বার!
শেষে উঠে তাসবার প্রতিনাদী ঢালে
আচম্বিতে বিকট চীৎকার।

নিশাকালে পাহাড়ে চড়িল প্রতি জন,
হেথা হোথা আঁধারে দাঁড়ায়।
আওয়াজী হাওয়ার মাঝে গানের আওয়াজ
ধীরে ধীরে চারি ধারে ধায়।

তা'সবার মাথার উপর
উঠিল সুগোল শশধর।

পিঙ্গলের বাহুযুগ-মাঝে
দীর্ঘকায় দথ্-মারুণো হৈলা উপনীত;
শৈলময় ক্রোমা হ'তে তিনি
শূকর-শিকারী বলী বলি' সুবিদিত।
আঁধিয়া নৌকায় চড়ি' তিনি
চড়িয়াছিলেন ঘোর তরঙ্গ-উপরে,
ক্রম্থর্ম্মো যে কালে ক্রোমার
অরণ্য জাগায়েছিল ঘুরি চারি ধারে।
দথ্-মারুণো মৃগয়ার কালে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েছিলা অরিকুল-মাঝ।
দথ-মারুণো! মহাবীর তুমি,
ভয়লেশ প্রাণে তব কভু না বিরাজে!

দথ্-মারুণো কহে;—
"নির্ভীক কোম্হল্-পুত্র পিঙ্গল ধীমান্!
আজেরি নিশায়
হবে কি আমার পদক্ষেপ আগুয়ান?
এই ঢাল ধরি
দেখিব কি আমি ওই দীপ্ত অরিঠাটে?
স্তর্ণো হ্রদপতি,
স্তর্ণো-সুত সুবরণ এসেছে নিকটে।
লোহার পাষাণ-শক্তি-সম
ও দোঁহার বাক্য কভু বৃথা মিথ্যা নয়।
দথ-মারুণো যুদ্ধে গিয়া আজ
ফিরিবে, কি না ফিরিবে—না জানি নিশ্চয়।
দথ্-মারুণো হেথা যাবে রণে,
গৃহে সেথা পত্নী তার আছে বিষাদিনী;
ক্রথ্মো-ক্রোলো ভূমি বহি সেথা
একত্রে মিশেছে দু'টি নদী নিনাদিনী।
চারি ধারে ছোট ছোট গিরি,
আওয়াজী অরণ্য হাসে গিরিদের গায়;
ডাগর সাগর নাচে কাছে,
উত্তাল তরঙ্গগুলি বুকেতে গড়ায়।

* রাজা স্তর্ণোর কন্যা অগন্দিকা। ইনি পিঙ্গলের সহিত পিতৃ-প্রাণ-বিনাশের ষড়যন্ত্র করাতে, স্তর্ণো ইঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন।

স্নেহের ছেলেটি মোর সেথা
চেয়ে দেখে সঞ্চরিত সিন্ধুপাখী পানে ,
শিশুর পর্য্যটক পুত্র মোর
মাঠে মাঠে ইতি উতি ধায় ফুল্ল-মনে ।
একটি শূকর-শির কন্দোনেরে দাও,
পিতার আনন্দ তার তারে গিয়া কও।
সে সময়ে তাহার পিতার
উত্তোলিত খরধার ভীম বর্শা-মুখে
ই-থোর্ণোর শৌকর শকতি
গড়াইল যন্ত্রণায় ঘন ঘন ঝুঁকে ;
সে কালের আনন্দের কথা
কহ মোর কন্দোন নন্দনে সর্ব্বজন ।
কহ তারে রণ-কর্ম্মে মোর,
কহ তারে কোথা তার পিতার পতন !"

পিঙ্গল কহিলা,—
"পূরবপুরুষগণ, মনে জাগে অনুক্ষণ,
যাত্রা করিয়াছি আমি সাগর-উপরে ।
মম পূর্ব্বপুরুষেরা আছিলেন পূর্ব্বকালে
সঙ্কটের সময়ের কোলের ভিতরে ।
যদিও কৈশোর মোর কেশেতে প্রকাশ পায়,
তবু অরি-অগ্রে মোরে না ঢাকে আঁধার ।
ক্রথ্মো-ক্রোলোর বীর ! শুনহ বচন মোর,
যামিনী-সংগ্রাম চির-অধীন আমার ।"

ধরিয়া সমস্ত অস্ত্র পিঙ্গল তখন
দূর-সীম তরথোর স্রোতের উপরে
চলিলা প্রবেশি বলে । তরথোর স্রোত
নিশাকালে গর্ম্মালের কুজ্ঝটিকাময়
উপত্যকা-মাঝে ধীরে পাঠাইতেছিল
অস্পষ্ট গভীর রব । পর্ব্বত-উপরে
চন্দ্রের কিরণ রেখা পড়িল উজলি ।
একটি সরল-মূর্ত্তি ছিল দাঁড়াইয়া
মধ্যভাগে ; ভাসা ভাসা কেশগুচ্ছ তার
শোভা বাড়াইতেছিল, লক্লিন্বাসিনী
বিশদ-হৃদয়া বালামালার সমান ।
সে বালার পদভঙ্গী প্রকার অতুল ।
সে কামিনী অবিরত চলন্ত বাতাসে
ভাঙা ভাঙা গানগুলি দিতেছে ছড়ায়ে ।
থাকিয়া থাকিয়া সেই ভুবন-সুন্দরী
চারু শ্বেত বাহু দু'টি উৎক্ষেপণ করে,—
কারণ, হৃদয়ে তার জাগে গো যন্ত্রণা ।

বলিল সে বালা,—"বৃদ্ধ তর্কুল-তরণো !
লুলানের কাছে তব পদক্ষেপ কই ?
কন্বন্-কারুগ্নার পিতা ! পড়িয়াছ তুমি
তোমারি আঁধারময় স্রোতের মাঝারে !
কিন্তু, লুলানের রাজা ! আমি পুনঃ পুনঃ
লোদার প্রাসাদ-পাশে দেখি গো তোমারে
মৃগয়া করিতে, যবে আঁধারে মুড়িয়া
বিভাবরী নীলাম্বর-কোলেতে গড়ায় ।
কভু কভু ঢাক তুমি ঢালে শশধরে ।
দেখেছি চন্দ্রেরে আমি আকাশে মলিন ।
উল্কাসম জ্বালি তুমি তব কেশপাশ
গভীর রজনীকালে শূন্যে উড়ি ধাও ।
কেন মোরে ভুলে আছ গুহায় আমার ?
লোদার প্রাসাদ হ'তে দেখ গো চাহিয়া
একমাত্র কন্যারে তোমার একবার ।"

কহিলা পিঙ্গল, —"তুমি কে রজনী-রব ?"
কাঁপি সে রমণী ফিরি চলিল তখনি ।
"কে গো তুমি তব এই অন্ধকার-মাঝে ?"
সে কামিনী মগ্ন হ'ল গুহার ভিতরে ।

খুলিয়া দিলেন রাজা কর হ'তে তার
চম্মের বন্ধনী । পরে জিজ্ঞাসিলা তারে
তার পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় ।

উত্তর করিল বালা —"তর্কুল-তরণো
লুলানের ফেনময় চলন্ত প্রবাহে
এককালে করেছিলা বাস ; কিন্তু এবে
নিনাদেন শঙ্খ তিনি লোদার প্রাসাদে ।
লক্লিনের স্তর্ণোরে সমরে পিতা মোর
আহ্বানিলা । দুই জনে হৈল মহারণ ।
নীল-ঢালধারী পিতা হত হৈলা রণে
ভাসিয়া নিজের রক্তে ! হা পিতা ! হা পিতা
তুলিয়া বিশাল শিলা লুলানের স্রোতে
সীমাবদ্ধ মীনডিম্ব বিন্ধিলাম আমি ।
বাতাসে আমার কেশ আছিল উড়িতে,
মম শ্বেত হস্ত তাহা নিল গুছাইয়া ।
একটা শবদ আমি করিনু শ্রবণ ।
নয়নযুগল মোর হইল উত্তার ।
কোমল হৃদয় মোর উচ্চে সমুত্থিল ।

সম্মুখে হইল মোর চরণ বিক্ষেপ
লুলানের দিকে, পিতা! দেখিতে তোমারে।
লকৃলিনের স্বর্ণো অতি ভয়ঙ্কর বাজা।
মোর প্রতি ঘুরে প্রেমে রক্ত চক্ষু তার।
স্বর্ণোর সঞ্চিত হাসিরাশির উপরে
নিবিড় তরঙ্গায়িত লোমময় ভুরু।
কোথায় আমার পিতা? বলিলাম আমি,—
রণদক্ষ পিতা মোর রণে কি এক্ষণে?
ওগো তুই তর্কুল্-তর্ণোর প্রাণসুতা।
পড়েছিস এবে একা শত্রুকুলমাঝে।
ধরিল সে কর মোর। তুলিল সে পাশে।
এই সে গুহার মাঝে রাখিল সে মোরে।
সময়ে সময়ে সে গো আসে মোর পাশে,
আসে যেন কুজ্ঝটিকা গঠিত মূরতি।
উপনীত হয়ে সে গো সম্মুখে আমার
আমারি পিতার ঢাল উঠাইয়া ধরে।
কিন্তু মোর গুহা হ'তে দূরে—বহু দূরে
যৌবনের প্রভা এক বারণার ন্যায়।
স্বর্ণোর কুমার পড়ে দৃষ্টিপথে মোর।
সে যুবা হৃদয়ে মোর নিবসে নির্জ্জনে।"

বলিলা পিঙ্গল,—"ওগো লুলান্-নন্দনে,
ওগো শ্বেতভুজে, ওগো দুঃখের কুমারি।
এক খণ্ড মহামেঘ অগ্নির রেখায়
অঙ্কিত হইয়া ঘুরে হৃদয়ে তোমার।
না হেরিও ওই ম্লান-পরিচ্ছদী চাঁদে;
না হেরিও আকাশের ও সব উল্কারে।
আমার প্রদীপ্ত অসি তোমার চৌদিকে;
এ অসি শত্রুর তব সাক্ষাৎ সঙ্কট।
দুর্ব্বলের অসি নহে এ অসি আমার,
কিম্বা প্রাণে যে আঁধার, তাহারো এ নহে।
আমাদের নারীগণ স্রোতের গুহায়
কভু নাহি বদ্ধ থাকে। বিষাদে তাহারা
কভু নাহি করে শ্বেত ভুজ উৎক্ষেপণ।
আমাদের রমণীরা বীণাযন্ত্র যবে
বাজায় অঙ্গুলি-বায় আনত হইয়া,
তখন তাদের শোভা চিকুরকলাপে
বড়ই সুন্দর হয়। নির্জ্জন জঙ্গলে
তা'সবার কণ্ঠরব কভু নাহি উঠে।
আমরা মোহিত হই মনোহর রবে।"

পিঙ্গল আবার ক্রমে ক্রমে
রজনীর বিশাল অঙ্কেতে
অগ্রসর হইলেন পদ বিক্ষেপিয়া।
সে আঁধারে ঝটিকার ঘায়
লোদার যতেক তরুগণ
কাঁপিয়া উঠিতেছিল অস্থির হইয়া।
তিন খণ্ড মহাশিলা সেথা
রয়েছে শৈবালে ঢাকি মাথা,
ছুটে স্রোতস্বিনী এক ফেনিল প্রবাহে;
তরু, শিলা, নদীর চৌধারে
ঘুরিতেছে ভীষণ আকারে
লোদার বিকট মেঘ গাঢ় রক্ত দেহে।
সে মেঘের উচ্চ চূড়া হ'তে
একটা প্রেতাত্মা আচম্বিতে
চাহিয়া দেখিতেছিল সম্মুখের পানে;
ছায়াময় ধরায় সে ভূত
অন্ধকার রবি অদভুত
দাঁড়াইয়াছিল ঘোর বিকট নয়নে।
সে প্রেতাত্মা থাকিয়া থাকিয়া
দিতেছিল গর্জ্জন ছাড়িয়া
গর্জ্জনে মনা স্রোতস্বিনীর মাঝার।
নিকটে, ঝটিকা অবনত
তরুতলে হয়ে সমাগত
দু' বীর শুনিতেছিল বচন তাহার।
সে দোঁহার মাঝে এক জন
হৃদপতি বীর সুবরণ,
স্বর্ণো সে অপর জন, বিদেশীর অরি।
স্বর্ণো আর সুবরণ দোঁহে
নিজ নিজ কৃষ্ণ ঢাল দেহে
রেখেছিল নিজ নিজ দেহ ভর করি।
উভয়ের বর্শা খরধার
ভেদ করি নিবিড় আঁধার
অগ্রমুখ হয়েছিল সে ঘোর নিশায়।
আঁধারের ঝটিকার ঝটা
স্বর্ণোর শ্মশ্রুতে লটাপটা
হইয়া চেঁচাতেছিল তীব্র ঘোষণায়।
পিঙ্গলের পদশব্দ শুনিল উভয়ে।
অমনি দাঁড়ায় দোঁহে অস্ত্র করে লয়ে।
গর্ব্বভরে স্বর্ণো কহে,—"শুন, সুবরণ!
ওই আগন্তুককে কর সমরে শাসন।

তোমার পিতার এই ঢাল ধর করে।
এ ঢাল সাক্ষাৎ শৈল সঙ্কট সময়ে।"

দীপ্ত বর্শা সুবরণ নিক্ষেপিল বলে,
বৃক্ষেতে বিদ্ধিল বর্শা, আর নাহি চলে।
তখন উভয় শত্রু ধরি তরবার,
পিঙ্গলের দিকে ত্বরা হৈল আগুসার।
সম্মুখ হইল তবে যুদ্ধে তিন জনা;
আঘাতে আঘাতে উঠে অসির ঝঞ্ঝনা।
লুনোর অসির ফলা * হয়ে উৎপতিত,
ভেদিল ফলক চর্ম্ম সুবরণ ধৃত।
ঘুরিতে ঘুরিতে ঢাল পড়িল ভূমিতে,
উষ্ণীষ কাটিয়া পড়ে লুটিতে লুটিতে।
পিঙ্গল উন্নত অসি কৈলা নিবারণ,
নিরস্ত্র হইয়া রোষে বহে সুবরণ।
নিস্তব্ধ নয়ন দু'টা ঘুরাতে লাগিল;
করধৃত তরবারি ভূমে ফেলি দিল।
অনন্তর ধীরে ধীরে শো তর উপরে
গেল চলি বৃথা শব্দে-ভেরীধ্বনি ক'রে।

পুত্রের সে দশা স্বর্গো দেখিল নয়নে,
ভয়ঙ্কর ক্রোধ তার উপজিল মনে।
প্রবল রোষের ভরে স্বর্গোর তখন
লোমশ দাড়ী কম্পে ঘোর ঘন ঘন।
[illegible]দার পাদপ স্বর্গো বিঁধিল বর্শায়,
দর্পভরে গরজিয়া বীর গান গায়।
প্রত্যেকেই নিজের পদে মহাবেগে আসে,
লক্লিনের সুসজ্জিত সৈন্যগণ পাশে।
বরিষা প্লাবিত যেন উপত্যকা হ'তে
দুই স্রোত ধেয়ে আসে ফেন বহি মাথে।
তুর্য্যের ভূমির'পরে ফিরিল পিঙ্গল,
পূর্ব্বের কিরণ রেখা উঠিল উজ্জ্বল।
সে চারু কিরণ রেখা উজলিয়া দিল দেখা
লক্লিনের লুঠ করা দ্রব্যের উপরে;
সেই সব দ্রব্য শোভে ভূপতির করে;
তর্কুলিন-ভর্গোর সুতা বিথারি রূপের লতা,

বাস-গুহা হ'তে তার বাহিরে আইল।
বাতাসে উড়িল চুল, হাতে গুছাইল।
সে রমণী তার পরে ধরিল আরণ্য-সুরে
মনের সাধের গান ছাইয়া আকাশ।
লুলানের সেই গান, যেথা তার স্নেহপ্রাণ
পিতা এক দিন সুখে করেছিল বাস।
স্বর্গোর রক্তাক্ত ঢাল হেরিল সে বালা;
ভাতিল বদনে তার আনন্দের খেলা।
অনন্তর সেই বালা করিল দর্শন
বিদীর্ণ উষ্ণীষ, যা পরিত সুবরণ।
তা দেখি তাহার প্রাণ আকুল হইল,
ম্লানমুখে অশ্রুচোখে কহিতে লাগিল,—
"হায় হায়, এ কি গো ঘটনা!
যাতনার উপরে যাতনা!
পড়েছ কি তুমি রণাঙ্গনে
শত শত অস্ত্রের তাড়নে!
বিষাদিনী অভাগিনী আমি,
কেমনে ভুলিলে মোরে তুমি!"

উ-থোর্মো! দাঁড়ায়ে আছ জলের হৃদয়ে!
রজনীর উল্কামালা তোমার চৌদিকে!
গাঢ়োজ্জ্বল চন্দ্রে আমি হেরি নামিবারে
তোমার শব্দিত বনভূমির পশ্চাতে।
উ-থোর্মো! চূড়ায় তব কুজ্ঝটিকাময়
লোদা করে বসবাস সৌন্দর্য্যে সাজিয়া;
মানব-আত্মার লোদা বাস-নিকেতন।
ক্রথ্-লোদা খড়্গধারী, সম্মুখে ঝুঁকিয়া,
নিজের মেঘাল সভা-শেষভাগে শোভে।
তরঙ্গিল কুজ্ঝটিকা-মাঝে মূর্ত্তি তাঁর
ঘোরাল ছায়ার মত ক্ষীণ দেখা যায়।
তাঁহার দক্ষিণ হস্ত শোভে ঢাল'পরি;
অন্ধদৃশ্য শঙ্খ শোভে বাম হস্তে তাঁর।
ক্রথ্-লোদার ভয়ঙ্কর প্রাসাদের ছাদ
নৈশ অগ্নিজালে সদা ঝলসে ভীষণ!

ক্রথ্-লোদার বংশ বৃদ্ধি লভেছে বিশেষ,
নিরাকার ছায়ার জাঙ্গাল, হেন মানি।
যাহারা সমরে হয় বিখ্যাত বিশেষ,
তাঁ'সবার প্রতি তিনি আনন্দিত-চিতে
গম্ভীর শঙ্খের ধ্বনি করেন বিস্তার।

* লক্লিন্‌নিবাসী লুনো এই অসি (তরবারি) নির্ম্মাণ করিয়া পিঙ্গলকে দিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা এখানে নির্ম্মাতার নামে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† স্বর্গো এবং সুবরণ।

কিন্তু তাঁর আর যত দুর্ব্বলের মাঝে
ভীম ঢাল উঠে তাঁর কৃষ্ণচক্রাকারে।
যাহারা সমর-অস্ত্রে বলহীন অতি,
স্থায়ী উল্কাসম তিনি তা'সবার প্রতি।
স্রোতের উপরে যথা দীপ্ত রামধনু,
তেমতি আসিল সেই লুলানবাসিনী
বিশদ-হৃদয়া বালা সুধীব গমনে।

দ্বিতীয় দুয়ান্

বিবরণিকা।

পরদিবস দথ্-মারুণোর প্রতি পিঙ্গলের যুদ্ধাদেশ।—শত্রুসৈন্যের সহিত দথ্-মারুণোর যুদ্ধ ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তুর্থোর নদীপারে তাড়িত করণ।—আত্মপক্ষীয় লোকদিগকে পুনরাহ্বান করিয়া দথ্-মারুণোকে কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য পিঙ্গলের মঙ্গলকামনা; কিন্তু সেই মহাবীরকে রণকর্ম্মে সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত দর্শন।—দথ্-মারুণোর মৃত্যু।—মৃত বীরের সম্মানার্থ উল্লীন নামক কবি কর্ত্তৃক কল্‌গর্ম্ম ও স্লিনা-দোনার উপাখ্যানবর্ণন; তদুপাখ্যানে দ্বিতীয় দুয়ানের সমাপ্তি।

কৃষ্ণকেশ দথ্-মারুণো বলিলা বিষণ্ণ-মনে,—
"কোথা তুমি, রাজার নন্দন?
সেল্মার নবীন রবি! কোন্ ভয়ঙ্কর স্থানে
চিরতরে হইলে মগন?
কালরাত্রি-কোল হ'তে নাহি যে ফিরিলা তিনি
উ-থোর্ণোতে প্রভাত হইল।
উদয়-গিরিতে ভানু কুজ্ঝটিকা-ঢাকা ওই,
বীরগণ ফলক তুলিল।
ও রবি পড়িবে নাই আকাশের উল্কা-সম,
ভূতলে উহার স্থান নহে তো অঙ্কিত।
ওই আসে রাজপুত্র, ঈগল পক্ষীর মত
ঝড়ের কিনার হ'তে হইয়া ধাবিত।
রাজকুমারের করে জয়লব্ধ দ্রব্য শোভে;
এস এস, সেল্মার ঈশ্বর!
তোমা বিনে আমরা কাতর।"
পিঙ্গল আসিয়া সন্নিকটে
কহিলেন,—"দথ্-মারুণো! হও সাবধান,
শত্রুগণ কাছাকাছি হয় আগুয়ান।
নীচে ধাওয়া বাষ্পের উপর
তরঙ্গের সম ওরা ধাইয়া আসিছে,
কুজ্ঝটির মাঝে যেন তরঙ্গ ভাসিছে।
গতি ছাড়ি পলায় পথিক,
জানে না সে কোন্ দিকে পলাইতে হবে।
কম্পিত পথিক নহি কিন্তু মোরা সবে।
তোলো ঢাল, বীরপুত্রগণ!
পিঙ্গলের অসি এবে হবে কি উত্থিত?
কিম্বা এক যোদ্ধা রণে হইবে ধাবিত?"

দথ্-মারুণো কয়,—"রাজার তনয়!
প্রাচীন কালের প্রথা
আমাদের চক্ষে, আমাদের পক্ষে
মুক্ত পথ, মহারথা!
মহাঢালধারী ত্রেন্মর এখনো
দূর সময়ের ছায়
লক্ষিত হইয়া কতই উৎসাহ
দেন আমা'সবাকায়।
আত্মা সে রাজার ছিল না দুর্ব্বল,
ছিলা তিনি বীর-রবি।
অজ্ঞাত করম ঘটে নি কিছুই,
প্রকাশ্যে হইল সবি।
শত স্রোত হ'তে জাতি বাহিরিয়া
কল্‌গ্রান্‌ক্রোণার এলো।
সে সব জাতির প্রধান বীরেরা
তাদের সম্মুখে ছিলো।
সে সব বীরের প্রতি জন স্পর্দ্ধা
করেছিল যুঝিবারে।
তা'সবার অসি অর্দ্ধমুক্ত ছিল
সুকঠিন কোষাগারে।
রকতবরণে চক্ষু তা'সবার
রোষে হ'ত ঘূর্ণ্যমান।
আলাদা আলাদা দাঁড়ায়ে তাহারা
গাহিত ক্রোধের গান।—
"একতা আমরা কেন তেয়াগিব?
একতা মোদের প্রাণ;
মো সবার পিতৃপিতামহগণ
রণে ছিলা বলবান্।"
আছিলা ত্রেন্মর বীর সেইখানে
নিজ জনগণ সনে;

যৌবনের কেশ শিরসে ধরিয়া
সবল সতেজ মনে।
দেখেছিলা তিনি আপন নয়নে
ধাবিত অরাতিকুলে।
জাগিল তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা,
রোষ-স্রোত গেল খুলে।
বীরদলে তিনি দিলা অনুমতি,—
এক-পরে একে যেতে ;
চলিল বীরেরা ; কিন্তু একেবারে
চলি গেল কোন্ স্রোতে।
শৈবালমণ্ডিত শৈলবর হ'তে
ব্রেন্মর তখন নিজে
নীল ঢাল ধরি, দড়বড় করি
নামিলেন বীর-তেজে।
নিম্নতলে আসি ধরি ঢাল অসি
আরম্ভিলা মহারণ।
অরিগণ তাঁর হৈল ছারখার,
কত কৈল পলায়ন।
চারি ধারে তাঁর অসিতন্ত্রধারী
যোদ্ধারা আইল ছুটি।
তারা পরস্পরে ফলকে আঘাত
করিল আনন্দে লুটি।
রাজভূমি সেল্মা হইতে তখন
মনোহর বায়ু মত
বীরগণ-বাণী প্রবলে ধাইল
ক্ষণকালে ইতস্তত।
ক্রমে পালাক্রমে বলী বীরগণ
মাতিল সমর-রসে।
ক্রমে ক্রমে রণ হইল ভীষণ,
বিপদ বাড়িল শেষে।
রাজার তখন যুঝিবার কাল
রণভূমে উপনীত ;
জয়শ্রী লভিতে যুদ্ধমদে তাঁর
নাচিয়া উঠিল চিত।

ঢালধারী ক্রম্ম-গ্লাস্ বলিলা তখন,—
"আমাদের পূর্ব্বপিতৃগণ সবাকার
বীরকর্ম্ম অবিদিত নহে তো কাহারো।
কিন্তু এবে কোন্ বীর আমা'সবা-মাঝে
রাজবংশ্যদের তরে যুদ্ধ চালাইবে ?

এ চারি নিবিড় শৈলে কুজ্ঝটিকারাশি
আপতিত হইয়াছে স্তরে স্তরে স্তরে।
এই কুজ্ঝটির মাঝে প্রত্যেক সমরী
সবলে নিজের ঢালে করুক্ আঘাত।
শক্তিদেবী স্বর্গ হৈতে অচিরে উরিয়া
রণ-চিহ্নে আমা'সবে করুন অঙ্কিত।"

কুজ্ঝটিকাময় শৈলে চলিল প্রত্যেকে।
কবিগণ জনে জন লৌহ-ফলকের
নিনাদ গণনা করে সুরের স্বননে।
দথ্-মারুণো! বস্ যন্ত্র বাজাও গম্ভীরে
তুমিই অবশ্য এবে মাতিবে সংগ্রামে।

জল-কোলাহল-সম উ-থোর্ণোর লোক
মহাবেগে সারি সারি আসিল নামিয়া।
স্তর্ণো আর সুবরণ যুদ্ধ চালাইল।
ঝড়ময় দ্বীপপুঞ্জ প্রভু সুবরণ।
দেখিতে লাগিল দোঁহে লৌহঢাল দিয়া,
সেইরূপ অগ্নি-অক্ষি ক্রথ্-লোদা নিরখে
সুনিবিড় শশাঙ্কের পশ্চাৎ হইতে
নিশায় ছড়ায়ে তাঁর ক্ষমতা-লক্ষণ।
তুর্থোর তটিনীতটে শত্রুরা মিলিল।
উন্নত তরঙ্গ সম বাড়িল তাহারা।
তাদের শব্দিত অস্ত্র-আঘাত মিশিল।
সৈন্যদের শির বাহি মৃত্যু ছায়াকারে
উড়িতে লাগিল। শত্রুগণ পরস্পরে
জয়ের জলদ যেন ঝঞ্ঝা-বায়ু-মাঝে।
তা'সবার অস্ত্রবৃষ্টি একত্রে গরজে।
গভীর উন্মত্ত সিন্ধু গর্জ্জিয়া গড়ায়
তা'সবার পাদমূলে তটের তলায়।

বনময় উ-খোর্ণোর সমর-বিবাদ !
কেমনে তোমার ক্ষত চিহ্নিত করিব !
বহু কাল ধরি তুমি আসিতেছ চলি
আমার জীবন তুমি করিতেছ ক্ষীণ !

সমরে মাতিল স্তর্ণো অগ্রসর হয়ে,
সুবরণ সৈন্যগণে আনিল ঝটিতি।
দথ্-মারুণো অসিহস্তে হইলা প্রস্তুত ;
সংহারক অগ্নি ছুটে অসিমুখে তার।
বহুসংখ্য স্রোতোমধ্যে লকলিন্ গড়ায়।
রোষময় রাজগণ সমর-চিন্তায়
হইলেন আত্মহারা ; নিস্তব্ধ নয়ন

ঘুরাইতে লাগিলেন স্বদেশের পানে,
বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে দেশ যায় যায়!
পিঙ্গলের রণশৃঙ্গ বাজিল সঘনে।
অল্‌বিয়ন্‌-পুত্রগণ ফিরিয়া আসিল;
তুর্থোর নদীর তীরে কিন্তু অনেকেই
নিজ নিজ রক্তে ভাসি রহিল নীরবে।

কহিলা পিঙ্গল তবে,—"ক্রথ্‌মোর ঈশ্বর!
দথ্‌-মারুণো মহাবীর শূকরশিকারী!
অবশ্যই তুমি মোর ঈগল-পতাকা
কদাচ ফিরাও নাহি—ফল-শূন্যতায়
শত্রুর সম্মুখ হ'তে; এই সে কারণে
বিশদ-হৃদয়া সেই লানুল্‌ হরিষে
উজ্জলিত হবে তার স্রোতের কিনারে।
ক্রন্দন আনন্দ কত লভিবে জীবনে
দথ্‌-মারুণো ক্রথ্‌মো-ভূমে ফিরিবে যখন।"

সেনাপতি দথ্‌-মারুণো কহিলা তখন,—
"আমার বংশের আদি কল্‌গর্ম্ম আছিলা
বন্য অল্‌বিয়ন্‌-মাঝে। গভীর সাগরে
বীচি-উপত্যকা-মাঝে ধাইতেন তিনি।
নির্ম্মুণ্ড করিলা তিনি ভ্রাতারে তাঁহার
ই-থোর্ণোতে* মহারোষে। পৈতামহ ভূমি
পরিত্যাগ কৈলা তিনি চিরকাল তরে।
শৈলময় ক্রথ্‌মো-ক্রোলো-সন্নিহিতে তিনি
নির্জ্জন স্থানেতে বাস কৈলা নির্ব্বাচন।
কালে কালে বংশ তাঁর হইল বিস্তার।
তদুদ্ভূত বংশীয়েরা সময়ে সময়ে
করিল সংগ্রাম, কিন্তু ত্যজিল শরীর।
হে পিঙ্গল দীপেশ্বর! জানিও নিশ্চয়,—
মম পিতামহদের আঘাত আমারি।"

এতেক কহিয়া বীর নিজ কুক্ষি হ'তে
উখাড়ি পাড়িলা এক খরধার শর;
বিপক্ষ-ক্ষেপিত সেই বিষময় বাণ!
উপাড়িবামাত্র সেই প্রাণান্তক শর
কাতর হইয়া বীর পড়িলা ভূতলে!
ফোয়ারা সমান রক্ত শরক্ষত হ'তে
বাহির হইয়া দেহ নীরক্ত হইল!
অজ্ঞাত দেশেতে বীর ত্যজিলা জীবন!

পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁর নিবসে যেথায়,
আত্মা তাঁর উপনীত হইল সেথায়।
দাঁড়াইল বীরগণ ঘেরিয়া নীরবে,
চূড়াবলী স্থির যথা পর্ব্বত-উপরে।
পথিক নির্জ্জন পথে গোধূলি-সময়ে
নিরখিল সেই সব স্থির বীরগণে।
পথিক তা'সবে হেরি চিন্তিল অন্তরে
যেন তারা প্রেত-আত্মা বৃদ্ধ সবাকার।
যেন তারা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আকার।

উরিল রজনী ক্রমে উ-থোর্ণো উপরে।
তখনো বীরেরা সহি যন্ত্রণা অপার
একভাবে স্থির হয়ে রহিল দাঁড়ায়ে।
প্রত্যেক যোদ্ধার কেশ বহিয়া সঘনে
দমকা বাতাস শব্দ করিতে লাগিল।
অবশেষে অন্তরের চিন্তা-স্রোত হ'তে
ছিন্ন-ভিন্ন হইলেন বীরেন্দ্র পিঙ্গল।
আহ্বান করিয়া তিনি উল্লীন কবিরে
আদেশিলা সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিতে।—
"এই যে সম্মুখে হের, ইহা কভু নহে
পতন-উন্মুখ অগ্নি; এ অগ্নির রেখা
নিস্তেজ হইয়া নাশ না পায় নিশায়;
যিনি আজ ভূমিতলে লুটান শরীর,
না ছিলা চলন্ত উল্কা কদাচই তিনি।
স্ববাস পর্ব্বত'পরি বহুকাল সুখে
তীব্রকর রবি সম আছিলা এ বীর।
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া একরবে এবে
এঁর পূর্ব্বপুরুষগণের পূত নাম
আহ্বান করহ পূর্ব্ব-নিবাস হইতে।"

কহিলা উল্লীন কবি, "ই-থোর্ণো! ই-থোর্ণো!
উত্থিত হয়েছ তুমি সমুদ্র-মাঝারে।
সৈন্ধব কুজ্ঝটি-মাঝে কি হেতু তোমার
উচ্চ শির হইয়াছে নিবিড় মলিন?
তব উপত্যকা হ'তে উৎপন্ন হইল
এক বীরজাতি, তোমারি পালিত।
নির্ভীক কঠিনপক্ষ ঈগলের দল।
লৌহ-ঢালী কলগর্ম্মের কুলোদ্ভূত তারা,
লোদার প্রাসাদমাঝে তাদের নিবাস।

"তর্ম্মথের নিনাদিত দ্বীপের মাঝারে
লুর্থান্‌ দাঁড়ায়ে আছে—স্রোতোময় গিরি।

---

*স্কান্দিনাভীয়া-(স্কান্দিনাভীয়)-র অন্তর্গত একটি দ্বীপ।

লুর্থান্ অরণ্যময় মস্তক তাহার
ঝুঁকাইয়া আছে এক উপত্যকা'পরে ;
সে মহতী উপত্যকা নিস্তব্ধ—নীরব।
সেথায় ক্রুথ্ রুতটিনীর মূলস্থলে
রুর্ম্মর শূকরনাশী করিতেন বাস।
স্ত্রিনা-দোনা কন্যা তাঁর বিশদ-হৃদয়া,
ভানু-ভাতি সম তার ছিল রূপরাশি।

"কত শত বীর রাজা, কত শত বীর
লৌহ-ঢালধারী, কত শত মহাকেশী
যুবা আসিতেন তাঁর প্রতিধ্বনিময়
বিশাল সভার মাঝে আশায় মজিয়া।
স্ত্রিনা-দোনা লভিবার আশা সে সবার।
কিন্তু ওগো স্ত্রিনা-দোনা! উন্নত-হৃদয়ে!
তোমার চরণক্ষেপে নিরখি তোমায়
ভ্রূক্ষেপ না কর তুমি কাহারই প্রতি।

"যদি সেই স্ত্রিনা-দোনা গুল্মবিমণ্ডিত
বনমাঝে বেড়াইত, তা হ'লে তাহার
বক্ষোদেশ শুভ্রতর হ'ত ক্যানা* চেয়ে ;
যদি সে বেড়াত সিন্ধু-বিঘাতিত তটে,
তা হ'লে তাহার রূপ হ'ত শুভ্রতর
তরঙ্গনর্ত্তিত সিন্ধু-ফেনকের চেয়ে।
আলোকিত তারাতুল্য অক্ষিযুগ তার।
বদনমণ্ডল তার বর্ষা-সময়ের
স্বর্গের উজ্জ্বল ধনু সমান সুন্দর!
সে মুখের ইতি উতি ঝুলিত কেমন
কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, প্রবাহিত মেঘ সম।
শুভ্রভুজে স্ত্রিনা-দোনা! ধন্য গো রূপসি!
মানসবাসিনী তুমি, ভুবনমোহিনি!

"নিজ জলযানে চড়ি কল্‌গর্ম্ম আইলা,
আসিলেন শঙ্খপতি কর্কল্-শূরণ ;
তর্ম্মথ-অরণ্য-ভূমি-বাসিনী দোনার †
পাণি লভিবারে সেই বীর ভ্রাতৃযুগ
ই-থোর্ণো হইতে ত্বরা কৈল আগমন।

স্ত্রিনা-দোনা সে দোঁহারে করিল দর্শন
সে দোঁহার শব্দকারী অসির মাঝারে। *
নীলনেত্র কলগর্ম্মের রূপের সাগরে
স্ত্রিনা-দোনা রূপসীর ভেসে গেল প্রাণ।
উল্-লক্লিন্ তারকার † নিশিজাগা আঁখি
দেখিতে পাইল স্ত্রিনা-দোনা সুন্দরীর
বিস্তারিত বাহু দু'টি গর্ম্মলের দিকে।

"ক্রোধান্ধ যুগল ভ্রাতা বাঁধিল ভ্রূকুটী।
দোঁহার জ্বলন্ত চক্ষু চাহিল নীরবে!
ভীম অস্ত্র ধরি দোঁহে লাগিল ঘুরিতে!
পরস্পরে আঘাতিল ঢালের উপরে।
অসিমুষ্টিধৃত ভুজ লাগিল কম্পিতে।
দীর্ঘকেশী সুরূপসী স্ত্রিনা-দোনা তরে
দুই বীর উন্মত্ত হইল ঘোর রণে।

"কর্কল্-শূরণ শূর পড়িলা সমরে,
নির্জীব হইল দেহ শোণিত অভাবে।
ইহা শুনি ই-থোর্ণোতে জনক তাঁহার
জ্বলিয়া উঠিলা রোষে কুমারের শোকে।
পিতৃদেব, কল্-গর্ম্মেরে এই সে কারণ
ই-থোর্ণো হইতে দিলা বহিষ্কৃত করি।
কল্‌গর্ম্ম তখন ছাড়ি পিতার নিবাস
ক্রথ্‌মো-ক্রোলোর শৈলময় ভূমিতলে
বাস কৈলা একটি অজানা নদীতটে।
কল্‌গর্ম্ম করে নি বাস আঁধারে সেথায়।
আলোকের কররাশি ছিল তাঁর পাশে।
তর্ম্মথ্ দেশের কন্যা স্ত্রিনা-দোনা বালা
গর্ম্মলের সে আঁধারে ছিল চির-আলা।"

তৃতীয় দুয়ান্

বিবরণিকা

কতিপয় সাধারণ বিষয়ের আলোচনার পর অশ্বায়ন কর্ত্তৃক পিঙ্গলের অবস্থান এবং লক্লিন্‌নামক

* ক্যানা (Cana) এক জাতীয় তৃণবিশেষ। এই তৃণ যুরোপের উত্তরপ্রদেশের ক্ষুদ্র তরু-(গুল্ম) ময় আর্দ্রভূমিতে ভুরি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বোধ হয়, আমাদের দেশের কেশে ও উলু-ঘাসের শ্বেতবর্ণ শীষের ন্যায় ক্যানা ঘাসেরও শীষ শ্বেতবর্ণ।

† স্ত্রিনা-দোনার।

* অর্থাৎ স্ত্রিনা-দোনা, কল্-গর্ম্ম ও কর্কল্-শূরণকে তল্লাভ-জনিত রোষে যুদ্ধ করিতে দেখিল। মহাভারত আদিপর্ব্ব-বর্ণিত তিলোত্তমার জন্য সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যভ্রাতৃদ্বয়ের যুদ্ধ-ঘটনার সহিত ইহার কতকটা ঐক্য আছে।

† উল্-লক্লিন্ তারকা লক্লিনের নিয়ন্ত্রী।

স্থানের সৈন্যগণের অবস্থা বর্ণন।—স্তর্ণো-সুবরণ-সংবাদ।—কর্ম্মন্-ক্রনব্ ও ফয়না-ব্রাগলের উপাখ্যান।—নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি প্রত্যাগত পিঙ্গলকে ভয়চমকিত করিবার জন্য আত্মদৃষ্টান্ত-যোগে সুবরণকে স্তর্ণোর অনুরোধ।—স্তর্ণোর অনুরোধ-রক্ষায় সুবরণের অস্বীকার।—পিঙ্গলকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য স্বয়ং স্তর্ণোর গমন।—পিঙ্গল কর্ত্তৃক স্তর্ণোর পরাজিত হইয়া অবরুদ্ধ হওন।—স্বীয় নিষ্ঠুরাচণের জন্য যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত হইয়া পিঙ্গল কর্ত্তৃক স্তর্ণোর মুক্তিলাভ।

কোথা হ'তে আসে বর্ষরাশির প্রবাহ ?
কোথায় সে বর্ষরাশি গড়ালুটি খায় ?
কোথায় লুকাল তারা কুজ্ঝটি-মাঝারে
তা' সবার নানাবর্ণী শরীরের ভাগ ?*
প্রাচীন কালের দিকে দেখি তাকাইয়া,
কিন্তু তাহা অশ্বায়ন-চক্ষের উপর
ঘোর ঘোর বোধ হয়, যেন দূরস্থিত
হ্রদের উপরি চন্দ্র-কান্তি বিভাতিত।
হেথায় যুদ্ধের রক্ত-কিরণের ছটা।
সেথায় নিবসে এক বলক্ষীণ জাতি
নীরবে নীরবে, আহা, অস্পষ্ট আঁধারে !
তাহারা তাদের কার্য্যে করে নি চিহ্নিত
সময়েরে ; ধীরে ধীরে চলি যায় তারা !
ওগো ঢালমধ্যনিবাসিনি চারু বীণে !
ওগো ও কোণার বীণে !† ভাল জানি আমি,—
পতন-উন্মুখ প্রাণ তুমিই জাগাও ;
তেঁই কহি, এস উরি দেওয়াল হইতে
তব স্বরত্রয় সনে !‡ আইস অচিরে
তার সনে, অতীতেরে যে দেয় জাগায়ে।
প্রাচীন কালের সেই বীরমূর্ত্তি যত
দেখাও তুলিয়া, বীণে ! ঘোর ঘোর ভাবে
তা' সবার সুনিবিড় কালের শরীরে।

উ-থোর্ণো ! ঝঞ্ঝার গিরি তুমি চিরদিন ;
আমার বংশীয়গণে দেখি তব পাশে।
গভীর নিশীথকালে ভূপাল পিঙ্গল
দথ্-মারুণো বীরেন্দ্রের সমাধি-উপরি
ম্লানমুখ নত করি আছেন বসিয়া।
তাঁহার নিকটে তাঁর প্রিয় বীরগণ
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে অবনতমুখে।
তুর্থোর তটিনীপাশে ছায়ায় মিশায়ে
লক্লিনের সৈন্যগণ রয়েছে গম্ভীরে।
দুই শৈলে দাঁড়াইল রুষ্ট ভূপগণ ;
ঢাল ধরি পরস্পরে লাগিল চাহিতে।
আকাশ-পশ্চিমে রক্ত তারাদলপ্রতি
চাহিতে লাগিল তারা অচল লোচনে।
মেঘমাঝে নিরাকার উল্কার সমান
ক্রথ্-লোদা পড়িলা ঝুঁকি উচ্চস্থল হ'তে।
প্রেরিলা চৌদিকে তিনি দ্রুত বায়ুগণে
নিজ চিহ্নে সুচিহ্নিত করিয়া সে সবে।
দেখিলেন স্তর্ণো রাজা বিশেষ চিন্তিয়া—
মর্ভেন্-ভূপতি বীর পিঙ্গল নিশ্চয়
কদাচহ যুদ্ধে নাহি নিরস্ত হইবে।

এই সে কারণে তিনি অতি রুষ্টমনে
এক বৃক্ষে দুইবার করিলা আঘাত !

* নানাবর্ণী শরীরের ভাগ—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, প্রহর, দণ্ড, পল ইত্যাদি।

† ভারতবর্ষীয় বীণার ন্যায় ঠিক্ ইহার আকার নহে।

‡ দেওয়াল হইতে—আমাদের বীণার ন্যায় পাশ্চাত্য বীণা Harp. Lyre, Gitter)ও দেওয়ালে টাঙ্গান থাকে, সেই জন্য এই কথা বলা হইয়াছে। আমাদের ভরত-বীণার সহিত য়ুরোপীয় Gitter এর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

স্বরত্রয় সনে—তিন স্বরের সহিত। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে য়ুরোপের বাদকেরা বীণাতে তিনটি মাত্র তন্ত্র (তাঁত) বাঁধিত। সেই তিন তাঁতে তিন প্রকার সুর বাঁধা থাকিত। এ দেশেও পূর্ব্বকালে বীণাতে তিনটি মাত্র তার বা তাঁত থাকিত। এই জন্য বীণার অপর নাম ত্রিতন্ত্রী। পারস্য ভাষায় 'সে' অর্থে 'ত্রি' বুঝায় ; এই জন্য এক জাতীয় বীণার নাম সেতার। এক্ষণে প্রয়োজনানুসারে এদেশের ও য়ুরোপের বীণাতে তার বা তাঁতের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। সচরাচর ভারতবর্ষীয় বীণাতে পাঁচটি মূল তার (দুইটি লৌহ বা ইস্পাত ও তিনটি পিত্তলের তার) দেখা যায়। তাহা ছাড়া কোন কোন বীণার একটি, দুইটি বা তিনটি পার্শ্বতন্ত্রিকা (চিকারীর তার) থাকে। চিকারীর তারগুলি লৌহনির্ম্মিত। ভারতবর্ষে যতগুলি বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে, তন্মধ্যে মহতী বীণা (ইহাতে অধোর্দ্ধে দু'ইটি অলাবু [তুম্বী] থাকে), কচ্ছপ বীণা (কছুয়া সেতার), রুদ্রবীণা (রবাব), ভরতবীণা শারদী বীণা (শরদ্) রঞ্জনী বীণা ইত্যাদিই প্রধান। দেবর্ষি নারদের মহতী বীণা (বীণ্) এবং দেবী সরস্বতীর কচ্ছপী বীণা (কছুয়া সেতার)। সারঙ্গী, এস্‌রাজ প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্রও বীণাজাতীয়। বীণ্, সেতার প্রভৃতি যন্ত্র অঙ্গুলি-আঘাতে এবং সারঙ্গী, এস্‌রাজ প্রভৃতি যন্ত্র ধনুর্ঘর্ষণে (ছড়ির টানে) বাদিত হয়।

আপন পুত্রের দিকে গেল দ্রুতবেগে।
গাহিলা সংগ্রাম-গান উচ্চ স্বর তুলি ;
বুঝিলেন, কেশ তাঁর উড়িছে সমীরে।
পিতাপুত্রে দাঁড়াইলা ফিরি পরস্পরে,
যেন দুই ওক বৃক্ষ প্রতিকূল বাতে
পরস্পরে মুখামুখি হইল সহসা।

হ্রদেশ্বর স্বর্ণো কহে,—"বীরেন্দ্র অস্নির
আছিলা সাক্ষাৎ বহ্নি প্রাচীন সময়ে।
যুদ্ধভূমে প্রতিযোগী শক্রগণ'পরে
ঢালিতেন মৃত্যু তিনি অক্ষি হ'তে তাঁর।
আনন্দ হইত তাঁর মনুষ্য-পতনে।
রক্তরাশি তাঁর পাশে গ্রীষ্মের তটিনী।
লুথ্-কর্ম্মো হ্রদের তীরে এসেছিলা তিনি
কর্ম্মন্-ক্রনার সনে সাক্ষাৎ করিতে।
নদীময় উর্ল্বর হইতে গতি তাঁর*,
সমর-পক্ষের'পরি তাঁহার নিবাস।"

গর্ম্মালে আসিয়াছিলা উর্ল্বর-ভূপতি
লইয়া আঁধার-বক্ষ জাহাজ-নিচয়।
অস্নিরের কুমারীরে হেরিলেন তিনি।
ফইনা-ব্রাগল্ বালা অস্নির-কুমারী।
সে বালার চক্ষু দু'টি তরঙ্গ-আরূঢ়
উর্ল্বরের ভূপ পানে রহিল অচল।
ফইনা-ব্রাগল্ পরে ঘোর অন্ধকারে
দ্রুতবেগে গেল তাঁর জাহাজ-ভিতরে,
নৈশ উপত্যকা-মাঝে যেন শশি-কর।

অবিলম্বে অন্ধকারে ধাইল অস্নির ;
শূন্যের সমীরগণে ডাকিলেন তিনি।
রাজা নাহি ছিলা একা। স্বর্ণো ছিলা পাশে
উ-থোর্ণোর যুব ঈগলের সম আমি
আমার পিতার পানে ফিরানু নয়ন।

শঙ্কিত উর্ল্বরমাঝে পশিনু আমরা।
কর্ম্মন্-ক্রনার এল নিজ দল লয়ে।
বুঝিনু আমরা সবে ; কিন্তু শত্রুচয়
ছড়ায়ে পড়িল ভয়ে রণভূ-মাঝারে।
পিতা মোর ক্রোধ সহ ছিলা দাঁড়াইয়া।
খড়্গে পিতা বিদ্ধিলেন বৃক্ষ শত শত।
ক্রোধে তাঁর চক্ষুযোড় লোহিত হইল,
রাজার অন্তর আমি পারিনু বুঝিতে,
ফিরিনু আবার আমি সেই নিশাকালে।
রণক্ষেত্র হৈতে এক ভগ্ন শিরস্ত্রাণ
আনিলাম তুলি আমি বিশেষ যতনে।
বর্শাবিদ্ধ ঢাক এক আনিনু তুলিয়া।
আমার হাতের বর্শা ভোঁতা হয়েছিল।
প্রস্থান করিনু আমি শত্রু-অন্বেষণে।

শৈলোপরে ওক বৃক্ষ আছিল জ্বলিতে।
কর্ম্মন্-ক্রনার বীর বসিল সেথায়।
তাঁহার নিকটে এক বৃক্ষের তলায়
ফইনা-ব্রাগল বালা বসিল নীরবে।
ভগ্ন ঢাল নিক্ষেপিনু তাহার সম্মুখে।
সন্ধিস্থাপনের বাক্য কহিনু তখন।

(অসম্পূর্ণ)

* কর্ম্মন্-ক্রনারের।

পাঞ্জাবী কাহিনী *

১।—গেঁও তাঁতি

এক দিনে এক গেঁও তাঁতি ভাত রাঁধ্‌বে বোলে।
কাঠ কাট্‌তে বনে গেলো পেটের জ্বালায় জ্বোলে॥
এক্‌টা গাছে উঠে পোড়ে এক্‌টা ডালে গিয়ে।
ডাল কাট্‌তে কোল্লে স্বরু ভোঁতা কুড়ুল দিয়ে॥
যে দিক্‌ পানে দাঁড়িয়েছিলো, উল্টো দিকে তার।
গুঁড়ি ঘেঁসে কুড়ুলখানা কোপায় বারম্বার॥
এমন সময় জনেক পথিক সেই দিকেতে যায়।
বোকা তাঁতির কাণ্ডখানা দেখতে চোখে পায়॥
পথিক বলে, "ও ভাই তাঁতি! এ কি তুমি করো।
দাঁড়ায়ে ডালের ডগার দিকে গোড়ায় কুড়ুল মারো?॥
এক্‌টুখানি পরেই তুমি এই ডাল্‌টির সনে।
হুড়মুড়িয়ে পোড়ে যাবে, থাকে যেন মনে।"
বোকা তাঁতি শুন্‌লে নাকো সেই পথিকের কথা।
হাতের জোরে কুড়ুল মারে, নোড়্‌ছে তাতে মাথা॥
খানিক পরেই মড়্‌মড়িয়ে ডাল্‌টা গেলো ভেঙে।
ডালের সনে বোকা তাঁতি পোড়ে গেলো ভূমে॥
"গেলুম—গেলুম!" বোলে তাঁতি চেঁচিয়ে তখন ওঠে।
সেই পথিকের পায়ের'পরে পোড়্‌লো গিয়ে লুটে॥
যোড়হাত কোরে বোল্লে তারে,—"বুঝ্‌নু সুনিশ্চয়।
দেব্‌তা তুমি—দেব্‌তা তুমি, মানুষ তুমি নয়॥
তোমার কথা ফোল্‌লো, ঠাকুর! পলক নাহি যেতে।
দেব্‌তা তুমি—ধন্যি তুমি! বুঝ্‌নু আমি চিতে॥"
পথিক বলে,—"তাঁতি ভায়া! দেব্‌তা আমি নয়।"
তাঁতি বলে,—"উঁহুঁ, তুমি দেব্‌তা সুনিশ্চয়॥
এই নিবেদন করি এখন তোমার পায়ে আমি।
কবে আমার মরণ হবে, আমায় বল তুমি?॥"

বোকা তাঁতির কাণ্ড দেখে পথিক তখন কয়।—
"রক্ত যখন উঠ্‌বে মুখে, মোর্‌বে সুনিশ্চয়॥"
এই-না বোলে পথিক তখন সেখান থেকে গেলো।
গেঁও তাঁতি কাঠের বোঝা নিয়ে ঘরে এলো॥
দিন কয়েকের পরে তাঁতি তাঁতশালেতে ঢুকে।
রাঙা কাপড় বুন্‌তে বসে কোসে গুড়ুক ফুঁকে॥
রাঙা স্থতো চিব্‌তে স্বরু কোল্লে দাঁতে ধোরে।
দাঁতের ফাঁকে এক্‌টু স্থতো রইল কেমন কোরে॥
খানিক পরে গেঁও তাঁতি টিপ্‌ পোর্‌তে গিয়ে।
মুখ্‌টি নিজের দেখ্‌লে চেয়ে আয়না হাতে নিয়ে॥
দৈবাত্তির দাঁতের গোড়ায় দেখ্‌লে চেয়ে তাঁতি।
রক্ত-রেখা যাচ্ছে দেখা! উঠ্‌লো কেঁপে ছাতি!॥
লাল স্থতোটা আট্‌কে আছে বুঝ্‌লে নাকো মনে।
রক্ত উঠে মর্‌বে তাঁতি, পথিক দিছে গুণে॥
আকুল ব্যাকুল হয়ে তাঁতি দৌড়ে তখন যায়।
বৌকে ডেকে বলে,—"ও বৌ! মোর্‌বো অচিরায়॥
সেই যে সে দিন বনের মাঝে কাঠ কাট্‌বার কালে।
কোত্থেকে এক দেব্‌তা এসে আমায় গেছে বোলে॥
'রক্ত যখন উঠ্‌বে মুখে, মোর্‌বে সুনিশ্চয়।'
আজ্‌ রক্ত উঠ্‌লো মুখে, ঢুক্‌লো বুকে ভয়॥
আর বেশীক্ষণ নয় গো, ও বৌ! মিত্যু এলো এলো।
ত্বরায় কোরে শ সাজাতে শ্মশান-ঘাটে চলো॥
এই-না বোলে বোকা তাঁতি ঘরের ভিতর ঢুকে।
চাটাই পেতে পোড়্‌লো শুয়ে বিষাদভরা মুখে॥
দেয়াল পানে পাশ ফিরিয়ে চক্ষু দুটো বুজে।
অনড় হোয়ে রইল প'ড়ে মুখ্‌টো ঘাড়ে গুঁজে॥
বোকা তাঁতির ভাব-ভঙ্গী যেমন চোখে দেখা।
অম্নি বোকা তাঁতির বৌয়ের লাগলো ভ্যাবাচেকা॥
এমন সময় হঠাৎ সেথায় এলো জনেক লোক।
দেখ্‌লে চেয়ে তাঁতি-জায়া কোচ্ছে বেজায় শোক॥
তাঁতি-বৌয়ের মুখে শুনে তাঁতির ব্যাপারখানা।
তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলো, রৈল কাপড় কেনা।

---

* নৌশেরার সৈনিক-পাদরী REV. C. SWYNNERTON, M. R. A. S. সাহেবের "Folktales from the Upper Punjab" হইতে অনুবাদিত।

কাছে গিয়ে দেখ্‌লে চেয়ে পোড়ে আছে তাঁতি।
চক্ষু বোজা, মুখটো গোঁজা, কিন্তু নড়ে ছাতি॥
এই-না দেখে সেই লোক্‌টা বোল্লে তখন তারে।—
"ও ভাই তাঁতি! নড়্‌ছে ছাতি, চক্ষু মিলে চা রে॥"
তাঁতি বলে,—"চাইতে নারি, হেরাহেরি প্রায়।
বৌকে আমার শ সাজাতে বোল্‌ গে অচিরায়॥"
লোক্‌টা বলে,—"না হয় জ্বেলে আমিই দিব শ।
তুই একবার হাঁ কর্‌ তো?" তাঁতি বলে,—"র॥"
এই-না বোলে বোকা তাঁতি মুখ্‌টো করে হাঁ।
লোক্‌টা বলে হেসে হেসে,—"কচু-পোড়া খা!॥
আরে বোকা! রক্ত কোথা? এ যে রাঙা স্থতো।"
এই-না বোলে উঠোয় তা'রে মেরে কনুই-গুঁতো॥
সন্না দিয়ে রাঙা স্থতো কোল্লে টেনে বা'র।
স্থতো দেখে বোকা তাঁতির লাগ্‌লো চমৎকার॥
"বাঁচ্‌নু, দাদা!" বোলে তাঁতি হাস্‌লো হি হি কোরে
সত্যিপীরের সিন্নি দিলে দুধ-বাতাসা ধোরে॥

২।—তিন তাঁতি

তিন তাঁতিতে বাস কোত্তো একটা গ্রামের মাঝ।
তিন জনেতেই ভাই তাহারা, কোত্তো বোনার কাজ
এক দিন সে সবার বড় চোলে গেলো হাটে।
দুগ্ধবতী মোষ কিন্‌তে টাকা বেঁধে গাঁটে॥
মোষওলাকে টাকা দিয়ে দুগ্ধবতী মোষ।
কিনে নিয়ে ঘরে এলো, চিত্তে পরিতোষ॥
মেজো ভ্রাতা মোষটা দেখে তুষ্ট হোলো অতি।
মোটা-সোটা শৃঙ্গ দু'টা, আর দুগ্ধবতী॥
এই-না দেখে মেজো বলে, "মোষটা, দাদা! ভালো।
নধর গতর, নাদুস্‌-নুদুস রঙটা চিকণ কালো॥
আমায় যদি দয়া কোরে কর ভাগীদার।
তবে আমার ভাগ্যি ভাল, বেশী কিবে আর?॥"
জ্যেষ্ঠ বলে,—"মোষওলাকে বাইশ টাকা দিয়ে।
এই মোষটি আন্‌নু কিনে মোষের হাটে গিয়ে॥
এই মোষটির অংশী হ'তে ইচ্ছে যদি থাকে।
মোষওয়ালাকে বাইশ টাকা দাও গে গুণে থোকে॥"
এই রকমে কয় দু'জনে ভাগাভাগির কথা।
এমন সময় সেথায় এলো সবার ছোট ভ্রাতা।
জ্যেষ্ঠকে সে বোল্লে, "দাদা! আমিও করি আশা।
এই মোষটির অংশী হ'তে; মোষটি বড় খাসা॥"

জ্যেষ্ঠ বলে,—"মোষওয়ালাকে বাইশ টাকা দিয়ে।
এই মোষটি আন্‌নু কিনে মোষের হাটে গিয়ে॥
এই মোষটির অংশী হ'তে ইচ্ছে যদি থাকে।
মোষওয়ালাকে বাইশ টাকা দাও গে গুণে থোকে॥"
মেজো ছোট দু'জন তখন চোলে গেলো হাটে।
প্রত্যেকেতে বাইশ টাকা এঁটে বেঁধে গাঁটে॥
মোষওয়ালাকে মেজো ছোট টাকা দিলে গুণে।
মোষ-ব্যাপারী আমোদ ভারী লাভ কোল্লে মনে॥
মুচ্‌কি হেসে মোষ-ব্যাপারী মনে মনে কয়।
"লাভ কোন্‌নু তেহাই টাকা! বুড়ো মোষের জয়"॥
তার পরেতে তিন ভেয়েতে ঠিক কোল্লে সলা।
এক এক দিনে এক এক ভেয়ের দুধ দুইবার পালা॥
যে যার নিজের কেঁড়ে এনে দুধটো দুয়ে নেবে।
পরের কেঁড়েয় দুধ দুইতে অন্যে নাহি পাবে॥
প্রথম দিনে বড়র পালা, নিজের কেঁড়ে এনে।
দুধটো দুয়ে নিলে বড় বাঁট চারটে টেনে॥
দ্বিতীয় দিনে মেজোর পালা, নিজের কেঁড়ে এনে।
দুধটো দুয়ে নিলে মেজো বাঁট চারটে টেনে॥
তার পরেতে তৃতীয় দিনে ছোটর পালা পড়ে।
দুধটো দোয়া শক্ত হোলো; নাইকো ছোটর কেঁড়ে॥
জ্যেষ্ঠকে সে বোল্লে তখন,—"উপায় করি কিবে।
দুধ দুইবার নাইকো কেঁড়ে, আকুল হোলুম ভেবে॥"
ছোট ভেয়ের কথা শুনে বড় তখন কয়।—
"তাই তো, ভায়া! ব্যাপারখানা শক্ত সুনিশ্চয়॥
কেঁড়ে ছেড়ে দুধটো যদি দু'য়ে ফেল তুমি।
সব দুধটোই নষ্ট হবে, শুষে নেবে ভূমি॥
সেই জন্যে দিচ্ছি আমি এক যুক্তি তোবে।
এই মোষটার দুধ দু'য়ে নে মুখটো নিজের ভোবে॥"
"বেশ যুক্তি বোল্লে, দাদা!" বোলেই ছোট ভাই।
বাঁটের কাছে মুখটো রেখে কোবেও নিলে তাই॥
এই রকমে দুধটো দুয়ে ছোট গেল ঘরে।
এমন সময় ছোটর জায়া বোল্লে এসে তারে॥
"অংশী হোলে মোষের তুমি বাইশ টাকা দিয়ে।
দুধ কিন্তু কেন তুমি আন্‌ছো নাকো দুয়ে?॥"
ছোট তখন বোল্লে তাকে, "ও বৌ! কব কি।
নেইকো কেঁড়ে, কাজেই আমি মুখে দু'য়েছি॥"
এই-না শুনে অভিমানে পত্নী তখন কয়।
"আমায় ছেড়ে এক্‌লা তোমার খাওয়া উচিত নয়॥
খুব কোরেছো, বেশ কোরেছো, খাও গে তুমি ফের।
এক ছটাকো দিলে নাকো, নিজেই দু'তিন সের॥

কাজ কি আমার হেথায় থাকা ? বাপের বাড়ী যাই।"
এই বোলে সে রাগের ভরে কোল্লে কাজও তাই ॥
ছোট বোয়ের কাণ্ড দেখে তিন ভেয়েতে তবে।
গাঁয়ের মোড়ল যেথায় ছিলো, সেথায় গেলো ভেবে ॥
বড় মেজো বোল্লে তাকে "মোড়ল মহাশয় !।
ছোট ভেয়ের বৌকে ফিরে আনাও যাতে হয় ॥"
মোড়ল বলে, "ব্যাপারখানা আমায় বল আগে।
তার পরেতে আনাই তাকে ছোট ভেয়ের লেগে ॥"
বড় মেজো তখন তারে সব বোল্লে খুলে।
ছোট ভেয়ের বৌকে মোড়ল ডাকিয়ে এনে দিলে ॥
বিচার কোরে বোল্লে মোড়ল বৌকে তখন ডেকে।
"ওগো মেয়ে ! শোন্ গো কথা কানের কোণে রেখে ॥
তোর স্বোয়ামীর মতন তুইও পাবি দুধের ভাগ।
পত্নী হয়ে পতির প্রতি কোত্তে আছে রাগ ? ॥
তোর স্বোয়ামী সকালবেলা দুধ দুইবে মুখে।
সন্ধ্যেবেলা তুই দুইবি নিজের মুখে সুখে ॥"
এই-না শুনে ছোট ভেয়ের বৌটো বলে তারে।
"মিন্সে কেন এমন কথা কয় নি তখন মোরে ? ॥
যা হোক্, এখন গোল চুক্‌লো ; তা ছাড়া ফের মোর !
ঘুচে গেলো মাথন-তোলার পরিচ্ছন্নের ঘোর ॥"

সম্পূর্ণ

আগমনী

হিমালয় পর্ব্বত

শয়নাগার।

মেনকার স্বপ্নযোগে ভগবতী-দর্শন

বিমল গগনতল সুনীল বরণ।
হেরি মানস মোহে জুড়ায় নয়ন॥
শারদীয় পূর্ণ শশী মাঝে শোভা পায়।
কষিত রজত সম, হীন তুলনায়॥
রমেশ-উরসে যথা কৌস্তুভ রতন।
ঝক্‌মকে উজলিয়া গোলোক-ভুবন॥
অথবা সরস-সরে কমল সরস।
শোভা পায় সিত রাগে মোহি দিগ্‌দশ॥
কিম্বা রৌপ্য-ফুল যথা কামিনী-কুন্তলে।
শোভা করি কেশপাশে সদা ঝলমলে॥
কিম্বা গজমতি যথা নিগ্রো-কর-মাঝে।
নধর বিশদ রাগে নিয়ত বিরাজে॥
হীরাখণ্ড সম চারু তারকানিচয়।
বিশাল আকাশে শোভে, অতি শোভাময়
যেন মণি-সুখচিত নীলাম্বর পরি।
স্মিতমুখে বিহরেন প্রকৃতি সুন্দরী॥
শীতল সমীর বহে মৃদু সঞ্চরণে।
জুড়ায় তাপিত দেহ তার পরশনে॥
তরুকুল ফুলে ফলে হিমাদ্রি-শিখরে।
নবীন হরিত রাগে কম শোভা ধরে॥
তাহে পুন শশি-কর পরশি হরষে।
হসিত আননে যেন ভাসে প্রেমরসে॥
গগনে নিরখি চাঁদে কোকিলকলাপ।
দিবাবোধে কুহুরবে করিছে আলাপ॥
উন্নত তমাল-ডালে চকোরী চকোর।
সুধাকর-সুধাপানে হইছে বিভোর॥
ধরামধ্যে গিরিকুলে হিমাদ্রি প্রধান।
কোন্ দেশে কোন্ গিরি এ নগ-সমান?
ভারতের শিরো-ভূষা অতুল শোভন।
হেরিলে মোহিত হয় ভাবুকের মন॥
প্রকাণ্ড উপলপুঞ্জ ভীষণ আকার।
বেড়ি অদ্রি-দেহ, আহা, শোভে অনিবার
নানাবিধ শিলাখণ্ড বিচিত্র বরণ।
নিমেষে মনের ভাব করয়ে হরণ॥
নিয়ত হিমানীরাশি ধবল আকার।
তুঙ্গ-শৃঙ্গ-শিরোপরে হইছে আসার॥
সিত রাগে নগপতি শোভে মনোহর;
যেন যোগাসনে বসি ধ্যানে মগ্ন হর॥
সুন্দর বিটপি-রাজি রাজে সারি সারি।
নন্দন-কানন যায় তুলনায় হারি॥
যেন গিরি মরকত-খচিত ভূষণ।
পরিয়া বিরাজে, আহা, ভুলে যায় মন!
অচল-নিতম্ব হ'তে ঝরিছে নির্ঝর।
জুড়ায় শ্রবণ কিবা সুমধুর স্বর॥
হেন বোধ হয় যেন গন্ধর্ব্বনিকর।
হরিষে বাজায় বীণা শ্রুতি-মনোহর॥
কোনখানে অন্ধকার গহ্বর ভীষণ।
মৃত্যুমুখ সম রূপ হেরে ভীত মন॥

* ১২৯৮ সালের ভাদ্র মাসে রচিত।

অবিরল জলরাশি তাহার মাঝারে।
ভীমনাদে গরজিছে অবিরাম ধারে॥
পবিত্রা তটিনী গঙ্গা সলিল বিমল।
পবিত্র পাতকিকুল স্পর্শি যাঁর জল॥
যমুনা গণ্ডকী সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র আদি।
পূজ্য নদীপুঞ্জ বহে মৃদুল নিনাদি॥
হিন্দু-পূজনীয় গিরি পবিত্র আলয়।
স্বর্গ সম যার শোভা চির-সুখময়॥
এ হেন পার্ব্বত্যদেশে চন্দ্রিকা-বিভায়।
সাজিয়া যামিনী সতী চারু শোভা পায়
গিরিবাসী জীবকুল সুখে নিদ্রা যায়।
নিশাচর পশুগণ নাচিয়া বেড়ায়॥
হেন কালে গিরিপুরে গিরীশদয়িতা।
বিচিত্র শয়ন'পরি আছিলা শয়িতা॥
সহসা স্বপনে রাণী হেরিলা উমায়।
দাঁড়ায়ে পর্য্যঙ্ক-পাশে চেনা নাহি যায়॥
বিকচ-চম্পকনিভ গউর বরণ।
হয়েছে মলিন যথা নলিন-আনন।
পরশি শিশির ঋতু বিরসে শুকায়।
মানস কাঁদিয়া উঠে নিরখিলে তায়॥
হাসিলে যে বিধুমুখে বরষিত সুধা।
নিরখি ঘুচিয়া যেত নয়নের ক্ষুধা॥
বিরস সে মুখখানি বিষাদে এখন।
সজল জলদ যথা ছাইয়া গগন॥
ঝাঁপে পূর্ণশশী সদা চক্ষে বহে ধার।
আহা, সে সলিলে বক্ষ ভিজে অনিবার।
যে হেমসন্নিভ দেহে চারু আভরণ।
অহরহ সুশোভিত, ভুলিত নয়ন॥
বৈদূর্য্য মুকুতা চুনি মরকত হীরক।
করিত যে দেহে, মরি, সদা ঝক্‌মক্॥
বোধ হ'ত যেন ছাড়ি সুনীল আকাশ।
বিরাজিছে তারাবলী সৌদামিনী-পাশ॥
সে শরীরে সাজে এবে রুদ্রাক্ষের ফল।
নেহারিয়া হেন ভূষা চক্ষে আসে জল॥
যেন রে শৈবালদল সোনার অচলে।
অসিত বরণে শোভে, হেরে হিয়া গলে॥
যে দেহ দুকূলবাসে সাজিত সুন্দর।
নেহারি ভুলিত আঁখি জুড়াত অন্তর॥
এবে সে সুবর্ণ-দেহে শোভে বাঘছাল!
হেমলতা ঢাকিয়াছে জলধরজাল॥

আগুলফলম্বিত চারু কেশপাশ-পাশে।
শোভিত রতন-ফুল সুন্দর বিকাশে॥
নধর কমল-ফুল ভ্রমেতে ভ্রমর।
ভ্রমিত সে ফুল-পাশে করি গুন্ স্বর॥
এবে সে রুচির কেশে নাহি স্বর্ণফুল।
নাহি আর রবকারী মধুকরকুল॥
কটা রঙে জটাজুট শিরেতে এখন।
বিকট আকারে শোভে লোটায় কখন॥
বিশীর্ণ হয়েছে কায়, কি কহিব কায়।
উমা ব'লে ভবানীরে চেনা নাহি যায়॥
হেরি শিবানীর হেন রূপ বিপরীত।
মেনকার চিত্ত হ'ল বিষাদে পূরিত॥
না সরে বদনে বাণী, জ্ঞানহীন প্রায়।
গালে হাত গিরিজায়া নিরখে উমায়॥
কতক্ষণ পরে ভব-উর-বিলাসিনী।
কহিলা করুণস্বরে যথা ভিখারিণী॥
গৃহস্থ জনের নিজ দুঃখ-পরিচয়।
ম্লানমুখে অর্দ্ধস্ফুট মৃদুভাষে কয়॥—
"ওঠ, মা মেনকে! তোর অভাগিনী মেয়ে।
আসিয়া ডাকিছে হের দুখিনীরে চেয়ে॥
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে, আকুল জীবন।
অসহ্য দুঃখের দাপে ঝুরিছে নয়ন॥
মেয়ে ব'লে মনে কি গো আছে গিরিজায়া!
বুঝেছি আমার প্রতি তোর যত মায়া॥
জনক পাষাণ-কায়া, কাতরে না গলে।
কঠিন হৃদয় তাঁর যথা আঁখিজলে॥
গলে কি নিদয়-প্রাণ? অথবা যেমন।
দীন-দুঃখে নাহি দ্রবে কৃপণের মন॥
শুনেছি সুতার চেয়ে সুত অতিশয়।
স্নেহপাত্র জনকের, কিন্তু খেদ হয়॥
নেহারি পিতার মম ভাব বিপরীত।
মৈনাক তনয় ইহ ভুবন-বিদিত॥
বাসবের ভয়ে ভাই সাগর-মাঝারে।
ডুবি আছে চিরকাল, দুখ কব কারে॥
আমার যে দুখ তাহে! জনক তাহায়।
ছেলে ব'লে একবার ভ্রমেও না চায়॥
আমি এক অভাগিনী তনয়া তাঁহার।
মলেও পড়ে না মনে কি কহিব আর॥
পাছে ভাল বাস পরি, পাছে ভাল খাই।
পাছে কিছু জনকের ধন-কড়ি চাই॥

তাই মোরে তাড়াতাড়ি পাগলের করে।
সঁপিয়া মনের সুখে রয়েছেন ঘরে॥
মনে ভেবেছেন পিতা শিব সর্ব্বক্ষণ।
ছাই মাখে, করে ভাঙ-ধুতুরা ভক্ষণ॥
উমারেও শিখাইবে সিদ্ধি খাওয়াইতে।
উন্মাদিনী হবে উমা নারিবে চিনিতে॥
ভাল মন্দ দ্রব্যগুণ সবি একাকার।
ভাবিবে, নারিবে মোরে চিনিবারে আর॥
সে যা হোক্, জননি গো, আশা নাহি ধনে।
যে পতি পেয়েছি শিবে সেবে একমনে॥
যুগল চরণে তাঁর কত সুখ পাই।
তুচ্ছ ধনে মেয়ে তোর ইচ্ছা করে নাই॥
পতিই সতীর প্রাণ সুখের আকর।
পতি বিনা রমণীর সকলি অপর॥
কি দরিদ্র দুঃখী পতি কিবা ধনবান্।
পতিরতা কামিনীর সকলি সমান॥
যে নারী সরল মনে সেবে পতিপদ।
ধরাধামে পূজ্য সেই, পায় মোক্ষপদ॥
কিবা শোভা ধরে শশী শরত-সময়।
কমলে কমল কিবা হয় শোভাময়॥
কি ছার নন্দনবনে পারিজাত-ফুল।
স্বর্ণচাপা কিবা শোভা করে নারী-চুল॥
ভূপতি-মুকুটে মণি কিবা শোভা পায়।
সকলি পতির কাছে হীন তুলনায়॥
একমাত্র রমণীর পতিই সকল।
পতিরে না সেবে যেই, সে নারী বিফল॥
তাই বলি, জননি গো, শিব বিনা আর।
কিছুই না লাগে ভাল সকলি অসার॥
শঙ্কর মাখেন ছাই আমিও তা মাখি।
যুগলে মিলিয়া সদা প্রেতভূমে থাকি॥
কঙ্কালগ্রথিত মালা পরেশ-গলায়।
দেখাদেখি আমিও, মা, গলে পরি তায়॥
শার্দ্দূল-অজিন যাহা কটিদেশে তাঁর।
শোভা পায় নীলকণ্ঠে রুদ্রাক্ষের হার॥
অহরহ সুবিরাজে শিরে জটাজাল।
চরণ পর্য্যন্ত লম্ব দোলে চিরকাল॥
আমিও, জননি, সদাশিবের মতন।
ও সব শরীরে পরি করিয়ে যতন॥
পতির কৃপায় মম সকলি প্রতুল।
কেবল হৃদয়ে এক বিষাদের শূল॥
ফুটিতেছে, সে জ্বালায় ছটফটে প্রাণ।
কি কব কহিতে গেলে ঝরে গো নয়ান॥
একমাত্র আমি তোর দুখিনী কুমারী।
বিবাহ দিয়াছ পুন দেখিয়া ভিখারী॥
কিরূপে রয়েছি তার তত্ত্ব নাহি লও।
পিতারেও মোর কথা ভুলেও না কও॥
যা হোক্, জেনেছি ভালবাসা তোমাদের।
তাই বা কি ক'রে বলি, মোর ভাগ্যফের॥
শ্বশুর-ভবন হ'তে আনি দুহিতায়।
সমাদরে পিতা মাতা ভালবাসে তায়॥
কোলে ক'রে মাতা তারে আনন্দ-সাগরে।
ডুবে যায়, ঘন চুম্বে অধর অধরে॥
কিন্তু মোর পোড়া ভাগ্যে ঘটে না সে সব।
যে জ্বালায় জ্ব'লে মরি কারে আর কব॥
জনক-জননী মম থাকিতেও নাই।
ইচ্ছা হয় ডুবে মরি কিম্বা বিষ খাই॥
বৎসরেও নাহি খোঁজ কি তোর পরাণ।
পাষাণের নারী তুই পাষাণ সমান॥
যদি গো তোদের ইহা ছিল মনে মনে।
নির্ব্বাসিতা করিবারে এ দুখিনী জনে॥
তবে গো ভূমিষ্ঠকালে খাওয়াইয়া নুণ।
কেন কেন অভাগীরে কর নাই খুন?॥
নিশ্চিন্ত হইতে দোঁহে, ঘুচিত যাতনা।
আমারেও এত দুখ সহিতে হ'ত না॥
কিন্তু এবে মোর প্রাণ তোমাদের চেয়ে।
আকুল হয়েছে সদা আসে হেথা ধেয়ে॥
তোদের যত না মায়া আমার উপর।
তা হতেও শতগুণে আমার অন্তর॥
ভালবাসে তোমাদের কি কব সে কথা।
পিতা মাতা প্রতি মোর যতেক মমতা॥
কিন্তু, মা গো, তোমাদের স্নেহলেশ নাই।
বিশীর্ণা মলিনা ভেবে হইয়াছি তাই॥
মা হয়ে মায়ের মত নাহি কর কাজ।
শুনিলে কি কবে লোক? দিবে তোরে লাজ॥
যা হোক, জননি, তোর কি দৃঢ় পরাণ।
পাষাণের নারী ব'লে এত কি পাষাণ?॥"
এইরূপে মহামায়া স্বপ্নে মেনকায়।
মূর্ত্তিমতী হয়ে সতী করুণ ভাষায়॥
সম্ভাষি সহসা পুন হৈল অন্তর্দ্ধান।
রাণীরো ভাঙ্গিল ঘুম আকুল পরাণ॥—

"হা উমে! কোথায় উমে! আয় পুনরায়।
বিরহ-অনলে প্রাণপাখী পুড়ে যায় ॥
স্বপনেতে দেখা দিয়ে লুকালি কোথায়।
কাতরা জননী তোর ডাকে রে হেথায় ॥
কে বলে তোমারে আমি মনে করি নাই।
অশনে বসনে শুয়ে ভাবি, মা, সদাই ॥"
এইরূপে গিরিরাণী করেন বিলাপ।
ক্ষণে ক্ষণে ঘন ঘন ছাড়িছেন হাঁপ ॥
নিকটে শুইয়া গিরি সুখে নিদ্রা যান।
রাণীর কি দশা কিছু টের নাহি পান ॥

প্রভাত

দিবাপতি-দূতী ঊষা মনোহর বেশে।
পশিলেন হাসি হাসি আসি নগদেশে ॥
জাগিল বিহগকুল মধুর কূজনে।
কুজি আমোদিল যত বন উপবনে ॥
গহ্বরে গম্ভীরভাবে হিংস্র পশুগণ।
একে একে পশিতেছে ধাবিত গমন ॥
বহিছে শীতলানিল বহি ফুলবাস।
আ মরি, কি নব ভাবে শোভিল আকাশ!
নিষ্প্রভ রজনীপতি মলিন আননে।
পশিলা বিষাদে, আহা, গগন-ভবনে! ॥
ক্রমে নগ-পূর্ব্বদিক অরুণ বরণে।
লোহিত করিয়া রবি উজলে কিরণে ॥
একচক্র রথে চড়ি উদিলা আকাশে।
বিভাতিল চারিদিক বিমল বিভাসে ॥
মানস-সরস-সরে সরস কমল।
ফুটিল বিশদ-রাগে ঝরে পরিমল ॥
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে অলি তাহে বসে।
যেন রে কলঙ্ক-রেখা শশাঙ্ক-উরসে ॥
ভানু-ভাতে বিভাতিয়া ঝরণার জল।
ঝলমলে, আহা, যেন হীরকের দল! ॥
নিশির শিশিরে যত তরু শোভা পায়।
যেন রাম-কণ্ঠ শোভে মুকুতা-মালায় ॥
এরূপে প্রকৃতি সতী সাজি চারু বেশে।
শোভিলেন হাসি হাসি আসি নগ-দেশে ॥
শ্রীদুর্গা স্মরিয়া যত মানবনিচয়।
উঠিতেছে একে একে সানন্দ হৃদয় ॥

রাজসভা

হেথা হিমালয়-রাজ, সাধিবারে রাজকাজ,
চলিলেন সভাপুরে দ্বিরদগমনে।
মেনকার ভাব যত, না হইলা অবগত,
হরষে বসিলা ভূপ রাজসিংহাসনে ॥
স্বর্ণছাতা শির'পরে, আ-মরি, কি শোভা ধরে,
সুচারু চামর ধীরে চাকরে ঢুলায়।
রেশম-রচিত চারু, মনোহর কত কারু,
পাখাদ্বয় শোভা পায় সোনার শলায় ॥
শিখিপালকের দণ্ড, হেরিলেও দশ দণ্ড,
নাহি মিটে মানবের নয়নের আশ।
আ-মরি, কি সুধাময়, রাজসভা শোভাময়,
ঝুলিছে ঝালররাশি বিকাশি বিভাস ॥
বিচিত্র আসন পাতা, কৃত্রিম কুসুমে গাঁথা,
নানা রঙে শোভা পায় তাহার উপর।
অষ্ট-কোণ-নিরমিত, সিংহাসন সুশোভিত,
ঝলমলে মণি-চুণি-হীরকনিকর ॥
তদুপরি বসি রায়, ইন্দ্র সম শোভা পায়,
অপরূপ রূপ নারী-মানস-মোহন।
রতন-মুকুট মাথে, পদ্মরাগ মণি তাতে,
শোভা পায় উজলিয়া রাজনিকেতন ॥
গলে দোলে মতি-হার কি কব বাহার তার,
দেখি নাই দেখিব না কখন তেমন।
আ-মরি, কি রাজ-বেশ, সুষমার একশেষ,
অঙ্গে শোভে রত্নময় কত বিভূষণ ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত, শাস্ত্রালাপ নানামত,
করিছেন চারি পাশে বসি সভাসনে।
নেহারি সে সভালয়, মনে হেন বোধ হয়,
যেন বাসবের সভা অমর-ভবনে ॥
ভীমকায় দ্বারপাল, উরসে শোভিছে ঢাল,
হাতে তরবাল শোভে ভীষণ আকার।
সদা কড়া দৃষ্টিপাত, হুঙ্কারে করিছে মাত,
পাচারি করিয়া সদা রাখিছে দুয়ার ॥

শয়নাগার।

মেনকার বিরহ ও সখী কর্ত্তৃক সান্ত্বনা

হায় রে, কি জ্বালা আর সহনে না যায় রে!।
কেন হেন হেরিলাম সোনার উমায় রে! ॥

মলিন হয়েছে কায়, জটা শিরে শোভা পায়,
মরি রে, বিদরে বুক মনে হ'লে তায় রে ! ।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে ? ॥
যে মুখে দিতাম ক্ষীর মাখন ছানায় রে ! ।
যে মুখে বলিয়ে মা মা ডাকিত আমায় রে !"
আহা, সেই চাঁদ-মুখে, বাণী না নিঃসরে দুখে,
দেখে হৃদি ফেটে যায়, কি কব কাহায় রে !
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে ? ॥

সাজাতেম যেই দেহ রতন-ভূষায় রে ! ।
যে গলা শোভিত চারু মুকুতা-মালায় রে ! ॥
এবে রুদ্রাক্ষের হার, দোলে গলে অনিবার,
কটিদেশে বাঘছাল দেখে ভয় পায় রে !
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে ? ॥

যে উমা শুইত সদা চারু বিছানায় রে ! ।
এবে সেই স্বর্ণদেহ লুঠিছে ধূলায় রে ! ॥
যে উমা প্রাসাদোপরি, নিবাসিত শোভা করি,
এবে কি না রহে বাছা তরুর তলায় রে ! ।
কেন, বাছা ! দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে ? ।

এরূপে মেনকা বিলাপে কত ।
কি কব আমি সে যাতনা যত ॥
কভু ভূমে পড়ি গড়ায়ে যায় ।
কভু করাঘাত করে মাথায় ॥
কভু বসে, কভু সবেগে ধায় ।
কভু আঁখি মুদে, কখন চায় ॥
কভু দুখে ছিঁড়ে কবরী-পাশ ।
কভু ঘন ফেলে অনল-শ্বাস ॥
কভু বলে মুখে 'হা উমে !' বাণী ।
এইরূপে কত বিলাপে রাণী ॥

মেনকা ও দাসীর কথোপকথন

হেন কালে দাসী, নিকটেতে আসি,
নিরখি রাণীর দুখ ।
গালে হাত দিয়া, রহিল চাহিয়া,
বলে,—"হেরে ফাটে বুক ॥
রাজার কামিনী, কেন বিষাদিনী,
এ কি চোখে দেখা যায় ।
কি হেতু ভূতলে, পাতিয়া আঁচলে,
শুয়ে করে হায় হায় ॥"
বসনে তখন, মুছিয়ে বদন,
ধুইয়া শীতল জলে ।
পাখা নাড়ি ধীরে জুড়ায় শরীরে,
শেষে মৃদু ভাষে বলে ॥—
"ওগো রাজরাণি ! আকুলিত প্রাণী,
কি হেতু তোমার হ'ল ।
কেন হেন বেশ, বল সবিশেষ,
সুধাই আমারে বল ॥
ভূপ কি তোমায়, কঠোর কথায়,
দিয়াছেন মনোজ্বালা ? ।
অথবা কি তরে, পড়ি ধরা'পরে,
কহ মোরে, রাজবালা ? ॥"
মেনকা তখন, মুছিয়া নয়ন,
কহিলেন ধীর-ভাষে ।—
"শুন, ওরে দাসী ! উমা কালি আসি,
স্বপনে আমার পাশে ॥
কহিল কাঁদিয়া, বিদরে রে হিয়া,
তার কথা মনে হলে ।
নাহি সেই রূপ, হয়েছে বিরূপ,
সদা ভাসে আঁখি-জলে ॥
'হায়, গো জননি ! পাষাণ-রমণী,
কি কঠিন প্রাণী তোর ।
ভুলেও কখন, নাহি দরশন,
যতেক যাতনা মোর ॥
বারো মাস প্রায়, যায় যায় যায়,
তবু না করহ খোঁজ ।
দেখে তোর ভাব, স্বভাবে অভাব,
হইতেছে ভাব রোজ ।'
এইরূপ কত, দেখিয়াছি যত,
শয়নে স্বপনে কাল ।
এক এক ক'রে, কহিতে বিদরে,
বুকে বেঁধে শোক-শাল ॥
প্রিয় অনুচরি ! যা রে ত্বরা করি,
যথা ব'সে মহারাজ ।
বল্ গিয়ে তাঁরে, মেনকা তোমারে,
ডাকিছে কর না ব্যাজ ॥"
রাণী এত বলি, পড়িলেন ঢলি,
ধাইয়া চলিল দাসী ।

রাজ-সভালয়, যথা হিমালয়,
উপনীত তথা আসি ॥
কহিল রাজায়,— "ডাকেন তোমায়
ত্বরা করি মহারাণী।
করিলে গউণ, হইবেন খুন,
ত্যজিবেন শোকে প্রাণী ॥"

অন্তঃপুর- প্রাঙ্গণ।

দাসী সহ রাজার প্রবেশ

এত শুনি দাসীমুখে ধেয়ে হিমালয়।
সভা ভাঙ্গি চলিলেন রাণীর আলয় ॥
কি কব গতির কথা, গায়ের বসন।
ধ্বজাসম উড়িতেছে যেন রে পবন ॥
নিরখি রাজার গতি সরমে হারিয়া।
টানিয়া রাখিছে ভূপে বসন ধরিয়া ॥
দেখিলা আকুলা রাণী, হাহাকার মুখে।
ঘন ঘন শ্বাস-পাত, করাঘাত বুকে ॥
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বসে, ক্ষণে রড়ে ধায়।
কভু ধরা-ধূলি মাখি ভূতলে গড়ায় ॥

রাণীর প্রতি রাজার উক্তি

যাও যাও, মহারাজ! লাজ কি হে পায় না।
নামের মতন কাজ এখনো কি যায় না ॥
চিরকাল রাজকাজ বিনা মন রয় না।
আছে কি মেয়েটা মলো, খোঁজ তার হয় না ॥
দিয়েছ শিবের করে, ভাঙ বই খায় না।
চিরকাল ছাই মাখে, চুয়া পানে চায় না ॥
সাপুড়ে ডমরু বিনা বাজনা বাজায় না।
ববম্ ববম্ বম্ ব্যতীত চেঁচায় না ॥
পরণে বাঘের ছাল, সাত দিনে নায় না।
হা হা করি হেসে উঠে যদি হেরে আয়না ॥
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগে, ভাল খেতে পায় না।
ভ্রমেও শ্মশান ত্যজি ভাল পথে ধায় না ॥

গিরিরাজ-প্রতি মেনকার উক্তি

দেখে হেন বর, দিগম্বর হর,
তবু দিলে মেয়ে তায় হে তায়।
সোনার উমারে, ভাসালে পাথারে,
হেরে বুক ফেটে যায় হে যায়! ॥
বিরূপাক্ষ-কাছে, কিরূপে মা আছে,
হেরিবারে মন চায় হে চায়।
আনিয়ে উমায়, বাঁচাও আমায়,
নতুবা জীবন যায় হে যায়! ॥
গত নিশাযোগে, স্বপনের ভোগে,
দেখিয়াছি আমি তায় হে তায়।
হয়েছে মলিন, হেম-দেহ ক্ষীণ,
কি কব সে কথা, হায় রে হায়! ॥
নাহিকো সে রূপ, হয়েছে যে রূপ,
সেরূপ কহিব কায় হে কায়।
অশনের আশে, আসি মোর পাশে,
হাত পেতে ভিক্ চায় হে চায় ॥
আহা, মহারাজ, উমার এ কাজ,
নেহারি কাঁদিনু, হায় রে হায়!।
সবে এক মেয়ে, নাহি দেখ চেয়ে,
মন প্রাণ ফেটে যায় হে যায়! ॥
তুমি ত পাষাণ, নাহি গায়ে সান,
কি কঠিন প্রাণ, হায় হে হায়!।
আমি জেতে নারী, তাই যেতে নারি,
নৈলে আনিতাম তায় হে তায় ॥
যদি চাও মোরে, আন ত্বরা ক'রে,
নহে পড়ি তব পায় হে পায়।
বিহনে সে তারা, হব প্রাণহারা,
ছাড়িব এ পোড়া কায় হে কায় ॥

রাজার উক্তি

শুনিয়া রাণীর বাণী খেদে হিমালয়।
দুহিতা-বিরহে হ'ল বিষাদ হৃদয় ॥
কে বলে পাষাণ গিরি দয়া নাহি হয়?।
বাহিক পাষাণ বটে অন্তরে তা নয় ॥
কাঁদিলা, তুষারচ্ছলে নয়ন-আসার।
ঝর ঝর স্বরে ঝরি পড়ে চারি ধার ॥
কতক্ষণে মেনকারে কহিলা রাজন্।—
"উঠ প্রিয়ে! ধরা ত্যজি ধরহ বচন ॥
আনিব প্রাণের উমা ভাবনা কি তার।
উঠ ধরাধর-প্রিয়ে, মুছ বারিধার ॥

যার তরে এত দুখ, আনিব তাহায়।
এখনি করিব সুখী, প্রেয়সি! তোমায়॥'
এত কহি নগপতি করিয়া উদ্যোগ।
সাজিলা স্বগণ সহ দেখি শুভযোগ॥

গিরিরাজের কৈলাস-যাত্রা

মহীধর মহীপাল মিলিয়া স্বদলে।
চলিলেন সহরিষে কৈলাস অচলে॥
যত দাস-দাসী চলে সোনার থালায়।
সাজায়ে মিষ্টান্ন নানা বিবিধ শোভায়॥
কেহ বা মধুর ফলে পূরি ফলাধার।
দুর্গা ব'লে স্মিতমুখে হ'ল আগুসার॥
দধি-ক্ষীরে ভরি কেহ রজত-কলস।
চলিল ঈশানমুখে ত্যজিয়া অলস॥
কত নারী সারি সারি ফুলসাজী করে।
চলিল হরিষচিতে সহাস অধরে॥
পান-গুয়া জায়ফল কেহ লয়ে চলে।
কেহ খেলা লয়ে চলে রজত-অচলে॥
ভারবাহী চলে বহি বসনের ভার।
এইরূপ কত ঘটা কি কহিব আর॥
শুভদায়িনীরে গিরি আনিবারে যান।
চারি ধারে শুভদৃশ্য দেখিবারে পান॥
শব শিবা বাম পাশে রমণীনিকর।
পূর্ণকুম্ভ কক্ষে করি শোভে নিরন্তর॥
তা সবার পাশে আসি শিবা হর্ষভরে।
শিবা আসিবেন বলি শিব-রব করে॥
তুলিয়া দক্ষিণ কর দক্ষিণ বিভাগে।
দ্বিজকুল স্বস্তি-বাণী কহে অনুরাগে॥
ভূপের মঙ্গল তরে সরে মীনদল।
শির তুলি সন্তরিছে বিলোকিয়া জল॥
এইরূপ কত শুভ দেখিলা রাজন।
পুলকে পূরিত বপু, সানন্দিত মন॥
ক্রমে ক্রমে চলি পরে দেখিলা কৈলাস।
অন্তরে বাড়িল আরো মিলন-উল্লাস॥

কৈলাস-বর্ণন

আহা, সে অচল কিবা, শিরে ধরি শিব শিবা,
রাজিছে রজনী-দিবা, চারু সুধাময় রে।
মৃদু মন্দ সমীরণ, প্রবাহিছে অনুক্ষণ,
পরশি জুড়ায় মন, কায় সুখী হয় রে॥
নানাবিধ ফুল ফল, শোভা করে গিরিতল,
বায়ুভরে টলমল, অবিরল করিছে।
খগকুল বসি তায়, শিবদুর্গা নাম গায়,
কেহ বা চারু শোভায়, প্রাণ-মন হরিছে॥
গিরির কি গুণ, মরি, অরি সনে খেলে অরি,
দ্বেষলেশ নাহি করি, সুখে সবে বিচরে।
ফণীর ফণার তলে, ভেক বসি কুতূহলে,
শিব শিবা নাম বলে, নিরভয় অন্তরে॥
ময়ূর-ভুজগগণে, খেলে হরষিত-মনে,
নিরাকুল করিগণে, ভ্রমে সহ কেশরী।
এইরূপ কত শত, জীবকুল অবিরত,
মিত্রভাবে সদা রত, বরণিব কি করি॥
বিল্ব বট তরুগুলি, নভোভাগে শাখা তুলি,
শোভা পায় কভু দুলি, অনিলের বহনে।
দেখায় রূপের ঘটা, অপরূপ চারু ছটা,
একাকী কহিব কটা, শেষ নারে কহনে॥
তা সবার তল-মাঝে, সুপবিত্র বেদি সাজে,
তদুপরি সুখে রাজে, হর-বামে ভবানী।
নন্দী আদি ভূত প্রেত, হয়ে সবে সমবেত,
বলিতেছে রূপ হেরি জুড়াইছে পরাণী॥
দূর হ'তে এইরূপ, হেরি মোহিলেন ভূপ,
উথলিল ভাব-কূপ, আনন্দিত মানসে।
মনে শিব শিবা স্মরি, দাস-দাসী সঙ্গে করি,
উঠিলা অচলোপরি, উমা যথা নিবসে॥

ভগবতীর সহিত রাজার কথোপকথন

জনকে সম্মুখে হেরি গাত্রোত্থান করি।
বিজলী-চমক সম আইলা শঙ্করী॥
বহু দিন পরে হ'ল পিতৃদরশন।
সেই হেতু অভিমানে ঝরিল নয়ন॥
কহিলেন মহামায়া যাঁহার মায়ায়।
ত্রিজগত সৃষ্টি স্থিতি পুন লয় পায়॥—
"মায়া কি শরীরে নাই, পিতা গো তোমার?
ভুলেও পড়ে না মনে কি দশা আমার?॥
জননীও নিদারুণা দয়া-লেশ নাই।
অভাগীরে ভুলে তিনি আছেন সদাই॥

বিক্ সে বিধিরে, যেই বিধি বিধাতার।
নিরবধি বাদী উহা কপালে আমার॥"
এত বলি জগদম্বা আনত আননে।
রহিলা দাঁড়ায়ে, বারি ঝরিছে নয়নে॥

গিরিরাজের উক্তি

কেন বাছা, করিছ রোদন?।
পিতা বল তুলিয়া বদন॥
আমি কি মা ভুলিবারে পারি?।
কার্য্য হেতু আসিবারে নারি॥
কিন্তু সদা তোরে মনে মনে।
কি শয়ন অশন ভ্রমণে॥
মনে মনে চিন্তি গো তোমায়।
কি তা' কব, কহনে না যায়॥
তুই মোর একমাত্র মেয়ে।
কত সুখী তোরে কোলে পেয়ে॥
অন্ধ যথা পাইলে নয়ন।
কালা যথা পাইলে শ্রবণ॥
কত সুখ ভাবে মনে মনে।
আমিও সেরূপ তোমা ধনে॥
বিশেষ মেনকা তোর প্রতি।
ও মা উমে! ভালবাসে অতি॥
কা'ল তোরে দেখিয়ে স্বপনে।
ব্যাকুলতা হইয়াছে মনে॥
তাই হেথা পাঠাইল মোরে।
ত্বরা করি নিয়ে যেতে তোরে॥
গউণ হইলে বাঁচা ভার।
বধিবে জীবন আপনার॥

ভগবতীর উক্তি

রাজার বচন শুনি রাজরাজেশ্বরী।
কহিলা মধুর স্বরে যথা মধুকরী॥—
"আহা, পিতা! বাঁচিলাম, জুড়াইল মন।
এত দিনে মোরে কি গো হইল স্মরণ?॥
তোমাদের হেরিবারে মনে আশা ছিল।
এত দিন পরে তাহা পূরণ হইল॥
যাও তুমি, জননীরে বল গো ত্বরায়।
আসিবে দুখিনী উমা হেরিতে তোমায়॥
পাছে মাতা ত্যজে প্রাণ, ত্বরা করি যাও।
আমাদের শুভ বার্ত্তা তাঁহারে জানাও॥"
এতেক কহিয়া দেবী মহেশের পাশে।
আলো করি রত্নবেদি চলিলা সহাসে॥
নিরখি যুগলরূপ প্রেমে হিমালয়।
গদগদ হইলেন সানন্দ হৃদয়॥
চলিলেন অদ্রিনাথ ভাবি মনে মনে।
গৃহে বসি এ যুগলে হেরিব নয়নে॥

কৈলাস পর্ব্বত—বিল্ববন।

ভূতগণের আনন্দ

পিতৃগৃহে ত্রিলোচনী করিবে গমন।
শুনি যক্ষ ভূত দানা সানন্দিত মন॥
কেহ বলে "আমি ভাই, আমি আগে যাব।"
কেহ বলে, "আমি গিয়ে পেট ভ'রে খাব॥"
আর এক ভূত বলে, "তোর এক মুখ।
কতই বা খাবি তুই কিবা পাবি সুখ?॥
দেখ্ কত মুখ মোর গিজিগিজি করে।
পেটে পিঠে হাতে পায়ে নাকের উপরে॥
কোসে কোসে লুচি মোণ্ডা হাসিয়া লুষিব।
টোকো দই গালে ঢেলে পরাণ তুষিব॥"
তার কথা শুনে এক সেকালের ভূত।
দাঁত-ভাঙা ডোণ্ডা-পেট খেতে মজবুত॥
বলে, "ভাই, আর কিছু খাইতে নারিব।
যত পাব পাকা কলা কেবল খাইব॥"
আর ভূত বলে, "তোরা বড়ই পেটুক।
পর-গৃহে যাবি লাজ নাহি একটুক॥
কেবল করিস্ তোরা খাই খাই খাই।
এত যদি ক্ষিদে, তবে খা না কেন ছাই?॥
আমি ত তোদের মত খাব না সেখানে।
কেবল বেড়াব ঘুরে এখানে ওখানে॥
কভু এক ডুবে ডুবি মান-সরোবরে।
ছিঁড়িয়া কমল-ফুল গাঁথিয়া স্বকরে॥
পরিব গলায়, কভু ধবল-শিখরে।
দাঁড়াইব হাত তুলে এক পা-র ভরে॥"
এইরূপে ভূতদল সানন্দিত প্রাণ।
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ দেয় তান॥
কেহ বাজী করে, কেহ অপরেরে ধরি।
ফেলে দেয় প্রাণপণে পাষাণ-উপরি।

কি কব একাকী আমি তাহাদের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা॥

হিমালয় পর্ব্বত—রাজভবন।

গিরিরাজার পুরপ্রবেশ

এখানে নগেন্দ্রনাথ, মিলি দাস-দাসী সাথ,
উপনীত হলেন আলয়ে।
পুরে প্রবেশিল পতি, হেরি রাণী আশুগতি,
কহিলেন বিষাদ হৃদয়ে॥—
"কেন, নাথ, একা এলে, উমাবে কি এলে ফেলে,
এইবার প্রাণ বুঝি গেল।
না দেখি উপায় আর, মরণই হ'ল সার,
হায়, উমা কেন নাহি এল ?॥"
কাতরা হেরি রাণীরে, কহে গিরি ধীরে ধীরে,
"কেন, প্রিয়ে, করিছ রোদন ?।
আসিবে দুহিতা তব, পরিহর শোক সব,
শান্ত কর বিষাদিত মন॥
যাহা যাহা প্রয়োজন, কর তার আয়োজন,
আর কেন মিছে কাল হর।
উমা সহ উমাপতি, করিবেন শুভগতি,
উঠ উঠ, শোক পরিহর॥"
এইরূপে পর্ব্বতেশ, কহিলেন সবিশেষ,
পরে দোহে প্রফুল্লিত-মনে।
দাস-দাসী সহ মিশি, রহিলেন দিবানিশি,
উমা মা'র শুভ আয়োজনে॥

কৈলাস পর্ব্বত—বটবৃক্ষতল।

শিবের নিকট ভগবতীর বিদায়-প্রার্থনা

"আশুতোষ! আশু মোরে দাও হে বিদায়।
দেখিলা স্বচক্ষে পিতা বলিলা আমায়॥
যাইব যাইব আমি জনক-ভবন।
ত্বরা আজ্ঞা দেহ, নাথ! করি নিবেদন॥
উড়ু উড়ু করিতেছে পরাণ আমার।
হেরিবারে স্নেহময় চন্দ্রমুখ মা'র॥
সহে না বিলম্ব আর যাইব ত্বরায়।
বাসনা হয়েছে বড় হেরিবারে মায়॥"
শিবানীর বাণী শুনি শশাঙ্কশেখর।
তুষিয়া কহিলা,—"সতি, ক্ষণেক সম্বর॥
একা কোথা যাবে তুমি, কিরূপে তোমায়
পাঠাইয়া ভোলানাথ রহিবে কোথায়॥
মনে নাই দক্ষালয়ে গিয়ে একাকিনী।
কি দশা ঘটিল তব, বল, হে তারিণি!
পাছে পুন তাই ঘটে মনে ভয় হয়।
যেও না একেলা, সতি, হইয়ে নিদয়॥
সঙ্গে যাব আমি মুখে বাজায়ে বিষাণ।
বৃষ'পরে বসি দোঁহে করিব প্রস্থান॥"
হর-ভাষ শুনি সতী হাসিলা হরষে।
উলিল বিজলী যেন আনন্দ-সরসে॥
কহিলেন মহামায়া,—"শুন, পশুপতি!।
বিলম্ব সহে না, নাথ! চল আশুগতি॥"
এতেক কহিয়া দেবী বসি শিব সনে।
চলিলেন হিমালয়ে বৃষভ-বাহনে॥
বিমল কমল-করে কমলবাসিনী।
চলিলেন দেবী সহ মধুরহাসিনী॥
শ্বেত-রাগে সরস্বতী শ্বেত-বীণা-করে।
চলিলা কোবিদ-মাতা সানন্দ অন্তরে॥
মূষিক-বাহনে সুখে চলে গজানন।
শিখিপৃষ্ঠে কার্ত্তিকেয় করে শরাসন॥
এইরূপ চারু রূপে সাজিয়া সকলে।
আলো করি দিগ্‌ দশ চলে হিমাচলে॥
সুরপুরে সুরকুল হরষ-মানসে।
শিব-দুর্গা নাম বলি ভাসে ভক্তিরসে॥
আগে আগে ভূত প্রেত চলে পালে পালে
কেহ জ্বালে অগ্নিজ্বাল হাঁ করিয়া গালে॥
কুড়াইয়া ধূলি কেহ আকাশে উড়ায়।
কুমড়ার মত কেহ ভূতলে গড়ায়॥
কারু মুখে অট্টহাস, কেহ উবে যায়।
উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে কেহ বেগে ধায়॥
এইরূপে ভূতগণ আগে আগে চলে।
কতক্ষণে উপনীত হিমালয়াচলে॥

হিমালয় পর্ব্বত—রাজভবন।

উৎসব

চলিলা আনন্দময়ী চিদানন্দ-সনে।
জনক-ভবনে হাসি সানন্দিত-মনে॥
দ্বিজগণ মিলি তথা অগ্রসর হয়ে।
উমাসহ উমানাথে লইলা আলয়ে॥

সহাসে গণেশে কোলে করিয়া রাজন।
কুমারের করযুগ করিলা ধারণ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সুখে সহাস-বদনে।
চলিলা ভূপের সহ অন্দর-সদনে॥
বাজিল মঙ্গলবাদ্য, পূরিল ভূধর।
শিব শিবা হেরি সবে সানন্দ অন্তর॥
দ্বিজগণ রক্তজবা তুলিয়া হরষে।
সতীর সোনার অঙ্গে সঘনে বরষে॥
এইরূপে মহামায়া পশিলা ভবনে।
ধাইয়া আইলা রাণী আনন্দিত-মনে॥

"উমে! কি আইলি বাছা, আয় আয় আয়।
জুড়া, মা, তাপিত প্রাণ মা ব'লে আমায়॥
তোমা বিনে বহু দুখ পেনু এত দিন।
জল ত্যজি স্থলে যথা ছটফটে মীন॥
এবে, মা গো! চাঁদমুখ নিরখি তোমার।
তিরোহিত হ'ল যত যাতনা আমার॥
আয় বাছা, কোলে আয়, জুড়াক হৃদয়।
তোরে পেয়ে আজি মম কত সুখোদয়॥"
এইরূপে গিরিরাণী গিরিজা পাইয়া।
অতুল আনন্দ-নীরে গেলেন ভাসিয়া॥

সম্পূর্ণ

অবসর-সরোজিনী

[প্রথম ভাগ]

রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

অবসর-সরোজিনী

[প্রথম ভাগ]

ভিখারিণী

১

ধীরি ধীরি যায়, ফিরি ফিরি চায়,
কে রে ও রমণী ধূলিমাখা গায়,
কাঁপে থর থর, ব্যাকুলা ক্ষুধায়,
দু' পা না যাইতে বসিয়া পড়ে ?
বদন-কমল মলিন হয়েছে,
না জানি অবলা কি জ্বালা সয়েছে,
প্রমাণ তাহার নিশান রয়েছে—
ওই দেখ, জল নয়নে পড়ে !

২

রুখু কেশভার, খড়ি উঠে গায়,
শতগ্রন্থি দেওয়া আঁচল মাথায়,
ট'লে ট'লে চলে ঠেকাঠেকি পায়,
ভাঙা লাঠিখানি রয়েছে করে।
ফেরে দ্বারে দ্বারে, তথাপি উহারে
নিদয় সবাই, করে না দয়া রে ,
দয়া কি নাই রে জগত-মাঝারে ?
দয়া কি নাই রে পামর নরে ?

৩

দুয়ারে দুয়ারে দীনা ভিখারিণী,
সহায়-বিহীনা ক্ষীণা অনাথিনী,
মরমে মরিয়া কাঁদিয়া চলে।
হেন দুখিনীরে করুণ-লোচনে
চেয়ে দেখি কেহ যাতনা-মোচনে
অগ্রসর নয় ;—ছি ছি, কি সরম !
মানব-জাতির এই কি ধরম
বেদে—বাইবেলে—কোরাণে বলে ?

৪

যদি দয়া-মায়া থাকিত জগতে,
এ নারী কি আজ কাঁদে পথে পথে ?
কোমল হৃদয় আঁখি-নীর-স্রোতে
আজ কি ইহার ভাসিয়া যায় ?
এ ছার জগতে দয়া-মায়া নাই ;
এ নহে জগত—নরকের ঠাঁই !
যেই দিকে চাই, দয়া-লেশ নাই,
সেই রে নিদয়, নিরখি যায় !

৫

ওই শুন কানে,—ওই উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখারিণী কতই কাতরে !
নীরস কঠিন পাষাণ বিদরে,
তবুও মানব করে না দয়া।
ধিক্ নরকুলে ! দয়া-ধর্ম্ম ভুলে,
অধর্ম্ম-পতাকা আকাশেতে তুলে,
বৃথা অহঙ্কারে ঘুরে মরে ফুলে,
নিদয়-হৃদয় বিহীন মায়া !

৬

ওই শুন কানে—ওই উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখারিণী কতই কাতরে ;—
"হায় রে বিধাতা ! অনাথা উপরে
একেবারে তুই হইলি বাম !
বিমুখ বিধাতা ! কুমুখী লেখনী
তোমার, জেনেছে এবে কাঙ্গালিনী,
করিয়া আমারে পথ-ভিখারিণী,
বাড়ালে, নিঠুর, নিঠুর নাম।

৭

"কি পাপে পাপিনী নিকটে তোমার !
কি পাপে হরিলে সকলি আমার !
কি পাপে ক্ষোদিলে দুখের পাথার !
কি পাপে দিলে গো এ হেন জ্বালা
কি পাপে কাড়িলে রাজসিংহাসন !
কি পাপে পোড়ালে সোনার ভবন।

কি পাপে ভাঙিলে সুখের স্বপন !
কি পাপে কাঙ্গালী অবলা বালা !

৮

"কে আছে ?—কাহারে ডাকিব এবার ?
যাতনা-মোচনে যতন কাহার ?
কঠিন হৃদয় নিরখি সবার,
ভিখারিণী পানে কেউ না চায় !
থাকিতে আমার—নাই রে আমার,
ডাকাতে লুঠিল রতন অপার,
তাড়াইল দূরে করিয়া প্রহার,
অসির নিশানা এখনো গায় !

৯

"এখনো বেদনা হৃদয়ে রয়েছে,
দস্যুদল মোরে যে জ্বালা দিয়েছে ;
অবলা রমণী কতই সয়েছে—
সহিছে—সহিবে জনম মত !
এ জনমে আর এ ঘোর বেদনা
যাবে না—যাবে না—কখন যাবে না।
সুখের সে দিন কপালে হবে না !
চিরকাল তরে হয়েছে গত !

১০

একদা আমার ছিল গো সুদিন,
ছিল কত সুত সমর-প্রবীণ,
হ'ত অরিকুল ভীরুতা-মলিন
শুনিলে যাদের অসির নাদ ;
সে সব সুতের সময়ে আমার
ছিল গো গরিমা ধরণী-মাঝার,
মাননীয়া আমি ছিলাম সবার,
হায় বিধি, তায় সাধিল বাদ !

১১

"এখনো ত মোর শত শত ছেলে,
কিন্তু কেহ নহে কেন রে সেকেলে ?
মনে যদি করে, পারে অবহেলে
এ দুখ আমার করিতে নাশ ;
যে গর্ভে হইল জনম তাদের,
সে গর্ভে জনম নহে কি এদের ?
পারে না কি এরা দুখিনী মায়ের
পূরণ করিতে মনের আশ ?

১২

মনে যদি করে, এখনি তা পারে,
মনে যদি করে, আবার আমারে
পারে করিবারে ধরণী-মাঝারে
আগেকার মত চির-সুখিনী ;
কিন্তু কারো, হায়, নাহি সে যতন,
একটিও নয় তাদের মতন ;
কপালের দোষে সে সুখ-ঘটন
হ'ল না—রহিব চিরদুখিনী।

১৩

"দিবানিশি করি বিষাদে রোদন,
তবুও এদের প্রাণ যে কেমন,
দুখিনী মায়ের অশ্রু-বিমোচন
করিতে কারই বাসনা নাই।
থাকিতে ইহারা, ডাকাতে আমারে
কাঙ্গালিনী ক'রে দুখের পাথারে
দিল গো ভাসায়ে ! কব তা কাহারে ?
এ জগতে হেন কাহারে পাই ?

১৪

"কারে বা জানাব ? কেই বা আসিবে ?
দুখিনীর দুখ কেই বা নাশিবে ?
আমি কাঁদি বটে ;—সে যে গো হাসিবে ;
বাড়িবে দ্বিগুণ মরমজ্বালা।
কাজ নাই আর, বলিব না কারে,
কি লাভ ডাকিয়ে যত কুলাঙ্গারে ?
হে বিভু, তুমিই বাঁচাও আমারে,
আমি ভিখারিণী ভারত-বালা !"

১৫

দুয়ারে দুয়ারে দীনা ভিখারিণী,
সহায়-বিহীনা ক্ষীণা অনাথিনী,
অবলা সরলা কাঙ্গালী কামিনী,
মরমে মরিয়া কাঁদিয়া চলে।
হেন দুখিনীরে করুণ-লোচনে
চেয়ে দেখি কেহ যাতনা-মোচনে
অগ্রসর নয় ;—ছি ছি, কি সরম !
মানব-জাতির এই কি ধরম
বেদে—বাইবেলে—কোরাণে বলে ?

১৬

যদি দয়া-মায়া থাকিত জগতে,
এ নারী কি আজ কাঁদে পথে পথে ?

কোমল হৃদয় আঁখি-নীর-স্রোতে
আজ কি ইহার ভাসিয়া যায় ?
এ ছার জগতে দয়া-মায়া নাই ;
এ নহে জগত—নরকের ঠাঁই !
যে দিকে চাই, দয়া লেশ নাই,
সেই রে নিদয়, নিরখি যায় !

কৃষ্ণের মুরলী

ক্ষণদা-সময়ে যশোদা-তনয়
সুঠামে দাঁড়ায়ে যমুনা-তীরে,
আমারে বাজায়ে, স্বর মধুময়
ঢালিতেন নদী-পুলিন-নীরে।

২

আমারি গুণেতে খেলিতেন হরি
গোকুলবাসিনী গোপিনী সনে ;
আমারি গুণেতে যমুনা-লহরী
খেলিত দুলিত মৃদুল স্বনে।

৩

লাজ-ভয় ভুলি হইয়ে আকুল,
আমারি স্বরেতে ব্রজের বালা
আসিত ছুটিয়ে—এলাইত চুল—
ছিঁড়িয়ে পড়িত মুকুতা-মালা।

৪

হরির অধরে অধর আমার
সুধার সুধারে বাজিত যবে,
সে রব পশিত শ্রবণে যাহার,
সখী বলি তারে ঘুষিত সবে।

৫

আমার স্বরের মাধুরী যেমন,
তেমন মাধুরী আছে রে কার ?
কাননবিহারী পশুপাখীগণ
ভুলিত শুনিয়ে স্বর আমার।

৬

এ রবে রবিত সমীর থামিত,
উজানে বহিত যমুনা-জল ;
হরষে কুমুদী সরসে হাসিত,
আকাশে হাসিত তারকাদল ;

৭

তরু-শাখে ফুল-মুকুল ফুটিত ;
ফোটা-ফুল ভূমে পড়িত খসি ;
সুনীল গগন-সাগরে ভাসিত
রজত-কমল উজল শশী ;

৮

বনবিহারিণী হরিণীনিচয়
ভয় ভুলি ছাড়ি কাননবাস,
শুনিতে আসিত স্বর মধুময়,
আমারি গুণেতে শ্যামের পাশ।

৯

নাচি নাচি মোরে বাজায়ে যখন
ভুলাইত কালা কামিনীকুলে ;
সাজাইত তারা যতনে তখন
শ্যামেরে, আমারে, কামিনী-ফুলে।

১০

বেড়িয়ে মাধবে ব্রজকুলবধূ
দাঁড়াইত যেন চাঁদের মালা !
ছড়াইয়ে শ্যাম মোর স্বর-মধু
বাড়াইত ভাবি-বিরহ-জ্বালা।

১১

আমি বাজিতাম, গোপীরা গাহিত,
ঘুরি ঘুরি ঘেরি মাধবে সবে
তান-লয়ে কিবা মধুর নাচিত ;
হায় রে, সে দিন আর কি হবে।

মধুমক্ষিকা-দংশন

১

একদা মদন করিয়ে যতন,
বাছি বাছি তুলি কুসুম-রতন,
রচিল শয়ন মনের মতন,
শয়নের সুখ লাভের তরে ;
অতি অনুপম সে ফুল-শয়ন
হইল, দেখিলে জুড়ায় নয়ন,
সুরভি-নিকরে ভরিল ভুবন,
শুইল মদন তাহার'পরে।

২

ঘুমের ঘোরেতে হয়ে অচেতন,
মুদিয়ে নয়ন রহিল মদন,
ফুলদল-মাঝে শোভিল বদন,
তারাপতি যেন তারার মাঝ !
ক্ষণকাল পরে আসব-আশায়
মধুমাছি এক আইল তথায়,
বসিল কুসুমে, সুখেতে যথায়
ঘুমায় বিভোরে মদনরাজ।

৩

ঘুম-ঘোরে কাম নড়িল যেমন,
মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ ;
রাগভরে মাছি সবলে তখন,
ফুটাইল কাম-রচণে হুল ।
অধীর হইয়ে বিষের জ্বালায়,
উঠি রতিপতি ছুটিয়ে পালায়,
প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যেথায়
গাঁথিতেছিল গো মালতীফুল।

৪

"অয়ি প্রিয়তমে !"—কহিল রতিরে
রতিনাথ—"প্রাণ যায় যে !—অচিরে
ফেল ফুলমালা—চেয়ে দেখ ফিরে,
এ কি জ্বালা, উহু, হইল হায় !
কেন শুইলাম বিছায়ে ফুল ?
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল,
বিষের জ্বালায় হয়েছি আকুল—
কি হবে—কি করি—প্রাণ যে যায় !"

৫

ব্যথিত হৃদয়ে, অথচ হাসিয়ে
কহে কামে রতি, হাতে হাত দিয়ে ;—
"ছোট মউমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে
বিষভরা হুল তোমার পায় ;
তাই তুমি, নাথ, হইলে কাতর !
ভাল, বল দেখি দাসীর গোচর,—
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
'পঞ্চশর' তুমি বিঁধিবে যায় ?"

কমলে কমল

১

যেও না যেও না প্রিয়ে, এস দোঁহে দাঁড়াইয়ে,
সরোবর-তীরে হেরি সরোবর-শোভা লো !
আ মরি, সরসী আজি, কমল-ভূষণে সাজি,
হাসিছে কেমন ওই, খেলিতেছে আভা লো !
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি, ও হ'তে দেখিব আমি,
চারুতর শোভা আজি, মনে বড় আশা লো !
থাকুক্ হাজার কাজ, পুরাব সে আশা আজ,
দেখাইব এ হৃদয়ভরা ভালবাসা লো !

২

অমল কমল দুটি, ওই যে রয়েছে ফুটি,
ও দুটির রূপে আজ রূপবতী সরসী।
যাই লো, সাঁতার দিয়ে, ওই দুটি আনি গিয়ে,
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি এইখানে, প্রেয়সি !

৩

কর প্রসারণ কর, এই লও, ধর ধর,
অধীন প্রেমিক আজ তব করযুগলে
অরপিছে প্রেমভরে, ধর লো নধর করে,
প্রণয়ের ভেট—দুটি বিকসিত কমলে !

৪

ভূষণের প্রিয় যারা, ভূষণে সাজায় তারা,
স্বীয় স্বীয় প্রেয়সীর কর দুটি যতনে ;
তাদের মনের আশা, ভূষণেই ভালবাসা,
হয় বুঝি, কিংবা হীরা মণি চুণি রতনে।
কিন্তু আমি জানি ভাল, সে সবে করে লো আলো,
কামিনীর করতল, বল, প্রিয়ে, হয়েছে ?
ভূষণে সে সভা হলে, কমলার করতলে,
কমল-ভূষণ কেন কমলেশ দিয়েছে !

৫

তোমার কমল-করে, দিলাম যতন ক'রে,
ললিত কমল দুটি ; কি শোভাই হইল !
অমেয় আনন্দরাশি, ভরিল অন্তর আসি,
প্রণয়-প্রবাহ মোর হৃদয়েতে বহিল।
সরসী বিমল জলে, বিকচ কমলদলে,
হেরিতেছি, কিন্তু নহে নয়ন সফল ;
সফল হইল আঁখি, হেরি আজ, বিধুমুখি,
তোমার অলক্ত-কর-কমলে কমল !

অশনি-পতন

১

হিমালয়াচল উত্তর হইতে
ভয়ঙ্কর মেঘজাল আচম্বিতে
উঠিল গগনে ; বায়ু-সন্তাড়নে
উড়িয়া আসিল ভারত পানে।
শূন্য'পরে মেঘ রহিলেক ঝুলি,
ঘন ঘন তাহে চমকে বিজলী ;
চমকে হৃদয়! আশঙ্কা উদয়
তারি হয়, যেই হেরে নয়নে!

২

দেখিতে দেখিতে ভারত-উপরে
আসিল সে মেঘ সমীরণ-ভরে ;
গভীর গর্জ্জন—শুনে অচেতন
হ'তে হয়—প্রাণ চমকি উঠে!
মুহূর্ত্তেক পরে মুষলধারায়
পড়িতে লাগিল (সহা নাহি যায়!)
বৃষ্টি অবিরল, দৃষ্টি অবিচল,
লোমে লোমে আসি, সে ধারা ফুটে

৩

মেঘের গর্জ্জনে কাঁপিল ভারত,
কত ভারতীয় হ'ল হতাহত,
যেন রে প্রলয়, হেন বোধ হয়,
এ কি সর্ব্বনাশ ঘটিল, হায়!
ভারতের সুখ-আলোক নিভিল,
ঘোর অন্ধকারে ভারত ডুবিল!
দেখ্ রে নয়নে, বৃষ্টি-বরিষণে
ভারতের দেহ ভাসিয়া যায়!

৪

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল?
ভারতবাসীর সকলি টুটিল,
দৈবের বিপাকে, ভারত-মাতাকে
এত দুখরাশি সহিতে হ'ল!
বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি
তা না হ'লে কেন এ হেন দুর্গতি
হ'ল ভারতের? কুভাগ্যের ফের,
ভারতের সুখ গেল রে গেল!

৫

কিন্তু, ওই দেখ, কনক-মন্দিরে
ভারতের ক্রোড়-রত্ন বেদি'পরে
অযুত কিরণে, মণি-বিভূষণে
"স্বাধীনতা-দেবী" বিরাজে ওই ;
উজ্জ্বল বদনে কোটি শশী হাসে,
কোটি সূর্য্য-বিভা মুকুটে বিকাশে,
চিরজ্যোতির্ম্ময় উৎসাহ, অভয়
নয়নযুগলে ; তুলনা কই?

৬

চারিধারে ওই প্রিয় ভক্তগণ
বেড়িয়া দেবীরে করে আরাধন ;
বীর-অহঙ্কার ঢাল, তরবার
বীর ভক্তকুল-কটিতে ঝুলে।
অরাতিনিকর ওই তরবারে
গিয়াছে চলিয়া শমন-আগারে।
ওই তরবার শোণিতের ধার
মাখি শোভে যেন জবার ফুলে।

৭

বীর ভক্তগণ ভক্তি সহকারে,
শ্বেত-রক্ত-নীল-শতদল-হারে
দেবীর চরণ করিছে পূজন,
"জয় দেবী জয়!" বলিছে সবে,
"দেখ, গো জননি, তোমার প্রসাদে
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে ;
ও পদযুগল ভরসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে?

৮

"পশু পক্ষী কীট—তারাও তোমার
ও পদ ব্যতীত নাহি চাহে আর ;
নর হয়ে তবে ও পদ-বিভবে
কি হেতু আমরা ছাড়িয়া দিব?
ও পদ স্বেচ্ছায় তেয়াগে যে জন,
তার ভাগ্যে লাভ নরক ভীষণ!
কাপুরুষ তারে কহে ত্রিসংসারে,
তার মত কি, মা আমরা হব?

৯

"দেবতাদুর্লভ চরণ তোমার,
আর্য্যভূমিবাসী আর্য্যকুল-সার,

পুজিলে ও পদ, বিদূর বিপদ,
সম্পদ আসিয়া কপালে যুটে ;
পবিত্র আনন্দ ও পদ সেবিলে,
শোক তাপ হত ও পদ ভাবিলে,
ও পদ স্মরণে মানব-জীবনে
সুখ-জীবনের প্রবাহ ছুটে।

১০

"সুপবিত্র নাম তোমার যখন,
'জয় স্বাধীনতে !' বলি উচ্চারণ
করি গো জননি, আনন্দে অমনি
শিরায় শিরায় শোণিত চলে।
এই তরবার লইয়া তখন,
সমুৎসাহে ছুটি করিবারে রণ ;
ভারতের অরি খণ্ড খণ্ড করি
কাটিবারে পারি ও পদ-বলে।

১১

"তাই, মা, নিবেদি তোমার চরণে,
বঞ্চিত কর না চিরভক্তগণে,
বঞ্চিত করিলে, মরিব সকলে,
ও নামে তোমার কলঙ্ক হবে।
দেখ, গো জননি, তোমার প্রসাদে,
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে ;
ও পদযুগল ভরসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ?"

১২

এই মন্ত্র পড়ি বীর ভক্তকুল
পুজিয়া দেবীরে দিয়া পদ্মফুল,
সকলে যখন, মুদিল নয়ন
স্বাধীনতা-পদ করিতে ধ্যান ;
বাহ্যবোধশূন্য হইয়া সকলে,
ভাবিছে দেবীর চরণযুগলে ;
কিন্তু বহির্দ্দেশে সর্ব্বনাশি-বেশে
উঠিয়াছে মেঘ, নাহিকো জ্ঞান !

১৩

বারি বর্ষে মেঘ গরজি গভীর,
মুহুর্মুহু তাহে কাঁপিছে মন্দির ;
জলদের দাপে রত্নবেদী কাঁপে ;
কাঁপিলেন দেবী বিষণ্ণ-মুখে।

(কে জানে—কি হবে—বুঝি না কারণ,)
উর্দ্ধে চাহিলেন তুলিয়া নয়ন,
চম্পক-অঙ্গুলি দেখাইলা তুলি
কি যেন কাহারে অতীব দুখে !

১৪

বোধ হ'ল, যেন ভারত-ভূমিরে
হিন্দুগণ সহ শোক-সিন্ধু-নীরে
ডুবাবেন, হায়, হেন অভিপ্রায়,
ভারতের বুঝি ঘুচিল সুখ !
একে ত বাহিরে বিষম ব্যাপার !
ভীষণ বিপদে পূর্ণ চারি ধার !
মন্দির-মাঝারে দেবীও আবার
ভারতের প্রতি বুঝি বিমুখ !

১৫

কিন্তু, ভারতের হৃদয় উজ্জ্বল
স্বাধীনতা-ভক্ত বীরেন্দ্র সকল
এ সব ঘটনা কিছুই জানে না,
কেবল মগন ধ্যান-সরসে।
হায় রে, তাদের বুঝি সুখ-তরু
শুকাইল ! আজি হ'ল বুঝি মরু
সোনার ভারত ! নহিলে এমত
অলক্ষণ কেন হিন্দু-আবাসে ?

১৬

মেঘেতে সহসা এমন সময়
তড়িৎ চকিল দহি দিক্‌চয় ;
অমনি তখনি করি ঘোর ধ্বনি
হইল মন্দিরে অশনিপাত !
সুবর্ণ-দেউল হ'ল চূরমার !
গন্ধকের গন্ধে পূর্ণ চারি ধার ;
ধ্যান-নিমগন দেবী-ভক্তগণ
হইল তা সহ ভূতলসাৎ !

১৭

হায়, সেই, বজ্র-অনল সহিত
বীর-ভক্ত-হিন্দুকুল-প্রপূজিত
স্বাধীনতা দেবী লুকাইয়া ছবি,
ভারতেরে ছাড়ি গেলেন উবে।
সোনার ভারত (কহিতে বিদরে
হৃদয় ! নয়নে জলধারা ঝরে !)
সেই ক্ষণ হ'তে অধীনতা-স্রোতে,
ওই দেখ, ওই রয়েছে ডুবে !

১৮

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল !
ভারতবাসার সকলি টুটিল !
দৈবের বিপাকে, ভারত-মাতাকে
এত দুখরাশি সহিতে হ'ল !
বিধি বাম, হায় ভারতের প্রতি,
তা নহিলে কেন এ হেন দুর্গতি
হ'ল ভারতের ? কুভাগ্যের ফের,
ভারতের সুখ গেল রে গেল !

প্রিয়তমার প্রতি

১

অয়ি অয়ি প্রিয়ে ! আমি গো তোমার,
প্রেমের পুতুলি তুমি গো মোর ;
জগতে যা কিছু শোভার আধার,
তাই গো নিরখি আননে তোর !

২

বিধাতার তুমি মানস-সৃজন,
রমণী-রতন—ভুবন-সার ;
উজল শরত-শশীর মতন
তুমি গো, তুমি গো কমল-হার !

৩

তাম্বূলের রস-রসিত অধর
সুধার আধার—ধরে না হাসি ;
চিকণ চিকুর,—চিবুক সুধর,
মধুর মুরতি—তাড়িতরাশি ।

৪

কুসুম-নিচয় মধুর নিলয়,
সুধাকর-মুখ সুধার মূল,
রমণী-নিবাস পুরুষ-হৃদয়,
প্রেমের নিবাস কামিনীকুল ।

৫

এ হেন রমণী নাহি রে যাহার,
প্রণয়বিহীন জীবন তার !
বিধির বিধানে কি সুখ তাহার ?
কি লাভ বহিয়ে জীবন ভার ?

প্রবাহি চলিয়া যাও, অয়ি গো তটিনি !

১

প্রবাহি চলিয়া যাও, অয়ি গো তটিনি !
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিবে নয়নে ;—
তব তটে বসি আছে সুচারুহাসিনী
প্রাণের পুতলী মোর আনত আননে !
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়ে
কমল-কুসুম-মালা, দিয়ে করে তার,
ব'ল তারে ;—'যদি হেথা অচিরে আসিয়ে,
হাসিয়ে হাসিয়ে চাহে হইতে আমার ;
তা হইলে আমাদের জীবন-লহরী
সুশোভিত হইবেক চিরকাল তরে ;
তোমার তরঙ্গ যথা ধরেছে মাধুরী
মম দত্ত ফুল-হার গলমূলে প'রে ।'

২

যদি সে কুসুম-মালা না করে গ্রহণ,
অথবা মিনতি মোর না শোনে শ্রবণে,
তবে তুমি এ মালারে তরঙ্গে চালন
করিয়ে ফেলিয়ে দিও তটের কাননে ।
অযতনে এ মালিকা শুকাবে সেথায়,
রবি-করে শোভাহীন হইয়ে রহিবে ।
ব'ল সে বালারে ধীরে কথায় কথায়,
(অয়ি নদি, তুমি বই কে আর কহিবে ?)
ব'ল তারে ;—এইরূপে যৌবন যখন
পলাইয়ে যাবে তার ; রূপ সে সময়
জীবনের তটে পড়ি হারাবে কিরণ,
তব তীরে মালা যথা হইবে নিশ্চয় ।'

বসন্ত

(বিদ্যাপতির অনুকৃতি)

শীত ঋতু ধাওল, বসন্ত আওল,
মনোহর ভূখিত রূপে ;
ভেল কুতূহলী, মানবমণ্ডলী,
ভাসল সুখ-রস-কূপে !
প্রকৃতি ত্বরা করি, আসন ধীরি ধীরি,
পাতল উপবন-মাঝ ;

বসন্ত রাজন, ভৈ হরখিত মন,
তত্তপরি কৈল বিরাজ।
ফুলময় তরুবর, ধরি নব কলেবর,
দেওত ফুল-কর রাজে ;
ঋতুপতি ভেটিতে, বল্লরী সুখ-চিতে,
সাজল ফুল-ফুল-সাজে।
মলয়-সমীরণ, চামর-চালন,
করল মৃহল নৃপ-কায়ে ;
বিহগ তরুপরি মধুরিম স্বর ডারি,
নৃপতিকো গীত শুনায়ে।
কোকিল কুহুকুহু করয়তি মুহুমুহু,
ছাড়ই পঞ্চম রাজ ;
ঋতুপতি-অনুমতি, পাওই রতিপতি,
করল কুসুম-শর তাজ।
অসিতবরণ অলি, পেখই ফুল-কলি,
ঢলই পড়ই মতবারা ;
ঋতুপতি দরশন, করি সুখী সব জন,
ছটফট বিরহী বেচারা !
ভৈ হরখিত মন, নাচত শিখিগণ,
কভি কভি ভাখত কেকা ;
দম্পতি হাসত, নাচত গাওত,
বিরাহিণীকুল ভেল ভেকা।

এই—সেই ভস্মরাশি

১

কহ না আমায়,
নয়ন-নিকটে মোর কি এ স্তূপাকার
ভস্মের মতন ?
এ বটে ভস্মের রাশি, আয় রে ভারতবাসী,
ভস্মভরা চোখে ভস্ম করি নিরীক্ষণ !

২

এই কি সে ছাই ;—
কপিল, পাতালবাসী ঋষিকুলধন,
সগর রাজার
পাতকী তনয়দলে পোড়াইয়া রোষানলে,
করিয়াছিলেন ভস্ম পর্ব্বত-আকার ?

৩

এই কি সে ছাই ;—
অনলের মন্দানল হইল যখন,
তখন তাঁহায়
পাণ্ডব খাণ্ডব বন, করিলেন অর্পণ,
খাইয়া করিল ছাই অনল তাহায় ?

৪

এই কি সে ছাই ;—
বল হে, যে কালে করি রাজা জন্মেজয়
সর্পনাশ-যাগ,
প্রজ্বলিত হুতাশনে পোড়াইলা সর্পগণে,
নিভাইতে প্রাণপণে পিতৃনাশ-রাগ ?

৫

অথবা এই ছাই,
বিরহিদহনকারী নিদয় মদন
শিব-কোপানলে,
ধ্যান ভঙ্গ-অপরাধে পড়ি যবে পরমাদে,
পুড়িয়া হইল ভস্ম কুভাগ্যের ফলে ?

৬

এ নহে সে ছাই !
এ যে ছাই—ঝরে আঁখি—কহিব কাহায় ?
অমূল্য রতন পুড়ি, ভারতের বক্ষ যুড়ি,
হায়, এ ভস্মের রাশি ছুঁয়েছে গগন !

৭

জলের প্রবাহে
অন্য ছাই ধৌত হয়ে কোথা চলি যায়,
চিহ্নও না রহে ;
কিন্তু এ ভস্মের রাশি, হেরিতেছি দিবানিশি,
এরে কি ধুইতে পারে সামান্য প্রবাহে ?

৮

এরে ধুইবারে
অতল-সাগরকুল-তরঙ্গ-নিচয়
কভু না পারিবে ;
যদিও অচলদল, বিশাল ধরণীতল,
ভাসাতেও পারে তারা, এ ভস্মে নারিবে।

৯

মুষলধারায়
যদিও জলদজাল অসীম গগন
ব্যাপিয়া বরষে

দিবানিশি জলধার, তবু এরে ধুইবার
কি ক্ষমতা তাহাদের শতেক বরষে ?

১০

এ কি হে কহিলে !
ধরা, গিরি, ঘন-জল, জলধির জলে
যদি ভেসে যায় ;
তবু এ ভস্মের রাশি কি হেতু যাবে না ভাসি ?
শোলা কি স্রোতের মুখে কভু আটকায় ?

১১

শোলা এ ত নয় ;
ভারত-মাতার ইহা 'স্বাধীনতা' ধন,
রে ভারতবাসী !
বিদেশীর অস্ত্রানলে, ভারতেরি বক্ষঃস্থলে
পুড়িয়া পড়িয়া, এই -সেই ভস্মরাশি ! !

জাগ্রত স্বপন

১

নিশীথ ;—নীরব স্তব্ধ গভীরা প্রকৃতি,
সবে মাত্র ঝিল্লীদলে বসিয়া পাদপতলে,
শীতল করিছে তানে যামিনীর শ্রুতি ;
পেচকেরা থাকি থাকি, নীরস কুরবে ডাকি,
দিবাচর পাখীগণে দেখাইছে ভয় ;
শৃগালের কোলাহলে চমকে হৃদয় !

২

সুনীল গগন-সরে—হীরার কমল—
শীত-করময় চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ,
ভুলাইছে রমণীর নয়নযুগল।
কুসুম-সুরভি মাখি, যুবতীর মুখ দেখি,
সঞ্চরিছে বায়ু ছাড়ি নিশ্বাস মৃদুল,
চঞ্চল তাহায় যত ফুল্ল ফুলকুল !

৩

এ হেন সময়ে ত্যজি কুটীর-ভবন,
যুবা যোগিবর এক (প্রেমযোগী, নহে ভেক)
উপনীত গঙ্গা-তীরে, চারু দরশন !
সুবর্ণ-বরণ কায়, ভস্মরাশি মাখা তায়,
আয়ত লোচন দু'টি সুন্দর গঠন !
ঘুরিতেছে যেন কার ক'রে অন্বেষণ।

নবজাত জটাজাল পৃষ্ঠোপরি ঝুলে ;
গৈরিকরঞ্জিত বাস পরিহিত ; পরকাশ
চারু জ্যোতি গলশোভী রুদ্রাক্ষের মালে।
সুগন্ধ-কুসুম-সার, গোলাপ-কুসুম-হার,
যোগীর দক্ষিণ করে রয়েছে ঝুলিয়া,
গেঁথেছে আপনি তাহা গোলাপ তুলিয়া।

৫

গঙ্গা-তট-বিরাজিত উচ্চ প্রসারিত
বটমূলে যোগিবর, বসি সুললিত স্বর,
ছাড়িয়া গাহিল এক প্রণয়ের গীত ;—
"প্রিয়ে লো, তোমার তরে, ভস্মরাশি কলেবরে,
মেখেছি ; এ জটাভার তোমারি কারণ ;
তোমারি কারণ, প্রিয়ে, করঙ্গ-ধারণ।

৬

তোমারি কারণ আমি যোগী সাজিয়াছি ;
পবিত্র প্রণয়দেবে সেবিব অন্তরে ভেবে,
প্রণয়িনি, তোমা লাভে হেথা আসিয়াছি !
এ ঘোর যামিনীভাগে, বল, প্রিয়ে, কে লো জাগে ?
সকলেই শুয়ে রয় সুখের শয়নে ;
কিন্তু আমি জাগি কেন ?—তোমারি কারণে।

৭

"শয়নে কি সুখ ?—সুখ——সুখের স্বপন !
সুন্দর ঘটনাচয়, স্বপনেতে দৃষ্ট হয়,
কিন্তু লো, তা হ'তে ভাল মম জাগরণ !
কারণ, স্বপনে যাহা, দৃষ্ট হয়, বৃথা তাহা,
তবে, প্রিয়ে, মিথ্যা সুখে কিবা সুখোদয় ?
সত্য সুখ চায় শুধু আমার হৃদয়।

৮

"সে হেতু, প্রেয়সি, আমি ত্যজিয়া কুটীর,
পত্রময়ী শয্যা ত্যজি, তোমা ধন লাভে আজি,
আসিয়াছি——মজিয়াছি হয়েছি অস্থির !
মিথ্যা নয়,——সত্য ধন, সুধাময় সুস্বপন,
দেখিব জাগিয়া আজি——করিয়াছি পণ,
দেখিতে তাহাই মম নিশি-জাগরণ।

৯

অন্তরের আশা আজ হবে কি পূরণ ?
হইলেও হ'তে পারে, আশা যারে, পাব তারে,
আশাই দেখাবে মোরে জাগ্রত স্বপন।

তোমারি আশায় আসা, নতুবা এ ঘোর নিশা,
কেন জাগি, লো সুন্দরি! ইষ্টলাভ বই
কে চলে ভবের পথে? আমি ব'লে নই।

১০

"জাগ্রত স্বপনে রত্ন লভিবার আশে
আসিয়াছি গঙ্গাতটে, ভাগ্যে তাহা যদি ঘটে,
নিশিজাগরণশ্রম যাবে অনায়াসে;
নতুবা আমার মত, ত্রিজগতে ভাগ্যহত,
কে আছে?—কেহই নাই—সকলেই সুখী;
আমিই কেবল দুখী বিনা বিধুমুখী!

১১

"ভস্মমাখা তবে, হায়, বিফল কেবল;
বিফল এ জটাভার, বিফল রুদ্রাক্ষহার,
গৈরিকরঞ্জিত বাস—তা'ও রে বিফল;
গলে তব দিতে আজি, গেঁথেছি গোলাপরাজি—
বিফল—বিফল আশা—নিশি-জাগরণ।
বিফল আমার এই অসার জীবন।"

১২

নীরব হইল যোগী; স্তব্ধ চারি ধার;
চুঁশব্দ হইলে পরে, উড়ে যায় বায়ুভরে,
বহু দূর: তবে কি সে সঙ্গীত-সুধায়
আবদ্ধ থাকিতে পারে? আশে পাশে চারি ধারে,
চলিল সে গীতধ্বনি প্রতিধ্বনি সনে;
পশিল অদূরবর্ত্তী কুটীর-ভবনে।

১৩

সে কুটীর হ'তে এক যুবতী-রতন
সহসা বাহির হ'ল, কুটীরের দ্বারে আলো,
উজলিল; মেঘ-কোলে বিজলী যেমন।
যোগীরো মতন তার, ভূচুম্বিত জটাভার,
গেরুয়া বসন পরা দুলিছে অঞ্চল;
ধীরে ধীরে খেলে তায় সমীর চঞ্চল।

১৪

হাসি হাসি মুখখানি, আসি ধীরে ধীরে,
দুলায়ে রুদ্রাক্ষমালা, যোগীর সম্মুখে বালা,
দাঁড়াল; অমরা-শোভা হ'ল গঙ্গা-তীরে।
কহিল মধুর স্বরে, "আসিলে কেমন ক'রে,
এ ঘোর নিশীথে, পরিহরি ভয়?
কি সাহসে সাহসী হে তোমার হৃদয়?"

১৫

"ভাল, প্রিয়ে, কহ দেখি" কহে যোগিবর,
"কহ দেখি মোরে আগে, এ গভীর নিশাভাগে,
একাকিনী কি সাহসে হ'লে আগুসর?"
হাসিয়া যুবতী কয়, "সে কি, নাথ! কারে ভয়?
তুমি গো ভয়ের ভয় হৃদয়ে আমার;
তুমি যার পতি—তার ভয় কি আবার?"

১৬

হাসিয়া কহিল যোগী, "তবে কি কারণ,
চিত মম ভীত হবে? কমল লভিতে কবে,
কে ভীত হয়েছে ভাবি সলিলে মগন?
প্রাণয়িনী তুমি যা'র, কি ভয় হৃদয়ে তার,
রূপের কিরণে তব পূর্ণ চারি ধার;
যাতে চিত ভীত হবে—নাহি সে আঁধার!

১৭

"ব'স ব'স, প্রিয়তমে, সুচারুহাসিনি!
না জানি চরণ তব, করিয়াছে অনুভব,
কত ক্লেশ আসিতে গো মরাল-গামিনি!
আমার কারণে, প্রিয়ে! কণ্টকিত পথ দিয়ে,
এয়েছ—পেয়েছ ক্লেশ— ক্ষমা কর দান;
অপরাধী জনে ক্ষমা বিধির বিধান।

১৮

"হরিণাক্ষি, আমি তব বশীভূত জন;
চুম্বক উপল সম, মূর্ত্তি তব অনুপম,
করিতেছে আকর্ষণ আমার নয়ন!
বিজ্ঞানের মহামন্ত্র, দিগ্‌দরশন যন্ত্র,
উত্তরাস্য বই, কই, ফেরে কি কখন্?
তুমি গো উত্তর—আমি দিগ্‌দরশন!"

১৯

যুবতী যোগিনী হাসি যুব-যোগি-পাশে
বসে হেসে কুতূহলে; আ মরি, সে বটতলে,
কি শোভা হইল!—গঙ্গা-প্রবাহ উচ্ছ্বাসে!
উভয়ের হৃদি-যন্ত্রে, বাজিল প্রণয়-তন্ত্রে,
প্রণয়-সঙ্গীত, যার নাহি রে তুলন;
সে সঙ্গীত সেই বুঝে—প্রেমিক যে জন।

২০

মধুর মিলন!—শশী মধুর গগনে
হাসিল মধুরতর; মধুর জলদবর,
লাগিল ধাইতে এই মধুর মিলনে;

গঙ্গার লহরীগুলি, ধীরি ধীরি শির তুলি,
খেলিল মধুরতর মধুর পবনে ;
ডাকিল মধুর পাখী মধুর মিলনে।

২১

মধুর মিলন!—ফুলে মধুর সুবাস ;
মধুর মুরতি ধরি, মধুর ভূষণ পরি,
যামিনী কামিনী এবে মধুর প্রকাশ ;
মধুর মধুর সবি ; মধুর প্রকৃতি ছবি ;
চৌদিকে মধুর যেন মধু-বরিষণে ;
মধুর দম্পতি আজি মধুর মিলনে।

২২

যোগিরাজ গোলাপের মালা মনোহর,
সাদরে যুবতী-গলে পরাইল ; ধীরে দোলে,
সে মালিকা, ছুটে তাহে সুরভিনিকর ;
উভয়ে উভয় সনে, প্রেমসুখসম্ভাষণে
মজিল। যুবারে আমি কহিনু তখন ;—
ধন্য যোগিবর! তব 'জাগ্রত স্বপন'।

সেটি "প্রণয়-রতন" লো

অয়ি অয়ি প্রাণপ্রিয়ে! বিধাতা কি নিধি দিয়ে,
তোমার এ মুখছবি করিল সৃজন লো ?
কি দিয়ে নয়ন দুটি, (যেন নীলোৎপল ফুটি!)
গড়িল—গড়িল এই হাসি সুশোভন লো ?
কি হেন জগতে আছে, তুলনীয় তব কাছে ?
যা হেরি কিছুই নয়—অসার কেবল লো !
ভাবিতাম আগে বটে, শোভাই চিত্রিত পটে,
কিন্তু হেরি মুখ তব তা ভাবা বিফল লো !
বিশেষ তোমাতে প্রিয়ে, সেটি কি, যাহাতে হিয়ে
জুড়ায়, আনন্দময় নিরখি ভুবন লো ?
কি নিধি সে বিধাতার, নাহিক তুলনা যার ?
বুঝেছি, প্রেয়সি, সেটি "প্রণয়-রতন" লো !

সরস্বতী নদী *

১

অয়ি নদি! তব তটে ঘটেছিল যবে
ভীষণ সমর, হায়, হইলে স্মরণ,
ভারতবাসীর প্রাণ কাঁদে উচ্চ রবে,
বিষাদে মলিন হয় প্রফুল্ল বদন।

২

ভারতের স্বাধীনতা অতুল রতন,
পুরাকাল হ'তে সদা অমৃত কিরণে
উজলিতেছিল, কিবা সুখ অতুলন
প্রদান করিতেছিল যত হিন্দুগণে।

৩

তোমারি তীরেতে গেল হারায়ে সে ধন,
হারিল যে দিন, আহা, অন্যায় সমরে
ভারতের শেষ রাজা—ভারত-ভূষণ—
পৃথ্বীরাজ, মিথ্যাবাদী যবনের করে!

৪

সেই দিন হ'তে এই সোনার ভারতে,
পরদেশবাসী আসি ভারতবাসীরে
শাসিতে লাগিল ; হায়, সেই দিন হ'তে
আজো অধীনতাভার ভারতের শিরে!

৫

গিরিকুলশ্রেষ্ঠ গিরি দেব হিমালয়
ভারতের মাঝে ; কিন্তু সে ভারে তাঁহার
ভারত কাতরা নহে, পীড়িতহৃদয়
যেরূপ হতেছে বহি অধীনতা-ভার!

৬

এ ভারের মত ভারী পদার্থ এমন
কি আছে, বল, গো নদি, জগতমাঝারে ?
মানাধারে এর সহ বিশ্বের ওজন
কর যদি, হবে ইহা শতগুণ ভারে!

৭

তব তীরে ভারতের স্বাধীনতা-রবি
অস্তমিত হ'ল, হায়, কিরণ সহিত!
আর কি ভারত পাবে দেখিতে সে ছবি—
উজ্জ্বল পবিত্র দীপ্তি জলন্ত লোহিত ?

৮

আর কি সে রবিকরে ভারতবাসীর
নিমীলিত রসহীন হৃদয়কমল
ফুটিবে ? ঝরিবে তাহে সুখ-হিমনীর—
শীতল, মধুরতর, অতি নিরমল ?

৯

গোমূত্র পড়িয়া যথা মধুর গোরসে,
বিষম বিকৃতিভাব করে উৎপাদন,
ভারতবাসীর তথা হৃদয়সরসে,
নাশিয়াছে অধীনতা সুখ অতুলন!

---

* এই নদীর আর একটি নাম 'কাগার' খগ্‌গর্‌।

১০

সে সুখের রবি, নদি, করেছে গমন,—
বিষাদ-আঁধারে ডুবি কাঁদিছে ভারত!
কি হবে কাঁদিয়া আর—বিধির ঘটন
অবশ্য ঘটিবে—তাহা দুরপরাহত!

১১

তরঙ্গিণি, তব তটে ভারতজননী
অধীনী হয়েছে ব'লে সরমের দায়
লুকালে কি ভূমিতলে? নাহি শুনি ধ্বনি,
আবৃত হয়েছে স্রোত মরুবালুকায়!

১২

তুমি তো বাঁচিলে, সতি, লুকাইয়া কায়;
ভারতবাসীর যদি অধীনতামলে
আবিল জীবনস্রোত মৃত্যুবালুকায়
পশিত, সরমজ্বালা নিভিত তা হ'লে!

১৩

প্রবাহ তোমার ধীরে ভূতলভিতরে
প্রবাহিছে অলক্ষ্যেতে নির্বেগ হইয়া;
ভারতবাসীর কিন্তু অধীনতা-ভারে
নয়ন সলিল-স্রোতে বহে বাহিরিয়া!

তপনের পরিণয়

১

দেব দিবাকর হরষিত-মনে
অমর-নগর-কনক-তোরণে
সারথি অরুণে কহিলা হাসিয়া;—
"রাখ রথ, আমি দেখি হে নামিয়া,
কে আছে রূপসী অমরপুরে।
চিরকাল ঘুরি আকাশে আকাশে,
না পাই যাইতে অমর-নিবাসে;
সুর বটি, সুর-সুন্দরী-বদন
বহুকাল হ'ল দেখি নি কেমন;
আজি তা দেখিব নয়ন পুরে।"

২

এত বলি রবি, চারু রূপ ধরি
রূপে আলো করি ত্রিদিব-নগরী
পশিলা তথায়, অতুল তুলনা,
খেলিছে দুলিছে অমর-ললনা—
অমিয় বরিষে হাসিয়া কেহ—
কেহ বা নাচিছে—কেহ বা গাইছে—
কেহ তাল দিছে—কেহ বাজাইছে—
কোন সুরবালা গাঁথে ফুল-মালা—
অগুরু লেপিয়া কোন সুরবালা,
ভূষণে ভূষিত করিছে দেহ।

৩

তপন যেমন মজি কুতূহলে
দাঁড়াইলা সুর-রমণী-মণ্ডলে,
নয়নে নয়নে মিলিল যেমতি,
আনতবদনে যত সুর-সতী
সলাজে ফিরিয়া দাড়াল সবে
অমর-কামিনী-শরীর শোভিত
মণি মরকত-রতন-খচিত,
তদুপরি পড়ি রবির কিরণ,
হ'ল শতগুণ উজ্বল বরণ;
সুরবালাকুল অবাক্ সবে!

এক এক করি, বিধুমুখ যত
হেরে রবি সুর, তৃষাতুর মত;
দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে সহসা
উদিল বিবাহ-বাসনা-লালসা;
ঘন ঘন চাহে বদন পানে।
দেখিলা সবারি সীঁতির উপরে
সিঁদুরের ফোঁটা শির শোভা করে;
পরিণীতা তারা জানিয়া তপন,
ফিরিলা হতাশে—বিষণ্ণ বদন!—
সারথি অরুণ আছে যেখানে।

৫

"সবেগে চালাও হীরকের রথ,
চল রে পলকে প্রহরের পথ,
চল নরলোকে, দেখিতে বাসনা,
আছে কি না তথা রূপসী ললনা।"
সারথি অরুণে কহিলা রবি।
চলে রথ ঘন গরজি গভীর,
সহায় আবার প্রবল সমীর;
ঘন ঘোর ডাক, জাগে দশ ভিত;
ভীত নরলোক, চিত চমকিত;
ঢাকিল সুনীল আকাশ-ছবি।

৬

নিমেষে আকাশে বিমান শোভিল,
ধরা-ধারে ত্বরা আসি দাঁড়াইল ;
দেখিলা তপন চাহিয়া তখন,—
ভূমে কোন্ বালা রূপসী-রতন,
যুবতী অথচ অনূঢ়া মেয়ে !
পরিণয়-সাধ, অনূঢ়া মিলিলে !
ভাসিবে মিহির প্রণয়-সলিলে ;
সুরপুরে বড় পেয়ে মনক্ষোভ
বেড়েছে দ্বিগুণ পিরীতির লোভ,
দেখিলা ব্যাকুলে ভূতলে চেয়ে।

৭

দেখিলা চাহিয়া কানন-মাঝারে,
শতেক রূপসী, রূপের বাহারে
শোভিত করিছে নিখিল কানন ;
প্রেম-রস-লোভে লোলুপ তপন
অনিমেষে চায় তাদের পানে।
মালতী, মাধবী, গোলাপ, সেঁবতী,
জাতী, যুথী, বেলা, শেফালিকা সতী,
হেমরূপবতী চাঁপা সুহাসিনী,
নাগরী টগরী বিশদবরণী
বন-বিহারিণী কত সেখানে।

৮

দেখিয়া তপন সকলেরি মুখ ;
তাঁরে হেরি তারা হইল বিমুখ।
সবে নতমুখী, শুকাল শরীর,
খর করে তাঁর হইয়া অধীর
তাপিত সকল কুসুম-বালা।
"কেন হেন হ'ল?" ভাবিয়া তপন
(নিরাশে বিষাদে মন উচাটন)
জানিলা তখন ইহার কারণ ;—
তাঁহারি প্রখর দারুণ কিরণ
রূপবতীকুলে দিতেছে জ্বালা।

৯

নিন্দি আপনারে দেব দিবাকর,
লাগিলা কহিতে, "দুঃখের আকর
জীবন আমার, কিছু সুখ নাই ;
নিজে জ্বলি পুন অপরে জ্বালাই ;
কি বালাই—ছি ছি—কি হবে—হায় !
রে দারুণ বিধি ! কি বিধি তোমার,
অনলের রাশি এ দেহ আমার ;
সোনার কিরীট সবার কপালে,
আমার কপালে হুতাশন জ্বলে,
এ জ্বলনজ্বালা জানাব কায় !

১০

"আসিলাম কোথা রূপসী খুঁজিতে,
সরল প্রণয়-রসেতে মজিতে,
কোথা মোরে দেখি বন-বিহারিণী
পরম রূপসী কুসুম-কামিনী
প্রাণ ভরি আজি সুখিনী হবে
তা না হয়ে, হায়, প্রেমের বদলে,
দহিনু তা সবে সন্তাপ-অনলে !
পোড়া তেজে মোর ফুলনারীকুল
মলিনবদন—নীরস—আকুল !
কোমল শরীরে কত বা সবে ?

১১

"এ পোড়া কপালে কিছুই হ'ল না !
বুঝিনু এ সব বিধির ছলনা ;
মনেই রহিল মনের বাসনা,
চিরকাল তবে এ ঘোর যাতনা
সহিব—স্মরিব কপালদোষ !
নরলোকে, মরি, এরূপ ললনা
(রূপের আধার—মিলে না তুলনা)
অভাগা রবির কপালে হ'ল না,
এ হ'তে কি দুখ আছে রে বল না ?
মোরে, বিধি, তোর এতই রোষ !"

১২

নিন্দি আপনারে এরূপে তপন,
আবার চাহিলা ফিরায়ে নয়ন ;
বিবাহ-বাসনা যেকালে জেগেছে,
প্রেমের বাতাস যেকালে লেগেছে,
সেকালে কি আর থাকিতে পারে ?
লাগিলা দেখিতে সমুৎসুক চিতে,
যদি কোন বালা প্রেমধন দিতে
নিদয় না হয় বিধুর রবিরে,
কিন্তু কোন বালা চাহিল না ফিরে,
সবাই ব্যাকুল প্রখর করে !

১৩

কি করে মিহির না পেয়ে উপায়,
বন ছাড়ি পুনঃ সরোবরে চায় ;
কুমুদী-নয়নে পড়িল নয়ন ;
কুমুদী নয়ন করি নিমীলন,
আঁচলে ঢাকিল হসিত মুখ।
তা দেখি রবির সন্তাপ-আগুন
জ্বলিল হৃদয়ে হইয়া দ্বিগুণ ;
হতাশ-মানসে ভাবিলা তখন,—
"হ'ল না, হ'ল না সুখের ঘটন,
অভাগা-কপালে শুধুই দুখ!"

১৪

জ্বলন-জ্বলিত নয়নের কোলে
দুঃখ-অশ্রুধারা বহিল হিল্লোলে
উষ্ণ অতিশয় ;—সীতাকুণ্ড জল
শত গুণে দেখি, তা হ'তে শীতল ;
ভাসিল ভানুর হৃদয় তায়!
মুছি আঁখিবারি তাপিত তপন,
ফিরি ফিরি ফের করে অন্বেষণ।
নিরখি ভানুর হতাশ হৃদয়,
এইবার বিধি হইলা সদয় ;
কুভাগ্য ঘুচিয়া সুভাগ্য উদয়,
অতুল হরিষে নাচিল হৃদয়,
সহাসে এবার সরসে চায়।

১৫

প্রেমবিলাসিনী স্মিতা কমলিনী—
কুসুম-কামিনী-কুল-গরবিনী—
অনূঢ়া কুমারী,—ঘোমটা খুলিয়া,
চাহিল রবিরে বদন তুলিয়া ;
যে করে কুসুমকামিনী, নলিনী,
সেই করে রস লভিল নলিনী,
প্রেমে ডগমগ, হাসিয়া সুখে,
অমিয়-মধুর মুখমধু দান
করিয়া রবির তুষিল পরাণ ;
পতি বলি সতী যদি না ডাকিল ;
কিন্তু জগজন, জানিতে পারিল
ব্যাস, কালিদাস, বাল্মীকিমুখে!

সুখী কে?

১

ওই যে সুনীল নভে নব শশধর
উজ্বল কিরণ-রাশি
বরষিছে হাসি হাসি,
ডাগর সাগর, গিরি, ধরণী উপর ;
ওই শশধর,
এখনি ক্ষণেক পরে, লুকাইবে জলধরে,
কোথায় রহিবে ওই হাসি মনোহর!
কে বলে সুখী রে তবে ওই নিশাকর?

২

ওই যে জলদখানি আকাশের কোলে,
চাঁদেরে লুকায়ে রাখি
ধীরে ধীরে থাকি থাকি,
আমীরী রাজাই চালে ওই যায় চ'লে ;
ওই জলধর,
যদি বহে সমীরণ, করি ঘোর গরজন,
কোথা পলায়ে যাবে হইয়া কাতর,
কে বলে তবে রে সুখী ওই জলধর?

৩

ওই যে পবন, পেয়ে নিশি-সহবাস,
হয়েছে শীতল অতি,
মৃদুল মৃদুল গতি,
কুসুম-সুরভি মাখি খেলে চারি পাশ ;
ওই সমীরণ,
মদিরাপায়ীর মুখে এখনি যাইবে ঢুকে ;
(নরক সমান ঠাই!—ঘৃণানিকেতন!)
কে বলে তবে রে সুখী ওই সমীরণ?

৪

ওই যে মলিন-ভাতি তারকা-নিচয়,
হাসে না যে দিন শশী,
নীলাকাশে গাঢ় মসী
ঢালা, রহে সেই দিন উজ্বলতাময়!
কিন্তু কই আজ
হীরকাভ করচয়?— মৃদু হাস রসময়?—
ক্ষীণাভ শশীর করে! ছি ছি রে কি লাজ!
কে বলে রে সুখী তবে তারকা-সমাজ?

৫

চক্রবাক চক্রবাকী—দম্পতি দুজন,
ওই যে দেখিছ চেয়ে ;
প্রণয়ের পরিচয়ে
দিবসে আছিল সুখী ; নিশায় এখন
সুদূরে থাকিয়া ;
বিরহ-জ্বলনে জ্বলে, নয়ন ভাসায় জলে,
দিবসের সুখ এবে নিশার স্বপন !
কে বলে ওদিগে তবে সুখে নিমগন ?

৬

ওই যে অমিয়মুখী জল-কমলিনী,
এই যে ক্ষণেক আগে,
অরুণেরে অনুরাগে
ভুলাবারে হয়েছিল যেন পাগলিনী ;
আনন এখন
ঘোমটায় আবরিত, বিষাদে আকুল চিত,
পতির বিরহে সতী মুদেছে নয়ন !
কে বলে সুখী রে তবে নলিনী-জীবন ?

৭

ওই যে নলিনী-পাশে হাসে কুমুদিনী,
নিথর গগনোপরে
নিরখিয়া শশধরে,
অধরে না ধরে হাসি—বড় আমোদিনী !
প্রভাত আইলে,
বিধু পলাইবে যবে, হাসি-রাশি কোথা রবে ?
বাড়াবে সরসীজল নয়ন-সলিলে ;
বল, তবে কুমুদীরে কে সুখিনী বলে ?

৮

ওই যে রজনী আজি কুমুদিনী সম,
চাঁদের চিকণ করে
উজলিয়া, শোভা করে
দশ দিশি ; স্মিতমুখী, রূপে মনোরম !
তিথি অমাবসী
এলে, এই রজনীর নয়নে ঝরিবে নীর,
মসীময়ী হয়ে রবে না হেরিয়া শশী !
কে বলে কে বলে তবে সুখী রে এ নিশি !

৯

চক্রবাক, চক্রবাকী, তারকা, পবন,
সুধামুখী কমলিনী, সুহাসিনী কুমুদিনী,
জলদ, রজনী আর রজনীরঞ্জন,
হায় রে সবাই
দুখী বই——সুখী নয় ! খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী, হায়, দেখিতে না পাই !
সকলি গড়েছে বিধি—সুখ গড়ে নাই !

১০

ওই যে মানবজাতি, কর দরশন ।
দেখিতে সুন্দর বেশ,
হাসিমুখ, কাল কেশ ;
ওরা কি সুখের সরে রয়েছে মগন ?
সে কথা কে বলে ?
রোগ, শোক, চিন্তা, জ্বালা সদা করে ঝালাপালা,
হাসে আজ—ভাসে কা'ল নয়নের জলে ।
কে বলে মানবে তবে সুখী ধরাতলে ?

১১

ওই যে বসিয়া ভূপ রাজ-সিংহাসনে,
অমূল্য কিরীট শিরে,
শোভিত মুকুতাহারে,
উনি কি রে সুখী এই ধরণী-ভবনে ?
কখনই নয়,
তুমি ভাব সুখী বটে, কিন্তু ওঁর চিত্ত-পটে,
অরাতি-আশঙ্কা সদা হতেছে উদয় !
কে তবে ভূপালে সুখী পৃথিবীতে কয় ?

১২

ওই যে রমণী, যেন প্রফুল্ল কমল !
যৌবন-লহরী কোলে
থমকে থমকে দোলে !
জলদে বিজলী যেন হতেছে চঞ্চল ।
ওই কি সুখিনী ?
কভু নয়—কভু নয়, কে ওরে সুখিনী কয় ?
গত হোক্ গোটা কত দিবস-যামিনী,
দেখিবে তখন ওরে কেমন সুখিনী !

১৩

ওই যে ভূতলে বসি আকুলা জননী !
কা'ল যে দেখেছি ওঁরে,
তনয়েরে কোলে ক'রে—
'আমার গোপাল !' বলি দিয়াছে নবনী ।
সে কা'ল কোথায় ?
কেন আজ হেন বেশ, এলায়ে পড়েছে কেশ ;
আছাড়ি, পিছাড়ি কাঁদি ভূতলে লুটায় ।
হায় রে, কে বলে তবে সুখিনী উহায় ?

১৪

ওই যে কামিনী বসি শ্মশানের ধারে,
অলঙ্কার নাহি গায়,
প্রভাত-শশীর প্রায়
মুখখানি প্রভাহীন ! ভাসে অশ্রুধারে ।
'হা নাথ !' বলিয়া,
কপালেতে কর হানে, কভু চায় শূন্য পানে,
পতি সহ সবি ওর গিয়াছে চলিয়া !
সুখিনী উহারে তবে বল কি বলিয়া ?

১৫

ওই যে যুবক, দেখ হাসিয়া বেড়ায়,
ধরা ভাবি সরাখান,
করে কতরূপ ভাণ,
ভাবিছে উহার সম কে আছে ধরায় ?
হায়, অকারণ !
ন কত পরে ওরে দেখো দেখি ভাল ক'রে,
হয় কি না হয় সব নিশার স্বপন !
কে তবে বলিবে ওরে সুখে নিমগন ?

১৬

ওই যে বিদ্বান্, করে লেখনী ধরিয়া,
লিখিতেছে গ্রন্থ কত,
কত গ্রন্থ অবিরত
পড়িতেছে সারানিশি জাগিয়া জাগিয়া !
সুখী কি ওই ?
কভু নয়—কভু নয়, শরীর যে দুখময় :
জেনেছে বিশেষরূপে প'ড়ে প'ড়ে বই,
উনিও ত দেহী—তবে সুখী কিসে কই ?

১৭

ওই যে বিজন বনে ভূধর-গুহায়,
যোগিবর যোগাসনে ঈশে ভাবে মনে মনে,
মুদিয়া নয়ন !—তৃণ গজাইছে গায় !—
অস্থিচর্ম্মসার !
আশাপূর্ণ হ'ল কই ? আজীবন দুখ বই
কি আছে ? কই বা আর আশার সুসার ?
তাপসজীবনে সুখ বলিবে আবার ?

১৮

আকাশ, ভূধর, বন, মরুভূ-মাঝার,
সাগর তটিনীতটে,
যা কিছু এ বিশ্বপটে—
'আমি'—'তুমি'—'তিনি'—আদি দুখের ভাণ্ডার ;
হায় রে সবাই
দুখী বই সুখী নয়, খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী হায়, দেখিতে না পাই !
সকলি গড়েছে বিধি সুখ গড়ে নাই !

প্রণয়

১

সাবাস, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার !
আধিপত্য তব জগত-মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই !
কটাক্ষ-নয়নে চাহ যার পানে,
তুমি জান তারে—সে তোমারে জানে !
পরশ যাহারে, কি যে কর তারে !
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই !

২

তোমারি কারণে ধরণী-মাঝারে
জীয়ে জীবকুল, ভজিয়া তোমারে,
চিরসুখে কেহ জীবন কাটায় !
দুখের চরণে কেহ বা লুটায় !
সুখের দুখের তুমিই মূল ।
হাসিমুখ কারো করি দরশন,
হা-হুতাশে কেহ করিছে রোদন !
হারায়ে দুকূল কেহ আকুল !

৩

বিষম ভীষণ সমর-অনল
জ্বলি উঠে কোথা ; কোথাও প্রবল
বাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়া উঠে ।
রাজ্য ছারখার তোমার কারণে,
কত রাজ্যপতি তোমার চরণে
সেবকের মত নিয়ত লুটে ।

৪

তোমারি কারণে কোথাও কুশল ;
ঘটে বা কোথাও ঘোর অমঙ্গল ;
তোমারি কারণে দুর্ব্বলের বল ;
প্রবলের বল ঘুচিয়া যায় !
অন্ত তব, প্রেম, বুঝে ওঠা ভার !
কি মোহিনী বিদ্যা আছে হে তোমার ?
নর সাজে নারী !—নারী সাজে নর !—
পুরুষেরে নারী ধরায় পায় !

৫

জীবন-বাসনা করি পরিহার,
কেহ দেয় গিয়া সাগরে সাঁতার,
শ্বাপদপূরিত কানন-মাঝার
প্রবেশে পড়িয়া তোমার বশে।
বিশাল ভীষণ ভূধর-শিখরে
ভয় পরিহরি আরোহণ করে;
কারো বা জীবন কারার ভিতরে;
বিষ খায় কেহ অনলে পশে।

৬

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার!
আধিপত্য তব জগত্-মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই!
কটাক্ষনয়নে চাও যার পানে,
তুমি জান তারে—সে তোমারে জানে!
পরশ যাহারে, কি যে কর তারে!
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই!

৭

সানুকূলে তুমি যারে কর ভর,
তার সম সুখী জগত-ভিতর
কে আছে?—তাহার নয়ন-উপর
সবি শোভাকর, আনন্দময়।
শশী করে তারে সুধা বরিষণ;
শীতের সমীরো মলয়-পবন;
ফুলকুল করে মধু বিতরণ;
বিজন কানন সুখের হয়।

৮

আকাশের ছবি অতুল তুলনা;
ভূতল-কামিনী অমর-ললনা!
দুখের আগার ভবের ভাবনা
ক্ষণেকেরো তরে রহে না তার।
আপনারে আর ভাবে না মানব,
ভাবে—যেন বুঝি দেবেশ বাসব।
বসুধারে ভাবে অমর-বিভব;
সুধার সাগরে দেয় সাঁতার।

৯

অতুল আমোদে মাতিয়া বেড়ায়;
মন-বিহঙ্গেরে কত কি পড়ায়;—
কি পড়ায়?—সে যে তোমারি নাম।
বাসনা-লতিকা বেড়ে বেড়ে উঠে;
গরম শোণিত শিরে শিরে ছুটে;
মানস-সরসে সুখপদ্ম ফুটে;
ধরণী যেন রে স্বরগধাম।

১০

সাবাস, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার!
আধিপত্য তব জগত-মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই!
কটাক্ষনয়নে চাও যার পানে,
তুমি জান তারে—সে তোমারে জানে!
পরশ যাহারে কি যে কর তারে!
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই।

১১

কিন্তু যার পানে প্রতিকূলে চাও,
সর্ব্বনাশ কর—কত জ্বালা দাও,
ভূপতি হলেও ভূতলে লুটাও!
সামান্য নরের কথাই নাই!
সুধাকর তারে বরষে গরল;
মলয়-সমীরো যেন রে অনল;
অনন্ত অমেয় দুখের ভূতল;
আশালতা হয় পুড়িয়া ছাই!

১২

যা কিছু জগতে;—তাহার নিকটে
কিছুই নয় রে! হৃদয়ের পটে
সুখচ্ছবি আঁকা থাকে না আর!
দিবস-যামিনী সবি একাকার;
দুপুরে প্রখর তপন প্রচার
তার কাছে যেন ঘোর অন্ধকার!
অসহ্য অসার জীবনভার!

১৩

চিন্তার লহরী ভীম বেশ ধরি,
প্রহারে তাহারে দিবস শর্ব্বরী,
পাগল হইয়া ছুটিয়া যায়;
কি যে সে করিবে, ভাবিয়া না পায়;
জীবনে জীবন বিসর্জ্জিতে যায়;
সজোরে স্বকর প্রহারে মাথায়;
অবশ শরীর; শূন্যদৃষ্টে চায়;
এলোমেলো গীত কত কি গায়।

১৪

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার !
আধিপত্য তব জগত-মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই !
কটাক্ষনয়নে চাও যার পানে,
তুমি জান তারে—সে তোমারে জানে !
পরশ যাহারে, কি যে কব তারে !
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই !

১৫

ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুটীরে,
ভূধরশিখরে, নীরধির নীরে,
বিজন বিপিনে, মেদুর পবনে,
রবির, বিধুর উজল কিরণে,
মরুভূ-মাঝারে, কুসুম-নিকরে,
জলের প্রপাতে, খনির ভিতরে,
অচল গহ্বরে, তটিনীর তটে,
জলধরজালে, নীলনভঃপটে,
পাদপে, তুষারে, সাগরপুলিনে,
সরঃসুশোভিত কুমুদ-নলিনে,
উজল জলিত বিজলীকোলে,
অশনিনিনাদে, মুষলধারায়,
মেঘগরজনে, অনলশিখায়,
সমীরদুলিতপাদপ-পাতায়,
বিকচকুসুমভূষণা লতায়,
আরো কত আছে—কব তা কেমনে ?
যা জানি—না জানি নিখিল ভুবনে,
সমভাবে তুমি সকল স্থলে !

১৬

সুকুমার-শিশু মধুর ভাষেতে,
যুবতী-যুবার মধুর হাসেতে,
জনকজননী-হৃদয়-আগারে,
বান্ধবের খোলা মনের মাঝারে,
সংসারত্যেয়াগী বিরাগীর মনে,
বিভুপরায়ণ ঋষির সদনে,
পশু, পাখী, কীট, পতগ-গোচরে,
মুকুতা, মাণিক, জহর, মোহরে
তোমারে, প্রণয়, দেখিতে পাই !
কি যে তুমি, আজো জেনেও জানি না,
অথচ তোমার বিরহে বাঁচি না !
নিরাকারে এত ! সাকার হইলে,
না জানি কি হ'ত ! ভাবি হে তাই !

১৭

সাবাস্, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার !
আধিপত্য তব জগত-মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই !
কটাক্ষনয়নে চাও যার পানে,
তুমি জান তারে—সে তোমারে জানে !
পরশ যাহারে, কি যে কর তারে !
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই !

স্বর্গীয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(পরলোকপ্রাপ্তির দিবসে লিখিত)

১

রতন-ভাণ্ডার লুঠি ক্রূর দস্যুগণ
সর্ব্বস্ব যদিও লয়, কি দুঃখ তাহায় ?
কিম্বা সেনাদলে লয়ে
সমরসজ্জিত হয়ে
অন্য ভূপ আর ভূপ-রাজ্যে যদি যায়,
করে সব ছারখার করি মহারণ ;

২

তাহাতে অন্তর কিছু বেদনা না পায়,
যে হৃদয়-ভেদী ক্লেশ পাইল রে আজ !
পোড়া কাল কালামুখ
ঘুচায়ে বঙ্গের সুখ,
কাড়ি নিল মহারত্ন কাঁদায়ে সমাজ !
আকুল বাঙ্গালীকুল করে হায় হায় !

৩

তস্কর মাণিক যথা হেরি রাজালয়ে,
পাপ-দণ্ড-ভয় ভুলি চুরি করি লয় ;
জীবনতস্কর যম—
অবিচারী নিরমম—
অলক্ষ্যে হরিল মণি পশি বঙ্গালয়,
প্রহারি শোকের বজ্র বাঙ্গালী-হৃদয়ে !

৪

আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গভবন !
নিশাপতি বিনা, হায়, রজনী যেমন ।
নিশায় জলন্ত বাতী
নিবিলে না রহে ভাতি

যেমতি গৃহের মাঝে, হায় রে তেমন
আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গভবন।

৫

হে কবীশ! ত্যজি তব প্রিয় জন্মভূমি
বাঙ্গালারে, চিরতরে করিলে গমন
কি হেতু? কি দোষ পেলে?
বঙ্গবাসিগণে ফেলে
কোথা গেলে আর কি হে পাব দরশন?
বিফল!—সে আশে কাঁটা দিয়েছে শমন!

৬

কবিতাকাননে, কবি, করি গুঞ্জরণ,
শুনাতে মধুর গান, সুধা হ'ত সবে!
তব কাব্য-রস-ধারা—
স্বর্গীয় সুধার পারা—
নর্ত্তনলহরে আর এ বঙ্গে কি রবে?
বিফল!—সে আশে ছাই দিয়েছে শমন!

৭

রত্নগর্ভা পুণ্যবতী ভারতজননী,
হায়, আজি কুভাগ্যের কুলিশপতন-ফলে
তোমা হেন প্রিয় পুত্রে
হারাইয়া কর্ম্মসূত্রে
'হা মধু!' বলিয়া ভাসে নয়নের জলে,
ফণিনী বিলাপে যেন হারাইয়া মণি।

৮

মধুমাসে মধুঘোষ মধুর স্বননে
মধুধারা ঢালে যথা শ্রবণে সবার,
হইয়া বাঙ্গালাবঁধু,
হে মধু, কবিতামধু
ঢালিলে তেমনি তুমি বঙ্গের মাঝার!
আর কি তা ক্ষণ তরে পশিবে শ্রবণে?

৯

আর কি তোমার মত, হে মধুসূদন!
বঙ্গকবিকুলবন্ধু এ বঙ্গ পাইবে?
আর কি বীণার নাদ
ঘুচাইবে অবসাদ?
আর কি লেখনী তব অজস্র গাহিবে?
বিফল!—সে আশে ছাই দিয়েছে শমন!

১০

বাঙ্গালীর আদরের কবিতাকানন!
কোকিল তাহায় তুমি কুহু কুহু রবে
আনন্দ কতই দিলে,
গৌড়জনে ভুলাইলে;
গন্ধর্ব্ববাঁশরী যথা ভুলায় বাসবে।
পলালে কোকিল!—শূন্য কবিতাকানন!

১১

রে কাল! অকালে তুই কি কাজ করিলি!
কি হেতু হরিলি কবি শ্রীমধুসূদনে?
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে,
নির্দ্দয়, কেমন ক'রে
মধুময় মধুমূর্ত্তি গ্রাসিলি বদনে?
মধুর মধুর দেহ কেমনে হরিলি!

১২

শত শত বাঙ্গালীর নয়নের জল
নারিল দ্রবিতে তোর পাষাণ-হৃদয়!
বিধাতা কি হেন দিয়া
ও তোর কঠিন হিয়া
গড়িল? ভ্রমেও নাহি দয়ার উদয়;
চিরকাল কাঁদাইতে জানিস্ কেবল।

১৩

যদিও কবিরে তুই হরিলি, শমন!
তথাপি কবির কীর্ত্তি—যে কীর্ত্তির বলে
"শ্রীমধুসূদন কবি
বঙ্গকাব্যনভোরবি!"—
নারিবি হরিতে তোর ঘৃণিত কৌশলে!
"কীর্ত্তিই জগতীতলে অক্ষয় জীবন।"

দৈববাণী

১

এ কি রে!
একে ঘোর অমানিশি অন্ধকারময়,
নাহি দেখা যায় নিজে নিজের শরীর;
তাহে কালিমাখা মেঘ আকাশে উদয়;
বহিছে সবেগে পুনঃ প্রবল সমীর!
উন্মত্ত হইয়া বায়ু মেঘখণ্ডগুলি
ছড়াইছে অবিশ্রামে; যাইছে মিশিয়া।
দেখি তা পবন পুনঃ হুহুঙ্কার তুলি
আনিছে অপর মেঘ বিকট হাসিয়া।
সর্ব্বনাশ!—কি বিপদ!—ভীষণ আঁধার!
এ কি রে, পলকে হেরি বিষম ব্যাপার

২

চমকি চমকি উঠে বিদ্যুতের রেখা,
সাগরসলিলে যেন বাড়বদহন,
অথবা নরকহ্রদে অগ্নিময়ী লেখা
পাপীরে দেখাতে ভয় দেয় দরশন!
গরজে গভীর রবে জলধরদল!
হুড় হুড়, গুড় গুড়!—চমকে হৃদয়!
অশনির শব্দ পুনঃ কাঁপায় ভূতল;
সুগভীর সমস্বরে (হেন বোধ হয়)
উঠিছে গর্জ্জিয়া যেন সিংহ শত শত;
আকুল ভূতনবাসী ভয়ে থতমত!

৩

তড় তড় বৃষ্টিধারা, মুষল-ধারায়,
অজস্র গতিতে ভূমে হয় বরিষণ;
ক্রমে ঝমাঝম শব্দ কর্ণে শুনা যায়,
ছিটায় সে বৃষ্টিধারা ক্ষিপ্ত সমীরণ!
উচ্চতালতরুশিরে, অচলচূড়ায়,
কড়্ কড়্ রবে বজ্রপাত হয়!
ঝটিকার পদাঘাতে উপাড়িয়া যায়
আমূল বিশালদেহ বনস্পতিচয়!
এ কি রে!—প্রলয় না কি! আজি ধরাতল
পশিবে সর্ব্বিয়া বুঝি যায় রসাতল!

৪

ঝটিকার স্বন্‌স্বনি;—মেঘের গর্জ্জন;—
জীবনসংহারকারী বজ্রের হুঙ্কার;
মুমূর্ষু সমান যত জীবের রোদন
পূরিল আকাশগর্ভ! ক্ষুব্ধ চারি ধার।
এ হ'তে গভীরতর, এমন সময়,
উঠিল গর্জ্জন এক আকাশ-উপরে;
ক্ষিপ্ত নিসর্গেরে দমি সে গর্জ্জন হয়;
শত ব্যাঘ্রে হারাহয়া ভয়ানক স্বরে
গরজে মৃগেন্দ্র যেন; সহসা তাহায়
শুনা গেল ক'টি কথা,—(চিত্ত চমকায়!)

৫

"ওঠ রে নির্জীব * * * জাতি, খোল রে নয়ন!
আরো কি ঘুমায়ে রবি আলস্যশয়নে?
এখনো দেখিতে সাধ অলীক স্বপন?
এখনো কি ক্লেশ হয় আঁখি উন্মীলনে?
কত কাল গত হ'ল, তবুও এখন
মিটিল না নিদ্রাসুখ? এ কি বিড়ম্বনা!
আরো কি অসাড় হয়ে শবের মতন,
প'ড়ে রবি? আজো কি রে হ'ল না চেতনা?
ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটনা,
তবু কি অলস জাতি হয় না চেতনা?

৬

"উষারে সম্মুখে করি তপন যখন
পূর্ব্বভাগে রক্তরাগে সমুদিত হয়,
সামান্য তির্য্যগ্‌যোনি পশুপাখীগণ,
তা'রাও সে কালে ওঠে,—ঘুমায়ে কি রয়?
কিন্তু, হায় কত নিশি প্রভাত হইল;
কতবার সূর্য্যদেব উঠিল গগনে;
তথাপি তোদের নিদ্রা আজো না ভাঙ্গিল,
আছিস্ অলস হয়ে আলস্য-শয়নে!
আর না—যা হ'ল হ'ল—ঘুমাস্ না আর,
ওঠ রে অলস জাতি, ওঠ রে এবার!

৭

"এ দুর্য্যোগ-শান্তি হ'লে কিঞ্চিৎ পরেতে,
আবার উঠিবে রবি অপূর্ব্ব বিভায়।
সাবধান, দেখো যেন দেখে না নয়নে
সে রবি তোদের ছবি শয়িত দশায়!
আজিকার প্রকৃতির এ ঘোর চীৎকারে
যদি না উঠিস্ তোরা, তা হ'লে কি আর
উঠিবি কখনো কারো আহ্বানফুৎকারে,
এ হেন শবের দশা করি পরিহার?
সে আশা বিফল—তা যে হবে না কখন;
আজি না উঠিলে, জাগা বৃথা আকিঞ্চন!

৮

"উন্মত্ত নিসর্গ সহ তোদের নিকটে,
(দেখ্ রে নির্জ্জীব, তোরা দেখ্ রে চাহিয়া!)
যে গর্জ্জন করিতেছি, মহীধরো ফাটে;
থর থর কাঁপে ধরা হেলিয়া দুলিয়া!
তথাপি তোদের, হায়, নিদ্রা নাহি ছাড়ে;
এতই বধির তোরা? শ্রবণশকতি
নাহি কি রে অণুমাত্র? আলস্য অসাড়ে
বিলুপ্ত কি হ'ল তাহা? ধিক্ নীচমতি!
আর না—যা হ'ল হ'ল—ঘুমাস্ না আর,
ওঠ রে অলস জাতি, ওঠ রে এবার।"

৯

এত বলি সে গর্জ্জন আরো গরজিল
ওতপ্লুত ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে,
উন্মত্ত উন্মত্ত কণ্ঠে ঘোর হুঙ্কারিল,
সে শব্দে নিস্তব্ধ মত্ত ঝড় এককালে!
পুনশ্চ এ কথাগুলি সে গর্জ্জন কয়;—
"হায় রে অলস জাতি, এখনো কি সুখে
মৃতের স্বপন সম ঘুমাইয়া রয়?
পাদুকা সমেত কত পদাঘাত বুকে
করিছে তোদের শত্রু; নাচাশ কুঞ্জর
পদ্মকুলে দলি যেন ভাঙিছে পঞ্জর!

১০

"তবু কি চেতনা নাই? বুঝেছি এবার,
অসার, অসাড় তোরা স্পর্শ-বোধ নাই!
তা যদি থাকিত, তবে পাদুকা-প্রহার
সহেও থাকিস্ আজো? ভাবি আমি তাই।
অরির পাদুকা কি রে মিষ্ট লাগিয়াছে?
স্বদেশে স্বাধীন থাকা তিক্ত বোধ হয়?
গরলে অমৃত-তৃপ্তি এবে হইয়াছে?
অমৃতে গরল-জ্ঞান অন্তরে উদয়?
এ রুচি কিরূপে হ'ল? তারাই কি তোরা,
স্বাধীনতা এক দিকে—এক দিকে ছোরা?

১১

"তারা হ'লে আজো কেন শত্রুপদতলে
মর্দ্দিত হবি, রে ভীরু, কর্দ্দমের মত?
পাষাণ-দশন জাঁতা আজো কি রে দলে
তোদিগে গোধূম সম পিষিয়া সতত?
সে জাতি নহিস্ তোরা—সে শোণিত নাই;
মেষের জীবন তোরা কেশরি-ঔরসে!
তোদের মতন ভীরু নাহি কোন ঠাঁই;
ভূমিলতা তোরা, ভীরু, সুধার সরসে।
তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গের সুখের বিবরে
বিষহীন ঢোঁড়া সাপ এবে রে বিচরে!

১২

"ওঠ, ভীরু, সাহসেরে করিয়া সহায়,
জাতীয় বিদ্বেষ ছাড়ি, একতা-বন্ধন
করিতে যতন কর, দিন বয়ে যায়;
সময় ফুরালে কার্য্য হয় কি সাধন?
বিজাতীয় সভ্যতার অনুকৃতি হেতু,
কেন রে তৎপর এত? জাতীয় গৌরব
ভুলি কেন বাঁধ ক্রীত-দাসত্বের সেতু
জীবনসাগরে? স্বর্গে নরক রৌরব!
ওঠ, ভীরু, সাহসেরে সহায় করিয়া,
পূর্ব্বপিতামহগণে বারেক স্মরিয়া!

১৩

'একতা না হ'লে কিছু হয় না সাধন।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতাই জগতের উন্নতি-কারণ।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতা অরির অরি, দুর্ব্বলের বল।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতার (ই) পদতলে চলে ভূমণ্ডল।'
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া!
'একতা ঈশ্বর-অংশ, অমূল্য রতন।'
ওঠ, রে নির্জীব জাতি, করিয়া স্মরণ!

১৪

"বারুদের পরাক্রম, জান ত সকলে,
গুঁড়ায় ভূধর-দেহ, দেয় উড়াইয়া
দুর্গম কঠিন দুর্গ অনিবার্য্য বলে,
নিবিড় কানন ভস্ম করে পুড়াইয়া!
কি সে তা? এ কথা যদি সুধাও কাহারে,
'একতা' উত্তর তার তখনি পাইবে।
সূক্ষ্ম তৃণ একতায় বাঁধিবারে পারে
মদমত্ত গজবরে; কে না তা কহিবে?
অন্য কথা দূরে থাক্; আজের ঘটন,
দেখ চেয়ে, একতাই ইহার কারণ।

১৫

একত্রে মিলিলে পরে সলিল আগুনে
লৌহযন্ত্র অনায়াসে করে রে চালন।
ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি একতার গুণে,
দেখ্ রে, দুরূহ কার্য্য করে সম্পাদন।
মানব হইয়া তোরা মানব-সমাজে
তবে কেন হেন হলি? কি লজ্জার কথা!
ভীরুতা-কালিমা-মাখা বদন কি লাজে
দেখাইস তেয়াগিয়া স্বর্গীয় একতা?
একতা-অমৃত-শূন্য যাহার জীবন,
'মরণে জীবন তার, জীবনে মরণ!'

১৬

"ওঠ রে ওঠ রে ওঠ, কর গাত্রোত্থান,
একতা, সাহস সহ কর আলিঙ্গন;

এখনি দেখিব পুনঃ বিজয়নিশান
উড়িবে তোদের, ছেয়ে গগন-প্রাঙ্গণ।
দেশের দুর্দ্দশা দেখি হও রে কাতর,
এখনি সাহস আসি হইবে সহায়।
কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ডর?
স্বজাতির দশা দেখ, পাবে একতায়।
পিতৃপিতামহগণে কর রে স্মরণ,
জড়তা ঘুচিবে —পাবে নূতন জীবন।

১৭

"কই রে, এখনো আঁখি কেহ যে খোলে না!
এরা কি জীবিত নাই?—মরেছে সকলে,
এ হেন গর্জ্জনে কেউ মস্তক তোলে না,
কি লজ্জা! এখনো এরা পড়িয়া কি ব'লে?
মরে নাই—বেঁচে আছে;—তবে কি কারণ
ওঠে না, খোলে না আঁখি?—বুঝেছি এবার,
আলস্যভাণ্ডার এরা দাসত্ব-জীবন!
শত্রুপদাঘাতে সুখী অন্তর সবার!
কাজ নাই—বৃথা বলা—অরণ্যে রোদন!
দেব-বাক্যে শ্রদ্ধা নাই—নিশ্চয় পতন!"

১৮

নিরুত্তর দৈববাণী, বাড়িল বাতাস;
বৃষ্টিধারা আরো জোরে পড়িতে লাগিল;
অলক্ষ্যেতে সে দেবতা হইয়া হতাশ,
ফেলিল নিশ্বাস যেন, বিষাদে কাঁদিল
নির্জীব জাতির তরে! চমকে তড়িত;
ক্রোধে দুঃখে যেন তার নয়ন জ্বলিল।
চড়াৎ করিয়া বজ্র হইল পতিত;
দৈববক্তা দেব যেন অভিশাপ দিল;—
"যত কাল ইহাদের না হবে সাহস—
না হবে একতা—এরা রবে পরবশ।"

১৯

থামিল প্রচণ্ড ঝড়; স্থির চারি ধার,
চলিল জলদকুল থমকে থমকে,
লহরী-পশ্চাতে যেন লহরীর সার;
কচিৎ হসিত-মুখে বিজলী চমকে!
নির্ম্মল আকাশতল, কিন্তু তমোময়;
মাজ্জিত তারকাগুলি অম্বরেতে ভাসে;
দিগম্বরী কালী যেন হইয়া উদয়,
আনন্দে আসবপানে ঘন ঘন হাসে।

এই যে ক্ষণেক আগে কি ছিল প্রকৃতি,
আবার ক্ষণেক পরে নূতন আকৃতি।

২০

সহসা এমন কালে সুদূর অম্বরে
ঘোর-রবে দেবশৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল;
নিমেষ না যেতে যেতে, সমীরণভরে
সে শৃঙ্গ-নিনাদ বেগে চৌদিকে ছুটিল!
"আজিকার এ দুর্য্যোগ—জেনো রে নিশ্চয়-
আমার পরম বন্ধু 'সাহস' মুরতি!
দৈববাণী যে কহিল—জেনো রে নিশ্চয়—
আমি সে 'একতা' নাম খ্যাত ত্রিজগতী।
সে শৃঙ্গনিনাদ সহ এ ক'টি বচন
শুনা গেল, ক্ষণ পরে নীরব গগন।

——

অগস্ত্য-গণ্ডূষ

১

পৌরাণিক অতি অপূর্ব্ব কাহিনী;—
অগস্ত্য তাপস ঋষিকুলমণি,
গর্ব্বী সাগরের যত জলরাশি
করিলেন পান অঞ্জলি প্রকাশি।

২

ডাগর সাগর গেল শুকাইয়া;
জলজন্তু যত মরে আছাড়িয়া।
হ'ল এক দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর,—
জল-জলজন্তু-বিহীন সাগর!
ধরার মুরতি হইল নূতন
সবি ভূমিময়, বিহীন জীবন।

৩

সুধাই তোমারে, ওগো ঋষিবর,
করেছিলে যদি গণ্ডূষ সাগর,
কেন তারে পুনঃ করিলে বাহির?
পার নি রাখিতে উদরে সে নীর?
সাগরে যদি গো রাখিতে উদরে,
কত সুখ, আহা, ভারত-ভিতরে
হইত। উজল স্বাধীনতা-রবি
আজো বিরাজিত প্রকাশিয়া ছবি!

৪

কিন্তু কই তা ত হ'ল না হ'ল না!
অনাথিনী হায় ভারত-ললনা!

ভারতের সুখে বিধির ছলনা,
নহিলে এ দুখ কি হেতু গেল না ?
নহিলে কি হেতু সাগরসলিলে
পান করি তুমি পুন উগারিলে ?
যদি না বাহির করিতে সাগরে,
তা হ'লে সোনার ভারত-ভিতরে
বিদেশীর পদ-পরশ-কলঙ্ক
হ'ত না হ'ত না, ভারতের অঙ্ক
ম্লেচ্ছকীটদাঁতে দংশিত না হ'ত,
বহিত না এই অধীনতা-স্রোত !

৫

ভারতের অরি ভাসাইয়া পোত,*
আসিত না করি প্রতিহত স্রোত !
বিশাল জাহাজ কি কাজে লাগিত ?
জলরাশি বই কভু কি ভাসিত ?
সাগরলহরী করি বিদারিত
ভারতে জাহাজ কভু কি আসিত ?

৬

স্বাধীনতা অরিপদবিদলিত
হইয়া কি তবে হইত স্খলিত ?
রবিচিহ্ন আর্য্যপতাকা পতিত
হ'ত কি ? হ'ত কি মস্তক নমিত
ভারতবাসীর ? হ'ত কি পীড়িত
ভারতহৃদয় ? হ'ত কি তাড়িত
উচ্চতম যশ ?—সকলি থাকিত ;—
সাগরে জাহাজ যদি না ভাসিত !

৭

যদি না সাগরে ভাসিত জাহাজ,
স্বাধীনতা আজো করিত বিরাজ ;
পরাধীন হয়ে হিন্দুর সমাজ
খুলে কি ফেলিত মস্তকের তাজ ?
যদি না সাগরে পুন উগারিতে,
ঋষিবর, আজো তা হ'লে দেখিতে ;—
তোমার সময়ে ভারত যেমন
ছিল গো, এখনো রয়েছে তেমন !
কিন্তু কই, তা ত হ'ল না হ'ল না ;
অনাথিনী, হায়, ভারত-ললনা !
ভারতের সুখে বিধির ছলনা,
নহিলে এ দুখ কি হেতু গেল না ?

৮

হবে কি সে দিন আবার ভারতে ?
হায় রে ভারত অভাগী জগতে !
যদি না সে দিন হইল আবার,
ভারতের বাঁচা বিফল, অসার !
পরপদাঘাতে পীড়িত হইয়া
কাহার বাসনা থাকিতে বাঁচিয়া ?
এই হেতু, ঋষি, মিনতি তোমায়,
ভারতের কোন কর সদুপায় !—
সেবারে গণ্ডুষে সাগর-সলিলে
অনা'সে নিমিষে পান করেছিলে ;
জলনিধি-জল এবারে আবার
করিবে কি পান ?—কাজ নাই আর !
এবার সাগরে নিশ্বাসে বহাও
ভারত-উপরে ; সে জলে ডুবাও
অধীনী ভারতে ; যাতনা ঘুচিবে ।
'অধীনতা-পাশ' ঘুচিবে ঘুচিবে ।

৯

হবে কি সে দিন আবার ভারতে ?
হায় রে, ভারত অভাগী জগতে !

বঙ্গ-বিধবা

১

নিশি অবসানকালে যখন গগন-ভালে
প্রভাশূন্য চন্দ্রমার নিরখি বদন,
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন !
শীতের সময় জলে বিকচ কমলদলে
মলিন দশায়, হায়, দেখি রে যখন,
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন !
ধুতুরায় নিরখিয়া আঁখি দুটি নিমীলিয়া,
তুলনা তাহার আমি খুঁজি রে যখন,
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন !

* পুরাকালে ফিনিসীয়, গ্রীক, মৈশর প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিকেরা পোতারোহণে সমুদ্র-পথ দিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসে। তাহারা ইহার অতুল ঐশ্বর্য্যাদি দর্শন করিয়া স্ব স্ব দেশে গিয়া প্রকাশ করে। সেই হেতু আলেক্‌জাণ্ডার (সেকেন্দর সা) প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসেন। সেই সময় হইতে ইহার স্বাধীনতা উন্মূলিত হইবার সূত্রপাত হয়।

২

পূর্ণকলা শশধরে রাহু যবে গ্রাস করে,
সে কালের ছবি বঙ্গ-বিধবা রমণী,
অথবা সে শশী রাকা হইলে জলদে ঢাকা,
যেমতি মলিন, বঙ্গ-বিধবা তেমনি !
নিদাঘে লতিকাগুলি কুসুমভূষণ খুলি,
রবিকরে শুকাইয়ে লুটায় ধরণী,
বঙ্গের বিধবা নারী, সেইমত সারি সারি,
ভূষণ-বিহীনা, মরি, মলিন-বরণী !

৩

খনিতে মণির মত, বঙ্গের বিধবা যত,
আকর-মৃত্তিকা-মাখা, নিষ্প্রভ বদন !
আবদ্ধ ঝিনুকে ঢাকা, জলজ শৈবাল-মাখা,
বঙ্গের বিধবা নারী মুকুতা মতন !
একটি কুসুম'পরে বসে যদি থরে থরে
দশটি ভ্রমর, তারে দেখায় যেমন,
কিম্বা কুহেলিকা-মাঝে গোলাপ যেমতি সাজে,
আঁধারে ঢাকিয়া যায় সুচারু বরণ ;
বৈধব্যপীড়নে বঙ্গ-বিধবা তেমন ।

৪

ভাঙা নোয়া, শঙ্খ ভাঙা, মাটীতে সিঁদুর রাঙা,
প'ড়ে আছে শ্মশানেতে, হেরিলে নয়নে,
বঙ্গ-বিধবার দশা জেগে ওঠে মনে !
কত কথা জেগে ওঠে, চিন্তার লহরী ছোটে,
কি যে ভাবি—কি যে দেখি—বলিব কেমনে,
বঙ্গ বিধবার দুঃখ কে শোনে শ্রবণে !
যাহারে শুনাতে যাব, তার কাছে গালি খাব,
কাজ নাই বলিব না নিরদয় জনে ;
নিবেদি কেবল সেই বিধির চরণে ।

৫

হায় রে, যে ক্রূরজাতি, কাঁদাইতে দিবারাতি,
করিল এ ক্রূর বিধি হইয়ে নিদয় ;
তারা যেন জন্মান্তরে, নারী হয়ে বঙ্গঘরে,
আচরে বিধবা হয়ে চিরকাল রয় !
তা হ'লে জানিবে বেশ, যন্ত্রণার একশেষ,
বঙ্গের বিধবা নারী কত জ্বালা সয় ।

অভিশাপ

১

ত্রিপুর অসুরে বধিবার তরে,
আরক্ত নয়নে শূল লয়ে করে,
চলিলা শঙ্কর ভীম রোষভরে,
কাঁপিল কৈলাস অধীর হয়ে ।
একে শিবভালে জ্বলিছে অনল,
ক্রোধানলে মিশি হইল প্রবল,
দহিল চৌদিক ; হুতাশ অচল*
যেমতি দহে রে নগরচয়ে ।

২

বদ্ধ জটাজুট সহসা খুলিল ;
জটানিবাসিনী গঙ্গা উছলিল ;
ধৃত বাঘাম্বর সরিয়া পড়িল ;
কানের ধুতুরা পড়িল খুলি ;
চক্রসঙ্কোচিত ভুজঙ্গের মালা
দুলিতে লাগিল পেয়ে অঙ্গদোলা ;
সুপ্ত ফণিগণ তোলে ফণাগুলা,
ফোটে যেন পদ্মমুকুলগুলি ।

* * *

৩

দেবদেব হর রুদ্র-অবতার,
ত্রিপুর অসুরে করিতে সংহার,
তুলিলা ত্রিশূল, ভীষণ আকার,
কাঁপিয়া উঠিল ভুবনত্রয় !
ত্রিপুর অসুর হেরি ভূতনাথে,
জীবন বাঁচাতে গদা নিল হাতে ;
যেন গিরিচূড়া ; কোটি ঘণ্টা তাতে
বাজিল ; ভৈরব আরাব হয় ।

৪

উভয়ে বাধিল তুমুল সমর ;
অমর-নগরে চকিত অমর !
কাঁপিল পবন, কাঁপিল তপন,
কাঁপে চরাচর পাইয়া ভয় !
ত্রিশূলে ত্রিশূলী ঘোর হুহুঙ্কারে
অমরারি দৈত্যে যান বধিবারে ;
অসুরো আবার প্রাণ বাঁচাবারে,
ঘুরাইয়া গদা দাঁড়ায়ে রয় ।

---

* আগ্নেয় গিরি ।

৫

শিবশূলফলা, ভীষণ আকার,
অসুরগদারে বিঁধে বারম্বার ;
ভূধরশেখরে অশনি প্রহার
হতেছে যেন রে ভীষণ রবে !
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভূত প্রেত দানা ;
হুহুঙ্কার ছাড়ে যত দৈত্যসেনা ;
মিশিল দু'দলে, নাহি যায় চেনা ;
দূর-বনে তরু কে চেনে কবে ?

৬

এমন সময়ে শিবের ত্রিশূল
বিঁধি দৈত্যগণে করিল আকুল !
রুষিয়া অসুর আরো মহাবলে
ঘুরাইল গদা ;—গভীর ডাক !
কতগুলা ভূত, শিব-সেনাদলে,
দৈত্যে হেরি ভয়ে পিছাইয়া চলে ;
তা দেখি মহেশ ক্রোধ-নেত্রে বলে—
"ওরে ভীরু, তোরা থাক্ রে থাক্ !

৭

"মোর সেনা হয়ে আমারি সমুখে,
পলাইস্ তোরা ভয় পেয়ে বুকে ?
ছি ছি, কি সরম ! কি বলিবে লোকে ?
কি বলিবে এই ত্রিপুরাসুর !
এত ভীরু তোরা, এত কাপুরুষ ?
রণে ভঙ্গ দিয়া বাড়ালি পৌরুষ ?
হাসিবে ভূলোক, হাসিবে ত্রিদশ !
সমুখ হইতে হয়ে যা দূর !

৮

"যে কর্ম্ম করিলি প্রতিফল তার
অচিরে পাইবি। ক্ষমা নাহি আর,
শিব-অভিশাপ লঙ্ঘে সাধ্য কার ?
বঙ্গেতে তোদের জনম হবে ;
বাঙ্গালী হইবি—হীনবল হবি—
নত হয়ে শত্রু-পদাঘাত সবি—
অধীনতা-ভার শিরোপরে ববি—

* * *

ভীরু, কাপুরুষ সকলে কবে

ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি

১

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জালিয়া মোমের বাতী,
সবে উচ্চ রবে, যারে তারে কবে—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।

২

যদি বল, কেন বল হে এমন ?
কেন বলি ?—তার আছে যে কারণ ;
কোন্ জাতি, বল, এদের মতন
আলস্যনরকে ডুবিয়া রয় ?
কোন্ জাতি, ছাড়ি বাণিজ্য-ব্যবসা,
ঘৃণিত দাসত্বে করে রে ভরসা,
কাজেতে অলস, অকাজে বচসা,
শির পাতি পর-পাদুকা বয় ?

৩

শত্রু দেয় গালি, লয় শির পাতি,
শত্রু মারে লাথি,—পেতে দেয় ছাতি,
পরপদ-সেবা করি দিবারাতি
কোন্ জাতি করে জীবন ক্ষয় ?
কোন্ জাতি বল বাঙ্গালীর মত
ভালবাসে হ'তে পর-পদানত ?
কলুষিত করি জীবনের ব্রত,
পাশব জীবনে সুখিত হয় ?

৪

বনের বরাহ—সেও সুখে থাকে,
স্বাধীন করিয়া রাখে আপনাকে,
জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে
হইতে দেয় না জীবন-প্রভু।
নবজিলণ্ডের অসভ্য জাতিরা,
(অসভ্য কে বলে ?—সুসভ্য তাহারা)
তাদের আকাশে স্বাধীনতা তারা,
পর-পদ পূজা করে না কভু।

৫

কিন্তু, হায়, হায়, কি লজ্জার কথা !
বাঙ্গালীরি শুধু দেহের ক্ষীণতা,
বাঙ্গালীরি শুধু মনের হীনতা,
বাঙ্গালী-জীবন কলঙ্কময় !

বাঙ্গালী জাতিই বিহীন ভরসা,
তাই ইহাদের এত দুরদশা ;
এদের মতন কুকাজে লালসা
কাদের ? এহেতু বলিতে হয় ;—

৬

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতী ;
সবে উচ্চ রবে, যারে তারে কবে ;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।

৭

একতা এদের অণুমাত্র নাই ;
তা যদি থাকিত, তা হ'লে সদাই
এ জাতিরে কেন দেখিবারে পাই
গৃহ-বিসম্বাদে হইতে রত ?
একতা না হ'লে কিছুই হয় না,
একতা না হ'লে শকতি রয় না,
একতা হইলে হৃদয় সয় না
শত্রু-পদাঘাত হইয়া নত।

৮

একটা যবন যদি রেগে উঠে,
শতটা বাঙ্গালী প্রাণভয়ে ছুটে,
ঘুসির প্রহারে ভূমিতলে লুটে,
'দে রে জল' বলি কাতর হয় !
জনেক বাঙ্গালী যদি মার খায়,
শতেক বাঙ্গালী দেখি হাসে তায়,
শত্রু-গালিগুলা লাগে সুধাপ্রায়,
চোখে কানে মনে অনা'সে সয়।

৯

এরাই আবার বড় হ'তে চায় !
জোনাকি যেন রে বিধু ছুঁতে ধায় !
এরাই আবার গলা ছেড়ে গায় ;—
উন্নতি-সোপানে উন্নীত ব'লে !
এরাই আবার লেখনী চালায় !
এরাই আবার হুনুরী ফলায় !
এরাই আবার সুসভ্য বলায় !
গরবে ভূতল কাঁপায়ে চলে !

১০

সাধে কি বলি—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতী,
সবে উচ্চ রবে, যারে তারে কবে ;
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

১১

গিয়া দেখ দেখি অর্ণবের কূলে,
কত জলযানে শ্বেত পা'ল তুলে,
সাহসিক চিতে, ভয়-ডর ভুলে,
বিদেশীরা চলে ব্যবসা তরে।
অন্য দূরে থাক ভারতগরিমা
বোম্বায়ের দেখ বাণিজ্য-মহিমা,
বাঙ্গালীরা তার ঘেঁসে না ত্রিসীমা,
অথচ উন্নতি-গরব করে !

১২

বিদ্যা কিছু বটে বাঙ্গালীর আছে,
অবিদ্যা এবে তা বাণিজ্যের কাছে ;
অগ্রে ব্যবসায়, বিদ্যা তার পাছে,
বাঙ্গালা বোম্বাই প্রমাণ তার !
তবুও বাঙ্গালী—অসার বাঙ্গালী !
(সাধে নিন্দা করি ?—সাধে দিই গালি ?)
বাণিজ্যে অলস, কাটে চিরকালি
বহিয়া দাসত্ব আলস্য-ভাব !

১৩

চেয়ে দেখ দেখি ইংলণ্ডের পানে,
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে ;
জয়ধ্বনি উঠে সুদূর গগনে,
ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী যুড়ে ;
ইংলণ্ড শাসন দূরপ্রসারিত,
ক্ষণতরে রবি হয় না স্তিমিত,
যশের প্রবাহ ধরাপ্রবাহিত,
বিজয়-নিশান আকাশে উড়ে !

১৪

কি ছিল ইংরাজ জান ত সকলে,
ঢাকিত শরীর গাছের বাকলে,
অসভ্যের শেষ আছিল ভূতলে,
কাঁচা মাস খেত, পূজিত ভূত ;
সেই জাতি এবে বাণিজ্যের বলে,
উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে,
প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধরাতলে,
সাহসেতে যেন শমন-দূত।

১৫

বাণিজ্যের বলে, কে না জানে বল,
করেছে ভারতে নিজ পদতল!
বাণিজ্যের বলে বাঙ্গালী সকল
'নেটিব, নিগার' ওদের কাছে।
বাণিজ্য-প্রসাদে, দেখ না চাহিয়া,
"রুল বৃটনীয়া" গগন ছাইয়া,
ছাড়িছে হুঙ্কার ঘোর গরজিয়া;
কি আর ক্ষমতা এ হ'তে আছে?

১৬

অনুকৃতিপ্রিয় বাঙ্গালী না কি?
'না কি' কেন?—তার কি আছে বাকি?
পিতৃপিতামহে দিয়াছে ফাঁকি!
বিলাতী ব্যভারে উঠেছে মাতি!
বিলাতী আসন, বিলাতী বাসন,
বিলাতী অশন, বিলাতী বসন,
সকলি বিলাতী, বাঙ্গালী এখন,—
খেতে ভালবাসে বিলাতী লাথি!

১৭

অনুকরণেতে এত যদি আশ,
অনুকরণেতে কাটে বারো মাস;
অনুকরণেতে রক্ত হাড় মাস
বাঙ্গালী জাতির গিয়াছে মিশে!
তবে কেন আজো আছে ঘুমাইয়া?
আলস্য-শয়ন এখন ত্যজিয়া,
ইংরাজ জাতির নিকটে যাইয়া,
বাণিজ্য-ব্যাপারে কেন না পশে?

১৮

হেন অনুকৃতি—অনুকৃতি-সার—
ত্যজিয়া বাঙ্গালা, অনুকৃতি ছার
ভালবাসে! ছি ছি, এ কি রে বিচার!
বাঙ্গালীর এ কি বিচিত্র মতি!
বিদ্যাশিক্ষা বুঝি দাসত্বের তরে?
আজীবন বুঝি পূজিতে অপরে,
নিশি জাগি মজ্জা আলোড়ন করে,
ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি?

১৯

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জালিয়া মোমের বাতী,
সবে উচ্চ রবে, যারে তারে কবে;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি!

২০

বঙ্গবাসিগণ! কঠোর বচন
যা কিছু বলিনু—ভালরি কারণ,
ভেবে দেখ মনে; ক'র না রাগ!
রাগ ত কর না দাসত্ব করিতে,
রাগ ত কর না নিগার হইতে,
পাদুকা বহিতে, অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্ক-দাগ;

২১

এ সব করিতে রাগ যদি নাই;
আমার কথায় রেগো না—দোহাই,
বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা হ'লে
যদি ভাল চাও—বাণিজ্যেতে যাও,
ইংরাজের মত ক্ষমতা দেখাও,
বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও,
দেশী জলযানে পতাকা উড়াও,
নির্জ্জীব হৃদয়ে সাহস জড়াও,
মনোবিহগেরে একতা পড়াও,
তা হ'লে দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে,
গণনীয় হবে ধরণীতলে।

২২

নতুবা—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জালিয়া মোমের বাতী,
সবে উচ্চ রবে যারে তারে কবে,—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি!

প্রিয়তমা হাসিল

১

সঙ্গে লয়ে প্রেয়সীরে, বসিনু সরসী-তীরে,
নোওয়ায়ে বদন প্রিয়া সরোনীর দেখিল;
সুবিমল জলোপরি, মনোহর রূপ ধরি,
প্রেয়সীর আঁখি-ছায়া দুলি দুলি ভাসিল।
হেরি সে ছায়ার কান্তি, হইল আমার ভ্রান্তি,
ভাবিলাম, ইন্দীবর দুটি বুঝি ফুটিল;
প্রেয়সীরে দিব তুলি, প্রেয়সী যাইবে ভুলি,
অন্তরে এ আশা-ঊর্ম্মি নাচি নাচি উঠিল।

'র তায় দৃষ্টিপাত, সলিলে বাড়ানু হাত,
কোথায় সে ইন্দীবর!—জলে হাত ডুবিল।
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল!

২

যেমন হাসিল প্রিয়া, অমনি বাহার দিয়া,
সুশুভ্র দশনচ্ছায়া পুনঃ জলে ভাসিল;
নব-কুন্দফুলগুলি, ভাসি যায় দুলি দুলি,
ভ্রমজাতচিন্তা হেন পুনঃ মনে আসিল।
সাবধানে ধীরে ধীরে, আবার সরসী-নীরে,
বাড়াইনু হাত—পুনঃ জলে হাত ডুবিল।
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল!

দুইখানি চিত্রপট

১

কে রে সেই চিত্রকর, জান কি তাহায়?
এ দুখানি চিত্রপটে যাহার ক্ষমতা রটে,
জান কি সে পটু পটো নিবসে কোথায়?
এই দেখ, দুইখানি, (মনে হেন অনুমানি)
ছবি সব ছবি আর নাহি রে ধরায়।
বাহবা সে চিত্রকরে, যাহার বিচিত্র করে,
প্রসূত এ চিত্র দুটি;—সাবাসি তাহায়!

২

প্রথম আলেখ্যখানি দেখি কান্না পায়!
একটি রমণী বসি, প্রভাতের পূর্ণশশী,
যেন রে পড়েছে খসি মলিন বিভায়।
রুখু রুখু কেশগুলি, পড়েছে নিতম্বে ঝুলি,
চুম্বিয়া ধরণী-ধূলি চরণে লুটায়!
অবিরল অশ্রুবারি, ঝরিতেছে সারি সারি,
হৃদয় প্লাবিত করি, গড়াইয়া যায়!
বদনে বিষাদ মাখা, রাকা-বিধু যেন ঢাকা,
বরিষার গাঢ়তর জলদের গায়;
অথবা কে যেন তুলি, রাশি রাশি মসীগুলি,
প্রফুল্ল কমল তুলি, ডুবায়েছে তায়।
মলিন বসন পরা, করেতে কপোল ধরা,
যেন রে জীয়ন্তে মরা,—এমনি দেখায়!
বসি অর্দ্ধ-হেলাভাবে, কত কি যেন রে ভাবে,
জানিয়াছি অনুভবে নিরখি উহায়!
শরীরে নাহিক ভূষা, নিশিশেষে যেন উষা,
নক্ষত্রভূষণখসা আসিয়া দাঁড়ায়!

অথবা কুসুমগুলি, লতিকা হইতে তুলি,
লইলে লতারে, হায়, যেমতি দেখায়!
রমণীর তিন ধারে, সফেন তরঙ্গহারে,
চিত্রিত জলধি-জল উথলিয়া যায়;
রমণীর দুখে যেন, (মনে অনুমানি হেন)
আকুল লহরীগুলি সলিলে গড়ায়!
ওই দেখ, আর পাশে, চূড়া তুলি নীলাকাশে,
দাঁড়ায়ে ভূধর এক মেঘ সমকায়;
পড়িছে তুষার ঝরি, কামিনীর দুখ স্মরি,
কাঁদিয়া অচল যেন লোচন ভাসায়!
কে রে সেই চিত্রকর, যাহার বিচিত্র কর,
এ বিষাদময়ী ছবি আঁকিয়া কাঁদায়?
কি রকম রঙ দিয়ে, কি রকম তুলি নিয়ে,
এ রকম নারী আঁকি বিষাদে ডুবায়?

৩

দ্বিতীয় আলেখ্যখানি দেখিতে নূতন।—
এখানিতে অঙ্গতর, সুসজ্জিত কলেবর,
হাসিছে হরিষে এক রমণী-রতন।
আগেকার আলেখ্যেতে, দেখিলাম নয়নেতে,
বিরস-বদনা বালা করিছে রোদন;
এখানিতে বিপরীত, চিত্রকর হয়ে প্রীত,
দিয়াছে বদনে এর হাসি সুশোভন!
এঁকেছে যতন ক'রে, রঙের তুলিকা ধ'রে,
রঙ্গিল করেছে এরে মনের মতন,
উজ্জ্বল হীরার পারা, রজনীর শুক-তারা,
দিয়া যেন গঠিয়াছে যুগল নয়ন।
নিটোল কপোল দুটি, কাশ্মীরি গোলাপ ফুটি,
আছে যেন ভুলাবারে অলিকুল-মন;
সঙ্কোচিত কেশগুলি, মৃদুল মৃদুল দুলি,
কপালে কপোলে খেলে, সোনার বরণ!
ফুলের মুকুট শিরে, কলিগুলি ধীরে ধীরে,
টলে যেন; পাশে অলি করে গুঞ্জরণ;
করেতে গোলাপ-ফুল, কানে মুকুতার দুল,
গলে গজমতি-হার—অমূল্য রতন।
গরবেতে দাঁড়াইয়া, নিজ রূপ নিরখিয়া,
আপনা আপনি যেন সুখে নিমগন!
বিরলে সে চিত্রকর, হইয়া যতনপর,
এঁকেছে এ নারী—বিচিত্র—নূতন।
এ নারীর চারি পাশে, সাগরে বরফ ভাসে,
যেন রে জলধি হাসে, সুশুভ্র দশন!

চিত্রকর তুলি ধ'রে, এঁকেছে যতন ক'রে,
ক্ষুদ্র দ্বীপ ; তদুপরি এ নারী-রতন !
"আর আর অলঙ্কার, দিয়াছে আলেখ্যকার,
এ নারীর কলেবরে ; তেমন ভূষণ
খুঁজিলে পৃথিবীময়, কোথাও পাবার নয়,
এখন সে ভূষা এর শরীরশোভন।
আগের যে নারী-ছবি, তারি এ ভূষণ সবি,
খুলি চিত্রকর এরে করেছে অর্পণ।"
এ কথা কে যেন মোরে, অতীব কাতরস্বরে,
বলিতেছে কানে কানে ; নহে রে স্বপন।
এ নারী দেখিতে বেশ— নূতন ভূষণ বেশ—
নূতন গৌরবমাখা—নূতন যৌবন ;
সকলি নূতন পেয়ে, নূতন চাহনি চেয়ে,
নূতন অমৃত-সরে যেন রে মগন !

৪

কিন্তু বড় দুঃখ হয়, পটো কি রে নিরদয়,
একটি ছবির খুলি অঙ্গ-আভরণ,
অন্যটিরে সযতনে, বিজনে অনন্যমনে,
নূতন নূতন করি সাজায় এমন ?
প্রথম আলেখ্যটিরে হেরি ভাসি অশ্রুনীরে,
অন্তরে বিষাদ আসি করে আক্রমণ ;
দ্বিতীয় রমণী-মূর্ত্তি, হেরি কিছু হয় স্ফুর্ত্তি,
কিন্তু অরবিকারীর গণ্ডুষ জীবন !
প্রথম আলেখ্য থেকে, ভাল ভূষা দেখে দেখে,
একে একে চিত্রকর করিয়া মোচন,
যদিও দিয়েছে এরে, তবুও বলিবে কে রে,
প্রথম ছবির চেয়ে এ ছবি শোভন ?
রবির কিরণ লয়ে, চন্দ্রমা উজ্জ্বল হয়ে,
রবিরে হারাতে কই, পারে কি কখন ?
যে পটোর এই ছবি, তাঁহারি চন্দ্রমা রবি,
তিনিই জানেন এর নিগূঢ় কারণ।
তাঁহারি সে কর হ'তে, ভাসিছে কালের স্রোতে,
এ দুখানি চিত্রপট ! জানিনু এখন ;—
ভারত প্রথম পটে, ইংলণ্ড দ্বিতীয়ে বটে,
কাঁদে এক, হাসে আর, পটোর ঘটন।
আরো কি হইবে পরে, কে জানে কারণ ?

বৃটিশ কীর্ত্তি

১

বৃটন ! তোমার মনের বাসনা
ক্রমে পূরাইছ বাকী কি বল না ?
ভারতজননী স্বাধীনা ললনা,
তোমার শাসনে শাসিত ক্রমে।
ফিকিরে চতুর তোমার মতন
কে আছে জগতে ? দেখি না তেমন ;
ফাঁকি দিয়ে শুধু স্বকীয় শাসন
স্থাপিত করিলে ভারত-ভূমে !

২

পলাশীর কথা সকলেরি মনে
আঁকা আছে, নাহি যাবে কোনক্রমে,
সম্বন্ধ য' দিন শরীর-জীবনে,
পলাশীর কথা জাগিয়া রবে।
অযোধ্যাভিনয় কেহ ভুলিবে না—
পঞ্জাবাভিনয় কেহ ভুলিবে না—
আরো কত কথা—কেহ ভুলিবে না,
চিরকাল মনে জাগিয়া রবে !

৩

এবার আবার বরদাভিনয়
জগতবাসীর নয়নে উদয়,
ইংরাজের ইহা কীর্ত্তি সুনিশ্চয়,
যশের পতাকা উড়িল পুন !
জয় জয় জয় বৃটনের জয়,
ন্যায়পরতার সূক্ষ্ম পরিচয়,
বিচিত্র বিচার, খ্যাতি দেশময়,
গাও সবে শ্বেতজাতির গুণ।

৪

মলহর রাও বরদা-ভূপাল,
এত দিনে তাঁর পুড়িল কপাল,
স্বর্গচ্যুত হয়ে দেখিছে পাতাল,
চৌদিকে ভীষণ আঁধারময় !
ইংরাজ জাতির এ এক সততা !
ভারতের প্রতি সরল মমতা !
এরি নাম বুঝি রাজার ক্ষমতা ?
এরেই বুঝি রে মহত্ত্ব কয় ?

৫

কোথা সিংহাসন! কোথা রাজসুখ!
কোথা প্রিয়জন পরিজন-মুখ!
বিষাদিত মন, বিষম অসুখ
ঘেরিয়াছে এবে বরদানাথে!
ভাঙ্গিয়াছে চিরসুখের স্বপন
অস্তমিত রাজ-গৌরব-তপন,
সমুদিত শোক-জলদ ভীষণ,
অপমান-বাজ পড়েছে মাথে!

৬

বরদাপতির এ দশা নেহারি
কোন্ ভারতীয় নয়নের বারি
বারিবারে পারে? হৃদয় বিদারি
এ বিপদ-শেল বাজে না কা'য়?
ভারত-শোণিত যাদের শরীরে
এখনো বহিছে অতি ধীরে ধীরে,
ওই দেখ, তারা নয়নের নীরে
ভাসিয়া ভাসিয়া কাঁদিয়া যায়!

৭

ভারত-কুমার বরদা-ভূপতি
বিদ্রোহী কভু কি শ্বেতাঙ্গের প্রতি?
তবে কেন তাঁর এ দুখ, দুর্গতি,
এত অপমান কিসের তরে?
অপরাধী রাও বিষদান-দোষে,
ধার্ম্মিক ফেয়ার এ কথা নির্ঘোষে;
তাই মলহর বৃটনের রোষে
পড়েছে, এ কথা সকল ঘরে!

৮

বিশ্বাস না হয় এ কথা শুনিলে,
কেন দিবে বিষ পানীয় সলিলে?
নিদয় বিধাতা বিমুখ হইলে,
অপরাধী হয় নিরপরাধী।
তা না হ'লে ক্রুশে যীশুর জীবন
বিনা দোষে কভু হ'ত কি নিধন?
রাঘবের শরে বালীর পতন
বিনা দোষে! পোড়া বিধির বিধি।

৯

বিনা দোষে নলে কলি দুরাচার
পাঠাইল বনে করি কুবিচার,
দিল কত দুখ পিশাচ চামার!
এ ভারতী আছে ভারতে লেখা!
ফেরেবী ফেয়ার নিশ্চয় নিশ্চয়,
বিনা দোষে হয়ে নিদয়-হৃদয়,
একেবারে ভুলি ধরমের ভয়,
রসনারে করি কলঙ্কমাখা।

১০

তেমতি নির্দ্দোষ বরদাপতিরে
ফেলিল অচিরে শোক-সিন্ধুনীরে,
গেল সিংহাসন! গেল কিরীট রে!
মহারাজ নাম গেল রে মুছে!
রাজত্ব বিশাল, সোনার সংসার,
সেনা অগণন, তুরঙ্গ-সোয়ার,
কমলা-নিবাস ধনের আগার,
বরদা-রাজের গেল রে ঘুচে!

১১

সামান্য কয়েদী ভূপাল এখন,
এ হ'তে বিপদ কি আছে এমন?
রাখিত হৃদয়ে যারে সিংহাসন,
কারাবাসে বাস এখন তাঁর!
শত শত দেশ হুকুমে যাঁহার
নোওাইত শির, করে তরবার,
তোপের আওয়াজ হ'ত বারংবার,
হায় রে, সে সব নাহিক আর!

১২

যে জাতির করে স্কচ কুল-রাণী
সুকুমারী মেরী, নিরপরাধিনী,
হইল নিহত!—দুখের কাহিনী!
শোকে অশ্রুধারা ঝরে না কার?
সে জাতির করে, বিচিত্র কি তায়,
বিনা দোষে, আহা, মলহর রায়
এ হেন বিষম ভীষণ দশায়
হবেন পতিত, বাকী কি আর?

১৩

চিরপরাধীনী ভারত-জননি,
পোহাল না তোর দুখের রজনী!
আশা ছিল পুন সুখ-দিনমণি
উদয় হইবে উজল করে;

ছিল বড় সাধ,—ইংরাজের গুণে
উঠি তুমি নব উন্নতি-সোপানে,
গণনীয়া হবে ধরা-নিকেতনে,
ভাসিয়া বেড়াবে সুখের সরে।

১৪

সে আশা বিফল, কুফল ফলিল ;
শ্বেতাঙ্গ জাতিরা * * *
* * * কলঙ্ক মাখা
শতাধিক বর্ষ হয়ে গেল পার,
বাকী কি এখনো নিদর্শন তার ?
হয়ে গেছে কত ভীষণ ব্যাপার,
ভারত-ললাটে আছে তা লেখা !

১৫

বরদার দশা সে লেখার গায়
লিখিত হইল গরল-লেখায় ;
ইংরাজ জাতির সুবিচার তায়
প্রমাণ দিতেছে, বিশেষরূপে !
হা বরদা ! তব অদোষ কপালে
কে জানে এ দশা ঘটিবে অকালে !
কেই বা জানে গো তোমার ভূপালে
ডুবিতে হইবে দুখের কূপে !

১৬

মিত্ররাজ্যপতি মিত্ররাজ-প্রতি,
ইংরাজের কি এ মিত্রতার রীতি ?
এ মিত্রতা কভু নিখিল জগতী
ক্ষণকাল তরে ভুলিবে নাই।
পাষাণ-অঙ্কিত দাগের মতন,
এ মিত্রতা আঁকা রবে চিরন্তন,
যত দিন রবে চন্দ্রমা তপন,
এ মিত্রতা কেহ ভুলিবে নাই।

১৭

ইংরাজ জাতিরে বরদা-রাজন,
সরল-হৃদয়ে ভাবিত আপন ;
তাহারি উপরে এই আচরণ ?
বৃটিশ মহত্ব এরেই বলে ?
অধীন ব'লে কি ভারতবাসীরা,
যা খুসী তা করে শ্বেতাঙ্গ জাতিরা !
অনুগত জনে প্রপীড়ন করা
মহিমা গরিমা ধরণীতলে ?

১৮

ইংলণ্ডেশ্বরি ! দূরে আছ তুমি,
তোমার অধীনী এ ভারতভূমি,
কতই কাতর দিবসযামিনী,
তুমি ত, জননি, দেখ না চেয়ে।
* * * ইংরাজ-নিকরে
পাঠাও, জননি, ভারত-ভিতরে,
তাদের পীড়নে কাঁদে উচ্চস্বরে
ভারতবাসীরা ব্যাকুল হয়ে !

১৯

তোমা হেন রাণী থাকিতে, জননি,
ভারতের দুখ রবে কি এমনি ?
আকাশ ভেদিয়া রোদনের ধ্বনি
ভারতবাসীর আজো উঠিবে ?
* * * মত এক এক জন
এখনো এসে কি করিবে পীড়ন ?
তোমার শাসিত ভারত-জীবন,
তবু দুখ তার নাহি ঘুচিবে ?

২০

এখনো যদি না কৃপা-দৃষ্টে চাও,
এখনো যদি মা * * * পাঠাও,
তা হ'লে বিদায় এখনি মা দাও
কাতর ভারতবাসনিচয়ে ;
তব রাজ্য ছাড়ি চ'লে যাক্ বনে,
পূর্ব্বসুখ স্মরি ভাসুক রোদনে,
এ হ'তে তা ভাল, কি ফল জীবনে ?
কি ফল নিয়ত পীড়ন স'য়ে ?

বিদায়

১

সখা ব'লে মনে রেখ, সখা হে আমায় !
তোমারি অধীন আমি, জানেন অন্তরযামী,
অধীনে ভুল না, ভাই, জানাই তোমায় !
দুজনে শৈশব-বেলা, মিলিয়ে করেছি খেলা,
খেয়েছি, শুয়েছি দোঁহে আহ্লাদে মাতিয়া ;
কতই নেচেছি বিধু আকাশে দেখিয়া।

২

উপবনে দুই জনে করেছি ভ্রমণ ;
বিবিধ কুসুম তুলি করিয়াছি ফেলাফেলি,
গাঁথিয়া ললিত হার পরেছি দুজনে ।
কত কত কথা ক'য়ে, ভ্রমণে ক্লেশিত হয়ে,
অসুখনিবারী সেই অশোক-তলায়
বসিতাম,—মনে আছে,—ধরিয়া গলায় ?

৩

প্রদোষে প্রকৃতি-শোভা হেরিবার তরে,
যেতাম তটিনী-তীরে, সহরষে ধীরে ধীরে,
দেখিতাম কত কি যে দুনয়ন ভ'রে ।
কৌতুকে কখনো মেতে, দুজনে নিদাঘ-রেতে,
ভ্রমিতাম, হেরিতাম স্থির চারিধার ;
কি যে সুখ হ'ত, মনে আছে কি তোমার ?

৪

ক্ষীর নীর এক সাথে করি দরশন
ভাবিতাম মনে মনে,— চিরকাল দুই জনে,
এইরূপে একসাথে করিব যাপন ।
কিন্তু ভাগ্যদোষে, হায়, এবে তা স্বপনপ্রায়,
বান্ধব-বিরহ এবে বিধির লিখন,
কে জানে এ অভাগার ঘটিবে এমন !

৫

আগের সে কথাগুলি মানসে আমার
জাগিতেছে একে একে, জ্বলিতেছে থেকে থেকে,
ভাবী বিরহের শিখা হৃদয়-মাঝার !
ক্রমে যা ভাবি নে, ভাই ! ঘটিল কপালে তাই,
আমারে ছাড়িয়া যাবে জলধির পার ;
তুমি কোথা—আমি কোথা রহিব এবার !

৬

জীবনের প্রিয়সখা ! আজ এই শেষ দেখা,
বেঁচে যদি থাকি, তবে দেখা পাব ফের ;
নতুবা জনমশোধ, হেন মনে হয় বোধ—
এই দেখা—শেষ দেখা মম জনমের !
বিধি যদি করে পুন দয়া বরিষণ,
তব সনে হবে তবে আবার মিলন ।

৭

কালের বিচিত্র গতি কখন্ কি হয়,
কি ঘটিবে পরক্ষণে, কে পারে জানিতে মনে ?
কে জানে এমন হব আমরা উভয় ?
কালের বিচিত্র গতি কখন্ কি হয়,
বিশেষ প্রমাণ আজ পেলাম নিশ্চয় ।

৮

যেমতি কুসুম দুটি স্রোতে ভাসি যায়,
গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি, পুনঃ পুনঃ দেখাদেখি,
লহরী-লীলায় লীলা করে দুজনায় ;
মনে ভাবে,—দুই জনে, রবে সদা একসনে,
কিন্তু তা বিফল, যবে রোষে প্রভঞ্জন,
বিষম বিরহ—ভাঙ্গে সুখের মিলন ।

৯

তোমায় আমায় সখা, তেমতি দুজন
এত কাল একসাথে, ছিনু সুখে দিন রাতে,
ভাবিতাম, চিরদিন রহিব এমন ।
হায়, তা হইল কই ? সময়-সমীর ওই,
অদৃশ্যে লহরী তুলি দূরে ভাসাইল ;
আশৈশব প্রণয়ের বিরহ ঘটিল !

১০

বিলাতে যাইবে তুমি বিদ্যার কারণ,
জনমভূমিরে ছাড়ি, প্রিয় পরিজন, বাড়ী,
সরল প্রণয়াধীন সখা যত জন ।
কিছু তায় নাই ক্ষতি, বরঞ্চ আহ্লাদ অতি,
ঈশ্বর করুন, তুমি নিরাপদে যাও ;
বিদ্বান্ হইয়া সুখে জীবন কাটাও ।

১১

কিন্তু গোটাকত কথা কহিব তোমায়,
বান্ধবের কথা ব'লে, রেখো তা মনের কোলে,
তুমি না হইলে তাহা কহিব কাহায় ?
সাগরেরে পরিহরি, পোত হ'তে অবতরি,
জনমভূমিরে যেন ভুলিও না, ভাই ।
ভারতের দুঃখ মনে ভাবিও সদাই ।

১২

অবিরত কয় দিন জাহাজ-ভিতরে
অবিচ্ছেদে যাবে তুমি, না পাবে দেখিতে ভূমি,
দেখিবে কেবল শুধু অনন্ত সাগরে ।
কিবা দিবা, কিবা নিশি, দেখিবে নীলাম্বুরাশি,
সে নীলাম্বু ভাবিও না সাধারণ জল,
ভারতের অশ্রু ব'লে ভেব অবিরল ।

১৩

তা হ'লে কতক তুমি বুঝিবে তখন,—
ভারতের দুঃখ কত, কত শোকে অশ্রু অত,
গভীর সাগরগর্ভ করেছে পূরণ।
বুঝিবে তখন তুমি,— অধীনী ভারতভুমি,
কোমল হৃদয়ে, হায়, কত জ্বালা সয়।
দিবারাতি হীনভাতি, ক্ষীণা অতিশয়।

১৪

বিলাতে যেতেছ তুমি, ভারততনয়,
দেখিও, ভুলো না যেন, স্বচক্ষে দেখিছ হেন,
জননীর মনোদুঃখ—মনে যেন রয়।
পুত্রের উচিত যাহা, অবশ্য করিও তাহা,
প্রাণ-মন পণ করি করিও পালন,
পুত্রের উচিত কাজ, ক'র না হেলন।

১৫

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী,
অধুনা ভারত যাঁর, সহিছে শাসনভার,
ভারতের দুঃখ তাঁরে কহিও বিবরি,—
অসংখ্য ভারতবাসী, ফেলিতেছে অশ্রুরাশি,
পীড়নে পীড়িত হয়ে দিবস-শর্ব্বরী।
কহিও তাদেরো দুঃখ রাণীরে বিবরি।

১৬

ব্রাইট, ফসেট দোঁহে ভারতজীবন,
যাঁরা ভারতের তরে, প্রাণ-মন পণ ক'রে,
করিছেন পরিশ্রম ; কে আছে তেমন ?
আমাদের দুঃখগুলি, বলিও সে দোঁহে খুলি,
ভারতমায়ের এই যাতনা ভীষণ
ব'ল সে দোঁহারে, সখা, ভুলো না যেমন।

১৭

কেন এত বলিলাম ?—আছে যে কারণ ;
বন্ধু ব'লে এত কথা, নতুবা কি মাথাব্যথা ?
কেন বা বলিব এত ? কিবা প্রয়োজন ?
বন্ধু-অনুরোধ রেখ, দেখ, ভাই, দেখ দেখ,
ভুলো না এ কটি কথা—ভুলো না কখন ;
ভারতদুর্দ্দশা যেন থাকে হে স্মরণ।

১৮

এদেশীয় যত জন বিলাতে গিয়াছে ;
যাইয়া আর যারা ফিরিয়া এসেছে ;
তাদের হইতে, ভাই, কিছু লাভ হয় নাই,
যেমন ভারত, হায়, তেমনি রয়েছে।
কোথা তারা ফিরি আসি, ভারতের দুঃখরাশি,
নাশিতে করিবে ব্রত প্রাণের সহিত,
তা না হয়ে, এ কি হায়, দেখি বিপরীত।

১৯

বিলাতে যাবার কালে করে তারা পণ—
নাশিবে দেশের দুখ, উজ্জ্বল করিবে মুখ
স্বজাতির, কভু তার হবে না লঙ্ঘন,
"শরীরপতন কিংবা প্রতিজ্ঞাপূরণ।"
কিন্তু দেশে ফিরে এসে, দেখা দেয় অন্য বেশে,
সে যেন সে নহে—নহে ভারতকুমার।
বিলাতের হাওয়া লেগে বিলাতী ব্যভার।

২০

বিলাতের মাটী বুঝি ইন্দ্রজালময়।
এদেশীরা তথা গিয়ে, বিলাতী মৃত্তিকা ছুঁয়ে,
স্বজাতির স্নেহ-মায়া তাই ভুলে রয়।
দেখিয়া দেশের দুখ, তাদের পাষাণ বুক,
ক্ষণেকের তরে, হায়, নরম না হয়।
বিলাতে শিক্ষার ফল এরেই কি কয় ?

২১

তাই বলি, দেখ, ভাই, তাদের মতন,
যেন হে তোমারো মন, নাহি হয় কদাচন,
তার চেয়ে দেশে থাক, দেশের রতন।
যাইয়া সাপরপার, ভারতের দুঃখভার,
কণামাত্র যদিও হে না কর মোচন,
তা হ'লে কি লাভ করি, বিলাত-গমন ?
যদি বল নিজে তুমি বিদ্বান্ হইবে,
তার চেয়ে মূর্খ ভাল, কে নাহি কহিবে ?

স্মৃতি

১

স্মৃতি গো, যখন আমি সংসার-ভাবনা
পরিহরি নিরজনে, নিবসি নিশ্চিন্ত-মনে,
করিতে তোমার, দেবি, মানসে অর্চ্চনা,
জাগাও তখন তুমি বিগত ঘটনা।
মনের নয়ন খুলি, দেখাও ঘটনাগুলি,
একে একে করি যবে অঙ্গুলিচালনা,
তখন আমার চিত, কভু প্রীত, কভু ভীত,
কখনো দুঃখিত, ভাবি সে সব ঘটনা।

২

পিতৃমাতৃহীন আমি বিধি-বিড়ম্বনে !
শৈশবে ছাড়িয়ে তাঁরা হন মম আঁখিহারা ;
আকুল জীবন এবে শোকের তাড়নে।
কি সুখ আমার, স্মৃতি, এ ভব-ভবনে ?
বহু দিন গেল চ'লে, ভাসি আমি নেত্রজলে,
তুমি পুনঃ তাঁহাদিগকে আনি দরশনে,
কাঁদাও অধিকতর, হৃদয় ব্যাকুল কর,
উথলে শোকের সিন্ধু নিশ্বাস-গর্জ্জনে।

৩

স্নেহের মুরতি মোর জনক-জননী,
তোমার মায়াতে, স্মৃতি, দেখা দেন নিতি নিতি,
প্রীতিসহ শোক আসি আবরে অমনি।
সে ভাব লিখিতে কভু পারে কি লেখনী ?
যতক্ষণ তুমি থাক, তাঁদিগেও কাছে রাখ,
কিন্তু, হায়, মায়াবিনি, পালাও যেমতি,
তাঁরাও তোমার সনে, কি জানি, কি ভাবি মনে,
চলি যান ; কাঁদি একা—লুটাই ধরণী !

৪

আবার কখনো তুমি দেখাও আমায়,
শৈশব-জীবন সম, রবিতলে অনুপম,
কিছু নাই,—সত্য কথা, সন্দেহ কি তায় ?
পাইলে শৈশবে, বল, অমরা কে চায় ?
শৈশবে যে কত সুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
সে সুখ বর্ণনা তবু কভু করা যায় ?
মানবজীবনে যদি, সুখ লিখে থাকে বিধি,
তবে সেই সুখ শুধু শৈশব দশায়।

৫

সংসারের বিষময় ভাবী চিন্তানল
জ্বলে না তখন হৃদে, সদাই আনন্দ-হ্রদে,
সন্তরি, আনন্দময় নিখিল ভূতল ;
সফল নয়নে হেরি সকলি সফল।
পিতা-মাতা সে সময়ে, স্নেহভরে কোলে লয়ে,
মমতা করিয়ে মুখ চুম্বে অবিরল ;
বাল্যবন্ধুগণ সহ, খুসি খেলি অহরহ,
ফোটে রে মানস-সরে আনন্দ-কমল।

৬

শৈশবে যে সুখ, আহা, সে সুখ সমান
কি সুখ জগতে আর ? রাজার রাজত্ব ছার,
কিবা সুখ লভে, ছাই বীরের পরাণ ?
শৈশবেই করে বিধি সত্য সুখ দান।
শৈশবে যে সুখ আছে, সামান্য তাহার কাছে,
যৌবনের সুখ—সে যে কলঙ্ক-নিশান।
সোনা সহ পিতলের প্রভেদ যেমতি ঢের,
শৈশব-যৌবন-সুখে তথা ব্যবধান।

৭

স্মৃতি গো, এখন মোর এসেছে যৌবন।
বিচিত্র কালের খেলা, হারায়েছি ছেলেবেলা,
এ জনমে—জন্মশোধ—পাব না কখন।
পিতল সম্বল এবে হারায়ে কাঞ্চন !
জানিতাম যদি আগে, যৌবনে জীবনে লাগে,
সংসারের বিষ-বাণ, তা হ'লে তখন,
ছাড়-ছাড়-শৈশবেতে, যত্ন করিতাম যেতে,
অদৃশ্যে শৈশব যথা করে পলায়ন !

৮

এখন সে আশা করা নিশার স্বপন।
ছুটিলে ধনুর তীর, ফেরে কি ফিরায়ে শির ?
ভাঁটার প্রবাহ করে উজানে গমন ?
কালের সাগর-গর্ভে ডুবেছে রতন !
কিন্তু মায়াবিনী স্মৃতি, কেন তুমি নিতি নিতি,
হারান সে ধনে এবে কর প্রদর্শন ?
শৈশব এখন, হায়, মরু-মরীচিকা প্রায়,
কেন দেখাইয়া কর অন্তর পীড়ন ?

৯

যাই হোক, এক দিকে যেমন কাঁদাও,
তেমনি গো পক্ষান্তরে, ভাসাও সুখের সরে,
হাসাও বিষণ্ণ মুখ হৃদয় নাচাও,
ভবিষ্যমুকুর যবে সম্মুখে দেখাও।
আশারে লইয়ে সাথে, কত কি যে দেখি তাতে,
তুমি পুনঃ মাঝে মাঝে কটাক্ষেতে চাও ;
রঙ্গ আরো বাড়ি উঠে, সুখের তরঙ্গ ছুটে,
হোক বা না হোক, কিন্তু দেখায়ে ভুলাও।

১০

স্মৃতি গো, আবার বলি, যদিও আমায়,
ভাবি সুখ-জলধিতে, পার তুমি ভাসাইতে,
তবুও তাহাতে পুনঃ দুখ দেখা যায় !
সুখ দুঃখ দুই জনে দোঁহার সহায় !
ভাবি অন্ধকারময়, সুখ দুঃখ দুই রয়,
প্রকৃতির বিধি এই, অন্যথা কোথায় ?

একই জলধিজল, সুধা আর হলাহল,
ধরেছিল ; শশী অই কলঙ্ক সুধায় !

১১

চমকে হৃদয়, স্মৃতি, আবার যখন
দেখাও আমায় তুমি ভীষণ নরক-ভূমি—
অনন্ত-শোণিত-সিন্ধু করিছে গর্জ্জন ;
তদুপরি দীপ্তশিখ ক্ষিপ্ত হুতাশন :
শাণিত প্রখর ধার, অস্ত্ররাশি সারে সার,
ঝকিছে অনলে, রক্তে লোহিতবরণ !
রক্তে ডুবি, পাপী যত, অস্ত্রেতে হয়ে আহত,
পুড়িয়া হুতাশে, করে হতাশে রোদন !—

১২

'পরিত্রাহি পরিত্রাহি।' শব্দ শোনা যায়,
কিন্তু কে করিবে ত্রাণ, পাতকীরে দয়া দান,
যমের নিয়মে হেন বিধান কোথায় ?
অনন্ত জীবনে শাস্তা অনন্ত তথায়।
ব্রহ্মাণ্ড হইবে ধ্বংস, মরিবে জান্তব-বংশ,
কোটি কোটি কোটিবার অসংখ্য সংখ্যায় ;
পুনঃ কোটি কোটিবার, সৃষ্টি হবে সাকার,
কিন্তু রে পাপীর শাস্তি অনন্ত অক্ষয়।

১৩

পাপী দণ্ডিবার সেই নরক ভীষণ
দেখাও আমারে যবে, অতীব কাতর রবে,
কেঁদে উঠি – আশঙ্কায় সশঙ্কিত মন !
পাপভক্ত, স্মৃতি, আমি—কে আছে তেমন।
যা হোক্, যদিও তুমি, দেখায়ে নিরয়-ভূমি,
আমারে আকুল কর ; তা হ'তে ভীষণ
অধীনতা-যন্ত্রণায়, যেরূপ জ্বলিছি, হায়,
তা সহ নরকজ্বালা হয় কি তুলন ?

১৪

অর্ব্বুদ নরকক্লেশ যদি এক হয়,
কিন্তু পর-অধীনতা, যেরূপ ধরে ক্ষমতা,
অর্ব্বুদনরকজ্বালা কোথা পড়ি রয় !
শূল সহ ক্ষুদ্র কাঁটা তুলিত কি হয় ?
অয়ি স্মৃতি, দেখ ভেবে, ভারতবাসীরা এবে,
পরাধীন হয়ে, হায়, কত জ্বালা সয় !
অসংখ্য নরক-ভূমি, হয়েছে ভারতভূমি,
শমননিরয় ভাল এ হ'তে নিশ্চয়।

১৫

কি লাভ ধরিয়া তবে অধীন জীবন ?
খেতে শুতে দিনে রেতে, আশা কার সুখ পেতে,
পরের পাদুকা শিরে করিয়া বহন ?
এ হ'তে নরক, স্মৃতি, সুখের ভবন।
যাহারা পাতকী হয়, তারাই নরকে রয়,
প্রতি পলে সয় বটে অসহ্য পীড়ন ;
তা হ'লে পাতকী যারা, এ ভারতে এসে তারা,
পরাধীন হ'তে করে জনম গ্রহণ !

১৬

তবে আর কিবা সুখ থাকিয়া হেথায় ?
বরঞ্চ নরকে রব, শমনপীড়ন সব,
ডুবিব শোণিতে পুড়ি অনলশিখায়,
সেও ভাল ; এ যাতনা সহা নাহি যায় !
তুমিও তা হ'লে, স্মৃতি, পরাধীনতার ভীতি,
দেখায়ে কি পারিবে গো, কাঁদাতে আমায় ?
ভুলিব তোমায় আমি, ভুলিব ভারতভূমি,
অধীনতা-নিপীড়ন ভুলিব তথায়।

নলিনী

১

নবীন প্রভাত ; বিমল গগন ;
বিমল শীতল সরসীজল ;
কুসুম-সুরভি-পূরিত পবন ;
শিশির-রসিত কুসুমদল।

২

তরুণ অরুণ অরুণকিরণে
পূরব আকাশে বিকাশে ধীরে ;
অমনি সরসী উজল বরণে
হাসিয়া উঠিছে লহরীশিরে।

৩

প্রভাত নেহারি প্রভাতী গাহিল
আঁখি উনমীলি বিহগচয় ;
সে স্বরলহরী সমীর বহিল,
'উঠ,—জাগ' রব ভুবনময়।

৪

মিলিনু নয়ন ; তবু ঘুমঘোরে
আবার শুইতে বাসনা হয় ;
কিন্তু ধনী নই, কাজে কাজে মোরে
উঠিতে হইল ;—না হ'লে নয়।

ত্যজিয়া শয়ন, চলিনু বাহিরে,
মুছিতে মুছিতে নয়ন দু'টি ;
দেখিনু খিড়কি-সরোবর-নীরে
রয়েছে একটি নলিনী ফুটি।

৬

এক দিনো আমি এ সরসী-জলে
দেখিনি ফুটিতে কমল-ফুল ;
বিধাতার গুণে, সুভাগ্যের ফলে
আজি হেরিলাম,—শোভার মূল !

৭

পূর্ণিমার চাঁদে পাইলে যেমন
সুনীল গগন মধুর হয় ;
নবীনা নলিনী পাইয়ে তেমন
সরসী-সলিল মাধুরীময় !

৮

বাড়িল আমোদ—সরসী-নিকটে—
সবেগে চলিনু—বাসনা মনে—
তুলিয়ে নলিনী হৃদয়ের পটে
রাখিব সাদরে যতন সনে।

৯

কাছে গিয়ে দেখি, সাধের আমার
স্থলকমলিনী ফুটেছে জলে ;
(আকণ্ঠসলিলে বদনবাহার !)
ভ্রমে ভ্রমরেরা ভ্রমে সদলে।

১০

আসিয়ে প্রিয়ারে কহিনু তখন,—
"সাবাস্, অয়ি লো নলিনি প্রিয়ে !"
প্রেয়সী আমারো হাসিল তখন,
ঝরিল অমৃত অধর দিয়ে !

অভাগার বিধাতা

১

রজনী-প্রভাতে যবে তপন-উদয় রে ;
সে কালে সকল লোকে পুলকিত হয় রে !
ফিরাই যে দিকে আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
দেখিনু সবারে, আহা, সদা সুখময় রে ;
রজনী-প্রভাতে যবে তপন-উদয় রে।
কেন তারা মোর মত, হয় নাই ভাগ্যহত,
কেন তারা দিবানিশি এত সুখে রয় রে ?
তাদের বিধাতা যে রে নিরদয় নয় রে !

২

আমার বিধাতা যে মোরে বড়ই নিদয় রে !
লোহার শিলায় গড়া তাহার হৃদয় রে,
আমার বিধাতা যেই, আমারে বিমুখ সেই,
ভুলেও আমার প্রতি হয় না সদয় রে !
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে !
বিশাল জগতীতলে, সুখ যে কাহারে বলে,
জানিতে নারিনু আজো, বড় খেদ হয় রে !
চিরকাল দুখানলে এ পরাণ দয় রে !

৩

যা কিছু কোমল হের এ ভুবনময় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে !
ললিত কুসুমদল, বিমল তরল জল,
জগত-ললাম নারী কোমলতাময় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে !
চাঁদের কিরণে সুধা, প্রেমিজনপ্রেমক্ষুধা,
সুরবি-বিহগ-বুলি চিরমধুময় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে !

৪

সাধুর সরল চিত করুণানিলয় রে ;
শিশুর মধুর মুখে হাসি মধুময় রে ;
স্নেহ প্রেম দয়া মায়া, রূপগুণবতী জায়া,
অঋণী নীরোগকায়া মানবনিচয় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে !
কুসুমে সুতার মধু, সরল প্রণয়ী বঁধু,
সঙ্গীত-লহরী, মরি, চিরসুধাময় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে !

৫

সরসী-লহরী করে মৃণাল-বলয় রে,
সরসী-ললাটে কোঁটা কোটা কুবলয় রে ;
হরিণীর বাঁকা আঁখি, লতিকাজড়িত শাখী,
জলহীন মরুভূমে পূর্ণ জলাশয় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে !
প্রভাতে নিশির শেষে, শিশির-মুকুতা-বেশে,
সাজিয়া কুসুমকুল দিশি উজলয় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে !

৬

তা ছাড়া যা কিছু আরো ভাল বোধ হয় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে!
কি তবে, বিধাতা মম— নিদারুণ নিরমম—
করেছে সৃজন, বল, এ জগতময় রে?
কি কব সে কথা, হায়, দুখে বুক দয় রে!
যা কিছু হেরিলে পরে, অথবা শুনিলে পরে,
হৃদয় দুখিত সদা—ভয়ের উদয় রে!
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!

৭

প্রচণ্ড অনল, বজ্র ভীষণতাময় রে;
মধুর পূর্ণিমা-রেতে জলদ উদয় রে;
ভানুদয়ে কুহেলিকা, মরুভূমে মরীচিকা,
জলপোতে অবস্থানে ঝটিকা উদয় রে।
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!
কঠিন পাষাণময়, উন্নত ভূধরচয়,
শোণিত-লোলুপ যত শ্বাপদনিচয় রে,
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!

৮

লোভ হিংসা দ্বেষ রোষ নিষ্ঠুর-হৃদয় রে,
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!
প্রাণনাশী হলাহল, সাগরের লোণা জল,
খল নর, খল সর্প কালকূটময় রে!
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!
চিন্তা জরা শোক রোগ, দরিদ্রতা দুঃখভোগ,
জীবন-সংহারকারী মৃত্যু দুরজয় রে,
তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!

৯

সাধে কি এ কথা বলি? না বলিলে নয় রে,
আমার বিধির বড় কঠিন হৃদয় রে!
তা নহিলে মোরে কেন, সৃজন করিয়া হেন,
কেন মোরে আজীবন দুখানলে দয় রে!
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!
শৈশবে অনাথ হয়ে, দারিদ্র্যের বশে রয়ে,
কি যে দশা আজ মোর! হেন কারো নয় রে!
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে।

১০

একটি দিনেরো তরে এ পোড়া হৃদয় রে,
জানিতে নারিল, হায়, সুখ কারে কয় রে!
দারুণ রোগের জ্বালা, দিবানিশি ঝালাপালা,
করিতেছে মোরে, এতে সুখ কভু নয় রে!
আমার সুখেতে মোর বিধি সুখী হয় রে!
উদর-অন্নের তরে, প্রাণ যে কেমন করে,
কোনো দিন অর্দ্ধাশন, কভু তাও নয় রে!
ভিক্ষা করি আশা, কিন্তু সরমের ভয় রে!

১১

আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!
নিমেষেরো তরে, হায়, হয় না সদয় রে!
পুরান মলিন বাস, ছিন্ন তার চারি পাশ,
কি করি, পরিয়া লজ্জা ঢাকিবারে হয় রে,
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!
দয়ালু যাদের বিধি, সে বিধির ভাল বিধি,
তাঁহার সৃজিত যারা, সদা সুখে রয় রে,
আমার বিধির বিধি ঠিক বিপর্য্যয় রে!

১২

কাঁদাতে কেবল মোরে, হেন বোধ হয় রে,
জ্বালাইতে রোগে শোকে দুখে এ হৃদয় রে,
আমার বিধাতা মোরে, অভাগা দরিদ্র ক'রে,
সৃজিল, শুধু তা নয়,—পুনঃ নিরাশ্রয় রে!
সাধে বলি, বিধি মোর বড়ই নিদয় রে!
আমার যে কত দুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
পাই যদি কোটি যুগ—গণনা-সময় রে,
নির্ণয় তথাপি এর হবে না নিশ্চয় রে!

১৩

কারো কারো মতে বিশ্ব সুখের আলয় রে,
সুখী যারা, এই কথা তাহারাই কয় রে;
আমার তা বলা মিছে, বিধি মোর আগে পিছে,
জ্বালিয়াছে দুখানল, নিভিবার নয় রে,
কাজে কাজে মোর মতে—বিশ্ব দুখময় রে!
তবে এ বিশাল ভবে, বাঁচিয়া কি লাভ হবে,
কি লাভ যন্ত্রণা সয়ে? মৃত্যু যদি হয় রে,
তা হ'লে এখনি বাঁচি—জুড়ায় হৃদয় রে!

১৪

মোর যদি মৃত্যু হয়, হবে সুখোদয় রে,
জীবন যন্ত্রণা-জ্বালা হইবে বিলয় রে;
তা হ'লে বিধির মোর, রবে না দুখের ওর,
তাই বুঝি অভাগার মৃত্যুও না হয় রে!

সাধে কি বলি, যে, মোর বিধাতা নিদয় রে !
রোগের দারুণ ক্লেশ, দারিদ্র্যের একশেষ,
নয়নের জলে সদা ভাসিছে হৃদয় রে,
অভাগা আমার মত আর কেউ নয় রে !

১৫

ধরিলে কুসুমে কীট সুষমা কি রয় রে ?
রোগে দুখে সেইমত আমার হৃদয় রে !
কমলা আবার, হায়, আমারে না ফিরে চায়,
নাহিক রক্ষক কেউ, নাহিক আশ্রয় রে,
আমার বিধির গুণে শমনো নিদয় রে !
হায়, আর কত কাল, সহিব এ দুখজাল,
হবে না কি অভাগার সুখের উদয় রে ?
কেমনে হইবে ?—মোর বিধি যে নিদয় রে !
সাবাস্, বিধাতা, তোর কঠিন হৃদয় রে !

শূন্য কৌটা

১

একদা বিরক্ত হয়ে জন-কোলাহলে
চলিলাম শান্তিলাভে বিজন কাননে ;
নিবিড় পাদপশ্রেণী, দৃষ্টি নাহি চলে ;
বসিলাম স্থির হয়ে চিন্তাময় মনে !
ব'সে আছি ; অকস্মাৎ, করিলাম দৃষ্টিপাত,
পিছনে—অনতিদূরে পড়িল নয়নে।
একটি সুচারু কৌটা বিজন কাননে।

২

নিরজন বনে কৌটা ! বিচিত্র ব্যাপার !
কুতূহলী হয়ে সেটি কুড়ায়ে নিলাম।
খুলিলাম তাড়াতাড়ি, ভিতরে তাহার
কি আছে, দেখিতে আশা, শেষে দেখিলাম
কিছু নাই—শূন্যময় ; কিন্তু হেন বোধ হয়,
আছিল রতন তায়, দেখি জানিলাম,
যেহেতু রতন-চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম।

৩

নারকী কলুষী চোরে করিয়া হরণ
এ কৌটারে, আনি এই অটবী-মাঝার,
আত্মসাৎ করিয়াছে কৌটার রতন,
খালি কৌটা ফেলে গেছে আঁটিয়া আবার।
বিবিধ রঞ্জনে আঁকা, কৌটা এবে ধূলিমাখা,
রতন হারায়ে যেন মলিন আকার ;
বাসী ফুল্ল ফুল যথা পল্লব-মাঝার।

৪

নিরখি কৌটায়, মনে হইল উদয়
ভারতভূমির দশা, দুখের কাহিনী !—
স্বাধীনতা-রত্ন-হারা—এবে শূন্যময়—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী !
চিত্ত হ'ল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সমুদিত
হইল মানসে ; হায়, দুখের কাহিনী !—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী !

একটি চিন্তা

স্থান—বঙ্গ-রঙ্গভূমি ও তৎপার্শ্বস্থ সরোবর।*
সময়—মেঘনাদবধাভিনয়ের রজনী,
৩০শে ফাল্গুন—১২৮১

১

সপ্তমীর চাঁদ সুনীল গগনে
হাসিছে উজল মধুর কিরণে ;
বসন্তসমীর বহিছে মৃদুল ;
প্রকৃতির মুখে মধুর হাসি ;
নাট্যশালা-পাশে সরোবর-জলে
শশীর মুরতি দুলিয়া উজলে ;
বায়ুপথগামী জলদের ছায়া
সরসী-সলিলে যাইছে ভাসি।

২

দেখিলাম আমি সে সরোমূরতি
ক্ষণ পরে পুনঃ স্থিরভাব অতি ;
নাহিক লহরী, নাহি বিধূনন,
অচল, অনড় সলিলরাশি।
কিন্তু, পাশে, হায়, নাট্যগৃহমাঝে
অভিনেতৃগণ সাজিয়া সুসাজে,
করে অভিনয়, রঙ্গ করে কত,
কাঁদিয়া কাঁদায়—হাসায় হাসি।

৩

দেখি সরোবরে, দেখি নাট্যাগারে
সহসা তখনি মনের মাঝারে
চিন্তা এক আসি হইল উদিত,
কহিলাম আমি আপন মনে ;—

* এই সরোবর এক্ষণে নাই। ইহার বক্ষঃস্থলে বাজার বসিয়াছে। ১২৮৯ সাল।

ওরে বঙ্গবাসী, ছাড় রে বিলাস,
আসি দেখ চেয়ে সরসীসকাশ,
গম্ভীর মূরতি নৈশ সরোবরে
বারেকের তরে দেখ নয়নে।

৪

মেতেছ তোমরা নাট্য-অভিনয়ে ;
দেখে দর্শকেরা পুলকহৃদয়ে।
অভিনেতৃগণ, দর্শকের দল,
এস একবার সরসী-তটে ;
উঠে তোমাদের আনন্দলহরী,
কিন্তু সরোবরে নাহি রে লহরী,
সরোবরে আজি আদর্শ করিয়া,
দেখ দেখি ভাবি মানস-পটে ;—

৫

সুখের ভারত ছিল রে যখন,
সুখের সময় ছিল রে তখন ;
এখন গিয়াছে সে দিন ঘুচিয়া,
পরের অধীন ভারত এবে।
সাজে কি এখন আমোদ-বিলাস ?
এখনি আসিয়া সরসী-সকাশ,
সরসীর মত হও রে সকলে,
সরসীর ছবি দেখ রে ভেবে।

৬

ভারতের দুখে যেন রে সরসী
ভাসায়ে ধরেছে দুখের আরসী ;
প্রতিবিম্ব দেখি পারিবি জানিতে,—
উচিত তোদের কিরূপ হওয়া।
হইতে উচিত সরসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রঙ্গরস যত,
করিতে উচিত অশ্রু-বরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া।

৭

মজেছ সকলে অভিনয়-সুখে,
কিন্তু একবার চাও রে সম্মুখে ;
কি যে অভিনয় হয় অবিরত,
ঘৃণা লজ্জা দুখ কেবলি তায়।
চাপায়ে পাদুকা তোদের মাথায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরায়ে গলায়,
বানরের মত নাচায়ে নাচায়ে
বিদেশীরা, লাথি মারে মাথায়!

৮

তথাপি রে তোরা, ওরে বঙ্গবাসী,
আমোদ-বিলাসে রবি দিবানিশি ?
বারেকের তরে কর রে স্মরণ,—
উচিত এখন কিরূপ হওয়া।
হইতে উচিত সরসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রঙ্গ-রস যত,
করিতে উচিত অশ্রু-বরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া।

পূর্ব্বরাগ

১

শরদপূণিম চন্দ পহিলে মনোহর
মুঝে সই, ভেইত ক্ষেয়ান ;
অব শশী কছু নহু, অব সোই নটবর
শতশশিহসিত বয়ান।
যো দিন যমুনাতট কেলি-কদম-মূলে
পহিল নেহাল হরি-সাথ,
সো দিন অবধি হম সো যমুনাকূলে,
আশ করুঁ রহুঁ দিন-রাত।
পুন পুন হেরুঁ প্রাণনাথ।

২

নধর অধরে ধরু মধুর মুরলী যব,
নিশীথে পুলিনে বঁধু মোর,
বীণা-ঝনকার, জিনি বরখে মধুর রব,
শুনি মোর চিত হোয় ভোর।
সো রব লখই হম ত্যজই শয়ন, সই,
অনুরাগে ইতি উতি ধাই ;
পুন সো মুরলী-রব শুনই না পাওই,
শয়নে শয়নে ফিরি যাই।
স্বপনে বঁধুয়া পুনু পাই।

৩

নূতন পীরিতি মোর নূতন কুসুম সম,
মাধব মধুকর তায় ;
নূতন সুরস মধু উছলয়ে অনুপম,
অব কঁহা নাগর রায় ?
নিশি-দিন বঁধু লিয়ে, দহত দগধ হিয়ে,
গুরু দুরজন ডর শেল ;

পেখই না পায়নু সো নবজলদতনু,
আঁখি তিরপিত নাহি ভেল !
রমণী-জনম মিছা গেল !

৪

সহি রে, ভেইল কাহে কামিনী-জনম মম ?
কাহে না ভেইনু বনফুল ;
গাঁথই বেসম-ডোরে হমার সো প্রিয়তম
ভুলায়ত ; ভ্রমর আকুল ।
নূপুর-জনম মম কাহে, সহি, ভেল নহি ?
বজতুঁ কানুক পায় ;
অগুরু চন্দন চুয়া কাহে না ভেইনু, সহি ?
সাজতুঁ কানুক গায় ।
রমণী-জনম মিছা, হায় !

৫

যদি লো পরাণ-সহি,কালিয়া কোকিলা হম্
ভেইতুঁ কানুক গুণ,
গান করু তরু'পর, কুহুকুহু রব করু,
চিত-সুখ লভতুঁ দ্বিগুণ !
ইহ ব্রজরজ, সহি, কাহে না ভেইনু হম,
যাওয়ে বঁধু যব গোঠে ;
চরণ পরশি তারু, মৃচত রে দুখভারু,
যৈসে ভেখজে রোগ ছুটে ।
রমণী-জনম মহাপাপ ;
রমণী-জনমে অভিশাপ !

বিজয়া-দশমী

স্থান—ভাগীরথী-তট। সময়—সন্ধ্যার প্রাক্কাল

১

পুণ্যতোয়া ভাগীরথি, আজি মা তোমার
কি হেতু সুষমা এত ? কেন দু'নয়ন
নিরখি তোমায় আজি, আনন্দ অপার
লভিতেছে ? হ্যাঁ মা, এর আছে কি কারণ ?
আছে—আছে, তা নহিলে কেন সুখোদয় ?
শশী না উদিলে কভু চন্দ্রিকার ভাস
খেলে কি ধরণী-হৃদে ? কারণ নিশ্চয়
আছে—আছে—এতক্ষণে হয়েছে বিশ্বাস।

২

বিজয়া-দশমী তিথি আজি বঙ্গালয়ে,
শারদীয় উৎসবের শেষ-সুখ-দিন,—
স্বর্গীয় আনন্দরাজি বাঙ্গালী-হৃদয়ে
সমুদিবে আজি,—সবে অসুখবিহীন।
ত্রিদিবপূজিত দশভুজার মুরতি
তোমার গভীর গর্ভে দিতে বিসর্জ্জন,
আড়ম্বরে আসে সবে, ধীরি ধীরি গতি ;
বিজয়া-বাজনা বাজি জাগায় শ্রবণ।

৩

নানাদিগাগত লোক মূর্ত্তিবিসর্জ্জন
দেখিতে, তোমার তটে সবে উপনীত,
হৃদয়ের পূর্ণ সুখে সকলে মগন,
সকলেরি আঁখি আজি হর্ষ-বিকসিত।
সুলোহিত বীততাপ উজ্জ্বল তপন
অস্তাচল-অভিমুখ হয়েও সুন্দর
হাসেন হরিষে, যেন করি দরশন
আজিকার মহোৎসব বঙ্গের ভিতর।

৪

ক্ষণকাল রহ, রবি, ক্ষণকাল তরে
দাঁড়াও, একটি মম আছে নিবেদন ;—
যাইতেছ তুমি এবে পশ্চিম-সাগরে ;
ভাল হ'ল, সেই দিকে করিয়ে গমন,
যারে পাবে, তারে কবে স্মরণ করিয়ে,
অধীন হয়েও বঙ্গ এখনো কেমন
সুখ লভে সনাতন ধর্ম্ম আচরিয়ে ;
ধর্ম্মই এখন তার একমাত্র ধন।

৫

গিয়াছে বঙ্গের, হায়, গিয়াছে সকল,
তথাপি এখনো তার হৃদয়-আগারে
সনাতন-ধর্ম্মরূপ রতন উজ্জ্বল
সদা বিরাজিত, যেন সরসীমাঝারে
করি-পদ-বিদলিত-কমল-নিচয়
ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে রয়, কিন্তু এক পাশে
হয় ত একটি পদ্ম বিকসিত রয়
অপীড়নে, ধর্ম্ম তথা এ বঙ্গ-আবাসে।

৬

পরাধীন হয়ে থাকা যন্ত্রণা কেমন !
কে না জানে ? তুমিও তা জান, দিবাকর!

বিভীষণ মেঘজাল যবে আবরণ
করে তোমা, সেই কালে তোমার অন্তর
পীড়িত কিরূপ হয় ; দীপ্ত মুখচ্ছবি
মলিন—অদৃশ্য—যেন সে তপন নহ,
কত দুঃখ সে সময়ে, কহ দেখি, রবি !
কতই বেদনা, হায়, হৃদয়েতে সহ ?

৭

তোমার সে দশা সম বঙ্গ অনাথিনী
পরকরে প্রপীড়িতা, হের আজি তবু,
বিজয়া-উৎসবসুখ লভি সীমন্তিনী
সুখিনী কেমন, হেন হয় নাই কভু !
জ্বলন্ত অনলে জল ঢালিলে যেমন
নিভে যায়, সেইরূপ বঙ্গের হৃদয়—
অধীনতানলদগ্ধ মলিন বরণ—
আনন্দ-সলিলে আজি শীতলতাময়।

৮

ভাগীরথি, তব অই সরল প্রবাহ
শীতলিয়া বক্ষ তব যেতেছে বহিয়া ;
পরাধীনী বাঙ্গালার অন্তরপ্রবাহ
শীতল হয়েছে আজি, দেখ, মা, চাহিয়া
বিজয়াদশমীসুখপ্রবাহবহনে।
জীবনের যত জ্বালা বঙ্গসুতগণ
ভুলিয়াছে আজি, সবে হরষিত-মনে
তোমার পবিত্র তটে করে বিচরণ।

৯

সকলেরি মুখে হাসি, সবার নয়ন,
দেখ দেখ, মহানন্দরসে সুরসিত।
যারি মুখপানে চাই, করি দরশন
কি এক স্বর্গীয় শোভা বর্ণন-অতীত !
বহুদিন হ'তে তুমি, হিমাদ্রিনন্দিনি,
বঙ্গেরে পবিত্র করি যেতেছ বহিয়া,
কহ মোরে আজি, কলরব-নিনাদিনি,
জুড়াও শ্রবণযুগ সে কথা কহিয়া ;—

১০

কত শত যুগ গত ; ভারত যখন
স্বাধীনতা-হেমময়-মুকুট-ভূষণে
ছিলেন ভূষিত, যত ভারতনন্দন
স্বাধীনতা-জয়-গান, হরষিত-মনে,
গায়িত, বাজিত বাদ্য, সমর-ভূমিতে
"জয় স্বাধীনতা জয় !—ভারতের জয় !"
বেদবাক্য সম এই ধুয়ার ধ্বনিতে
ধ্বনিত হইত শূন্য আকাশ-হৃদয়।

১১

সে সুখের শুভ দিন করি দরশন
সুখিনী তুমিও, দেবি, কত হয়েছিলে ;
দিবানিশি কুলুকুলু অস্ফুট বাদন
প্রবাহের করতালে বাজাইয়াছিলে !
আজো তা বাজাও বটে, কিন্তু, গো তেমন
মনোহর নহে, এ যে নহে সে সময়।
এবে ভারতের চিতে চিতা-হুতাশন
প্রজ্বলিত, তাই, হায়, সবি বিষময় !

১২

তার পর পুণ্যভূমি ভারতে যবন
যবে প্রবেশিল হয়ে লোভের অধীন,
ভারতের স্বাধীনতা অমূল্য রতন
(কোথা স্বর্গসুখ তার কাছে সমীচীন ?)
সেই দিনে—কাল দিনে—বিধিবিড়ম্বনে
অপহৃত হইয়াছে ! তুমি তা তখন
হেরেছ, হিমাদ্রিসুতে ! কিছু সুখ মনে
ভারতের তার পর করেছ দর্শন ?

১৩

ভারত বা ভারতের অঙ্ক-সুশোভিনী
বঙ্গভূমি আজো, হায়, পরের পালিতা।
পূর্ব্বের সে দিন ভাবি দিবস-যামিনী
অশ্রুমুখী—মুক্তকেশা, শোক-বিষাদিতা !
তাও নদি, চক্ষে তুমি সদা নিরীক্ষণ
করিতেছ, সত্য কও, ক'র না ছলনা,
সে দিন এ দিন সহ করিলে তুলন,
নয় কি স্বর্গের সহ নরকতুলনা ?

১৪

যা হোক্, তথাপি আজ বঙ্গসুতচয়
বিজয়া-দশমী-সুখে মেতেছে এমনি,
অধীনতা কারে বলে ভুলেছে নিশ্চয় ;
স্বাধীনা আজি গো যেন ভারতজননী।
পূর্ব্বের সে সুখদিন আজি সমাগত ;
দশ দিক্ সুপ্রসন্ন ; যা হেরি নয়নে,
তাতেই মাধুরী হাসে, যেন বিরাজিত
স্বাধীনতা আজি এই বঙ্গনিকেতনে !

১৫

তোমার প্রবাহ, নদি, আজি মনোহর ;
আজি তব কলধ্বনি বীণার ঝঙ্কার ;
আজি তব ছবিখানি সুষমা-আকর ;
উন্নমিত ঊর্ম্মি আজি শোভার আধার ;
তোমার দুকূল আজি, অয়ি, কূলবতি,
কত যে ধরেছে শোভা, কব তা কেমনে ?
ইন্দ্রের অমরাবতী, যথা শচীপতি
বিরাজেন, তাই বুঝি এ বঙ্গভবনে !

১৬

রক্তচ্ছবি রবি অই পশ্চিম-গগনে,
হেরি তাঁরে আজি চিত অতি হরষিত।
প্রত্যহ রবিরে বটে নিরখি নয়নে,
আজিকার মত কিন্তু নহে কদাচিত।
অস্তগামী রবিকরে তোমার হৃদয়
উজ্জ্বল লোহিত রঙে সেজেছে কেমন !
অন্য দিন দেখিয়াছি, কিন্তু কভু নয়
আজিকার মত চিত-আঁখি-বিমোহন !

১৭

কতবার তব তটে সান্ধ্য সমীরণ
সেবিবারে আসিয়াছি, দেখেছি তোমায়
পলকবিহীন-নেত্রে, কিন্তু গো নয়ন
জুড়াল যেমতি আজি—কি কব কথায় ?
দিনেকের তরে কভু হয় নি তেমন !
পুরাণবর্ণিত তব মহিমা অপার
প্রত্যক্ষ নিরখি আজি ; চারু দরশন,
তটিনি, তুমি গো আজি নয়নে আমার !

১৮

আজি বঙ্গবাসী, দেবি, দেখি গো নয়নে,
মৃন্ময়ী উমারে তব অগাধ সলিলে
বিসর্জ্জিছে বাদ্য সহ—বিষাদিত-মনে,
অনিচ্ছায়, বোধ হয়, তাঁদেরে দেখিলে।—
কিন্তু তুমি হৃষ্টচিতে, হসিতবদনে,
কোমল লহরীকর করি প্রসারণ,
তব সপত্নীর সুখে দৃঢ় আলিঙ্গনে
করিতেছ তাঁর সহ প্রিয় সম্ভাষণ।

১৯

মৃন্ময়ী প্রতিমা ক্রমে বিসর্জ্জন করি,
বিসর্জ্জনবাদ্যসহ ফিরিল সকলে
গৃহমুখে, গঙ্গাজল ঘটপাত্রে ভরি
লইল লভিতে শান্তি সে শান্তির জলে।
কৃপণ যেমতি তার রজত কাঞ্চন
মৃত্তিকা খনন করি রাখে লুকাইয়া,
তেমতি গঙ্গার গর্ভে বঙ্গসুতগণ
প্রতিমা রাখিয়া গেল যেন ডুবাইয়া।

২০

দিবাকর অস্তমিত ; প্রদোষ উদয় ;
অপ্রগাঢ় অন্ধকারে ভাগীরথীতীর
ডুবিল ক্ষণেক তরে ; পুন আলোময়
হইল চৌদিক, গঙ্গা—সুশীতল নীর।
সারি সারি দীপালোক, আকাশে আবার।
শরতের দীপ্ত শশী দশকলাজালে
উজলিল হাসি হাসি, শোভার আধার !
উজ্জ্বল হীরক যেন ভূপালের ভালে।

[সময়—সন্ধ্যা]

২১

জনশ্রুতি এইরূপ :—রঘুকুলমণি
রামচন্দ্র ভগবতীপদ পূজা করি
বধিলেন রাবণেরে, যেমতি অশনি
উচ্চশিরা তালতরু ফেলয়ে বিদারি।
আজিকার তিথি সেই—বিজয়াদশমী ;
এই দিনে দশানন হইল নিধন,
হরিষে রাঘবসেনা করি জয়ধ্বনি,
পরস্পরে করেছিল দৃঢ় আলিঙ্গন !

২২

আজিও ভারতে তাই—বঙ্গে বিশেষতঃ
বিজয়াদশমী তিথি সমাগত হ'লে,
আর্য্যধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ যত
পরস্পরে আলিঙ্গন করে কুতূহলে।
বহুযুগ গত হ'ল, তবুও এখন,
রামের গৌরব তরে হরষিত-মনে
হিন্দুজাতি পরস্পরে করে আলিঙ্গন !
বিজয়াদশমী ধন্য ভারতভবনে।

২৩

গুরুজনে প্রণিপাত, বান্ধবের সনে
প্রীতিময়ী কোলাকুলি করিছে সকলে ;
সিদ্ধিজল পান করি, মিষ্টান্ন বদনে
দিতেছে, ভাসিছে সবে আনন্দের জলে।

ভাগ্যে, সীতাপতি, তুমি রাবণ বধিলে,
বর্ষে বর্ষে দেখি তাই এ সুখ-উৎসব ;
এ হেন উৎসবসুখ ধরণী খুঁজিলে
মিলিবে না ; ভারতের এ এক গৌরব।

২৪

শৈশবের সখাগণ ! এস এস আজি,
কোলাকুলি করি, ভাই, পেয়েছি সময় ;
বিজয়াদশমী-সন্ধ্যা শশিকরে সাজি
হাসিছে কেমন ওই, চারু শোভাময় !
এ হেন সুখের সন্ধ্যা, বাসনা অন্তরে,
হয় যেন প্রতিদিন, তা হ'লে সকলে
হৃদয় জুড়াই সুখে কোলাকুলি কোরে
বসিয়া বসিয়া দুলি আনন্দের কোলে !

২৫

শত্রুমিত্র সকলেই আজি রে সমান,
বিজয়াদশমীগুণ বিচিত্র এমনি !
শত্রু যারা, এস তারা, করিব প্রদান
মিত্রভাবে আলিঙ্গন আত্মসম জানি।
বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক, যবন,
যদিও তোমরা দ্বেষী হিন্দুধর্ম্ম প্রতি,
এস এস, কিন্তু আজি সুখ-আলিঙ্গন
পরস্পরে করি সবে, এ মোর মিনতি।

২৬

শরতের শশধর, তুমিও হরষে
শীতল কিরণ-কর বাড়াইয়া দাও,
আলিঙ্গন তব সহ প্রফুল্ল-মানসে
করি এস, ভালবাসা দেখাও দেখাও।
চিরদিন সুধামাখা কর-বরিষণে
কতই করেছ মোর আনন্দ উদ্রেক,
এস এস আজি শশি, তাই তব সনে
আলিঙ্গনসুখ পুন লভি হে ক্ষণেক।

২৭

আহা, কি সুখের সন্ধ্যা !—আনন্দ অপার !
আজি সন্ধ্যাকালে বঙ্গ অমরভুবন !
অপূর্ব্ব সুন্দরভাবে আজি রে আমার
ভুলিল হৃদয়, প্রাণ, মানস, নয়ন !
আজিকার নিশি, বিধি, প্রভাত ক'র না ;
স্বর্গীয় এ সুখে, আহা, তা হ'লে কেমন
আরো সুখী হব ; কিন্তু বৃথা সে বাসনা,
বিজয়াদশমী হবে নিশার স্বপন !

চিত্র

তাই ত,
কখন দেখিনি যাহা, আজি রে দেখিনু তাহা,
সহসা ও ছবিখানি কে দেয়ালে আঁকিল ?
সে যে হোক ; কিন্তু তারে, ধন্য বলি বারে বারে,
চির-জীবনের তরে কিনে মোরে রাখিল।
রসিক সে চিত্রকর, হেন রস শিখিল।
কত ছবি দেখিয়াছি, কত ছবি লিখিয়াছি,
কখন ক্ষণেক তরে চিত নাহি ভুলিল,
কিন্তু ভুলাইল আজি, ও ছবি যে তুলিল !

২

কি বাকি ? দেখেছি সবি, দেখেছি বিলাতী ছবি,
কত শত প্রতিদিন কে পারিবে গণিতে ?
বিলাতী রমণীগুলি, রূপের বাজার খুলি,
ব'সে আছে, রূপে ভুলি ক্রেতা ধায় কিনিতে।
আঁখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে।
বিলাতী রমণী-রূপে, যে ডুবে রসের কূপে,
সে ডুবে লবণ-জলে সুধারাশি থাকিতে ;
আঁখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে !

৩

ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হয়েছে,
অচলা বিজলী যেন— মনে অনুমানি হেন—
উজলি দেয়াল, গৃহ-শোভা ক'রে রয়েছে !
উথলিছে রূপরাশি, ঝরে মন-ভোলা হাসি,
ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হয়েছে,
উজলি দেয়াল, গৃহ-শোভা ক'রে রয়েছে !
ধন্য সেই চিত্রকর, ও ছবি যে লিখেছে !
ধন্য পরিশ্রম তার, এত ক'রে শিখেছে !
ভাগ্যবলে একবার, দেখা যদি পাই তার,
এখনি হইব শিষ্য, আশা বড় হয়েছে।
তাই ত, কোথায় যাব, কোথা গেলে দেখা পাব ?
রত্ন রেখে চিত্রকর কোন্‌খানে গিয়েছে ?
প্রশংসা শুনিবে ব'লে লুকায়ে কি রয়েছে ?

৪

কিন্তু সেই চিত্রকর, বিশেষ জ্যোতিষপর,
আমার মনের আশা মনে মনে জানিয়ে,
আমার অলক্ষ্যে আসি, এঁকেছে এ রূপরাশি,
সাক্ষাৎ শোভারে যেন রেখে গেছে আনিয়ে।
এ রতন মূল্য দিয়ে রাখিল সে কিনিয়ে।

দুখী মোরে বলে কে রে? যেই বলে দুখী সে রে,
যত সুখী এবে আমি, ত্রিজগতে খুঁজিয়ে
পাবে কি তেমন কারে, দেখ দেখি ভাবিয়ে?

৫

প্রচণ্ড নিদাঘকালে জল যথা দেখিলে,
তৃষিত পথিক ছুটে, পান করি আশা মিটে,
আনন্দে হৃদয় তার তৃপ্তি সহ উথলে;
আমার তেমনতর ভাগ্যে আজ ঘটিল;
সংসারপীড়নে চিত, করিলাম তিরপিত,
ও ছবি-রূপ হেরি আঁখি দুটি মজিল।
অচিন্ত্য রতন আজ দরিদ্রের জুটিল।

৬

কিন্তু, ভয় হয় মনে, পাছে যদি অন্য জনে,
সন্ধান পাইয়ে আসি দরিদ্রের কুটীরে,
গোপনে কর্দ্দম-কালি, ছবি-দেহে দেয় ঢালি,
তা হ'লেই সর্ব্বনাশ!—মরিব রে অচিরে!
অতএব এই বেলা ছবি-পাশে যাইয়ে,
সুপুরু বসন দিয়ে, ছবিটিরে ঢাকি গিয়ে,
কি আছে এখানে কেউ জানিবে না আসিয়ে;
এ সুকতি বড় ভাল—করি তাই যাইয়ে।

৭

প্রবেশ করিনু ঘরে ভাবি এই মানসে,
কাছাকাছি হব যব, অমনি মধুর রব,
বরষি প্রেয়সী মোরে আলিঙ্গিল হরষে!
বিস্মিত হলেম আমি নেহারি এ ঘটনা!
প্রেমের প্রতিমা মোর, উজলিয়ে ঘর-দোর,
দেয়ালে ঠেসান দিয়ে করিল এ ছলনা!
সাবাস্ চতুরা মোর প্রেমময়ী ললনা!

ভারত-বিলাপ-গীতিকা

[স্থান—সমুদ্রতট। সময়—প্রভাত।]

দাঁড়ায়ে সাগর-তটে দেখিলাম চাহিয়া,—
সুদূর সুনীল নীরে, তরী বাহি ধীরে ধীরে
একটি দুখিনী নারী যাইতেছে কাঁদিয়া;—

(ভৈরবী—আড়াঠেকা)

"হা বিধি, হা বিধি! এই ছিল কি তোমার মনে,
নিদয়-হৃদয় তুমি জানিলাম এত দিনে।
যারে ভালবাসে যেই, তারেই কাঁদায় সেই,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার তোমার আমার সনে।
এক দিন তুমি মোরে, বিশেষ যতন ক'রে,
সাজাইয়েছিলে, বিধি, বিচিত্র ভূষায়;—
দেখাইতে কারু-কাজ, অতুল অমূল সাজ,
কতই আমারে দিলে, গঠি হরষিত-মনে।
তুষিতে যতেক সুর, সৃজিলে অমরপুর,
তুষিতে মানবচয়ে, ভূতলে আমায়;
দ্বিতীয় অমরা করি, প্রকাশিয়া কারিগরি,
সাজাইলে চারুতর প্রাকৃতিক বিভূষণে।
এবে নিরদয় হয়ে, পর করে অরপিয়ে,
কি দশা করিলে মোর, কহিব কাহায়;—
ভুলেও যা ভাবি নাই, কপালে ঘটিল তাই,
টুটিল সে সুগৌরব, বিধি, তব বিড়ম্বনে!
এই যদি ছিল মনে, কেন তবে সেইক্ষণে,
করিলে না মরুময়ী তুমি গো আমায়;—
তা হ'লে পরের হাতে, হ'ত নাই দুখ পেতে,
ঝরিত না অক্ষি-জল বিদেশীয় কু-শাসনে!
পৃথিবী-ঈশ্বরী ক'রে, কিঙ্করী কেমনে মোরে
করিলে, নিদয় বিধি, সুধাই তোমায়;—
সুবর্ণ পিতল হ'ল, এই তব মনে ছিল,
আচম্বিতে হলাহল ঢালিলে মম বদনে।
তব দত্ত সাজে সাজি, মনের আনন্দে মজি,
বিরাজিতেছিনু চির অতুল শোভায়;—
হেন কালে অকস্মাৎ, শিরসে অশনিপাত,
করিলে অযুত বলে, সুগভীর গরজনে!
মস্তক হয়েছে চুর, আনন্দ হয়েছে দূর,
অসহ্য অসীম ভীম যাতনা-শিখায়,—
দহিতেছে দিবারাতি, অশনি, অনল-বাতি,
মনের ভিতরে মোর জ্বলিতেছে প্রতিক্ষণে।
জ্বলিতেছি যাতনায়, তবুও জীবন হায়,
কেন নাহি বাহিরায়? কহিব কাহায়?—
যে যাতনা মোর চিতে, সে যাতনা প্রকাশিতে,
রসনা যাতনা পায়, নিজে ভেবে দেখ মনে।
বিধাতা, তোমার চিত, কিসে বল নিরমিত,
লৌহ শিলা কুলিশেতে, অনল-শিখায়?
তা যদি না হবে তবে, কেন তুমি বাম হবে,
তব দীনা তনয়ারে বাম-দৃষ্টি বরিষণে?
মরুভূমে তরুচ্ছায়া, সহিত তুলিত দয়া,
সে দয়া সৃজিত তব নিখিল ধরায়;—

না জানি স্বয়ং তুমি, কত কোটি দয়া-ভূমি,
কিন্তু কেন বাম মোরে কি পাপের বিড়ম্বনে ?
দয়াময় নাম ধর, দয়া দান নিরন্তর,
কর তুমি, শুনি আমি সকল জনায় ;—
আমারে সে দয়া-ধন, দিতে দিতে কি কারণ,
নিদয় হইলে পুনঃ ঠেলি মোরে শ্রীচরণে ?
আমার মুকুট নিয়ে, কাহার শিরসে দিয়ে,
করিলে হরিষ লাভ, কহ গো আমায় ;
মানুষের মত কি গো, দেবেরো চঞ্চল হিয়ে ?
পক্ষপাত, অবিচার স্থান পেলে দেব-মনে ?
বিশেষ, জনক তুমি, তনয়া তোমার আমি,
উচিত তোমার সদা পালিতে আমায় ;
তা না হয়ে নর-মত, তনয়ারে অবিরত,
হইলে বিমুখ, পিত, এই কি গো ছিল মনে !
কেঁদেছি কতই বার, কাঁদিতেছি অনিবার,
আরো কি কাঁদিব পরে যাতনার দায় ;—
বুঝি, কাঁদিবার তরে, ঘৃণায় সৃজিলে মোরে,
প্রাণ যে কেমন করে হা-হতাশ-হুতাশনে !
কর দয়া-দয়াময়, নারী-হৃদে কত সয় ?
অবিরল অক্ষিজলে বক্ষ ভেসে যায় ;—
পর-অধীনতা হ'তে, কি যাতনা ত্রিজগতে ?
সে জ্বালায় জ'লে মরি, রক্ষ দয়া-বরিষণে।
হও, পিত, অনুকূল, তোমার দৌহিত্রকুল,
সরোদনে অবিরল ভূতলে গড়ায় ;—
চেয়ে দেখ একবার, কি যে দুখ সে সবার,
ওষ্ঠাগত প্রাণবায়ু বিদেশীর প্রপীড়নে !
তুমি গো নিদয় মোরে, আমি গো কেমন ক'রে,
নিদয়-হৃদয় হব সে সব জনায় ;—
যতক্ষণ আছে প্রাণ, থাকিবে স্নেহের টান,
জড়ায়ে রাখিব কোলে প্রাণাধিক সযতনে।
কিন্তু, হায়, তা বিফল, ক্রমে দেহ অবিচল ;
অবলার কত বল ক্ষীণতর কায় ;—
এত দিন ম'রে ম'রে, রাখিলাম কোলে ধ'রে,
পারি না পারি না আর পারি না যে কোনক্রমে,
এইবার তুমি চাও, এ ভয়ে অভয় দাও,
বাঁচাও তনয়গণে কিঞ্চিৎ দয়ায় ;—
দীনহীন পরাধীন, জীবন্মৃত বহুদিন,
এ হেন সঙ্কট ঘোরে তাকাও তাদের পানে।
পিত গো, কি কব আর, প্রতীচী শাসনভার,
এত ভারী, এত দৃঢ়, কি কব তোমায় ;—
হিমাদ্রি ভূধররাজ, আমার শিরসসাজ—
শোলা সম ; বজ্র শত তুচ্ছ অতি মম জ্ঞানে !
ওই দেখ, পদ্মযোনি, জগৎনয়নমণি,
দিনমণি হাসে পূর্ব্ব-আকাশের গায় ;
এক দিন ওই হাসি, আমার মানসে পশি,
আমারে হাসায়েছিল, আজো তাহা জাগে মনে ;
কিন্তু আজ দিবাকরে, হেরি পূর্ব্বনীলাম্বরে,
হাসির বদলে অশ্রু বক্ষ বহি যায় ;—
দেখেছি স্বপন যেন, মনে অনুমানি হেন,
তোমারি বিচারদোষে মিথ্যা ভাবি সত্য-ধনে।
কও, গো জগতস্বামী, এতই মায়াবী তুমি ?
তোমার এ ছায়াবাজী বুঝে উঠা দায় ;—
পিতার এ কাজ নয়— শাত্রব আচারময়—
নিজ জনে এ ছলনা কলঙ্ক রাখিলে কিনে !
যদি নাহি চাও,
তবে
অভাগা সন্তান-দলে, বাঁধিয়া আপন গলে,
মরিব, নারিব আর তিষ্ঠিতে ধরায় ;—
তোমারি অযশ রবে, তোমারি জগত কবে,—
'বিধাতা নির্দ্দয়তম এ নিখিল ত্রিভুবনে !'
যদি ভালবাস তাই, তবে আর কাজ নাই,
আপনার প্রিয় সাধ, চেও না আমায় ;—
ভেসেছি সাগরে আজ, ডুবিয়ে মরিব আজ,
এ অতল নীল জলে, কিবা লাভ এ জীবনে ?"

একটি কুসুম

১

বিশাল উরসে বিশাল ধরণী
বিধির সৃজিত বিবিধ কানন
ধরিয়া শোভিছে দিবস-রজনী ;
দেখিব বাসনা—জুড়াব নয়ন।
ত্যজিয়া ভবন চলিনু দেখিতে ;
দেখিনু সুচারু কানন-নিচয় ;
বিবিধ পাদপ, কে পারে গণিতে ?
সুরভিত ফুলে চির-শোভাময়।

২

পূরব-কাননে ফিরায়ে নয়ন,
দেখিলাম এক পাদপ-শাখায়

একটি কুসুম, নয়ন-মোহন,
ফুটিয়া ছুলিছে রূপের ছটায়।
এ হেন সুন্দর কুসুম-রতন
হেরিনি কখনো ধরণী-কাননে;
মরুভূমি ধরা কিরূপে এমন
শোভিত হইল অমর-ভূষণে?

৩

শুনেছি কবির সুধামাখা গলে,—
অমর-সেবিত অমর-ভুবনে
নন্দন-কাননে চির-পরিমলে
ফোটে পরিজাত অমর-কিরণে;
অমর-বাঞ্ছিত অমৃত-শীকর
সে ফুল হইতে পড়ে রে ঝরিয়া,
হেম-পাত্র ভরি অমর-নিকর
মিটায় পিপাসা আকণ্ঠ ঢালিয়া।

৪

কবি-মুখে শুনি, কভু দেখি নাই,
কবি-তেজস্বিনী কল্পনার গুণে
বিবরণ তার যতটুকু পাই,
মনোনেত্রে দেখি শ্রবণেতে শুনে।
কবির কল্পনা সফল হইল,
মনোঽক্ষিদর্শিত দেবের রতন
পারিজাত-ফুল মরতে ফুটিল,
কি আছে কুসুম ইহার মতন?

৫

আপন মনেতে আপনা-আপনি,
সুখ-সেব্য-ধীর-সমীর-হিল্লোলে
ছুলিছে কুসুম, মধুর নাচনি,
হরি-বক্ষে যেন কৌস্তুভ দোলে।
আরো কত ফুল কাননে হাসিছে,
লাবণ্যের ছটা পড়িছে উছলি;
সকলেরি রূপ এ ফুল নাশিছে,
শশি-রূপে যথা তারকামণ্ডলী।

৬

দেখিতে দেখিতে সুধীর সমীর
পশ্চিম-প্রবাহে অধীর হইয়া
বহিল; কুসুম হইল অথির,
ইতি উতি করে হেলিয়া ছুলিয়া।
প্রতীচী হইতে এমন সময়ে
বায়ুর তাড়নে মধুমাছিগণ—
বিষময় মুখ,—পিপাসিত হয়ে
বসি ফুলে, সুধা করিল শোষণ।

৭

যেন রে সহসা আময়-নিচয়
লাবণ্য-ললাম ললনা-শরীরে,
সবলে পশিয়া করিল বিলয়
নয়ন-রঞ্জিনী মাধুরী অচিরে!
শুকাল কুসুম, হইল মলিন
রূপরাশি; হাসি গেল মিশাইয়া;
সোনার প্রতিমা হইল নীলিম
মধুমক্ষি-বিষে জর্জ্জর হইয়া।

৮

নীরস কুসুম বিষাদ অন্তরে
শোক-চিহ্ন ধরি রহিল ঝুলিয়া।
নিরখি আমার হৃদয়-ভিতরে
শত-দুখ-শিখা উঠিল জ্বলিয়া।
মনে মনে পুনঃ ফুকারি ফুকারি
হৃদয়ের সহ মধুমক্ষিদলে
দিনু অভিশাপ, ফেলি অক্ষিবারি;
অসীম বিষাদে বসিনু ভূতলে!

৯

কভু নেত্র মুদি, কভু ফুল পানে
চাহিয়া, নিরখি সে দশা তাহার,
কহিনু বিধিরে আকুল পরাণে;—
এই কি, বিধাত, বিচার তোমার?
দুরন্ত নিঠুর ক্ষুদ্র নীচ প্রাণী
মধুমক্ষিকুল তাদের সৃজিলে
এই কি করিতে? বল, পদ্মযোনি,
নির্মধু করিতে পদ্ম নিরমিলে?

১০

এই কি, বিধাত, বিচার তোমার?—
কেন এ কৃতঘ্ন মক্ষিরে সৃজিলে?
মধু লয়ে, দেয় হলাহল-ভার,
জর্জ্জরিত করে যন্ত্রণা-অনলে!
এরাই আবার 'মধুমক্ষি' নামে—
কি লজ্জার কথা!—গৌরব করিয়া,
তব পুণ্যময় এ মেদেনীধামে
ক্ষুদ্র পাখা নাড়ি বেড়ায় উড়িয়া!

১১

এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?
হৃদয়-দহন, জীবন-শোষণ
বিষময় মাছি বিষের আধার
মধুর কুসুমে করে জ্বালাতন ?
এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?
ক্ষণপূর্ব্বে হেরি যে কুসুম-কায়
নেচে উঠেছিল অন্তর আমার,
এবে দুখে কাঁদি নিরখি তাহায় !

১২

অতল বিষাদ-সলিলে ডুবিয়া
রহিনু বসিয়া ভূতল-উপরে ;
উদ্যান-পালকে নিকটে হেরিয়া,
ফুল-পরিচয় কহিনু তাহারে।
উদ্যানের মালী অতীব প্রাচীন,
কত শতবার দেখেছে তপনে
উঠিতে গগনে ; কত শত দিন
কেটেছে, জানিনু নেহারি বদনে।

১৩

কহিনু তাহারে, কি নাম তোমার ?
কহ বর্ষীয়ান্, জানিতে বাসনা—
কি কুসুম এটি, কি নাম ইহার ?
জান যদি কহ ইহার ঘটনা !
বিষণ্ণ অন্তরে, অতীব কাতরে
উদ্যান-পালক কহিল আমায় ;—
'ইতিহাস' নামে জানিও আমারে ;
'ভারত' নামেতে জানিও ইহায় !"

কোন নববিবাহিত বন্ধুর প্রতি

১

এই যে খানিক আগে শ্রবণবিবরে, সখে,
মধুর মুরলী-বীণা-সেতার-নিক্কণ
স্বর্গীয় সুধার পারা
ঢালিয়া, মধুর ধারা,
তিরপিতেছিল চিরপিপাসিত মন ;
ক্ষণপরে অকস্মাৎ কেন হে এমন ?

২

এ অমৃত কেন আর ভাল নাহি লাগে, সখে,
এ হ'তে সুধার আস্বাদন
কি পুনঃ শ্রবণে মোর
পশিয়া করিল ভোর
হৃদয়, মানস, জিনি সঙ্গীত-স্বনন ?
সঙ্গীতো মানিল হা'র !—অপূর্ব্ব ঘটন !

৩

বুঝেছি -কেন যে মোর মানস মাতিল, সখে,
বুঝেছি বুঝেছি এতক্ষণে ;
তব নব পরিণয়
(অতুল অমৃতময়)
বিরসি' সঙ্গীত-রসে, নব আস্বাদনে
মাতাইল চিত মোর, কব তা কেমনে ?

৪

নূতন বিবাহ তব শুনিয়া শ্রবণে, সখে,
কি যে সুখী, কহিব কেমনে ?
সে সুখ বিশেষি কই
এমন ক্ষমতা কই ?
রসনা অবশ আজি বচন-রচনে ;
জিহ্বাও সুখের ভারে সুখী মোর সনে।

৫

এত দিন ছিলে তুমি সংসার-বাহিরে, সখে,
যথা বন-ধারে তরুবর
একাকী দাঁড়ায়ে রয়,
কেহ তার সঙ্গী নয়,
বনজ পাদপ, লতা সবাই অপর,
কেহ তার কেহ নয়, অন্তরে অন্তর !

৬

কিন্তু যবে ভাগ্য তার ফিরিয়া দাঁড়ায়, সখে,
নিশা গতে প্রভাত মতন ;
বন-লতা ধীরে ধীরে
অবলম্বি ধরণীরে,
জড়ায়ে সে তরুবরে করে আলিঙ্গন ;
সোনার লতিকা আজি তোমাতে তেমন !

৭

সাদরে যুগল ভুজ করিয়া প্রসার, সখে,
ধর ধর এ নব রতন,
হৃদয়-আসনোপরি
সযতনে রাখ ধরি,

নৈলে অযতনে ভূমে করিবে লুণ্ঠন
প্রেমের প্রতিমা তব, হেমের বরণ।

৮

এ দেশ—এ বঙ্গদেশ অতি ভয়ময়, সখে,
অভাগিনী হেথায় রমণী।
পুরুষ কঠিন চিত,
সে হেতু সদাই ভীত,
অবলা সরলা নারী দিবস-রজনী ;
পাষাণ-উরসে লতা নীরস যেমনি।

৯

সেই হেতু ভয়ে ভয়ে তোমারে সুধাই, সখে,
এ দেশীয় পুরুষ মতন,—
ভুলেও ক্ষণেক তরে,
প্রেমের পুতলী'পরে
হয়ো না, হয়ো না, সখে, কঠিন কখন,
কঠিন উপলময় ভূধর যেমন।

১০

তা হ'লে তোমার অই কমলবদনী, সখে,
কোমলতাময় সুমূরতি
পাইবে যাতনা ভারী,
হৃদিবিদারণকারী
বাজিবে দুখের শেল, বসি দিবারাতি
কাঁদিবে নীরবে, যেন নিদাঘে ব্রততী।

১১

নূতন যৌবনে তুমি সুখে পশিয়াছ, সখে,
(প্রেমরাজ্য!) আজি সে কারণ,
বিধাতা সদয় হয়ে,
প্রেমের আধার লয়ে
সযতনে তব করে করিলা অর্পণ ;
স্বর্গীয় এ মহাদান!—কি আছে এমন?—

১২

অযুত মুকুতা মণি কনক রজত, সখে,
এর সহ তুলনা কি হয়?
বসন্ত-কুসুমরাশি
শরতের পূর্ণ শশী,
এ হেন দানের পাশে মানে পরাজয় ;
যা কিছু সুন্দর, কিন্তু এর সম নয়।

১৩

যত কিছু প্রজাপতি মনোহর করি, সখে,
গড়েছেন জগত মাঝার,
সেই নিধি নিরজনে
বসিয়া অনন্যমনে,
মনের মতন করি—রচনার সার—
গঠিলা রমণী-নিধি, রাখিতে সংসার।

১৪

বিধি-গুণে সেই নিধি পাইলে সময়ে, সখে,
এবে তুমি সুভাগ্য-অধীন।
ফুটিল সুখের ফুল,
দাম্পত্য-প্রণয় মূল
অক্ষয় হইয়া দৃঢ় হোক্ দিন দিন ;
নবীন প্রণয়, ভাই, থাকুক নবীন।

১৫

নিখুঁত প্রণয়বশে নিখুঁত হৃদয়ে, সখে,
অবিরিল সুবসিত হও ;
প্রেমের পুতলী সনে
প্রেমভাষ-সম্ভাষণে,
বিশ্বজয়ী প্রেমগুণ শতগুণে গাও!
প্রেমের অমর ভাব আঁকিয়া দেখাও।

১৬

শর্করা মিশিলে যথা পায়সের সনে, সখে,
কিবা মধুরতা ধরে তায়!
পুরুষের সনে তথা
পরিণয়সূত্রে গাঁথা
হইলে রমণী, তাহে উথলি বেড়ায়
প্রণয়মাধুরী! সুধা কে আর সুধায়?

১৭

এত দিনে সে মাধুরী তোমা দুই জনে, সখে,
সূত্রপাত হ'ল উঠিবার ;
হৃদয় খুলিয়ে দিয়ে,
নবপ্রণয়িনী লয়ে
নবপ্রেমসুধাহ্রদে দাও হে সাঁতার ;
প্রেমের জগতে কর প্রেমের বিস্তার।

১৮

আরো দুটো কথা বলি অভিন্নহৃদয়, সখে,
প্রেমশিক্ষা শিখ হে যতনে ;—
প্রবেশিয়া উপবনে,
সহকার তরু সনে

সুজড়িত লতিকায় দেখিও নয়নে,
দাম্পত্যপ্রণয়শিক্ষা আছে সে দর্পণে

১৯

প্রভাতে তরুণ রবি উঠিলে গগনে, সখে,
দেখ তুমি চাহিয়া তখন
একবার দিনকরে,
আরবার সরোবরে
নববিকসিত চারু নলিনীবদন,
দাম্পত্যপ্রেমের তাহে আছে দরপণ !

২০

পূর্ণিমার নিশাকালে গিয়া সর-তীরে, সখে,
ভাল ক'রে বারেক দেখিও ;
শশী পেয়ে কুমুদিনী
কত দূর আমোদিনী,
দাম্পত্যপ্রণয় তার যতনে শিখিও ;
ভোল পাছে, সেই হেতু হৃদয়ে লিখিও।

২১

এরূপে প্রণয়শিক্ষা শিখিলে, প্রণয়ী, সখে,
কি যে প্রেম, জানিবে বিশেষ ;
চিরকাল সুখে রবে,
প্রকৃত প্রণয়ী হবে,
দুখের সংসারে সুখী হইবে অশেষ ;
পঙ্কেও কমল-ফুল দেখায় সরেস।

২২

আরো দুটো কথা বলি, ওহে ও প্রাণের সখে,
যে পুরুষ বিমুখ জায়ায়,
চিরজীবনের প্রিয়া,
তারে দূরে তেয়াগিয়া,—
(মণিরে ফণীর সম) লাম্পট্য-আশায়
লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে ভ্রমে ; কখনো তাহায়

২৩

দিও না কখন আর নিকটে আসিতে, সখে,
বিষ-সম ভাবিও তাহায় ;
তোমার নবীন প্রেম
কষিত অমল হেম,—
লম্পট, পুরুষ তাহে কলঙ্কের প্রায় !
গোরসে গোচনা,—বিষ মিশিবে সুধায় !

২৪

ভাল কথা মনে হ'ল ; মনে যেন রয়, সখে,
বিচ্ছেদ-অরাতি নিরদয়
প্রণয়ের পাছে পাছে
অলক্ষ্যে নিয়ত আছে,
ঘেঁসিতে দিও না কাছে, মনে যেন রয়।
প্রণয়ী ছাড়া হ'লে ঘটিবে সে ভয়।

২৫

যা কিছু বলিনু আমি, ভুল না, ভুল না, সখে,
সখা তুমি, তাই হে তোমায়
বলিনু এ ক'টি কথা ;
নতুবা কি মাথাব্যথা
পর-জনে বলিবারে ? কি লাভ তাহায় ?
অপরে পরের কথা কে রাখে কোথায় ?

২৬

শেষ কথা এইবার বলি বাঞ্ছনে, সখে,
আজ তুমি যাঁহার কৃপায়
লভিলে অমূল্য নিধি,
নিরবধি সেই বিধি
রাখুন নীরোগে সুখে তোমা দু'জনায়।
বিবাহের মুখ্য ফল ফলুক ত্বরায়।

কালের শৃঙ্গবাদন

১

"যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক, জাগুক, জগত-জন ;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক্ বাতাস ;
নীরবে থেক না—হয়ো না হতাশ ;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক, জাগুক, জগত-জন।"

২

এত বলি কাল করাল-বদনে
রাখিল সে শৃঙ্গ অতীব যতনে ;
বাজিয়া উঠিল গভীর নিক্বণে,
ছুটিল নিনাদ সমীর-মিলনে ;
পূরিল আকাশ, কাঁপিল ভূতল,
কাঁপিয়া উঠিল হিমাদ্রি অচল ;

কোটি কোটিবার প্রতিধ্বনি উঠে,
দিগ্‌দশ ব্যাপি চারি দিকে ছুটে ;
চমকিতচিত জগতবাসী।
কালের সে শৃঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর,
অযুত কুলিশ তাহার কিঙ্কর !
সহসা প্রলয়, হেন বোধ হয়,
জগতনিবাসী আকুলহৃদয় !
ভূধর সাগর উঠিল কাঁপিয়া,
তরু পড়ে ভুমে হৃদয় চাপিয়া ;
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাত হয় ;
আবার তরঙ্গ উঠে হয় লয় ;
অফেন সাগর সফেন হইল,
তুলারাশি যেন সলিলে ভাসিল ;
কেশরি-নিনাদে অপর কেশরী
উঠে লাফাইয়া হুহুঙ্কার করি ;
কালশৃঙ্গ-রবে গর্জ্জিল সাগর ;
তা সহ সমীর ছাড়ে ভীম স্বর ;
বুঝি রে প্রলয় জগতনাশী !

৩

প্রেমের আদার্শ বনের ভিতরে ;-
জড়িত লতিকা তরু-কলেবরে,
হায় রে, সে নাদে পৃথক্ হইল,
প্রণয়বন্ধন ছিঁড়িয়া পড়িল !
সোহাগিনী লতা ভূতলে গড়ায়,
বিরহে পাদপ শাখা আছড়ায়,
অবশেষে সেও পড়িল ভুমে !
তরুলতাভূষা কুসুম-নিকর
বৃন্তহীন হয়ে পড়ে ঝর ঝর ;
দস্যু-গরজনে গৃহস্থ যেমন
ভয়ে জড়সড়, লুকায় রতন !
স্তন্যপায়ী শিশু ছাড়ে স্তন্যপান,
ভয়েতে জননী ব্যাকুল পরাণ !
শয়িত দম্পতি সহসা জাগিল,
কুস্বপনে যেন সুনিদ্রা ভাঙ্গিল !
গ্রীবা বাঁকাইয়া দয়িত-গ্রীবায়
ছিল বিরহিণী প্রেম-প্রতীক্ষায়,
সহসা শুনিয়া কাল শৃঙ্গ-রব
বিহঙ্গ সহিত উড়িল ব্যোমে।

"যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক, জাগুক জগত-জন।
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক বাতাস ;
নীরবে থেকো না—হয়ো না হতাশ,
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক, জাগুক, জগত-জন।"

এত বলি কাল গভীর আওয়াজে
বাজাইল শৃঙ্গ, সুগভীর বাজে ;—
"জয় জয় কাল ! অসীম অক্ষয়,
অতুল ক্ষমতা তব বিশ্বময় ;
তুলনায় কেহ তব তুল্য নয়,
পরাক্রম তব বিশ্ব করে জয়।
কত আখণ্ডল, কত পঞ্চানন,
কত চতুর্ম্মুখ, কত নারায়ণ,
কত কত শশী কত কত ভানু,
কত গ্রহপতি, কতই কৃশানু,
অসংখ্য জগত, তারা অগণন,
অসংখ্য জলধি, ভূধর, কানন,
পশু পক্ষী কীট মানব-নিচয়
তোমার প্রতাপে হতেছে বিলয় !
তোমার প্রতাপে সকলি আবার
হতেছে সৃজিত কত শতবার ;
গড়িতে ভাঙ্গিতে—ভাঙ্গিতে গড়িতে
তব সম বল, কে আছে জগতে ?
কে ধরে ক্ষমতা তোমার মত ?
জগত কিরূপ আছিল প্রথমে,
এবে বা কিরূপ তব পরাক্রমে !
ছিল যেটি কা'ল নয়নরঞ্জন,
কেন আজ তারে দেখি না তেমন ?
ছিল যেটি কা'ল অতি কদাকার,
কেন আজ সেটি শোভার আধার ?
তব ইন্দ্রজালে এইরূপ হয়,
'চিরদিন কভু সমান না রয়।'
এই মহামন্ত্র কোথা শিখেছিলে ?
এই মহামন্ত্র কে তোমারে দিলে ?
এ মন্ত্র লভিলে ক'রে কি ব্রত ?

৬

"প্রাচীন মিসর গৌরব-আগার,
প্রাচীন পারস্য রতন-ভাণ্ডার,
পুরাতন রোম, গ্রীশ, বাবিলন
কি ছিল, হায় রে এবে বা কেমন !
শুধু আছে নাম, সে ভাব কোথায় ?
কেন হেন হ'ল ? কার ক্ষমতায় ?
তোমারি ক্ষমতা এই কথা কয়,
'চিরদিন কভু সমান না রয়।'
কালের ক্ষমতা অপ্রহিত।
সোনার ভারত পার্থিব অমরা
যশে গুণে ধনে পূরেছিল ধরা ;
চঞ্চলা কমলা অচলা হইয়া
ছিলা বিরাজিত, কমলে ভূষিয়া ;
অসংখ্য রসনা ধরা সসাগরা
'সোনার ভারত ভূতলে অমরা'
এ কথা নিয়ত সঘনে গাইত,
প্রতিধ্বনি উহা বহিয়া ধাইত ;
দেব-কল্লোলিনী তুলিয়া লহরী,
ইহাই গাইত সুছাঁদে বিবরি ;
প্রণয়িনী সহ বিহঙ্গের দল
কল-কণ্ঠে ইহা গাইত কেবল ;
শীকর-রসিত শীতল পবন
ইহাই গাইত ছাইয়া গগন ;
প্রভাতে—নিশীথে—গোধূলিসময়ে,
নব নব বেশে প্রকৃতি সাজিয়ে,
গাইত বাজায়ে যন্ত্র সপ্তস্বরা ;—
'সোনার ভারত ভূতলে অমরা ;
কে বল, ভূতলে ভারত মত ?'

৭

"ভারতের কবি, প্রকৃতি-পালিত,
বাজাইয়া বীণা বিপিনে গাইত ;
কবির কল্পনা, নন্দনকানন,
কবির কল্পনা অমর-ভুবন ;
স্বর্গ-মন্দাকিনী সুধা-প্রবাহিণী
কবির কল্পনা, অলীক কাহিনী,
দেব-কল্পতরু ; পারিজাত-ফুল ;
চির-সুখময় স্বরগ অতুল—
কবির কল্পনা ; নতুবা সে সবে
কে ভাবে প্রকৃত ? কে দেখেছে কবে ?
প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর, এস ভারত-মাঝারে ;
স্থির করি দেখ নয়নের তারা ;—
'সোনার ভারত মরতে অমরা।'
পবিত্র ভূধর দেব হিমালয়
তুষার-মণ্ডিত চিরশোভাময়,
পুণ্যতোয়ময়ী জাহ্নবী তটিনী,
পুণ্যতোয়ময়ী কলিন্দ-নন্দিনী
হিমাদ্রি-সম্ভূতা ভারতের হিয়া
অমৃতের ধারে শীতল করিয়া,
অবিরাম গতি—ধাইছে সাগরে ;
বাহু প্রসারিয়া সাগরো আদরে।
নটন-নিপুণ তরঙ্গ-নিকর
উঠিছে—পড়িছে—ধ্বনি তর-তর।
কুসুমিত বন, পাদপের শ্রেণী,
শাখায় শাখায় বিনাইয়া বেণী,
ডগায় ধরিয়া কুসুম-রতন ;
দেখ রে চাহিয়া, শোভিছে কেমন !
বীরত্বের ভূমি ভারত-ভবন,
ভারত-সন্তান বীরত্ব জীবন ;
স্বাধীনত্ব-রবি ভারত-গগনে,
দেখ রে চাহিয়া অযুত কিরণে
দশ দিশি সদা করিছে উজ্জ্বল,
প্রতিভাত তাহে আকাশ ভূতল,
আকাশের রবি কত তেজ ধরে ?
শত শত রবি এ রবি-গোচরে
মানে পরাজয়, ধরার পিছনে
লুকায় সলাজে লোহিত-বদনে।
প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর, এস ভারত-মাঝারে ;
স্থির করি দেখ নয়নের তারা ;—
'সোনার ভারত মরতে অমরা।'
কে বল, ভূতলে ভারত মত ?"
এই গীত গেয়ে, ক্ষণেকের তরে
নীরব সে শৃঙ্গ রাখিয়া অধরে,
বিরাম লভিলা অবিনাশী কাল,
পুন বাজাইলা—গভীর—ভয়াল ;—
(গর্জ্জিত জলদ যথা ক্ষণতরে
নীরবিয়া পুন ডাকে ভীম-স্বরে !)

"সোনার ভারত হয়েছে বিলয়,
এবে রে ভারত যমের নিরয় !
অবিনাশী কাল ! তোমার শকতি,
করেছে ইহার এ হেন দুর্গতি !
সে দিন যাহারে অনন্য যতনে
সাজাইয়াছিলে অতুল রতনে,
ভুবনের সুখ একীভূত ক'রে
রেখেছিলে যার হৃদয়-কন্দরে ;
দেব-তুলী ধরি হরষিত-চিতে,
রূপরাশি যার নিয়ত আঁকিতে,
তব কুট-চক্রে সে ভারতভূমি
এবে বা কিরূপে ঘুরিতেছে ভ্রমি !
অস্থিচর্ম্মসার তব পদাঘাতে,
অধীনতা-পাশ বাঁধা দুই হাতে।
অবিরল অশ্রু ঝরিছে নয়নে,
মলিনতা-মাখা অমল বদনে ;
তব অস্ত্রাঘাতে অক্ষত শরীর
বিক্ষত হয়েছে—বহিছে রুধির !
যে জাতির তেজে সমগ্র ভূতল
প্রতি লহমায় হইত চঞ্চল ;
সেই জাতি এবে শবের মতন
পড়িয়া ভূতলে করিছে লুণ্ঠন !
সেই এক দিন এ জাতির ছিল,
তোমার ভ্রূভঙ্গী তাহা ঘুচাইল,
উন্নত শিরস হয়েছে নত।"

৮

এত বলি কাল, ক্ষণেকের তরে,
কি জানি, কি স্মরি ব্যাকুল অন্তরে
নীরবিয়া, শৃঙ্গ পুনঃ বাজাইল,
এই ক'টি কথা আকাশ ছাইল ;—
"মা ভৈর্ম্মা ভৈঃ, ভারত দুখিনী,
পোহাইবে তব দুখের যামিনী ;
মা ভৈর্ম্মা ভৈঃ, ভারতবাসী !
কালচক্র ঘোর পরিবর্ত্তনীয়,
রবি শশী সম চিরগতিময় !
মা ভৈর্ম্মা ভৈঃ, আবার সুদিন
আসিবে ঘুরিয়া, হইবে বিলীন
প্রাণের যাতনা বিপদরাশি।"

শুক পক্ষী

ভাগ্যে আজি আসিলাম সুরধুনী-তীরে রে,
ওরে পাখী, তাই তোরে দেখিনু শাখায় ;
কি হেতু নীরব হ'লি ? গাও ফিরে ফিরে রে,
কেন ভয় ? ভালবাসি আমি যে তোমায় !
জুড়াতে তোমার গানে, কতবার এইখানে
আসিয়াছি, দেখিয়াছি শাখায় শাখায়,
কিন্তু, হায়, এক দিনো দেখিনি তোমায় !

২

আজি পাইয়াছি তোরে, বিহঙ্গ ভূষণ রে,
অমিয়-জিনিত গলে বারেক শুনাও
সেই গান, যেই গানে পূরাও গগন রে,
যেই গানে জগতের পিপাসা মিটাও।
কোনক্রমে ছাড়িব না, এক পাও নড়িব না,
গাও গান, না গাইলে মোর মাথা খাও,
শাখি-শাখে ব'সে, পাখী, একবার গাও !

৩

স্থলে জলে ধীরি ধীরি বহিছে পবন রে,
ঝুরু-ঝুরু রব হয় পাতায় পাতায় ;
কলরবে কল্লোলিনী করিছে গমন রে,
চঞ্চল লহরী-কোলে, লহরী খেলায় ;
নব-কিসলয়-কোলে বিকচ কুসুম দোলে ;
সমীর অধীর হয়ে চুমিয়া তাহায়,
উড়ায়ে সুরভিরাশি আকাশে ছড়ায়।

৪

অরুণবরণময় তরুণ অরুণ রে,
ওই ছাখ, উঁকি পাড়ে পূরব-গগনে ;
নয়ন-বিভায় তাঁর পল্লব তরুণ রে,
সবুজে লোহিতে শোভে নবীন বরণে ;
ডালপালা-ব্যবচ্ছেদে, পরিসর-ভেদাভেদে,
পড়িছে ভানুর কর জাহ্নবী-জীবনে ;
সে জানে এ শোভা, যেই দেখেছে নয়নে !

৫

এমন সুখের স্থলে—সুখের সময় রে,
যে আশা করিয়া আমি আসিয়াছি আজ ;
সে আশা পূরাও, পাখী, হয়ো না নিদয় রে !
পর-উপকার করা দয়ালুর কাজ !

বনের বিহঙ্গবর, ছাড়িয়া মধুর স্বর,
আশা তিরপিত কর, জুড়াও শ্রবণ,
তৃষা নাশ রস-ধারা করিয়া সিঞ্চন।

৬

বহু দিন মধুময় গান শুনি নাই রে,
তাই সে তোমার কাছে মিনতি আমার ;
নরের সাধিত কণ্ঠে, শুনিতে না চাই রে,
কৃত্রিম সঙ্গীত, গুণ কি আছে তাহার ?
স্বভাবের পাখী তুমি, তাই ভালবাসি আমি
শুনিতে তোমার গলে সুধার ঝঙ্কার,
গাও, রে গায়কবর, গাও একবার।

৭

পুরুষের কণ্ঠরব বিষ বোধ হয় রে,
আমারে লাগে না ভাল, আসিয়াছি তাই
শুনিতে তোমার, শুক, স্বর মধুময় রে ;
শুনাও,—শুনিয়া ফের ঘরে ফিরে যাই।
যদি পাখী, বল তুমি—'সঙ্গীতে ভারতভূমি
অদ্বিতীয়া ধরাতলে, তুলনাই নাই।'
বাস্তবিক ছিল আগে ;—এখন বড়াই!

৮

রমণীর কণ্ঠ, পাখী, জানি সুধাময় রে,
কিন্তু এবে কোন্ নারী সে সুধা বিলায় ?
খেমটা-বাই'র গলে—শুনে ঘৃণা হয় রে!
যদিও রমণী-কণ্ঠ—কে শুনিতে চায় ?
যে শুনিতে চায় চাক্, সে সুধা যে খায় খাক্,
আমি তা চাহি না, পাখী, তুমিই আমায়
শুনাও ; তোমারি গান মধুর শুনায়!

৯

এবে রে, বিহগবর, এ বঙ্গ-ভবনে রে,
ওই ছাখ্, ঘরে ঘরে বিবাহে, পূজায়,
খেমটা-বাই'রে লয়ে বঙ্গসুতগণে রে,
মাতিছে রসিত হয়ে সবিষ সুরায়!
মন খুলে লাল জলে, উঠিছে রমণী-গলে
গীতচ্ছটা! শ্রোতৃগণ সাবাসে তাহায়!
নরকে ভূতের দল পেতিনী নাচায়!

১০

ভারতের সে সুদিন ঘুচিয়া গিয়াছে রে,
পুরনারী গীত-ধারা বরষে না আর!
উত্তরা বিরাটসুতা এবে কেউ আছে রে,
শুনাতে বিশুদ্ধ গান ভারত-মাঝার ?
বারনারী গায় গান, লম্পটেরা ধরে তান,
মদিরার গন্ধ উঠে!—উঠে রে উদ্গার!
ভারত ডুবেছে এবে নরক-মাঝার!

১১

তাই রে বিহগ, তোর মনভোলা গান রে,
শুনিতে এসেছি আজ ত্যজিয়া ভবন ;
গাও সুখে একবার, জুড়াক্ পরাণ রে,
মিটুক্ বাসনা—সুখী হউক শ্রবণ!
বালমীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ—যত কবিগণ
গেয়ে গেছে কত গীত জগতমোহন!

১২

তার পর জয়দেব কবিতাকাননে রে
'রাধাকৃষ্ণ' বুলি—চিরমিশ্রিত সুধায়।
ঢুলি ঢুলি ঢেলেছেন বঙ্গের শ্রবণে রে,
নিদাঘতৃষিত কণ্ঠে অমৃতের প্রায়।
বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, কাশীদাস, কৃত্তিবাস,
ভারত, মুকুন্দরাম, প্রসাদ *, ঈশ্বর
গাইলেন কত গীত বঙ্গের ভিতর।

১৩

আর এক পাখী, পাখী, কি কব তোমায় রে,
সে পাখীর নাম ছিল শ্রীমধুসূদন ;
ডুবায়ে গিয়াছে বঙ্গ অক্ষয় সুধায় রে,
সে সুধায় বসুধায় সুখী যত জন ;
কি যে মধুরিম গান, কি যে মধুরিম তান
ছাড়িত সে কলকণ্ঠী, হবে কি তেমন ?
সে পাখী গিয়াছে উড়ি ছাড়িয়া কানন!

১৪

সেই পাখী—শেষ পাখী বঙ্গের কাননে রে,
গাইতে গাইতে গান পালাল যে দিন,
সে দিন হইতে সুধা পশে না শ্রবণে রে,
তেজাল বাসনা মোর হয়েছে মলিন!
আধুনিক কবি যারা ছাতারে, বায়স তারা,
নীরস কর্কশ রবে গায় প্রতিদিন!
শ্রুতিমূলে বাজে হেন তন্ত্রহীন বীণ!

১৫

এসেছি সে হেতু তোর গান শুনিবারে রে,
তোমারি মধুর গান শ্রবণরঞ্জন!

* রামপ্রসাদ সেন।

কেন দেরি, ওরে পাখী ? সুমধুর ধারে রে
নীরস মানসে রস কর বরিষণ।
প্রেয়সী-বিরহে কেহ, ত্যজিয়া সংসার-গেহ,
আসিয়া তোমার কাছে করে আকিঞ্চন
শুনিতে তোমার গান ভুবনমোহন!

১৬

জুড়াও তাহারে তুমি সুধা-বরিষণে রে,
নিদাঘে নীরস বৃক্ষে যেন জলধর
মধুর শীতলতর সলিল সিঞ্চনে রে,
নবীন পল্লবময় করে কলেবর।
যতক্ষণ তুই তা'রে ভিজাস্, সঙ্গীতধারে,
বিরহ-যাতনা তার হয় রে অন্তর ;
দুখের জগতে তুই সুখের আকর।

১৭

কিন্তু, পাখী, বিরহের যাতনা কেমন রে,
(প্রেয়সী-বিরহ !) আজো জানি না তাহায় !
বিরহ-শান্তির গানে নাহি প্রয়োজন রে ;
যার যা বাসনা যায় - তারেই সে চায়।
অতএব সে আশায়, এসেছি, পূরাও তায়
সঙ্গীত-মাধুরী ঢালি ; মিনতি তোমায়,
তুমি বই সে সঙ্গীত কে আর শুনায় ?

১৮

জগতে স্বাধীন জীব তুমি, শুকবর রে,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও ;
সেই গান ভালবাসে আমার অন্তর রে,
বারেক সে গান গেয়ে হৃদয় জুড়াও।
সে গান তুমি না হ'লে, ভাল লাগে কার গলে ?
তাই বলি বন-মণি, একবার চাও,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও।

১৯

ভারত এখন, পাখী, পরের অধীনী রে,
অধীনী মায়ের কোলে, ওরে শুকবর,
অধীনো আমরা ! ওই দুখ-নিশীথিনী রে
করেছে আঁধার, হায়, হৃদয়-অম্বর !
দেখ, পাখী, পলে পলে, নয়ন ভাসিছে জলে,
অধীনতা-হলাহলে অন্তর কাতর !
বড় দুখী, পাখী, মোরা জগত-ভিতর !

২০

আমাদের প্রতি বিধি বড়ই নিদয় রে,
পরের পাদুকা তাই শির পাতি বই !
পর-পদাঘাতে চূর্ণ হয়েছে হৃদয় রে,
না পারি সহিতে, তবু ম'রে ম'রে সই !
খেতে, শুতে, দিনে রেতে, বিষম যাতনা পেতে,
আমাদের মত জাতি এ জগতে কই ?
সবাই স্বাধান, সুখী ;—আমরাই নই।

২১

এ ভারত এক দিন, বিহঙ্গ-রতন রে,
ভূতলে স্বরগ ছিল ; কে ছিল তেমন ?
পশ্চিমে দক্ষিণে পূর্ব্বে জলধি-বেষ্টন রে,
উত্তরেতে হিমালয় ভূধর-রাজন ;
বাঁধা ছিল আট ঘাট, দুই দিকে দুই ঘাট,
শত্রুবল-অবরোধী প্রাচীর মতন,
তিন ধারে জলধির পরিখা-বেষ্টন।

২২

যমুনা জাহ্নবী আদি তটিনী-নিচয় রে,
রজত-জিনিত হার ভারত-গলায় ;
সুবিশাল দেহখানি মণি-খনিময় রে,
কবরী শোভিত নব লতিকা-মালায় ;
সুবাস কুসুম-বাস, পূর্ণেন্দু মধুর হাস,
পরাজিত সর্ব্বদেশ ভারত-বিভায় ;
শশাঙ্ক খদ্যোতভাতি যেমতি নিভায়।

২৩

হায়, রে বিহঙ্গবর, বিধি-বিড়ম্বনে রে,
ভারতের সে মূরতি মলিন হয়েছে !
নিয়ত পীড়িতা হয়ে বিজাতি-শাসনে রে
সে রূপ ঘুচিয়া গিয়া কঙ্কাল রয়েছে !
আজিও সাগর নাচে, আজো ফুল ফুটে গাছে,
আজিও হিমাদ্রি বটে উন্নত রয়েছে ;
কিন্তু সে অমর-ভাব ঘুচিয়ে গিয়েছে !

২৪

আজিও ধাইছে ঐ জাহ্নবী যমুনা রে,
দুলায়ে লহরীমালা অস্ফুট বাদনে ;
আজিও লতিকাকুল কুসুম-ভূষণা রে ;
আজিও আকর পূর্ণ বিবিধ রতনে ;
কিন্তু রে তেমনতর, হৃদয়-শীতল-কর,
দৈবভাব নাহি আর ভারত-ভবনে !
'অধীনতা' গ্রাসিয়াছে করাল-বদনে !

২৫

মধুর পূর্ণিমা-রেতে জলদ উদয় রে,
কিম্বা চির-অমানিশি হয়েছে বিস্তার ;

১৪

বাঙ্গালী হৃদয়ে যে দুখ-অনল
জ্বলে দিবানিশি প্রবল হয়ে ;
নিবাবে তাহারে সেই স্রোতোজল
প্রতি লোমকূপে বাহিত হয়ে।
নিবিবে আগুন, জুড়াবে হৃদয়,
শীতল হইবে তাপিত মন ;
মূর্তিমতী শান্তি হইবে উদয়,
সেই স্রোতোজলে ধুয়ে চরণ।

১৫

দেখিব সে দিন বাঙ্গালীর যশ
গাহিবে সকলে পুরি দিগ্দশ ;
দেখিব সে দিন বঙ্গের তমস
হইবে বিলীন ; সুখ-তামরস
ফুটিবে সে দিন এ বঙ্গ-সরে ;
সেই দিন, বিধি, আমরা তোমারে
'আমাদের বিধি' কব বারে বারে ;
সেই দিন সবে মানসে জানিব
'বিধি দয়াময়' ; অবশ্য মানিব
বিধাতার দয়া বাঙ্গালী'পরে !

প্রতিধ্বনি

১

কে লো অয়ি বিজনবাসিনি ?
যে কথাটি কহি আমি, সে কথাটি কেন তুমি,
জড়িত ভাষায় কও, জড়িতভাষিণি ?
কে লো অয়ি বিজনবাসিনি ?

২

বিশেষ বিনতি করি, সমীরণ-সহচরি,
কহ তুমি, শূন্যময়ি, কহ লো আমায়,
তৃপ্ত কর কুতূহল, ত্যজি জন-কোলাহল,
বিরলে বিহর তুমি, কিসের আশায় ?
যেখানে কেহই নাই, সেখানে তোমায় পাই,
বিশাল শ্মশান-গৃহে, ভূধর-গুহায়
সদাই তোমার, ধনি, ধ্বনি শোনা যায় !

৩

সরল বাঁশরী করে, সরল সরল স্বরে
সরল কৃষকযুবা সরল অন্তরে
অই যে বিটপিমূলে, কি গাহিছে মন খুলে,
তুমি সে মধুর ধ্বনি ধ্বনিছ সাদরে।
বিহগী বিহগ সনে, কূজিছে সানন্দমনে,
গাহিছে প্রেমের গান গাছের উপরে ;
ধ্বনিছ সে ধ্বনি, তুমি হরিষ অন্তরে !

৪

বল, লো পবন-প্রাণা, বল বল, সুবচনা,
যদিও বদন তব দেখিনি নয়নে,
কিন্তু যে নিয়ত শুনি, যে কথাটি কও তুমি,
পরের কথায় কথা তোমার বদনে।
পরের প্রত্যাশী হয়ে, পরকথা কয়ে কয়ে,
কেন লো অলক্ষ্যে ভ্রম ? ভেবে দেখ মনে,
কোথায় গৌরব পর-প্রত্যাশি-জীবনে ?

৫

পরের উপরে ভর, করে লো সামান্য নর,
অমরকামিনী তুমি, তুমিও কেমন ?
না না, তা কি কভু হয় ? তোমার রসনা কয়
যে ভাবে পরের কথা—নিঃস্বার্থ বচন।
অহৃদয় নীচমনা এ জগতে যত জনা,
বিদ্রূপকারিণী তোমা কহে অনুক্ষণ,
আমি তা নারিব মুখে আনিতে কখন।

৬

পরের দুখেতে দুখী, পরের সুখেতে সুখী,
তুমি লো অমরবালা, এ বিজন স্থলে।
কাঁদি যদি, কাঁদ তুমি, হাসি যদি, হাস তুমি,
গাই যদি, গাও তুমি মজি কুতূহলে।
নাহিক তোমার কায়া, নাহিক তোমার ছায়া,
কেবল বচনসুধা বদনকমলে ;
বচনরূপিণী তুমি এ মহীমণ্ডলে।

৭

আকাশবাণীর মত, শূন্য হ'তে কতমত
ভাঙা ভাঙা কথা কও, গভীরনাদিনি !
বড় আশা মনে মনে, কহ কহ, সুবদনে,
কে তুমি আকাশে ফির, আকাশনন্দিনি ?
কতবার কত লোকে পড়ি নানা দুখ-শোকে,
বিজনে আসিয়া কাঁদি ভাসায় মেদিনী,
আশ্বাস তাহারে তুমি, আশ্বাসবাদিনি !

৮

জানিনু তোমায় আমি, প্রতিধ্বনি নামে তুমি,
একাকিনী, কিন্তু হয়ে কথকসঙ্গিনী,

মনোমত যেই স্থান, কর তথা অবস্থান
অলক্ষ্যে, অথচ হয়ে পবনবাহিনী।
ভাল, আজি ভাল হ'ল, ঘন ঘন বল বল,
যেই কথা বলি আমি, দুখের কাহিনী,
মোর সনে সেই কথা কহ, সুনাদিনি!

৯

কি কথা কহিব আর, কিবা আছে কহিবার?
আনন্দের কথা মোর কিছুই ত নাই!
কাঁদিবার কথা আছে, তাহাই তোমার কাছে,
অশ্রুপাত সহকারে আজি কয়ে যাই।
এমনি দারুণ কথা, কহিতে দারুণ ব্যথা,
হৃদয়ের অন্তস্তলে যদিও লো পাই,
তবুও তোমার কাছে আজি কয়ে যাই।—

১০

মহাপাপী সাবুদ্দীন, রাহু-গ্রাসে যেই দিন,
ভারতের সুখশশী, অন্যায় সমরে,
গরাসিল চির তরে; ভারত সে দিন ধ'রে,
স্বর্গচ্যুত হয়ে মগ্ন নরক-ভিতরে!
যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি আশাম্বর,
একটি নক্ষত্র ছিল দুরদুরান্তরে,
পলাশীতে তাও মগ্ন চিরকাল তরে!

১১

প্রতিধ্বনি অমনি তখনি,
আমার হৃদয়-ব্যথা, মিলিত দুখের কথা
(নরজীবনের হায়, বিষাদের খনি!)
কহিলেক জড়িতভাষিণী;—

১২

'মহাপাপী সাবুদ্দীন রাহু-গ্রাসে যেই দিন
ভারতের সুখশশী, অন্যায় সমরে
গরাসিল চির তরে; ভারত সে দিন ধ'রে
স্বর্গচ্যুত হয়ে মগ্ন নরক-ভিতরে!
যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি আশাম্বর,
একটি নক্ষত্র ছিল দুরদুরান্তরে,
পলাশীতে তাও মগ্ন চিরকাল-তরে!'

নিয়তি

হায় রে!
নিয়তির বল কার্য্যে অবিচল;
আজ নয় কাল ফলিবেই ফল।
কে তারে নিবারে? কাহার শকতি
ফিরাইতে পারে নিয়তির গতি?
ধন্য রে নিয়তি! শকতি তোমার;
তুমি বিশ্বমাঝে শক্তি-মূলাধার!
ওই যে প্রচণ্ড দীপ্ত দিবাকর,
—অগ্নিময়ী মূর্ত্তি, তেজ ভয়ঙ্কর!—
রাহুরূপে তারে ক্ষণে কর গ্রাস;
ক্ষণে পুনঃ ছাড়ি প্রবল নিশ্বাস,
নির্ব্বাত জগতে সিংহনাদ ছাড়ি
সাগরে আছাড় পাদপ উপাড়ি;
নিমিষে অনাসে কত কি বিনাশ,
অট্ট অট্ট হাসি—বিভ্রম বিলাস!—
বাজায়ে বগল দাও রসাতলে
স্বরগ মেদিনী; করাল কবলে
ধ'রে ধ'রে গিল বিশ্ব কোটি কোটি;
কত বিশ্ব ভাঙ্গ উলটি পালটি!
লোল-রসনা, করালবদনা,
অশনি-গঠিত-অটুট-রদনা,
ঘোর উন্মাদিনি, গম্ভীর-নাদিনি,
ভয়ঙ্করীরূপা সর্ব্ব-উৎসাদিনি,
রুধিরপায়িনি, সমররঙ্গিণি,
সর্ব্বসংহারিণি, চির-উলঙ্গিনি,
রণ-রঙ্গ-ভূমে প্রবেশ যখন,
ঘটাও তখন কি যে কুঘটন—
এক একবার বিকট হাসিয়া
থমকে ঠমকে দমকে নাচিয়া
বিনাশ অযুত অযুত মানবে;
পিয়ি রক্তধারা গর্জ্জ ভীম রবে!
কি যে বিভীষণ সে দৃশ্য তখন,
অনন্তও নারে করিতে বর্ণন।
কত পদাতিক, কত সেনাপতি,
কত হাতী ঘোড়া, কত নরপতি
তিরপিতে তব রুধির-পিপাসা,
অস্ত্রে অস্ত্রে ছাড়ে জীবনের আশা!
অয়ি রে নিয়তি! বল বল বল,
জীবনের ব্রত এই কি কেবল?
না না না, তা নয়, ব্রত উদ্যাপন
কর শেষে নাশি অসংখ্য জীবন।
প্রবেশ করিয়া শান্তিময় স্থানে,
বিকট-বদনে আরক্ত-নয়নে

মহামারীরূপে বলি 'মার মার'
কোটি কোটি জীবে কর রে সংহার
দয়ারে ঠেলিয়া বাম-পদাঘাতে,
নিষ্ঠুরতা সহ খড়্গ লয়ে হাতে,
ছিন্নভিন্ন কর জনপদ গ্রাম,
নষ্ট কর কত মূরতি সুঠাম!
হুহুঙ্কারে তব উঠে হাহাকার,
তরঙ্গিত হয় শান্ত পারাবার;
'পালা রে—পালা রে' শব্দ চারি ধারে,
'গেল রে সকলি গেল ছাবখারে!'
কত পিতা মাতা স্নেহের আধার,
প্রাণাহুতি দেয় কবলে তোমার!
বালক বালিকা—কে করে গণন?—
ও তোর কবলে বিসর্জ্জে জীবন!
নবীন প্রণয়-অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া
কত দম্পতিরে ফেলিস্ গিলিয়া!
হৃদয়-কবাট ও তোর দাপটে
কত ক্ষণ থাকে?—ফটাফট্ ফাটে!
নিশিত দশনে পেষিত হইয়া,
অস্থি রাশি রাশি যায় গুঁড়াইয়া।
শনির দৃষ্টিতে যেইমাত্র চাস,
দেহ হ'তে কত মস্তক উড়াস্!
লোকে লোকারণ্য বিশাল নগর
তোর দৃষ্টিপাতে হয় জরজর,—
জনপ্রাণিশূন্য মরুভূমি প্রায়
তোর নেত্রানলে দগ্ধ হয়ে যায়!
অয়ি রে নিদয়ে! ব্রত উদ্‌যাপন
এতেই কি তোর হয় সমাপন?
কথনই নয়—কথনই নয়,—
অকূল সাগরে ঝটিকা-সময়
উগ্রচণ্ডা-বেশে, অট্ট অট্ট হেসে,
উন্মত্তার মত এলায়িত কেশে,
অসংখ্য তরণী ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
পাকসাটে দিস্ সলিলে ডুবায়ে;
শত শত প্রাণী জলে ডুবে মরে!
সহায়-বিহীন, কেবা খোঁজ করে?
অয়ি রে নিদয়ে! ব্রত উদ্‌যাপন
এতেই কি তোর হয় সমাপন?
কথনই নয়—কথনই নয়,—
ও তোর পাষাণ-কঠিন হৃদয়
জিঘাংসা আচারে দ্রবে কি কখন?
রক্তে অসি-ধার হয় কি নরম?
অয়ি রে পিশাচি!—রাক্ষসি!—ডাকিনি
পাপবৃত্তিময়ি!—ক্রূরা!—মায়াবিনি!
পাপফলপ্রদ ব্রত উদ্‌যাপন।
করে পুণ্যফল লভিতে মনন?
কোন্ শাস্ত্রে লেখে?—কোন্ বিজ্ঞ বলে
পাপময় কাজে পুণ্যফল ফলে?
কোন্ পুরোহিত এ প্রবৃত্তি তোরে
দিয়েছে, নির্দ্দয়ে, বল্ সত্য ক'রে?
আসুরিক মন্ত্রে—আসুরিক ব্রতে,
রে নিয়তি! ব্রতী হইলি কিমতে?
তোর ধর্ম্ম দেখে ঘৃণা মনে হয়,
তোর কর্ম্ম দেখে ক্রোধে হৃদি দয়!
রে সর্ব্বনাশিনি! ধর্ম্ম-ভয় ছেড়ে,
অধর্ম্মের পথে ধাস্ তেড়ে তেড়ে।—
সর্ব্বনাশ-মন্ত্রে ব্রত উদ্‌যাপন
করিতে কে তোরে করিল সৃজন?
এত ক'রে তোর পুরে না বাসনা?
এত ক'রে তোর রসে না রসনা?
দেখ রে পিশাচি! দেখ রে নয়নে,
যদি দৃষ্টি থাকে—থাকিবে না কেনে?
অন্ধ যদি তুই হতিস্ পামরি!
শান্তি বিরাজিত দিবস-শর্ব্বরী।
দেখ, নিশাচরি! দেখ একবার
শোচনীয় দৃশ্য সমুখে আমার;—
'সোনার ভারত' ভস্মে পরিণত!
সৌভাগ্য-তপন চির-অস্তগত!
করুণা, মমতা ধর্ম্ম-ভয় ভুলি,
সমুদ্যতা দিতে ভারতেরে বলি?
রমণী হইয়া রমণীর প্রতি
এত অত্যাচার? ধিক্ রে নিয়তি!
সরোবর-জলে দিবাকরকরে
বিকচ নলিনী আসব অধরে,
সমীরণভরে হাসিয়া হাসিয়া,
হেলিয়া দুলিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া,
আপন মনেতে আপনা আপনি
সুখী হতেছিল; তুই রে অমনি
প্রকাশিয়া বল, ছিঁড়ি সে কমলে
ফেলিলি আছাড়ি দৃঢ় শিলাতলে!

শুকায়ে গিয়েছে, মলিন হয়েছে,
আসব-সুরভি-সুষমা গিয়েছে !
কি বিচারে তুই ছিঁড়িলি কমল,
বল, রে নিয়তি, বল্ মোরে বল্ ?
নিয়তি রে, ওরে স্বার্থপরায়ণা,
বল্ বল্, তোর এ কি বিবেচনা,—
কামিনীকুলের কলঙ্ককারিণি,
বল্ একবার বল্, মায়াবিনি,
'রমণীহৃদয় দয়ামায়াময়'
সকলেই কয় ; ও তোর হৃদয়
কেন হেন নয় ? কেন লৌহ সম ?
নিয়তি-হৃদয় এত নিরমম ?
দেববালা হয়ে রাক্ষসীর মত
সর্ব্বনাশ-ব্রতে হইলি নিরত ?
কেন তোরে বিধি অমরতা দিল ?
নশ্বরের মত কেন না সৃজিল ?
তোর গ্রাসে হয় সকলি বিনাশ,
কিন্তু, নিশাচরি, তোরে করে গ্রাস—
কেউ কি এমনো কোনখানে নাই ?
তোর মৃত্যু বিধি কেন লিখে নাই ?
অনার্য্য-পরশে আর্য্য-নিকেতন
তোরি তরে হ'ল নরকে পতন !

(প্রথম গীত)

[মেঘনাদের উক্তি]

খাম্বাজ—চৌতাল।

(আস্থায়ী)

কনক-ভূষণ-ভূষিত সুন্দর
লঙ্কাপুর সুর-মনোহর ;
হায় রে, তারে হীনবল নর
মরুভূ করিছে বানর সঙ্গে !

(অন্তরা)

এখনি যাইয়ে সমরে পশিব,
অচিরে বানর নর নাশিব ;
কেশরী হয়ে কি শৃগালে ডরিব ?
রাক্ষসবল নাহি কি অঙ্গে ?

(সঞ্চারী)

রক্ষঃকুলক্ষয় রমণীর তরে,
ছি ছি, তবে আমি এখনো কি ক'রে,
ভ্রমি উপবনে বামা-কর ধ'রে,
মজিয়ে মাতিয়ে প্রণয়রঙ্গে !

(আভোগ)

এক নারী হ'তে শত শত নারী
পতিসুতশোকে ফেলে আঁখিবারি,
হায় ! আমি তায় কিছু না বিচারি,
রমণীরি সনে পূজি অনঙ্গে !

(সঞ্চারী)

এখনি ত্যজিয়ে রমণীসঙ্গ,
এখনি ভুলিয়ে প্রণয়রঙ্গ,
এখনি ঢাকিয়ে কবচে অঙ্গ,
পশিব সমরে চড়ি তুরঙ্গে।

(আভোগ)

ত্রিভুবন কাঁপে হুঙ্কারে যার,
মানব কি ছার নিকটে তার ?
নিমিষে কাটিয়ে শির সবার,
ভাসাব জলধি-নীল-তরঙ্গে।

(দ্বিতীয় গীত)

[কন্দর্পের প্রতি ভগবতী]

সুরঠ-খাম্বাজ—একতালা।

(আস্থায়ী)

কেন রতিপতি, এত ভীতমতি, ছাড় আশুগতি
কুসুমবাণ।
কর মোরে প্রীত, কর সুর-হিত, ভাঙ্গ আশুগতি
শিবের ধ্যান।

(অন্তরা)

যোগেশের যোগ ভাঙি একবার,
ভস্মীভূত বটে হয়েছিল, মার !
এবে আমি আছি, সে ভয়ে তোমার
ব্যাকুল করিতে হবে না প্রাণ।

* দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক 'কলেজ রিইয়ুনিয়ন্' উপলক্ষে 'ট্যাব্‌লিউ ভিবা' অর্থাৎ সজীব প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শনাভিনয়ে গীত হইয়াছিল।

(সঞ্চারী)

যেই পঞ্চবাণে ভুবন কাঁপাও,
সেই পঞ্চবাণ চাপেতে চাপাও,
পঞ্চদশ আঁখি পঞ্চমুখ হরে
জাগাও, অভয় করি রে দান ;—

(আভোগ)

আদেশে আমার ঋতুরাজ হাসে ;
মলয়সমীর বহে চারি পাশে ;
কোকিল-কোকিলা কুহুকুহু ভাষে ;
এই বেলা দাও ধনুকে টান।

(তৃতীয় গীত)

[সরমার ক্রোড়ে সীতা মূৰ্চ্ছিতা]

(কবি-উক্তি)

সুরঠ—আড়াঠেকা।

(আস্থায়ী)

রক্ষপুর-পঙ্ক-সরে মলিনী হেমনলিনী।
রাহুগ্রস্ত শশী সীতা সরমাকোলশায়িনী॥

(অন্তরা)

হারাইয়ে পতিধন,
আজি সতী অচেতন ;
মুদিয়ে যুগল আঁখি,
নীরব বীণানাদিনা !

(সঞ্চারী)

শুকায়ে গিয়াছে কায়,
চিকুর লুটিছে পায়,
নিশ্বাস মৃদুল বয়,
হায় রে কপাল !

(আভোগ)

মুদিত নয়ন দিয়ে
অশ্রু যায় প্রবাহিয়ে ;
ধুক্ ধুক্ করে হিয়ে ;
মূৰ্চ্ছিতা রাম-মোহিনী।

(চতুর্থ গীত)

[লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ]

(কবি-উক্তি)

পরজ—ঝাঁপতাল।

(আস্থায়ী)

সুরপতি ইন্দ্র ভীত যার বলে
হুঙ্কারে যার ধরা থরহরি টলে।

(অন্তরা)

যাহার নিশিত শর
ছিন্ন করে চরাচর,
আজই সেই বীরবর
মরে রে অকালে !

(সঞ্চারী)

প্রাণাধিকা প্রিয়তমা,
বামাকুলে নিরুপমা,
প্রমীলা বিধবা হ'ল
কুভাগ্যফলে ;—

(আভোগ)

হায়, এ কি কুঘটনা,
বিধির কি বিড়ম্বনা ;
রক্ষোবধূ অনাথিনী,
ভাসে অক্ষিজলে !

(সঞ্চারী)

যত-দিন আয়ু যার,
কে তারে করে সংহার ?
কিন্তু তৃণাঘাতে মরে
সময় হ'লে ;—

(আভোগ)

প্রমাণ তার, দেখ রে,
বালক লক্ষ্মণ-করে
"লঙ্কার পঙ্কজ-রবি
গেলা অস্তাচলে।"

খুল্লনা *

স্থান—অরণ্য।

সময়—বসন্ত-প্রভাত।

১

(ঊৰ্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)

পোড়া বিধি রে !
পাষাণ সমান ক'রে, কেন মোরে নারী ক'রে
সৃজিলি জগতীতলে, কি বাসনা করিয়ে ?

---

* ইনি ধনপতি সদাগরের স্ত্রী ও শ্রীমন্ত সদাগরের মাতা। কবিকঙ্কণ-কৃত চণ্ডী মহাকাব্য দ্রষ্টব্য। মহাকবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি প্রকৃত কাব্যরসামোদীদিগের নিকট বঙ্গদেশের সেক্ষপীর (Shakespeare).

গড়িবারে পার ব'লে, তারি পরিচয় দিলে,
অভাগিনী খুল্লনারে কাঁদাবারে স্থজিয়ে ?
হায়, রে নিদয় বিধি, এই মনে ছিল যদি,
কেন তবে সেই কালে—স্থজনের সময়ে
আঁকিয়ে লেখনী-ডোর, লিখনি কপালে মোর
'অকালমরণ', ওরে, নিরদয় হৃদয়ে ?
তা হ'লে যতেক দুখ কবে যেত ফুরায়ে !
আছে তোর ভাল শেখা, অকালমরণ-লেখা,
নবজাত কত শিশু ভূমিষ্ঠের সময়ে,
গর্ভ ছাড়ি মাটী ছুঁয়ে, ক্ষণে বিশ্ব পানে চেয়ে,
দেহ রাখি চলি যায়, জননীরে কাঁদায়ে !
যথা প্রতিপদ-শশী, অতি ক্ষীণতর হাসি,
ক্ষণেক হাসিয়ে, হায়, পুনঃ যায় মিশায়ে,
বিশাল ধরণীতল অন্ধকারে ডুবায়ে !

২

পোড়া বিধি রে !
কেন তবে শিশুকালে, চরণ চাপায়ে গলে,
বিনাশ কর নি মোরে ? ঘুচে যেত যাতনা।
নারীজনমের জালা, করিত না ঝালাপালা,
প্রতিক্ষণে হা-হুতাশ করিতেও হ'ত না।
পোড়া বক্ষ প্রতি পলে, ভাসিত না অক্ষিজলে,
ভাবাত কি মোরে আর ফলহীনা বাসনা ?
বিজনে বসায়ে মোরে, বৃথায় ব্যাকুল স্বরে,
কাঁদিত কি বিনাইয়ে রসহীনা রসনা ?
ঘুচে যেত সতীনের দুর্ব্বচনবেদনা।
সপত্নীগঞ্জনা হ'তে, কিবা আছে এ জগতে,
ঘোর কালকূটময় ওরে বিধি বল না ?
কালভুজঙ্গীর মত, দংশিবারে অবিরত,
অভাগীরে, করে তোর স্থষ্ট হ'ল লহনা ?
তাই বলি, শিশুকালে, চরণ চাপায়ে গলে,
কেন মোরে বধ নাই ? ঘুচে যেত যন্ত্রণা ;
সতীনের জ্বালা হ'তে প্রাণ পেত খুল্লনা।

৩

পোড়া বিধি রে !
ক্ষুধিতা বাঘিনী যথা, বিষমাখা যার কথা,
অনায়াসে তুমি যথা অরপিলে আমারে !
গাঁ গাঁ ক'রে কথা কয়, শুনে প্রাণে লাগে ভয়,
সরলা হরিণী আমি বাঘিনীর দুয়ারে।
উঠিতে বসিতে মোরে, কতই পীড়ন করে,
নিজে দোষ করি, মোরে বিনা দোষে প্রহারে।
কে আছে ? কহিব কারে ? প্রাণনাথ দেশান্তরে,
অভাগীর দুখ-কথা কে কহিবে তাঁহারে ?
পতি বই 'নিজ বলি' কে ভাবিবে আমারে ?
ওরে নিরদয় বিধি, হৃদয়েশ যে অবধি,
প্রবাসে গেছেন চলি, সে অবধি কাহারে।
আমার সদয় হ'তে, দেখি নাই এ এজতে,
তুমিও বিষম শত্রু মহীতল-মাঝারে।
তাই বলি অবিরত, শত্রু হয়ে শত্রুমত,
দেখায়ে ব্যভার, বধ এ দুখিনী বালারে ;
সরলা হরিণী আমি বাঘিনীর দুয়ারে !

৪

পোড়া বিধি রে !
তোরি কুবিচারে হায়, এবে আমি অসহায়,
একা কাঁদি ঘোর বনে কাঙ্গালিনা মতন !
এমনি বিচার তোর, ধনপতি পতি মোর,
আমি কিন্তু ভিখারিণী, সার মাত্র রোদন !
মুহূর্ত্তেকে পতি যার, দান করে ধনভার,
আজি রে রমণী তাঁর নাহি পায় অশন !
রে নির্দ্দয়, দেখ চেয়ে, কত দিন নাহি খেয়ে,
শরীর অবশ, হায়, নাহি চলে চরণ !
বাঁচি রে এখনি, যদি দেখা দেয় মরণ !
বেদে না কি আছে লেখা ;— বিধাতাই অন্নদাতা,
বিধাতার অন্নজলে বাঁচে এই ভুবন ?
এ যদি রে সত্য হয়, তবে সে ত বেদ নয়,
অবিলম্বে ছিঁড়ে তারে জলে কর ক্ষেপণ !
হিন্দু বটি কিন্তু তবু, সে বেদ না মানি কভু,
কসাই বিধির গুণ সে বেদের জীবন !
এখনি অনল-মুখে কর তারে অর্পণ।

৫

পোড়া বিধি রে !
তুই বড় পক্ষপাতী, কারে তুষ দিবারাতি,
চিরকাল কারে কর দুখার্ণবে মগন ;
কারে দাও সিংহাসন, কারো ভাগ্যে নির্ব্বাসন,
কেহ শোয় স্বর্ণখাটে, ভূমে কারো শয়ন !
ক্ষীর ছানা কারো পাতে, কেহ মরে শুষ্ক ভাতে,
কেহ কারো কাঁধে চড়ে, কেহ করে বহন !
কেহ কথা কয় সুখে, কেহ রে বিষণ্ণ-মুখে,
দিবানিশি অশ্রুজলে ভূমে করে লুণ্ঠন !
তুমিই বেদের বিধি দুঃখ-শোক-ভঞ্জন !

তুমিই বেদের বিধি, সর্ব্ববাদিমতে যদি,
আমারে নির্দ্দয় কেন ? আছে কি কারণ ?
কি কারণ ?—কিছু নাই, দিবানিশি ভাবি তাই,
হায় পোড়া বিধি, তোর এ বিচার কেমন ?
অবলা সরলা আমি, না জানি ব্যতীত স্বামী,
পতির চরণযুগ সদা করি চিন্তন।
এই কি আমার দোষ—কপালের লিখন ?

৬

এ যদি রে দোষ হয়, নারী ধর্ম্ম কারে কয় ?
পুণ্যকর্ম্ম কারে বলে, বল দেখি আমারে ?
নূতন বিবাহ হ'ল, দিনেক না সুখে গেল ;
প্রবাসী হ'লেন পতি ; আমি ভাসি পাথারে !
সতিনী বিষম অরি, তার অত্যাচারে মরি ;
এই কি আমার দোষ, তব বিচারে ?
বিধাতা, কর না রোষ, এই যদি মম দোষ,
কে বল, কহিবে তবে দোষশূন্য তোমারে ?
দোষের আকর তুমি এ বিশ্বের মাঝারে !
তুই রে পরম দোষী, তুই ত আঁতুড়ে পশি,
কপালে লিখিলি দুঃখ, কি জানি কি বিচারে !
তাই বলি, মোর মতে, সুবিশাল ত্রিজগতে,
কে বল, কহিবে তবে দোষশূন্য তোমারে ?
য'দিন বাঁচিয়ে রব, যারে পাব তারে কব,—
পরম নির্দ্দয় বিধি তাঁহারই সংসারে !
যে যা বলে এ কথায়—বলুক্ সে আমারে।

৭

[অধোমুখে সজলনয়নে]

হায়, লো লহনা সতা, তুই লো বিষের লতা,
বিষের অন্তর তোর, বিষময় হৃদয় ;
নাহি মোর অপরাধ, তবু লো সাধিস্ বাদ,
অভাগীরে দুখিনীরে কেন হলি নিদয় ?
সোদরা ভগিনী মত, ভাবি তোরে অবিরত,
অভেদাত্ম বলি তোরে সদা ভাবি মানসে ;
কিন্তু, হায়, তা বিফল, ভালবেসে অশ্রুজল,
গড়াইছে এবে, হায়, অভাগীর উরসে !
হীরক-মণ্ডিত কোষে, অভাগীর ভাগ্য-দোষে,
রয়েছে শাণিত অসি, কাটিবারে আমারে ;
আগে জানিতাম যদি, থাকিতাম নিরবধি,
অনূঢ়া কুমারী হয়ে জনকের আগারে।
তা হ'লে এ দুখভার, তা হ'লে এ অশ্রুধার,
তা হ'লে এ হা-হুতাশ কিছুই না থাকিত ;
সতা সহ ঘর করা— স্বকরে সাপিনী ধরা—
আজন্ম জীয়ন্তে মরা—কিছুই না ঘটিত

৮

কোটি কোটি জন্মান্তরে যে রমণী পাপ করে,
মুখরা প্রখরা সতা ভাগ্যে তার ঘটে লো !
সতিনী যাহার সাথী, গঞ্জনাজ্বলন্তবাতি
দহে তারে দিবারাতি ; দুখশেল ফোটে লো !
সতিনী যাহার আছে, কভু কি তাহার কাছে—
এ বিশাল ধরাধাম আরামের হয় লো ?
দিবসেতে অন্ধকার, অন্ধকারে যমাগার ;
সুখের জিনিস মাত্র চিরদুখময় লো !
যে রমণী পুণ্যবতী, বিধি যারে স্নেহ অতি,
সতিনী বিহীনা সতী এ জগতে সেই লো ;
ভূমে তার স্বর্গবাস, নির্ব্বিবাদে বারো মাস,
জীয়ন্তে নরকবাস ভাগ্যে তার নেই লো !
এ হেন রমণী যদি, কপালে মিলায় বিধি,
প্রণিপাত ক'রে তারে যোড়করে কব লো ;—
কি হেন পুণ্যের ফলে, জনমিল ধরাতলে,
সে পুণ্য অরজি আমি তার সম হব লো !
যে মন্ত্রে সে সতাহীনা সেই মন্ত্র লব লো !

৯

(অঞ্চল হইতে পত্র খুলিয়া)

স্ত্রী-শিক্ষায় বিষ বই, সুধা-লাভ হয় কই !
তুই লো লহনা তার নিদর্শন দেখালি !
এত লেখা-পড়া শিখে, শেষে জাল-চিঠি লিখে,
অকূল-সাগর-জলে দুখিনীরে ভাসালি !
এখনো আমার কাছে, তোর সেই পত্র আছে,
লীলাবতী সনে হায়, এ ঘটনা ঘটালি ;
স্বামীর স্বাক্ষর মত লেখনীতে নিরগত
করিয়ে তাঁহার নাম, অভাগীরে মজালি !
এই পত্র অনুসারে, অজাকুল চরাবারে,
নীহারে ভ্রমি আমি সুনিবিড় কাননে ;
এই পত্র অনুসারে, সদা ভাসি অশ্রুধারে,
নিরাহারে মরি, দেহ ঢাকি ছিন্ন বসনে !
সহসা স্বরগ হ'তে নরক-বিষের স্রোতে
একেবারে পড়েছি লো, এ পত্রের কারণে !
তোর এই পত্রে ধিক্, তোরে ধিক্ ততোধিক,
ধিক্ তোর লেখনীরে ধিক্ তোর জীবনে !

১০

বুঝি লো দারুণ বিধি, তোরে ক'রে প্রতিনিধি,
আমার অদৃষ্ট-ফল এই পত্রে লেখালে ?
দহিবারে অভাগীরে, তোরে দিয়ে লেখনীরে,
খুল্লনার বনবাস বিধি তোরে শেখালে ?
যদিও বিশেষ আমি জানি সে আমার স্বামী
এই বিষময় পত্রে করে না স্বাক্ষর,
কিন্তু, হায় ভাগ্যদোষে লহনা লো, তোর রোষে,
অনিচ্ছায় স্বীকারিনু স্বামীর এ অক্ষর !
কিছু দোষ নাহি মম, তবে পতি নিরমম
কেন লো হইবে মোরে ? পতিগত খুল্লনা ;
তারে পতি কি কারণে এ দারুণ কু-লিখনে
বনবাসে পাঠাবেন ভুঞ্জিবারে যন্ত্রণা ?
এ সকল তোরি ছল, স্ত্রী-শিক্ষার বিষফল
ফলিল মানসে তোর ; যাতে হ'তে দুখিনী
বনবাসদুখে প'ড়ে, হুতাশ-আগুনে পোড়ে ;
খুল্লনার সর্ব্বনাশ !—লহনাই সুখিনী ।

১১

(বৃক্ষশাখায় কোকিলের প্রতি)

রে কোকিল কেন আর কুহু-রবে বারম্বার
বিরহিণী খুল্লনার দহিতেছ অন্তর ?
কে তোরে পাঠালে হেথা, খেতে অভাগীর মাথা,
কে শিখালে এ কুরব করিবারে জর্জ্জর ?
একে আমি কাঙ্গালিনী, বহু দিন বিরহিণী,
সতা তাহে ভুজঙ্গিনী বর্ষে সদা গরল ;
তুইও পুনঃ অহর্নিশ কুহু-বিষ উগারিস,
ঘরে বনে সমভাব—দুর্ভাগ্যের কুফল !
বিষম বসন্তোদয়, নিরখি পরাণ দয় ;
বিষময় মলয়জ সমীরণ বহিছে ;
এ সময়ে ওরে পিক, (ধিক্ তোরে শত ধিক্)
গরলের ধ্বনি তোর পাপগলে ঝরিছে !
কালাকাল নাহি জ্ঞান, সদাই জ্বালাস্ প্রাণ,
বিহঙ্গকুলের কালি তুই ওরে কোকিল !
বাহিরে ভিতরে তোর, চিরকালি কালি ঘোর,
কালের সমান ক'রে কে রে তোরে গঠিল ?

১২

যদিও বায়স কাল, তবুও তো হ'তে ভাল,
চিরকাল রব তার একভাবে থাকে রে ;
তোর মত স্বার্থপর নহে রে বায়সবর,
অরি মিত্র কিছু নয় ; ভাল বলি তাকে রে ।
তুই বড় নিদারুণ, বিরহাগ্নি শত গুণ,
জ্বালায়ে করিস্ খুন বিরহিণী নারীরে ;
তোর মত ওঁচা পাখী কলঙ্কিত করে শাখী ;
সকলি দেখিতে পারি এ তো নাহি পারি রে !
কালাকাল নাহি জ্ঞান, পরের জ্বালাস্ প্রাণ,
কিন্তু নিজ প্রাণ তুষ কোকিলার সনে রে ;
বিষম বসন্তকালে বিরহ কাহারে বলে,
সে ভাবের একটুও নাহি তোর মনে রে !
কোকিলারে লয়ে সুখে আছ শাখে মুখে মুখে,
সে সুখে সাধিব বাদ, ক্ষণকাল রহ রে ;
মাথার চিকুর ছিঁড়ে, দৃঢ়তর ফাঁস গ'ড়ে,
ধরিব প্রিয়ারে তোর—ঘটাব বিরহ রে !

১৩

এ বসন্তে দূরে স্বামী, সে বিরহে জ্বলি আমি,
সে বিরহ কি যাতনা এখনি বুঝিবি রে !
এ সুখ স্বপন হবে, কুহুরব নাহি রবে,
অশ্রুজলে মুহুর্মুহু হতাশে ডুবিবি রে !
রাঙ্গা আঁখি হবে রাঙ্গা, স্বর হবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
দুখে কালো দেহ তোর আরো কালো হবে রে ;
বসন্তে হইবে রিষ, পাকা ফল হবে বিষ,
মলয়ের সমীরণ দেহে নাহি সবে রে !
তোর কুহু কুহু ধ্বনি, বজ্র সম যারে গণি,
এবে আমি ; সেই ধ্বনি আর নাহি রবে রে ;
তা হ'লে কতকখান (মনে হেন অনুমানি)
বিরহযাতনা মোর হৃদয় না সবে রে !
আমারে যেমন তুই, আমিও তেমন হই,
কালের মতন কাজ, এই ছাখ্ কারি রে,
কাঁদ্ তুই হা-হুতাশে, সুদৃঢ় চিকুর-ফাঁসে
কোকিলারে আমি তোর এই ছাখ্ ধরি রে !

১৪

(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—

ওরে পিক, এতক্ষণে বুঝেছি বুঝেছি মনে
দারুণ সতিনী মোর নিশাচরা লহনা ;
বনেও জ্বালাতে মোরে বুঝি পিকরূপ ধ'রে
কুরব কুহুয় রবে দেয় মোরে গঞ্জনা ?
ভাগ্যদোষে ভাগ্যে নাই, এমন কিঞ্চিৎ ঠাঁই,
যেখানে দুদণ্ড গিয়ে হ্রাস করি যন্ত্রণা,
সতা-শত্রু আগে পাছে অভাগীর কাছে আছে,
এতে কি পরাণ বাঁচে ? বিধাতার বঞ্চনা !

কি ব্রত করিলে পরে মুখরা সতিনী মরে ?
পরাণ দিয়েও যদি পূরে এই কামনা,
তাও করিবারে পারি, কিন্তু সহিবারে নারি,
যন্ত্রণার অবতার সতিনীর তাড়না।
কি ব্রত করিলে পরে, এ বঙ্গের ঘরে ঘরে,
সতিনী-বিহীনা হয় বাঙ্গালীর ললনা ?
তাও পারি করিবারে, তা হইলে জন্মান্তরে
কুমুখী সতার মুখ দেখিবে না খুল্লনা।

কোন প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি

১

তমোময় খনিতলে তমোনাশী মণি জ্বলে
যেমতি হে প্রিয়তম !
অসুখ-আঁধারময় হৃদয় আমার
তুমি মণি সেইরূপ ; তোমারে পাইয়া
ঘুচিয়াছে হৃদিগত ঘোর অন্ধকার,
দুখের জগতে সুখ যায় প্রবাহিয়া !

২

প্রিয়তম এই কটি সু-অক্ষর পরিপাটী
রসনা যখন মম করি উচ্চারণ
সম্বোধে তোমারে, ভাই, কি যে এক সুখ পাই,
হৃদয়ে সে ভাব নাই করিতে বর্ণন।
কাছে থাক যতক্ষণ, সুখে কর নিমগন ;
না থাক যখন কাছে তখনো কেমন
সুখ অনুভব করি, হৃদয়-ফলকে হেরি,
তব রসায়ন-চিত্র* মানস-মোহন।

৩

নিশিত কণ্টকময় শাখে যথা ফুটে রয়
সুচারু গোলাপ-ফুল সৌরভ-আধার,
তেমনি দয়ালু বিধি তোমা হেন বন্ধু নিধি
সৃজিলেন দুখময় সংসার-মাঝার।
ওহে শৈশবের সখা সরল-সখিত্ব মাখা
সরল হৃদয় তব, তোমার মতন
প্রকৃত বান্ধববর হাজার খুঁজিলে পর
মিলে কি না মিলে, তুমি মহার্ঘ রতন।
সময়ে অনেক সখা এ জগতে দেয় দেখা,
অসময় হ'লে হায় হয় অদর্শন ;

* ফটোগ্রাফ (Photograph).

যত দিন মধু থাকে, অলি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
নির্মধু হইলে ফুলে আসে কি কখন ?
তুমি হৃদয়ের সখা নও হে তেমন।

৪

সুখের সময়ে সুখী, দুখের সময়ে দুখী,
বিপদে আশ্বাসভাষী তুমি, প্রিয়তম !
মুখসে বদন ঢাকা, জিহ্বায় অমৃত মাখা,
পেটে বিষ বন্ধু সম নহ নিরমম।
এক বৃন্তে যথা দুটি, কুসুম থাকয়ে ফুটি,
এ সংসারে সেইরূপ আমরা দুজন।
বিধির করুণা-বলে য' দিন ধরণীতলে
রব দোঁহে—আশা করি—রহিব এমন।
পার হয়ে ভব-নদী, পরলোক পাই যদি,
সেখানেও দুজনের হইবে মিলন ;
তুমি যথা আমি তথা, আমি যথা তুমি তথা,
কায়া ছায়া—ছায়া কায়া ছাড়া কি কখন্ ?

শবদাহন

১

'সাব মহামন্ত্র ত্রিদিব উদ্ধার।'
এ কথা পশিলে শ্রবণ-বিবরে,
শিরায় শিরায় শোণিত সঞ্চরে,
প্রতি লোমকূপ সঘনে শিহরে !
হৃদয়ের সেই গূঢ়তম দেশে
ঘন ঘন হয় ঘাত-প্রতিঘাত ;
চিন্তার সাগরে চিত্ত উঠে ভেসে,
ত্রিদিব-উদ্ধারে ঊর্দ্ধে উঠে হাত।

২

কিন্তু তা বিফল—সকলি বিফল,
ত্রিদিব-উদ্ধার হইবে কেমনে ?
মুখের বচন—জিহ্বার সম্বল—
আকাশ-কুসুম, কে না ভাবে মনে ?
কোথা শক্তি ?—তবে শক্তি-আরাধনা
কে করিবে আর ত্রিদিব-শ্মশানে ?
ত্রিদিব-জীবন শক্তি বরাননা
মরেছে—মরেছে মহাবিষ-পানে !

৩

'সাধ মহামন্ত্র—ত্রিদিব-উদ্ধার।'
কারে অবলম্বি এ মন্ত্র সাধিবে ?
এই মহামন্ত্রে, পূজিয়া কাহার
চরণ-কমল, স্বর্গ উদ্ধারিবে ?
অতিক্ষুদ্রকায় রসনায় বাণী
(মন্ত্র-মূল-স্থান) পারে কি কখন
ত্রিদিব শক্তির জাগাতে পরাণী ?
অতি অসম্ভব !—নিশার স্বপন !

৪

মৃতের সাধনা—ঘোর বিড়ম্বনা,
পণ্ডশ্রম বিনা কি লাভ তাহায় ?
পাবে না সুফল ;—কর না কামনা,
মৃত হ'তে সুখী কে কবে কোথায় ?
মৃত হ'তে যদি হ'ত ফল-লাভ,
অস্থিচর্ম্মসার স্বভূর্মি দুখিনী
হইত সুখিনী ; কিসের অভাব
থাকিত ? হাসিত পূর্ণিমা-যামিনী।

৫

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রঘু. দাশরথি,
ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, ভীম, যুধিষ্ঠির,
অর্জ্জুন গাণ্ডীবী, অভিমন্যু রথী
অনন্ত নিদ্রায় ঢালিত শরীর ?
এখনি দেখিতে, সে বীরমণ্ডলী
ঘোর আস্ফালনে ছাড়ি হুহুঙ্কার,
সপ্তসাগরেরে ফেলিত উছলি
মুমূর্ষু ত্রিদিবে করিত উদ্ধার।

৬

ত্রিদিবের শক্তি ত্রিদিবে থাকিলে,
অমার তামসী হ'ত অন্তর্হিত ;
ত্রিদিবের নেত্র বিষাদ-সলিলে
ভাসিত না,—শ্বাস হ'ত না বাহিত।
অনন্ত যাতনা—অসীম পীড়ন—
অপার বিষাদ—অমেয় বিলাপ
না থাকিত কিছু ; কিন্তু কুঘটন,
বিধি-বিড়ম্বনে ঘোর পরিতাপ !

৭

থাকিলে সে দেবী, দেখিতে এখনি
থরথরি বিশ্ব উঠিত টলিয়া ;
আকাশ বিঁধিয়া গর্জ্জিত অশনি ;
পর্ব্বত নাচিত হেলিয়া দুলিয়া ;
অনন্ত সাগরে অনন্ত লহরী
তীর অতিক্রমি পড়িত উছলি,
জাগতিক দেহ উঠিত শিহরি ;
পলকে পলকে ছুটিত বিজলী !

৮

থাকিলে সে দেবী, দেখিতে আবার
আনন্দ-নিনাদে ত্রিদিব-ভবন
পূরিত নিয়ত ; বীণার ঝঙ্কার,
হৃদয়-তন্ত্রের মধুর নিক্কণ।
দেখিয়া হাসিতে—হাসিয়া গলিতে,
হাসির প্রবাহ বহিত অধরে ;
থাকিলে সে দেবী কভু কি কাঁদিতে,
ত্রিদিব-সন্তান ত্রিদিব-ভিতরে ?

৯

থাকিলে সে দেবী, আবার দেখিতে
দৃশ্য বিভীষণ বর্ণন-অতীত !
রণ-রঙ্গ-ভূমে নাচিতে নাচিতে
সেই মহাশক্তি ঘোর হুঙ্কারিত !
রক্তমাখা অসি লুফিতে লুফিতে,
সদ্য-কাটা মুণ্ড চিবায়ে দশনে,
সদ্যোষ্ণ শোণিত পিয়িতে পিয়িতে,
কাপাইত বিশ্ব চরণ-চাপনে !

১০

ফোয়ারা জিনিয়া দৈত্য-রক্ত-ধারা
নীল-নভোদেহে লাগিত ছুটিয়া,
জলধির জল হ'ত রক্ত পারা ;
শিরোহীন শত্রু পড়িত লুটিয়া !
শাত্রব-শোণিতে ত্রিদিব-মৃত্তিকা,
(দেখিতে) হইত গৈরিক মতন ;
অরির নয়নে চির-বিভীষিকা—
হৃদয়ের তলে বিষম কম্পন !

১১

থাকিলে সে দেবী আবার দেখিতে
সুখের স্বাধীন ত্রিদিব-বদন ;
স্বাধীনতা-গীত শুনিতে পাইতে,
শুনিতে ধনুর টঙ্কার ভীষণ !
শ্বেত শ্মশ্রুধারী পবিত্র-মূরতি,
ব্যাস-বাল্মীকির রসনা-লতায়

পীযূষ-পূরিত অমূল্য ভারতী
ফুটিত—ছুটিত সুরভি তাহায়।

১২

নারদ, কণাদ, কপিল, জাবালি,
শঙ্কর, মাধব—আচার্য্যপ্রধান—
অঞ্জলি পূরিয়া তত্ত্ব-সুধা ঢালি
জুড়াইত চির-তৃষিত পরাণ।
মহা-উপাধ্যায় দার্শনিকদল
অচিন্ত্য অপূর্ব্ব অসামান্য গুণে
লাগাইত ধাঁধা; সমগ্র ভূতল
জ্বলিয়া উঠিত দর্শন-আগুনে।

১৩

বৈজ্ঞানিকদল দীপ্ত জ্ঞানবলে
ধর্ম্মের মিশ্রণে বিজ্ঞান-চালনে,
কখন খতলে, কখন ভূতলে
উঠিত নামিত, সত্য অন্বেষণে
বাণী-বরপুত্র কবি কালিদাস
সুধানিস্যন্দিনী কল্পনার সনে
স্বরগ নরক—ভূতল আকাশ
একত্রে দেখাত;—দেখিতে নয়নে।

১৪

সে দেবী থাকিলে কত কি যে আর
দেখিতে—শুনিতে, ত্রিদিবসন্তান!
সে দেবী-বিহনে সবি অন্ধকার,
এ ত্রিদিব রাজ্য হয়েছে শ্মশান!
কিছুই নাই রে, কি দেখিবি আর?
কি শুনিবি আর? কিছুই নাই রে!
বীণাতন্ত্র ছিঁড়ে নিবেছে ঝঙ্কার,
শুধু হাহাকার শুনিতে পাই রে!

১৫

সেই মহাশক্তি সুশক্তিশালিনী,
আর নাই, হায়, ত্যজেছে জীবন!
হয়েছে স্বর্ভূমি শ্মশানশায়িনী
কালিমার দাগে মলিন বদন!
অই দেখ, গিরি, সাগর লঙ্ঘিয়া
পিশিতাশী ক্রূর কুক্কুর শৃগাল
পিশিত-ভোজনে লোলুপ হইয়া
লকলক্ জিহ্বা আসে পালে পাল!

এ দেখেও তবু করিছ কামনা
ত্রিদিব-শ্মশানে শক্তি-আরাধন?
এ দেখেও তবু করিছ কল্পনা
ত্রিদিব-শ্মশানে শবের সাধন?
এ নহে সে দিন এ যে অসময়
মৃত-শক্তি-পূজা করিলে কি হবে?
শবসাধনের সুসময় নয়
শুধু অশ্রুজলে মগ্ন হও সবে!

১৭

পুত্রোচিত কাজ করাই এখন
বিচার-বিধানে অতীব বিহিত;
ছাড় রে দুরাশা কর রে যতন
পুত্রোচিত কাজ করিতে কিঞ্চিত!
মৃত-শক্তি-কর-ধৃত মহা-অসি
লহ রে খুলিয়া, চল ঘোর বনে,
চন্দন-পাদপ কাটি রাশি রাশি
আনি গিয়ে, শক্তি-সৎকার-কারণে।

১৮

তা যদি না পার, এস সবে মিলে,
আপন আপন বক্ষ বিদারিয়া,
হৃদিকুণ্ডে যেই মহানল জ্বলে
(অধীনতা-জাত!) বাহির করিয়া
জননী শক্তির মৃতপুণ্যকায়
হরিধ্বনি দিয়া করিব দাহন!
শৃগাল-কুক্কুর এ শরীর খায়;
আর না;—অন্ত্যেষ্টি কর সমাপন!

১৯

যে শক্তি-প্রসাদে পূর্ব্বপিতৃগণ
অসিঝনৎকারে ঘোর হুহুঙ্কারে
ধ্বনিত করেছে গগন-প্রাঙ্গণ,
কাঁপায়ে তুলেছে সপ্ত-পারাবারে;
সে শক্তি বিরহে, নয়নের জলে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে দিয়ে হরিবোল,
পূরাই গগন! আয় রে সকলে,
হরিধ্বনি সহ মৃতদেহ তোল!

২০

জ্বাল্ চিতা জ্বাল্ ভূধর-প্রমাণ,
কোটি কোটি ক্ষাণ নাসার নিশ্বাসে

জ্বলুক্ জ্বলন ;—হবে না নির্ব্বাণ
  নির্ব্বাপক ঘোর প্রবল বতাসে।
উঠুক গগনে চিতার অনল ;
  শীত-বায়ু হ'ক্ তপ্ত অতিশয় ;
আরো তপ্ত হ'ক্ তপন-মণ্ডল ;
  তাপে যেন বিশ্ব শত-ফাট হয়।

২১

জ্বাল্ চিতা জ্বাল্ ত্রিদিব-শ্মশানে,
  উত্তর হইতে দক্ষিণ অবধি ;
ঝলকে ঝলকে ছুটুক্ গগনে
  প্রদীপ্ত আগুন ;—শুকাক্ জলধি !
নীলাম্বর হ'ক্ ধূমল-বরণ ;
  ভূধর গহ্বর হ'ক্ আলোকিত ;
আচ্ছাদিত হ'ক্ রবির কিরণ ;
  ধূম-মেঘে হ'ক্ বিশ্ব আবরিত।

২২

গঙ্গাজলে সবে করাইয়া স্নান,
  রাখিবে চিতায় ?—রেখ না—রেখ না !
নয়ন-সলিলে স্নান সমাধান
  করাই উচিত ; জেনে কি জান না ?
জননীর শোকে হৃদয় ভেদিয়া
  উষ্ণ প্রস্রবণ আঁখি দিয়া বহে ;
শক্তি-সুতগণ, আয় রে মিলিয়া
  সকলে, এ জল ঢাল শব-দেহে !

২৩

ঢাল নেত্র-জল, ঢাল বারংবার ;
  বক্ষে করাঘাত কর রে সবলে,
আরো প্রবাহিবে নয়নাশ্রু-ধার ;
  শব সহ বিশ্ব ভাসুক সে জলে !
একটি নির্ঝরে জনম লভিয়া
  গঙ্গা এত বড়—অনন্ত-সলিলা ;
কোটি কোটি উৎস আজি উছলিয়া
  নারিবে ভাসাতে পর্ব্বতের শিলা ?

২৪

এই যে ভারত-শ্মশান-হৃদয়
  জ্বলিয়া উঠিল চিতা হুতাশনে ;
কোটি কোটি মুখে হরিধ্বনি হয়,
  উঠিল সে ধ্বনি অনন্ত গগনে।
ধর শব-দেহ—রাখ চিতা'পরে ;
  আর একবার হরিবোল দাও ;
জনমের মত দু'নয়ন ভ'রে
  একবার শক্তি-পাদ-পদ্মে চাও !

২৫

চিতা জ্বলে ধূ ধূ !—হরিবোল হরি !—
  পুড়ে শব-দেহ !—শোকের উচ্ছ্বাস !—
ছুটে অশ্রুধারা !—মরি মরি মরি !—
  হায় এ কি হ'ল !—ঘোর সর্ব্বনাশ !—
গর্জ্জে শোক-সিন্ধু !—বিশ্ব অন্ধকার !—
  ভাঙ্গিল হৃদয় !—গেল মহাধন !—
চিত্ত চমকিত !—ভীষণ ব্যাপার !—
অন্তরাত্মা কাঁপে !—ব্যাকুল জীবন !

২৬

ভস্মীভূত হ'ল, দেখিতে দেখিতে,
  ত্রিদিবের শক্তি, ত্রিদিব-জীবন।
সুবর্ণের রাশি অনলরাশিতে
  গ'লে গেল বুঝি জন্মের মতন !
চিতা-ভস্ম লহ, ত্রিদিবসন্তান,
  মাখ সর্ব্ব দেহে, কাঁদ উচ্চস্বরে ;
আজি রে ত্রিদিব গভীর শ্মশান !
  এ দৃশ্য হয় নি যুগযুগান্তরে।

২৭

বাছি বাছি নে রে পোড়া অস্থিরাশি,
  মালা গাঁথি গলে পর রে সকলে।
জপ এই মালা, জপ দিবানিশি ;
  সিক্ত কর সদা নয়নের জলে !
জপ এই মালা—হয় ত ইহাতে
  হবে কালে নব শক্তির সঞ্চার
গিরি-সুতা সম ; হইবে তাহাতে
  শকতি-বিহীন ত্রিদিব-উদ্ধার।

ভালবাসার পরিণাম

১

'ভালবাসা' এ মধুর এ স্বর্গীয় নাম
  কে জানে এমন হবে, হায় !
'ভালবাসা' আদি-সুধা—বিষ পরিণাম,
  প্রাণ যায় যায় !
ভালবাসা ভাল ক'রে, শিখে হ'ল এই পরে,
  সর্ব্বস্ব আমার, হায়, গেল রে !'

অমৃত গরল হ'ল, কল্পতরু বিষফল,
উগারিয়ে দিল রে !
প্রিয়তম !—না না—
ক্রূরতম ! তব চিত, কিসে বল নিরমিত,
মানব-আকারে তুমি কোন্ নিশাচর ?
তুষার দেখায়ে আশা, বিষে মাখি ভালবাসা,
প্রাণের জীবনীশক্তি করিলে অন্তর ?
চিনিতে না পারি হায়, পড়িনু তোমার পায়,
বিনি-মূলে বিকাইয়ে প্রাণ কলেবর,
কে জানে সুবর্ণকোষে হেন বিষধর ?

৩

যে দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়,
মনে আছে ?—তব মনে স্বপনের প্রায়।
কিন্তু আমি ভুলি নাই, মনে গাঁথা সর্ব্বদাই,
যে দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়,
কি যে সেই দিন মোর—কি কহিব, হায় !
শিখি নি এমন কথা, সেই মম মন-গাঁথা
প্রথম সাক্ষাৎভাব শুনাই তোমায় ;
কভু যে পারিব—আরো আশা বা কোথায় ?

৪

নয়নে নয়নে সেই প্রথম দর্শন
(পূর্ব্বে এ জীবনে যাহা ঘটে নি কখন)
কি যে করেছিল মোরে, কব তা কেমন ক'রে,
অভিধানে কথা কই দেখি না এমন,
জানি না অথচ জানি—কি যে সে দর্শন।
যেইখানে সেই দেখা, সেখানে অমৃত-মাখা,
দেখিনু স্বর্গীয় এক মূর্ত্তি অতুলন ;
সেই মূর্ত্তি তুমি ;—কিন্তু কোথায় এখন ?

৫

নিষ্ঠুর—নির্দ্দয়—ক্রূর—বিষাক্তহৃদয় !
কই সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ?—এ যে বিষময় !
কই সে স্বর্গীয় চিত্র, অনুপম সুপবিত্র,
পরাণভুলান দৃষ্টি কই, নিরদয় ?
অক্ষয় ভাবিনু যারে—এবে তা বিলয়।
সে দিন তোমারে দেখে, বিশ্বাসপীযুষ মেখে,
মনের সহস্রমুখে ভাবিনু নিশ্চয়—
দুখের জগতে সুখমূর্ত্তির উদয়।

৬

ভুলিলাম একেবারে না ভাবি পশ্চাৎ,
বুঝি নাই শেষ পাব বিষম আঘাত ;
বুঝি নাই যেই ঘন, বারি করে বিতরণ,
সেই ফের করে শিরে অশনি নিপাত ;
বুঝি নাই আগে দেখে, যাহারে হৃদয়ে রেখে,
জ্বলন্ত অনলে বক্ষ হবে ভস্মসাৎ,
শুকাইবে মনভরা আশার প্রপাত।

৭

হা কঠিন ! হা বঞ্চক ! হায়, প্রতারক !
অমৃতের হেমভাণ্ডে জ্বলন্ত পাবক !
এই যদি ছিল মনে, কেন তবে সেই ক্ষণে,
সরিলে না ?—ফেলিতাম নয়নে পলক,
যত্নে করতল ঢাকি, মুদি থাকিতাম আঁখি,
নাহি দেখিতাম আর বাহির-আলোক,
যে আলোকে তব সম জীবন-শোষক !

৮

প্রণয়—কি ভয়ানক ! কূট প্রস্রবণ !
দিন নাই, রাত্রি নাই, প্রবাহিছে সর্ব্বদাই,
অস্ফুট অশ্রুত, তবু গভীর গর্জ্জন !
চঞ্চল প্রবাহে যার ঢালি প্রাণ-মন,
শীতল হইবে ভেবে, পুড়িনু এখন !
মিছে কেন ভালবাসা, দেখায়ে আমার আশা,
ফলবতী না হইতে, করিলে ছেদন,
কে জানে তোমার প্রাণ কঠিন এমন।

৯

এই না নয়ন তব ?—তুমি যে নয়নে
সেই যে কি দৃষ্টিরেখা, ঢালিয়ে সাধিলে দেখা,
হইলে "আমার" বিনা বাক্য আলাপনে ?
এই না নয়ন সেই ? আমি যে নয়নে
আমার নয়ন রাখি, অনিমিষে চেয়ে থাকি,
তোমা ছাড়া ভুলিলাম যা আছে ভুবনে,
হইনু "তোমার"—আজো তাই জানি মনে।

১০

কিন্তু, তুমি, হা কঠিন ! ছলিয়া আমায়,
কোথায় চলিলে আজ কাটিয়া মায়ায় ?
তদ্গত জনেরে ভুলি, কাপট্যের দ্বার খুলি,
কেমনে পশিলে তায় কিসের আশায় ?
যেও না—চরণে ধরি, যেও না—পরাণে মরি,
যেও না—যেও না—শত শপথ তোমায়,
তুমি গেলে আর মোর কে আছে কোথায় ?

১১

প্রাণের ভিতরে মোর—মনের ভিতরে
কিছুই ত রাখ নাই এক এক ক'রে।
লয়েছ সকলি তুমি, বল দেখি, তবে আমি,
খালি প্রাণে—খালি মনে কি আশ্রয় ধ'রে
থাকিব, নির্দ্দয়! এই সংসার-ভিতরে?
খালি ক'রে প্রাণ-মন, দিয়াছি সকল ধন,
খালি প্রাণে—খালি মনে কত যত্ন ক'রে
রেখেছিনু এক ধন স্বর্গীয় আদরে।
কি সে? আর কিছু নয়, ও কঠিন নিরদয়!
তোমারি সে 'ভালবাসা' জীবনের তরে।

১২

কিন্তু, হায়, তোমা হেন ছলের ছলনে
নিজেরো সর্ব্বস্ব গেল, ছলিত বচনে।
তুমিও যা মোরে দিলে, তাও ফের কেড়ে নিলে,
এ কাপট্য-খেলা খেলে, রাখিলে ভুবনে
দত্তাপহারার চিত্র অক্ষয় রঞ্জনে!
আমার সমান যেই, দেখুক নয়নে সেই,
আমার নয়ন লয়ে তোমা হেন জনে,—
দত্তাপহারার চিত্র অক্ষয় রঞ্জনে!

১৩

স্বর্গীয় রতন যাহা, মূল্য নাই যার,
হেন প্রেম কেন এল ভূতলমাঝার!
যেখানে তোমার মত, অপ্রেমিক অবিরত
প্রেম-প্রিয় জনে ছলে নির্দ্দয় হইয়া,
কেন সে ভূতলে প্রেম মরিল আসিয়া!
যে প্রেমের রক্ষা করা, যে প্রেমের প্রেম ধরা,
প্রকৃত প্রেমিক বই সাজে না অপরে,
তোমা হেন জন তারে রাখিবে কি ক'রে?

১৪

প্রেম! প্রীতি!—ভালবাসা!—প্রণয়! প্রণয়!
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।
রবিতপ্ত শিলা'পরে কুসুম কেমন ক'রে
থাকিবে সরস?—হায়, শুকাইয়া রয়!
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।
যথায় বঞ্চক-বক্ষ, কে তথায় তব পক্ষ?
যেখানে ছলনা-স্রোত পলে পলে বয়,
সে মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।

১৫

হা কঠিন! ভুলাইয়ে মজালে আমায়;
বাঁধিলে নয়ন মম বিদ্যুৎ-আভায়;
বুঝায়ে অমৃতাশয়, মহামরীচিকাময়
মরুভূমে ফেলি মোরে পালাও কোথায়?
পালায়ো না—পালাইলে—দলি মোরে পায়।
উহু, এ কি হ'ল, হায়, প্রেমচোর ওই যায়,
তুইও তবে কেন, হায়, যাস্ নি, রে প্রাণ?
জীবনে মরণ—ভালবাসা-পরিণাম!

ভুলিব না

১

হীরকের মালা গগনের গলে
ঝিকিমিকি করি জ্বলিয়া উঠে;
ধীর সমীরণ গগনের তলে
চলি চলি ফুল-সুরভি লুটে।

২

তমসবসনা গভীর যামিনী,
মুখখানি ঢাকি আঁচলতলে,
কোন্ অভিমানে হয়েছে মানিনী,
ভাসায়ে নয়ন শিশিরজলে?

৩

আঁধারের স্রোত চারিধারে ধায়,
আলোক-আভাস নাহিক আর;
আঁধারের কোলে জগত ঘুমায়,
আকাশে ঝুলিছে আঁধারভার।

৪

বাতায়ন খুলি, আপনার মনে
কত কি ভাবিয়া রয়েছি ব'সে;
কত নিশি চিন্তা আসি ক্ষণে ক্ষণে
পুনঃ ক্ষণে ক্ষণে যাইছে ভেসে।

৫

ভাবিনু আকাশ, ভাবিনু পাতাল,
ভাবিনু মরত, জগতধাম,
ভাবিনু ভিখারী, ভাবিনু ভূপাল,
ভাবিনু অদৃষ্ট, মানব নাম,

৬

চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, দীপ্ত গ্রহাবলী,
সর্ব্বোচ্চ হিমাদ্রি, বালুকাকণা,

রাজার মুকুট, ভিক্ষুকের ঝুলী,
ভেকের মস্তক, ফণীর ফণা,

৭

ভাবিনু আমি কে ?—ভাবিনু তুমি কে
ভাবিনু আমার তোমার মন,
ভাবিনু জনম, ভাবিনু মরণ,
ভাবিনু রাজার বিপুল ধন,

৮

নারীর নয়নে পুরুষের রূপ,
পুরুষের চোখে কিরূপ নারী,
তন্ন তন্ন করি, ভাবিতে লাগিনু,
উথলি উঠিল ভাবনাবারি,

৯

ভাবিনু স্বরগ, ভাবিনু নরক,
পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অসুখ, সুখ,
ভাবিনু প্রশংসা, ভাবিনু অযশ,
ভাবিনু হসিত, বিষণ্ণ মুখ।

১০

একে অন্ধকার, তাহাতে আবার
সংখ্যাতীত চিন্তা এরূপে মোরে
করিল আকুল, নারিলাম আর
চিন্তারে হৃদয়ে রাখিতে ধ'রে।

১১

এই সব চিন্তা অন্ধকার-সনে
একীভূত হয়ে মিলায়ে গেল,
অন্ধকার যাহা, এই সবো তাহা,
এই নব ভাব মর্ম্মেতে এল।

১২

যা কিছু ভাবিনু, সবি অন্ধকার,
অন্ধকার আর কিছুই নয়,
উজ্জ্বল আলোক—তাও অন্ধকার,
অন্ধকারে বিশ্ব-সমষ্টিচয়—

১৩

গঠিত অনন্তকালের কারণে।
মহাশিক্ষা, অই, আজের ঘটনা,
সম্বন্ধ য' দিন শরীর জীবনে,
এই অন্ধকার কভু ভুলিব না।

কে তুমি ?

১

কে তুমি লতিকাকুঞ্জে বসি একাকিনা
গুন্ গুন্ স্বরে গীত
গাইয়া আপন চিত
করিতেছ পুলকিত, অয়ি সুহাসিনি ?
কৌশেয় অঞ্চলে ফুল সঞ্চয় করিয়া,
বিনা ডোরে গাঁথ মালা মন মিলাইয়া ?

২

হা দেখ, সুন্দরি ! আজ নিরখি তোমায়,
চল-বায়ু অন্য স্থলে
ভুলেও নাহিক চলে,
খেলা করি তব পাশে লতিকা দোলায় ;
গুমটে জগতজীব আকুলিত মন,
তোমারি নিকটে শুধু চলে সমীরণ।

৩

ভ্রমিয়া আইনু আমি বাগানে বাগানে,
কোনখানে কোন ফুলে
মুহূর্ত্ত তরেও ভুলে
না পাইনু ঘ্রাণলেশ, তৃষিত পরাণে,
তোমারি আঁচলভরা ফুলেই কেবল
ছুটিছে সুরভিরাশি, মানস চঞ্চল।

৪

কোথাও না দেখিলাম একটিও গাছে
ফুটিতে একটি ফুল,
ঝঙ্কারিতে অলিকুল
তব লতাকুঞ্জে শুধু ফুল ফুটে আছে,
এখানেই ফুলে ফুলে অলিকুল মেলি,
মৃদুমন্দ গুঞ্জরণে করিতেছে কেলি।

৫

পাপিয়া, কোকিল, শ্যামা, হায় রে, কোথা
শ্রবণবিবরে মম
না বর্ষিল সুধাসম
কূজন, উড়িল নাহি হইয়া উধাও ;
এই কুঞ্জে তব পাশে, অয়ি বরাননে !
যেথানের যত পাখী মজিছে কূজনে।

৬

কার তরে গাঁথ হার ?—কে তুমি, রূপসি ?
কার কণ্ঠ সাজাইতে
বাসনা করেছ চিতে ?
কার তরে কুঞ্জে তব শোভে মুখশশী ?
আশারে দ্বিভাগ করি কাহার কারণে
এক ভাগে গাঁথ ফুল—অন্য ভাগ মনে ?

৭

তুলিছ—ফেলিছ ফুল—তুলিছ আবার,
হে সুন্দরি ! কার ছবি
অন্তর-ফলকে ভাবি,
গেঁথেও—লয় না গাঁথা মনোমত হার ?
যে করেছে অধিকার তোমার হৃদয়,
সেই বুঝি বলিতেছে,—মালা ভাল নয় ?

৮

সে যদি প্রকৃত প্রেমী, তবে কি কারণ
তোমার মালিকা নিতে
বাসনা করিছে চিতে,
তোমার সরল চিতে থাকিয়া এখন ?
সে যদি তোমায় ছাড়ি, এই মালা লয়,
তা হ'লে নিশ্চয় জেন,—সে তোমার নয়।

৯

তোমারে ছাড়িয়া যার বাসনা মালায়,
বল দেখি, তবে মোরে,
সে তব কেমন ক'রে ?
তার ভালবাসা কই নিবসে তোমায় ?
সে যদি প্রকৃত প্রেমী—সে যদি তোমার,
তবে সে ছাড়ুক আশা এ ফুল-মালার।

১০

বুঝেছি তোমার মন, হে সুন্দরী বালা !
তুমি বড় সুচতুরা,
প্রেমিক-পরীক্ষা করা
উদ্দেশ্য তোমার, তাই গাঁথিতেছ মালা।
মনোমত করি ফুল করহ গ্রন্থন,
পরীখ তোমার সেই প্রেমিক কেমন।

স্বদেশ-প্রিয়ের শেষ দেখা

১

জনম আমার ওই গঙ্গার সুন্দর কূলে ;
যেখানে বিহঙ্গদল গান গায় মন খুলে ;
যেখানে পবিত্র নদী·
কলনাদে নিরবধি
রবি শশী দেখি দেখি, পারাবারে যায় চ'লে ;
যেখানে তরঙ্গমালা দোলে রে সে নদী-গলে ;
যেখানে দিনের বেলা
মানবগণের মেলা,
তটিনী-তরল-জলে তপন-কিরণ জ্বলে ;
নদীকোলে বায়ুবলে তরীগুলি টলমলে !

২

তপন লুকালে পরে, যেখানে যামিনীকালে
ঢালিয়ে কৌমুদীরাশি হাসে শশী নভোভালে ;
চাঁদের কিরণমাখা
পর্ণময়ী তরুশাখা
ছায়ার সৃজন করি, সমীরণে ধীরে দোলে ;
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, হৃদয় মানস ভোলে !
রেতে স্তব্ধ কোলাহল,
নীরব গঙ্গার জল,
ঢ'লে পড়ে গ্রামবাসী নিদ্রার কোমল কোলে,
নির্ব্বাক্ রসনা, শুধু নাসায় নিশ্বাস চলে।

৩

বিধাতার বিড়ম্বনে এ হেন সুন্দর গ্রাম
(আমার বিচারে যেন ভূতলে ত্রিদিবধাম)
ছাড়িয়ে যাইব, হায়,
চিত নাহি যেতে চায়,
তথাপি কি করি, অহো, বিধাতা আমারে বাম,
ঘুচাইলা বুঝি তিনি এ গ্রামে আমার নাম !
আশা ছিল মনে মনে,—
বান্ধব-নিচয় সনে
আরো কিছুকাল রব ; হতাশাস হইলাম ;
বাসনা বিফল হ'ল ; চির-তরে চলিলাম !

৪

চলিলাম চির-তরে ;—ছাড়িলাম যত আশা ;
ভুলিলাম সকলের সুধামাখা ভালবাসা!
খুলিলাম অলঙ্কার,
(সারহীন অহঙ্কার !)

ত্যজিলাম রসনার চাটু রসময়ী ভাষা ;
চলিলাম চির-তরে ;—ছাড়িলাম যত আশা।
যে দিকে নয়ন যাবে,
যে দিকে অন্তর ধাবে,
সে দিকে আমার গতি ; যথা সরিতের দশা।
কি লাভ বাড়ায়ে শুধু অন্তহীনা কু-পিপাসা ?

৫

অয়ি গো জাহ্নবি, তুমি আমার জনমদিনে
কতই বাজালে বীর নিনাদে মধুর বীণে ;
তরঙ্গে তরঙ্গ ফেলি,
কতই করিলে কেলি,
হুলাহুলি দিলে কত আমারে আশিষ সনে ;
ভুলি নাই, জননি গো, এখন তা জাগে মনে।
যত দিন রবে প্রাণ,
করিব তোমার ধ্যান,
কি আছে আমার আর তোমার চরণ বিনে ?
এ সুদীনে দয়াময়ি, রেখেছ চরণে কিনে।

৬

কিন্তু যাইবার কালে—এই আমি যাই যাই—
গুটিকত কথা আজ তোমারে সুধায়ে যাই :—
জনম-ভূমির মাটী
সুপবিত্র পরিপাটী,
খাঁটি সোনা ছাড়া আমি মাটী ব'লে ভাবি নাই।
আজ কেন হেন হ'ল ? মনে মনে ভাবি তাই।
আছিলাম যত দিন
জড়সম জ্ঞানহীন,
ভাবিতাম তত দিন ইহারে সুখের ঠাঁই ;
এবে আর নয় ;—এ যে অসীম অনন্ত ছাই !

৬

এ ভূমির যশোগান, এই যে খানিক আগে
গাইলাম মন খুলে হৃদয়ের অনুরাগে।
প্রশংসিনু যেই মুখে
পুনরায় সেই মুখে
মনোদুখে নিন্দা করি ঘোরতর সবিরাগে,
আমি তো কৃতঘ্ন তবে বিশাল ভূতল-ভাগে।
তা নয়, কৃতঘ্ন নই,
এ জনমভূমি বই
স্বর্গও আমার মনে ক্ষণতরে নাহি জাগে ;
হৃদয় অঙ্কিত মোর এ ভূমির স্নেহদাগে।

৮

এমন সুখের ধন, তবু তার নিন্দা গাই ?
গাইবার হেতু আছে, কুযশ গাই যে তাই !—
আমার জনম-ভূমি,
এই কথা বলি আমি,
কিন্তু রে আমার হেথা কিছু অধিকার নাই,
পরকরগত ইহা, আমাদের আর নাই।
নরক ব্যতীত তবে
কে এরে স্বরগ কবে ?
এ হেতু এখানে আর থাকিবারে নাহি চাই,
এ হেতু এ ভূমি হ'তে এই আমি যাই যাই !

৯

যাই আমি তেয়াগিয়ে এ দেশের মায়ামোহ,
হাসির বদলে সাথী করিয়ে লোচন-লোহ !
সদাই ইহার তরে
গাই গে কাতর স্বরে
ভৈরবীতে দুখ এর, ভেদিয়ে গগন-দেহ,
গাইয়ে শুনিব নিজে, যদি নাহি শুনে কেহ।
য' দিন চেতনা রবে,
য' দিন শোণিত ব'বে
য' দিন বিনাশ নাহি হইবে মাটীর দেহ,
দুখের সঙ্গীত এর গাইব রে অহরহ।

১০

সঙ্কল্প করেছি আমি স্থলে, জলে, ঘোর বনে
ইহার দুখের গান গাইব দুখিত-মনে ;
প্রতি লোমকূপ যদি
কথা কয় নিরবধি,
কহিব ইহার দুখ সবারে, তাদের সনে ;—
জনম-ভূমিরে মোর পরে শাসে কু-শাসনে !
আমার জনম-ভূমি
ভূতলে স্বরগ-ভূমি,
এবে রে নরক-ভূমি, বিদেশীর প্রপীড়নে !
গাইব এ গান সদা অতীব দুখিত-মনে।

১১

যে জিহ্বায় সুখ এর করিয়াছি বরণন,
সে জিহ্বায় দুখ এর কব এবে প্রতিক্ষণ।
নয়নের নীর সহ
গাব শোকে অহরহ ;—
আমার জনমভূমি বিষাদের নিকেতন,
আমার জনমভূমে বিধাতার বিড়ম্বন ;

বিদেশীয় দস্যু এসে,
দ্বিতীয় যমের বেশে
প্রতিপলে করে এবে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন ;
আমার জনমভূমে বিধাতার বিড়ম্বন !

১২

রব না এ দেশে আর, কি লাভ থাকিলে হবে ?
জনমভূমির দুখ চিত মোর নাহি সবে ।
ভাগীরথি, থাক তুমি,
থাকুক জনমভূমি,
থাকুক পাদপ লতা, থাকুক অপর সবে ;
কেবল আমার চিত হেথা আর নাহি রবে ।
যে দিকে নয়ন যাবে,
যে দিকে এ মন ধাবে,
সে দিকে আমার গতি ; জননি গো, যাই তবে,
অন্তিম বিদায় দাও ;—যা হবার, তাই হবে ।

১৩

সে দিন যাহারে আমি ভাবিতাম শশী-রাকা,
নিদাঘে মরুভূ-মাঝে কিসলভূষিত শাখা ;
সে জনমভূমি কি না
পরবশে দীনা হীনা,
পরের পীড়ন সয়, বদনে বিষাদ মাখা !
বিহগিনী কাঁদে যেন কাটিলে যুগল পাখা !
যাই তাই, যদি পারি
মুছাতে এ আঁখি-বারি ;
আসিব আবার তবে ফিরায়ে ললাট-লেখা ;
নতুবা এ জন্মে মোর এই দেখা—শেষ দেখা ।

ভারত-ভাগ্য

১

ধূলি-ধূসরতা, মলিন-বসনা,
শীর্ণতম দেহ একটি অবলা
(কি জানি, কি ভাবি) মুদিতনয়না,
উঠিবারে চায়—বাসনা বিফলা !
জীর্ণ যষ্টি'পরে ধীরে ভর দিয়া,
অই যে আবার উঠে কাঙ্গালিনী ।
বয়সে প্রাচীনা, পড়িছে টলিয়া,
হাঁটু ধ'রে পুনঃ দাঁড়ায় দুখিনী ।

প্রায় উঠে উঠে, এমনি সময়,
পক্ক-কেশাবৃত শ্রবণ-বিবরে
কি কথা পশিল ; কাঁপিল হৃদয়,
যষ্টিসহ ভূমে পড়িল কাতরে !
জ্ঞানহারা হয়ে হইল মূর্চ্ছিত ;
জীবিত কি মৃত কে বলিতে পারে ?
জীর্ণ যষ্টিখানি হ'ল দ্বিখণ্ডিত,
আধখানি ভূমে—আধখানি করে !

৩

এমন সময়ে ভীম দেহ ধরি,
দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস ছাড়িল হুঙ্কার ;
বম্বে, মান্দ্রাজ উঠিল শিহরি,
প্রতি ঘরে লোকে করে হাহাকার ;
ক্ষুধায় জঠর জ্বলিয়া উঠিল,
দুর্ভিক্ষের ভয়ে অন্ন নাহি মিলে ;
শত শত লোক শুকায়ে মরিল,
ভাসে দুই রাজ্য নয়ন-সলিলে !

৪

ওদনের তরে জননীর কোলে
কাঁদে শিশু, মা'ও কাঁদে তার সনে !
নাহি সরে বাক—সান্ত্বিবে কি বোলে ?
শিরে করাঘাত !—সলিল নয়নে !
জঠর-জ্বালায় ছুটিছে বাহিরে
কুলাঙ্গনাগণ, লজ্জা পরিহরি ;
ভিক্ষা মাগে, ভাসি নয়নের নীরে !
কে দিবে রে ভিক্ষা ?—সবাই ভিখারী !

মুষ্টিমেয় অন্ন পাইবার তরে,
মণি-মুক্তা-হেম-রজত-ভূষণ
দিতে চায়, মায়া ছাড়ি অকাতরে ;
কিবা ফল তায়—কে করে গ্রহণ ?
মানী মান ত্যজি, অন্ন-ভিক্ষা চায় ;
শত্রু-মিত্র সবে হইল সমান ;
লক্ষ্মীছাড়া দেশ—দুর্ভিক্ষের দায়,
শরীর ছাড়িয়া পালায় পরাণ !

৬

এই ত ও দিকে ; এ দিকে আবার
উঠিল ঝটিকা পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ;

তরুগৃহচয় হ'ল চূরমার ;
ক্রোধিত পবন হুঙ্কারিয়া ধায় !
উঠিল সাগর গর্জ্জি অকস্মাৎ ;
নভস্পর্শী ঢেউ বেলা বিলঙ্ঘিল ;
দুই লক্ষ নর হইল নিপাত !
সংখ্যাতীত পশু ডুবিয়া মরিল !

৭

লোমহরষণ ভীষণ ব্যাপার !
কত সতী, হায়, হারাইল পতি !
সতী হারাইল কত অভাগার !
পুত্রহীনা হ'ল কত পুত্রবতী !
কত জনপদ হইল শ্মশান !
প্রাসাদ, কুটীর ভাসি গেল জলে !
লোকময় গ্রাম মরুর সমান !
মড়া ছড়াছড়ি সলিলে, ভূতলে !

৮

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের রোদন,
প্লাবন-পীড়িত লোকের চীৎকার
নিমেষে ছাইল অসীম গগন ;
অহ, কি ভীষণ—বিষম ব্যাপার !
মূর্চ্ছিতা রমণী হঠাৎ অমনি
ঘোর কোলাহলে চেতনা লভিল ;
শ্রুতি-পথ দিয়া রোদনের ধ্বনি
সরল অন্তরে পলকে পশিল।

৯

আবার অবলা উঠি ধীরে ধীরে,
চাহিয়া দেখিল কাতর নয়নে ;
ভাসিল হৃদয় নয়নের নীরে,
পূর্ব্বকথা পুনঃ জাগরিত মনে।
নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল তখন ;—
"হেন দৈববাণী কেন রে শুনিনু ?
বিধি-বিড়ম্বনে মম পুত্রগণ
মরিল সহসা !—রোধিতে নারিনু।

১০

"হা হতভাগিনী আমি রে ধরায়,
শত শত সুত গেল কালগ্রাসে !
এ দেখেও প্রাণ নাহি বাহিরায়,
আমারেও কাল কেন না বিনাশে ?
ও কি শুনি—অ্যাঁ—ও কি রে ওখানে-
কেন রাজবাদ্য বাজিয়া উঠিল ?
আনন্দের ধ্বনি ছুটিছে গগনে,
দুখিনীর শোকে কে সুখে হাসিল ?

১১

"এ ঘোর বিপদে—দিল্লী নগরীতে
কেন লোকারণ্য—কিসের ঘটনা ?
রাণী ভিক্টোরিয়া উপাধি লভিতে,
মম শোকে সুখে দিলেন ঘোষণা ?
এ কি বিপরীত !—এ কি অনুচিত !
এ কি ভিক্টোরিয়ে, ইংলণ্ড-ঈশ্বরি !
দয়াময়ী নাম কেন কলঙ্কিত
করিলে লোভেতে, সুযশ পাসরি ?

১২

"ক্ষান্ত হও, রাণি, ক্ষণেকের তরে,
রাজবুদ্ধি ধর—কেন অবিচার ?
আমি অভাগিনী—আমার উপরে
কি দোষে, রাণি গো, এত অত্যাচার ?
আমোদ করার এই কি সময় ?
এই কি সময় হাসিবার তরে ?
বুঝেছি, তুমি গো পাষাণ-হৃদয়,
পর-শোকে সুখী ধরণী-ভিতরে।

১৩

"একবার চাও, যদি দয়া থাকে,
বম্বে, মান্দ্রাজে, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায়,
শত শত লোক সরোদনে ডাকে,
এ ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমায় !
রাজ-শ্রুতি কি গো বধির হইল ?
মাতিল কি চিত এতই আমোদে ?
প্রজাকুল কাঁদি দ্রবিতে নারিল
হৃদয় তোমার, পড়িয়া বিপদে ?

১৪

"আজি হ'তে আর ধরার ভিতরে
রমণী-হৃদয় কোমল বলিয়া
কে বা বিশ্বাসিবে ভুলেও অন্তরে ?
কি সুখ লভিলে কলঙ্ক রাখিয়া ?
রাজার অন্তর প্রজার রোদনে
যদি না দ্রবিল ক্ষণেকের তরে ;
তার চেয়ে ভাল বসতি কাননে,
শোণিত-লোলুপ পশুর গোচরে।

১৫

"দৈব-বিড়ম্বনে অদৃষ্ট আমার
না জানি কি পাপে পুড়ে হ'ল ছাই।
তাই তুমি কর এত অবিচার,
হৃদয়ে তোমার দয়া-লেশ নাই!
মৃতপ্রায় আমি, চাও একবার,
পুণ্য বই পাপ হবে না ইহায়;
রাখ রাখ, রাণি, মিনতি আমার,
বৃদ্ধ আমি—দয়া উচিত আমায়!

১৬

"অতুল বিভব—রাজত্ব অসীম,
সাম্রাজ্যে তোমার চির-সূর্য্যোদয়;
কিন্তু তুমি নিজে দয়ামায়াহীন,
হৃদিরাজ্য তব অন্ধকারময়!
জানিলাম, হ'লে সংখ্যাতীত ধন,
জানিলাম, হ'লে বিশাল রাজত্ব,
দয়াশূন্য হয় মানব-জীবন,
সুদূরে পালায় সুযশ, মহত্ব!

১৭

"সে ধনে রাজত্বে কিবা ফলোদয়,
যে ধনে রাজত্বে দয়ারে তাড়ায়?
দারিদ্র্য তা হ'তে সুন্দর নিশ্চয়,
যদি দয়ালোক তাহে দেখা যায়।
উপাধি লভিয়া কীর্ত্তি রাখিবারে
কেন, ভিক্টোরিয়ে, হইলে বিহ্বলা?
এ যে কীর্ত্তি নয়—কলঙ্কের ভারে
চির তরে তোমা করিল অচলা!

১৮

"আগে চেয়ে দেখ অভাগীর পানে,
আগে চেয়ে দেখ অভাগীর যত
আভাগা সন্তানে, কৃপাদৃষ্টি-দানে,
তার পর হয়ো আমোদে নিরত!
আগে অন্ন দাও—আগে বস্ত্র দাও,
আগে সুখী কর হতভাগ্যগণে,
আগে অভাগীর মুখপানে চাও,
তার পর কর—যা বাসনা মনে।'

১৯

"রাজনেত্রে কভু দৃষ্টির অভাব?
কখনই নয়; যে দৃষ্টি ছুটিয়া,
পররাজ্যলাভে প্রকাশে প্রভাব,
অভাগীর পানে রবে কি মুদিয়া?
এত ক'রে ডাকি—শুনেও শুন না,
দেখেও দেখ না—এত ক'রে বলি?
উপাধির তরে ভুলিলে করুণা,
কিন্তু জেন মনে উপাধি—"বিজলী"!

২০

"অয়ি ভিক্টোরিয়ে! উপাধির তরে,
লক্ষ লক্ষ টাকা হবে ভস্মসাৎ!
অনা'সে দেখিবে—কে জানে—কি ক'রে,
এই কি গো হ'ল তব প্রসাদাৎ!
এই অর্থ যদি এ বিপদকালে
দীন প্রজাগণে করিতে প্রদান,
অযুত 'এম্প্রেস্' উপাধির মালে
তব কণ্ঠদেশ হ'ত শোভমান।

২১

'কই—তা' ত, হায় হ'ল না—হ'ল না,
যে মরে—মরুক!—কি ক্ষতি তোমার?
দীন প্রজাগণে এ তব ছলনা—
দয়া প্রদর্শন!—রাজার বিচার।
হা হতভাগিনী, জনমদুখিনী
আমি রে জন্মিনু ধরণী-তলে;
প্রভাত হ'ল না দুখের যামিনী,
আজন্ম ভাসিনু নয়ন-জলে!

২২

"রবি যদি উঠে পশ্চিমে কখন
হিমালয় যদি শূন্যে উড়ে যায়,
(তাও রে সম্ভব) সৌভাগ্য-ঘটন
হবে না কখনো অভাগীর হায়!
নিদারুণ বিধি! কি বিধি তোমার?
ভারতের ভাগ্য কি দিয়ে গড়িলে?
এই কি নৈপুণ্য ভাগ্য গড়িবার?
ভারতের ভাগ্যে এই কি লিখিলে?"

২৩

এই কথা বলি ত্যজিয়া নিশ্বাস,
নেত্র নিমীলিয়া কি ভাবিলা মনে;
আবার পড়িলা হইয়া হতাশ;
জ্ঞান হারাইলা মূর্চ্ছা-পরশনে!

বম্বে, মান্দ্রাজে, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায়
কাঁদে প্রজাকুল হাহাকার করি !
এখানে দিল্লীতে ঠিক বিপরীত ;—
"রাণী ভিক্টোরিয়া—'ভারত-ঈশ্বরী' !"

বঙ্গবধূর কুন্তল

১

সাবাস্ বিধাতা, সাবাস্ চাতুরী !
সাবাস্ তোমার দৈব কারীগরী !
সৃজিলে এ বঙ্গে বঙ্গের সুন্দরী
কি জানি কি রঙে লেপিয়া অঙ্গ !
গড়েছ নয়নে বঙ্কিম চাহনি,
গড়েছ অধরে সুধার হাসনি,
সকলের চেয়ে গড়েছ শিরসে
অসিত কুন্তল—ক্ষেপিল বঙ্গ !

২

সাবাস্ সাবাস্ বঙ্গ-যুব-কুল,
বধূর কুন্তলে প্রণয়ের মূল !
ছুটেছে বাগানে তুলিবারে ফুল,
যতনে কুন্তল সাজাবে ব'লে ?
ক্ষুধা নিদ্রা ত্যজি ফুল রাশি রাশি
তুল, বঙ্গ-যুবা !—তুল দিবানিশি,
গাঁথি চারু হার, কুন্তল-জলদে
সাজাও কুসুম-বিজলী-মালে ।

৩

দেবতার পদ পূজার কারণে
কে বলে কুসুম ফুটে উপবনে ?
যদিও তা ফুটে অন্য কোন স্থানে
দেবতার পদে শোভার তরে ;
বঙ্গের বাগানে যত ফুল ফুটে,
বাগান ছাড়িয়া দূরে গন্ধ ছুটে,
বাঙ্গালী যুবার হৃৎকম্প উঠে,
বধূর কুন্তল মানসে পড়ে ।

৪

ওহে বঙ্গ-যুবা, কেন আঁখি খোলা ?
চোখ দুটি, ভাই, বুজ এই বেলা,
ভাব মনে মনে বধূর কুন্তল,
সাজাইবে তুমি আজি কি বেশে ?
কেন বা ভাবিবে ?—কিসের ভাবনা ?
শিখেছ ইংরেজি, জ্যামিতি গণনা,
পেয়েছ ইংরেজি সভ্যতার রস,
কুন্তল সাজাতে ভুল কি শেষে ?

৫

ভুল না—ভুলিলে কলঙ্ক হইবে,
ঘৃটনীয় গুরু অসভ্য বলিবে,
তা হ'লে তোমার নির্ম্মল জীবনে
মলভার, ভাই, মিশিয়া যাবে !
জাতীয় আচার, জাতীয় গৌরব
একই নিশ্বাসে উড়ায়েছ সব ;
জাতীয় যা কিছু—ভুলেছ সকলি,
জাতীয়ের 'জা' কে বল ভাবে ?

৬

গাঁথ ফুলমালা বিলাতী ধরণে,
বধূর কুন্তলে জড়াও যতনে,
নয়ন মুদিয়া ভাব মনে মনে,
নয়ন খুলিয়া আবার চাও ;
একদৃষ্টে পাছে চাহিলে কুন্তলে,
মূর্চ্ছা গিয়া ঢ'লে পড় হে ভূতলে !
চিকুরে রয়েছে তাড়িতাকর্ষণ,
আকর্ষিলে পাছে জ্ঞান হারাও !

৭

কিসেরি বা জ্ঞান ?—কেন বা হারাবে ?
থাকিলে সে জ্ঞান কেনই বা চাবে
অনিমেষনেত্রে বধূর কুন্তলে,
অজ্ঞানের দাস বাঙ্গালী-যুবা ?
সুগন্ধবিহীন পলাশ যেমন,
বঙ্গ-যুবকুল জ্ঞানেও তেমন !
জ্ঞানের আকর বধূর কুন্তল,
সাজাও কুসুমে রজনী-দিবা !

৮

বঙ্গ-যুবগণ ! কি ভয় অন্তরে ?
পড়িবে যখন বিপদ-সাগরে,
বধূর কুন্তল ছিঁড়ি গাছ কত,
যতনে বাঁধিও ধনুর গুণ !
বধূর নথরে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ,
ধনুতে বসায়ে পূরিও সন্ধান ;
নিশ্চয় মরিবে দুস্মনকুল,
তোমাদের, যুবা, এমনি গুণ !

৯

বধূর কুন্তলে এত যে যতন
কি হেতু, বুঝিতে পেরেছি এখন ;—
অতি সূক্ষ্মতর বধূর কুন্তল,
বাঙ্গালী-যুবার ক্ষমতা তাই।
বধূর কুন্তল নাই সহে ভর,
বাঙ্গালী-যুবার তেমনি অন্তর ;
বধূর কুন্তল অসিতবরণ,
বাঙ্গালী-যুবার জীবনো তাই !

১০

বধূর কুন্তল কুসুমের থাকে
আঁটা আছে যেন জিলিপীর পাকে !
বাঙ্গালী-যুবার টনূটনে জ্ঞান
জিলিপীর পাকে তেমনি বাঁকা !
তা না হ'লে আজো এত দেখে শুনে,
তা না হ'লে আজো দেশের রোদনে
আত্মভাব ভুলি হস্তিমূর্খ হয়ে
বাঙ্গালী-যুবার উচিত থাকা ?

১১

বঙ্গ-যুবকুল, এরূপ থাকিতে
যদি ভালবাস উঠিতে বসিতে,
থাক চিরকাল—যাবতজীবন
বধূর কুন্তলে জড়াও ফুল !
বিলাতী সভ্যতা তোমার ভূষণ,
দেশী ফুলে যদি না হয় মনন,
ভিক্টোরিয়াপদ্ম কর আহরণ,
বধূর কুন্তলে মধুর ফুল !

১২

যতনে শিখে বিলাতী সায়েন্স্,
ল্যাভেণ্ডার আদি বিলাতী এসেন্স
বধূর কুন্তলে ঢাল ঝর-ঝর,
জুড়াবে অন্তর—পূরিবে আশা !
বধূর কুন্তল দৃঢ় নাগপাশ,
কেন কর চিন্তা ?—কিসের তরাস ?
বঙ্গ-যুবকুল, হয়ো না হতাশ,
বধূর কুন্তল ভয়ে ভরসা !

১৩

চিতোরবাসিনী বীর নারীদল
অনায়াসে ছিঁড়িয়া সুচারু কুন্তল,
দিত বীরগণে ধনুর্গুণ তরে,
ইতিহাস আজো প্রমাণ তার।
বাঙ্গালীর বধূ বাঙ্গালীর তরে
ধরেছে কুন্তল শিরের উপরে,
গূঢ় অভিপ্রায় অবশ্য ইহার
আছেই, তাহাতে সন্দেহ কার ?

১৪

কি সে অভিপ্রায়, বঙ্গ-যুবগণ ?
ছিঁড়িয়া কুন্তল কর হে রচন
দৃঢ়তম ফাঁস, গলায় বাঁধিয়া,
বধূগত প্রাণ তেয়াগ কর !
ঘুচিবে বিষাদ, ঘুচিবে যাতনা,
কুন্তল-সেবার পূরিবে কামনা,
বাঙ্গালীবীরত্ব ভরিবে ভুবনে,
চিরকীর্ত্তি রবে ধরণী'পর !

নববর্ষ

১

অদৃশ্য প্রাসাদে অদৃশ্য আসনে,
অদৃশ্য দেবতা সর্ব্বজয়ী কাল
বাজাইয়া শৃঙ্গ ঘোর গরজনে,
জাগিল গগন ধরণী পাতাল !

২

গাঢ়নিদ্রামগ্ন নর-নারীগণ
জাগিল সে রবে ;—চমক ভাঙ্গিল,
যেমন মেলিল মুদিত নয়ন,
নূতন মূরতি সম্মুখে দেখিল ;—

৩

সে মূর্ত্তি কখনো কেহই দেখে নি ;
যত দিন বিশ্ব হয়েছে সৃজিত,
সে মূর্ত্তি কখনো দেখে নি মেদিনী ;
নূতন মূরতি দিগন্তব্যাপিত।

৪

সার্দ্ধ তিন শত পঞ্চদশ দিন
এ মূর্ত্তি রহিবে মানব-জগতে,—
সে মূর্ত্তির শ্রুতি করে আবরিয়া,
পুনঃ শৃঙ্গ কাল লাগিলা বাজাতে।

৫

থামিল সে শৃঙ্গ ;—বাজিল আবার
'ব'স, বৎস ! ত্বরা ধরাসিংহাসনে,
মানবের ভাগ্যলিপির অক্ষর
পরিষ্কার কর মসীবিলেপনে।'

৬

নব দেবমূর্ত্তি কালের আদেশে
ধরণী-আসনে বসিলা তখনি,
দুর্ব্বিষহ ভারে থরথর করি
কাঁপিয়া উঠিল সসিন্ধু ধরণী।

৭

চুম্বক-শিলার চুম্বনে যেমতি
অচুম্বক শিলা হয় আকর্ষিত,
নরভাগ্যলিপি সহসা তেমতি
নবমূর্ত্তি-করে হইল স্পর্শিত।

৮

দেবদৃষ্টিসহ তবে সে মূরতি
নখর-আঘাতে ভাগ্য-আবরণী
বিচ্ছিন্ন করিয়া, দেখিলা সেখানে
পড়ি আছে সূক্ষ্ম বিধির লেখনী।

৯

তুলি সে লেখনী ঘষি করতলে
লাগিলা ক্ষুদিতে বিধাতার লেখা,
অস্পষ্ট লিখন মুহূর্ত্তেক কালে
সুস্পষ্ট আকারে পুনঃ দিল দেখা !

১০

কার ভাগ্যলিপি দেখিয়া নয়নে,
নব দেবমূর্ত্তি চমকে আপনি ;
কার ভাগ্যলিপি নিরীক্ষণ করি
শোকে ঢাকা দেন ভাগ্য-আবরণী।

১১

হাসেন দেখিয়া কার ভাগ্যলিপি,
ক্ষণকাল পরে কাঁদেন আবার ;
কার ভাগ্যলিপি দেখিয়া হরিষে,
করে স্পর্শ ক'রে ভাগ্য আপনার।

১২

দেখিলা কাহারে,—হাসে সেই জন,
কিন্তু ভাগ্যে তার আছে যা লিখিত,
অতি ভয়ঙ্কর !—মুহূর্ত্তে মরণ !
দেখি দেবমূর্ত্তি হইল স্তম্ভিত।

১৩

ভাবিলেন মনে, বিষাদে ডুবিয়া ;—
সার্দ্ধ তিন শত পঞ্চদশ দিন
ছয় ঘণ্টা কাল জীবিত থাকিয়া,
তাঁহারেও হবে হইতে বিলীন !

১৪

পরভাগ্যলিপি দেখিতে দেখিতে
নিজভাগ্যফল জাগিল তাঁহার !
লেখনী খসিয়া পড়িল ভূমিতে,
চিত্ত হ'ল মহাচিন্তার আধার।

১৫

ধরণীশাসন, ভাগ্যলিপি লেখা
ভাল লাগিল না ক্ষণকালো আর ;
ফুটিয়া উঠিল বিষাদের রেখা
হরিষপূরিত বদন-মাঝার !

১৬

ভাগ্য-ভাবি-ফল ভাবিয়া তখনি
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজিয়া সজোরে,
করধৃত নব মহারাজদণ্ড
ফেলিলেন ছুড়ি মহাসিন্ধু-পারে।

১৭

করক্ষিপ্ত দণ্ড ছুটে শূন্যপথে
অচল সচল জলদ ভেদিয়া ;
নীরব গগন জাগায়ে নিঃস্বনে,
চলে দণ্ড চল বায়ুরে তাড়িয়া।

১৮

ওই যা,—কি হ'ল ! ওই আচম্বিতে-
রাজদণ্ড ওই দ্বিখণ্ড হইয়া,
অগ্নি উদ্গারিয়া ছুটে তীরবেগে,
কোটি উল্কাপিণ্ড সমান জ্বলিয়া !

১৯

এক খণ্ড দণ্ড ভল্লুকের শিরে
পড়িল সবেগে,—কাঁপিল রুষিয়া।
আর খণ্ড পড়ে কেশরি-শরীরে,
কাঁপিল ইংলণ্ড হেলিয়া দুলিয়া।

২০

দণ্ডের অনলে ভল্লুকের লোম
দগ্ধ হয়ে গেল ! চর্ম্ম গেল জ্ব'লে
যন্ত্রণায় ঋক্ষ ধায় প্রাণপণে,
শরীর জুড়াতে নীল-সিন্ধু-জলে।

২১

ও দিকেও, হায়, দণ্ডের অনলে
সিংহের শরীর উঠিল জ্বলিয়া,
যন্ত্রণায় সেও শরীর জুড়াতে
এল সিন্ধুতটে লম্ফ প্রদানিয়া।

২২

চিরশত্রু দোঁহে; তাহে পরস্পর
আগুনে পুড়িয়া নিতান্ত আকুল!
জ্বালাসহ ক্রোধ উঠিল জ্বলিয়া,
বাধিল সাগরে সংগ্রাম তুমুল।

২৩

অহো দেবমূর্ত্তি! অহো ভাগ্যলিপি!
অহো মহাদণ্ড! অহো কালপাশ!
অহো ঋক্ষরাজ! অহো সিংহরাজ!
অহো হিন্দু নববর্ষ অধিবাস!

জলদে বিজলী

১

প্রকৃতির মত আর অভিনয় দেখাবার,
বিচিত্র ক্ষমতা কার আছে?—কা'রো নাই।
প্রকৃতির মত আর হাসিবার কাঁদিবার,
হাসাবার কাঁদাবার ভাব দেখি নাই।
এই যে প্রকৃতি সতী রূপবতী হয়ে অতি,
হাসিয়া হাসাল মোরে—হাসিল হৃদয়;
সে প্রকৃতি পুনরায় (ভাব নাহি বুঝা যায়)
কাঁদিয়া কাঁদাল মোরে;—জলদ উদয়:
হাসি-অশ্রু প্রকৃতির নাটকাভিনয়।

২

লুকায়েছে নীলাম্বর, লুকায়েছে দিবাকর,
লুকাল তাদের সনে আনন্দ আমার,
ক্ষিপ্ত পারাবার সম জলদ ভীষণতম,
উঠেছে জাগায়ে মোর বিষাদ আবার!
রবির আলোকে সুখে প্রেয়সীরে দূরে রেখে,
রসায়ন-চিত্র * তাঁর ছিলাম তুলিতে,
হেন কালে, হায় হায়, কি কব সে বিধাতায়,
জলদ উদয় হ'ল আমারে ছলিতে!

* ফটোগ্রাফ (Photograph.)

প্রেয়সীর ছবিখানি তুলিতে নারিনু আমি,
মনের বাসনা মোর মনেই বিলয়,
হায়, কি কুক্ষণে এই জলদ উদয়!

৩

রসায়ন-চিত্রে আর প্রয়োজন নাই,—
প্রয়োজন ছিল—এবে দায়ে প'ড়ে নাই!
কি করি এখন তবে, কিছু যে না পাই ভেবে,
কিরূপে এ ছবি তুলি?—কার কাছে যাই?
ওহ যা!—আবার মেঘ!—দূর কর ছাই।

৪

এস, প্রিয়ে বিধুমুখি! তোমা-ধনে বুকে রাখি,
থাকি আমি তভক্ষণ—মেঘ যতক্ষণ,
মেঘ যদি স'রে যায় ফের যদি নভোগায়,
দেখা দেয় আশামূল লুকান তপন,
তা হ'লে হইবে মোর বাসনা পূরণ।

৫

প্রাণময়ী কাছে এস, হৃদয় জুড়ায়ে গেল,
হৃদয়ে বসিল মোর হৃদয়ের ধন।
ওরে খল জলধর, ঢাকি তুই নীলাম্বর,
ঢাকি তুই দিনকরে, কর গরজন,
আর কি ডরায় তোরে আমার এ মন?

৬

যারে ভালবাসি আমি—যার এ হৃদয়—
যে আমার—আমি যার হ'য়ে ভিন্ন নয়,
সে আমার হৃদি'পরে, আমি তারে হৃদে ধ'রে,
নয়নযুগল মুদি হয়েছি তন্ময়;
জলদ উদয়ে নব সুখের উদয়।

৭

সহসা এ হেন কালে জলদ-হৃদয়ে
উঠিল বিদ্যুৎ-রেখা চমকে চকিয়ে,
অমনি প্রেয়সী মোরে বলিল জড়ায়ে ধ'রে;
"প্রিয়তম! ওই দেখ জলদে বিজলী।"
প্রিয়তমে! এই দেখ জলদে বিজলী।

৮

জলদে মিলায়ে গেল সচল বিজলী,
অচল রহিল মোর জলদে বিজলী।

মধুর মধুর

১

মধুর মধুর বহিছে বায়,
মধুর কুসুম দুলিছে তায়,
আমার হৃদয় তাহার সনে
হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়।
মধুর পাখীর মধুর গান,
মধুর গানের মধুর তান,
আমার হৃদয় তাহার সনে
আপন মনে কতই গায়।
মধুর মধুর চলিছে মেঘ,
মধুর পবনে মধুর বেগ,
আমার হৃদয় তাহার সনে
এ দিক্ ও দিক্ সে দিক্ ধায়।
মধুর নদীর মধুর জল,
মধুর গাছের মধুর ফল,
আমার হৃদয় তাদের সনে
মধুর মতন মিশিয়া যায়।

২

মধুর মতন মিশিয়া যায়?
মধুর মতন মিশিয়া যায়।
ওই যে দেখ নদীর তটে
রূপের ছটার ঘটা ওঠে,
তাই নিরখি হৃদয় মোর
নদীর মধুর জলের মত,
গাছের মধুর ফুলের মত,
মধুর মধুর মধুর মত
মধুর নেশায় মধুর ঘোর!

৩

আ মরি কি শোভার ডালি,
জলের ধারে তড়িৎ-কেলি!
আ মরি কি মধুর হাসি,
পরাণ দিয়ে ভালবাসি,
গগন-শশী ওই রূপসী?
উহুঁ—গগন-শশী নয়,
সে শশী কি এমন হয়?
নিশার মসী সে চাঁদ হরে,
দিনের বেলায় পালায় দূরে,
মলিন মুখে মিলায় হাসি।

৪

আজের এ চাঁদ নূতনতর,
দিনের বেলায় উজল কর
ছড়িয়ে দিয়ে, দাঁড়ায়ে হাসে,
শোভার শোভা প্রভায় ভাসে,
কে গড়েছে এমন চাঁদ?
বালাই নিয়ে ম'রে যাই
এ চাঁদের আর তুল্য নাই,
এ চাঁদ যথা স্বর্গ তথা
সোনার চাঁদে কনকলতা,
মনের কথা,—নূতন ছাঁদ।

বীণা

১

জড় হয়ে, বীণে, অজড়ের মত
মরি কি মধুর সুরব বরষ!
যতবার শুনি—আশা বাড়ে তত,
অলক্ষ্যেতে গিয়ে মরম পরশ।
কি যে শুভক্ষণে জনম তোমার,
কি বলিব আমি? সুদিনের বীণা,
যতবার পার, বাজ ততবার,
পুরাতন নও—সদাই নবীনা।

২

বাজ বাজ বীণে, বাজ রে আমার,
ডারা, ডারা, ডাড়া, রারা, ডিরি, ডায়,
কাল-অবিচ্ছেদে বাজ রে আবার,
তুমি বিনে, বীণে, কে চিত জুড়ায়?
ডারা ডিরি বোল নায়কীর তারে,
স্বর-লহরীর উঠিছে নাচনি;
চিনি চিনি বোল চিকারী ঝঙ্কারে,
যুড়ী যোড়-স্বরে বুড়িছে সুধ্বনি।

৩

'গজল' 'ঠুংরি' 'তাজ্ বে তাজ্',
এই গানে, বীণে, বাজ্ রে বাজ!
আরো নানা জাতি সুমধুর গীত,
আরো নানা জাতি গত্ সুরসিত
ঝঙ্কারি উগার; শুনিতে বাসনা;
কেন রে নীরব? আবার বাজ না?
বাজ যতক্ষণ না ছেঁড়ে তার।

পাছে ছেঁড়ে তার, ভয়ে ভয়ে তাই,
ধীরে ধীরে তোরে যতনে বাজাই ;
বাজ বাজ বীণে, বাজ রে আমার,
কাল-অবিচ্ছেদে বাজ্ রে আবার ;
তোমা বিনে, বীণে, কি আছে আর ?

৪

না রে, না রে, বীণে, বেজো না রে আর,
ভাল নাহি লাগে ও তোর ঝঙ্কার ;
গজলে মজালি, ঠুংরি-ঠোকরে
জ্বালাতন হ'ল আমার কান !
ভাল নাহি লাগে 'তাজ্ রে তাজ',
ও সকল ছেড়ে অন্যরূপে বাজ,
যখন যেমন, তখন তেমন,
তা না হ'লে সুখী হয় কি প্রাণ ?

৫

ললিত, ভৈরবী, পাহাড়ী, যোগিঞা,
এই সব রাগে এখন বাজিয়া,
শোকময়ী গীতি, ভেদিয়া আকাশ,
শুধু গাও, নতু বিফল প্রয়াস,
শুনিব না তোর ঠুংরি, গজল ।
আমার মতন এখন যাহার
ফিরে নাই মন, তুমি রে তাহার
গজলে মজাও টপ্পা-সুখ-চিত,
গাও তার কাছে "পীরিত পীরিত !"
আমার ও সবে কি হবে ফল ?

৬

আছিল যখন সে দিন আমার,
মধুর লাগিত গজল তোমার ;
এখন আমার সে দিন নাই,
কাজে কাজে আমি তাহাই চাই,
অশ্রু লহরীর উচ্ছ্বাস যায় ;
বাজ সেইরূপে, যে ধ্বনি শুনিলে,
ধমনী নাচিবে শোণিত-হিল্লোলে ;
বাজ সেইরূপে, যাতে বক্ষঃস্থল
নেত্রপথ দিয়ে উগারিবে জল ;
সেইরূপে বাজ, মন যা চায় ।

৭

বাসনা আমার রবে লয়ে তোরে,
কি দিনে কি রাতে, ফিরে দ্বারে দ্বারে,
জনশূন্য স্থানে অথবা বাজারে,
বিলাস-ভবনে অথবা শশ্মানে,
জাগ্রতের কানে, নিদ্রিতের কানে,
এমনো বাসনা—শবেরো শ্রবণে
ঢালি তোর ধ্বনি, বাজায়ে যতনে
শোকোচ্ছ্বাস সহ আকুল পরাণে ।

৮

বাছিব না কভু হাসি বা রোদন,
বাছিব না ম্লান, প্রফুল্ল বদন,
যাহারে যেখানে যখনি পাইব,
ওরে বীণে, তোরে জোরে বাজাইব ;
কি বাজাব ? এই বাজাব তখন ;—
"কুড়ি কোটি লোক কেন অচেতন ?
অচেতন হয়ে কেন বা আবার
সচেতনে বহে পাদুকার ভার ?
শ্রবণ থাকিতে শ্রবণ করে না,
আছে দুটো হাত * * * ধরে না ;
কিন্তু পর-পদ ধরে সযতনে,
কি রকম তারা—ভগবান্ জানে !
মরেও মরে না—বেঁচেও বাঁচে না,
কি রকম জাতি, বুঝেও বুঝি না !
অদ্ভুত ঘটনা—বিধি-বিড়ম্বনা,
কি রকম জাতি, বুঝেও বুঝি না,
পরেও বুঝিব সে আশা মিছে !
যে দেশের সেই উত্তরদিকেতে
উচ্চতম গিরি আপ্লুত চোখেতে
রাশি রাশি অশ্রু ঢালে অনিবার,
সে অশ্রুর ধারা বহে স্রোতাকার ।
কত শত নদী জনমিয়া তায়,
শোক-চিহ্ন ধরি দূরে বহি যায় ।
যে দেশের নীচে, পশ্চিম, পূরবে,
সাগর কাঁদিছে হাহাকার রবে ।
সে দেশের লোক, মরি রে ঘৃণায়,
গিরি সাগরের দিকে নাহি চায় ;
নিজেও যে তারা কোন্ কুলোদ্ভব,
কিরূপ তাদের আছিল গৌরব,
এ সকল মনে কিছুই জাগে না,
শুধু জাগে পর-চরণ-অর্চ্চনা,
পরের প্রসাদে পরাণ বাঁচে ।"

৯

আবার যখন হৃদয় কাঁদিবে,
তখন তোমারে লইয়া করে,
ভারতের প্রতি শ্মশানে যাইয়ে,
বাজাব তোমারে করুণ স্বরে।
ঝঙ্কারিবে তুমি অনুচ্চ স্বননে,
অনুচ্চ স্বরে আমি গাব গান ;
শ্মশানের ভূমি নয়নের জলে
ভিজাইয়া তৃপ্ত করিব পরাণ।
যত দূর শক্তি—ততই কাঁদিব,
অবিরল-ধারে অশ্রু প্রবাহিবে ;
দেহের শোণিত অশ্রুরাশি হয়ে,
শ্মশানের ভূমে অজস্র ঝরিবে !

১০

গাব এই গান (তাহার সহিত
সমস্বরে তুই বাজিবি বীণে !)
ভারতভূমির সবি অন্তর্হিত,
কিছুই নাই রে এ কাল দিনে !
স্বাধীনতাই বল—আনন্দই বল—
বীরত্বই বল—গৌরবই বল—
কিছুই নাই রে এ কাল দিনে !

১১

যা আছে, তা শুধু অসংখ্য শ্মশান,
আগেকার চেয়ে গণনায় বেশী,
যেখানে যাই রে, সেখানে শ্মশান,
শ্মশানে গড়ায় ভারতবাসী !
ওই যে দেখিছ রাজসৌধচয়
রাজসৌধ নয়, ও সব শ্মশান ;
ওই যে দেখিছ বিলাস-আলয়,
বিলাপ-আলয় ! গভীর শ্মশান !
বিদ্যালয় ওই হাজার হাজার,
ধনীর ভবন, দীনের কুটীর,
প্রণয়ীর ঘর—প্রেমের বাজার,
ভারত-ভূমির অন্তর বাহির
শ্মশান—শ্মশান—ভীষণ শ্মশান !
প্রেতত্ব লভেছে ভারত-সন্তান !

১২

তোরে বাজাইয়ে কহিব গঙ্গায় ;—
এখনো কি হেতু প্রবাহিয়ে যায় ?
বহ মা, উজানে—যেয়ো না সাগরে,
বাল্মীকির বীণা শুনিতে কি চাও ?
কোথায় বাল্মীকি ? কোথায় সে বীণা ?
কোথায় সে বনে জানকী সুদীনা ?
কে বাজায় বীণা ?—কে করে শ্রবণ ?
তবে গো জননি, কেন তুমি ধাও ?
বুঝেছি, শুনিতে বিলাপ-গান,
আগেকার মত এখনও চাও ;
আমিই গাইব বিলাপ-গান,—
সীতার বদলে ভারত এখন,
দিবানিশি করে অশ্রু বরিষণ ;
ভারত এখন সীতার বদলে,
নিয়ত দহিছে বেদনা-অনলে।
জানকীর দুখ বাল্মীকি গাইত,
করে দৈবী বীণা সুধীরে বাজিত ;
আমি ভারতের দুখ-গান গাই,
কেঁদে কেঁদে আজ শুনাইয়ে যাই :
বাল্মীকির মত অবশ্য নারিব,
কিন্তু তবু খুব কাঁদিতে পারিব,
রোদন ব্যতীত আর কিছু নাই,
তাই ভারতের দুখগান গাই !

১৩

ভাল কথা, বীণে, হইল স্মরণ,
দিব তোরে আজ নূতন ভূষণ ;
ছিঁড়ে ফেলি লৌহ-পিতলের তার,
লৌহ-সারিকায় কিবা ফল আর ?
অলাবু-তুম্বাতে নাহি প্রয়োজন,
দিব তোরে আজ নূতন ভূষণ,
ধমনীর তারে বাঁধিব তোমায়,
সাজাইব দেহ অস্থি-সারিকায়,
তুম্বী ক'রে দিব মাথার খুলি !
দিল্লী নগরীতে, চল্, বীণে, যাই,
তোরে করে ক'রে সজোরে বাজাই,
কি বোলে বাজিবি ? এই বোল বল—
'আর্য্যভূমি অই যায় রসাতল ;
বোম্বাই মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ হুঙ্কার ;
অনশনে প্রজা করে হাহাকার !
ঝড়ে জলে আর সাগর-উচ্ছ্বাসে
বঙ্গ-উপকূল গেল কালগ্রাসে,

দুই লক্ষ প্রজা ত্যজিল জীবন,
ঘোর আর্ত্তনাদ ছাইল গগন!
মহামারী রোগে বঙ্গ যায় যায়,
মূর্ত্তিমান্ কাল হুঙ্কারি বেড়ায়!
দিবানিশি জ্বলে শবের চুলী!

১৪

'ভারতের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বনা,
প্রতি লহমায় বিপদ-ঘটনা।
ভারতের দেহ দুখে জরজর,
নয়নে সলিল ঝরে ঝর-ঝর,
ক্ষীণতর শ্বাস নাসিকায় বয়;
হেন ভারতের পীড়িত হৃদয়ে,
রাজপ্রতিনিধি নিদারুণ হয়ে,
কেন বৃথা পাতি রাজ-সিংহাসন,
'এম্প্রেস্' উপাধি করেন ঘোষণ?
এ কি ভারতের সুখের সময়?

১৫

ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী ভিক্টোরিয়া,
কেন নিরদয় দয়া বিসর্জ্জিয়া?
'এম্প্রেস্ অব ইণ্ডিয়া' উপাধি গ্রহণ,
করিছ কেন গো এ হেন কালে?
এত দেখে শুনে করুণা হ'ল না?
এ কেমন, রাজ্ঞি, তোমার বাসনা?
ভারতের নেত্র সলিলে ভাসিছে,
তব ওষ্ঠাধর আনন্দে হাসিছে;
এ ঘটনা কভু দেখে নি নয়ন,
এ ঘটনা কর্ণ করে নি শ্রবণ;
তব রাজ্যে এই অদ্ভুত ঘটন,
ইতিহাসে লেখা রবে চিরন্তন।
লেখা রবে পোড়া ভারত-ভালে!"

১৬

বাজ, বীণে, বাজ অতি উচ্চ স্বরে,
পুরা রাজধানী দিল্লীর ভিতরে;
যতক্ষণ তোর নাহি ছিঁড়ে তার,
ততক্ষণ বাজ, বীণে রে, আমার;
তপন-নন্দিনি সরলে যমুনে!
নিশ্চল হইয়া দেখ গো নয়নে,
তব তটভূষা দিল্লী-ধাম আজ
পরেছে বিবিধ বহুমূল্য সাজ;
ভারতের প্রতি প্রদেশ হইতে
শত শত ভূপ দিল্লী নগরীতে
আজি উপনীত। বল, মা, আমায়,
এরা কি এসেছে আপন ইচ্ছায়?
নিজ নিজ রাজ্যে কাঁদে প্রজাগণ;
এরা কি করেছে সুখে আগমন?
কহ, দেবি! তুমি জান গো সব!
কহ নদি, মহারাণী ভিক্টোরিয়া,
ভারতেরে কেন নিরদয় হিয়া?
ভারত যাঁহার আশ্রয় লইয়া,
মর-মর হয়ে রয়েছে বাঁচিয়া,
যাঁর দৃষ্টিপাতে, যাঁর ভরসায়,
ভারতের আয়ু আজো বয়ে যায়;
সেই ভিক্টোরিয়া নিদারুণ-হিয়া,
নাহি চাহিলেন করুণা করিয়া!
হা ভারতভূমি!—হা চির-দুখিনি!
তব দুখে সুখ লভে মহারাণী!
রাণী ভিক্টোরিয়ে! যদি থাকে দয়া,
ভারতের প্রতি হও গো অভয়া;
'রাজরাজেশ্বরী' উপাধি হবে?
এই কি সময়—দেখ দেখি ভেবে?
কুড়ি কোটি প্রজা করিছে রোদন,
তুমি কি না সুখে হইলে মগন!
করযোড়ে করি মিনতি তোমারে,
আগে সুখী কর প্রজা সবাকারে,
নিবার প্রজার রোদন-রব।"

১৭

এই রবে, বীণে বাজ্ রে আমার,
আমি গান গাই সহিতে তোমার,
যত দূর শক্তি—তোমারে বাজাব,
যত দূর শক্তি—দুখ-গান গাব,
এতেও কামনা না পূরে যদি,
চূর্ণ ক'রে তোরে যমুনার জলে
(কিবা ফল আর?) দিব টেনে ফেলে;
বীণা-বাদনের যতন, বাসনা
তেয়াগ করিব আজ অবধি।

যম

১

জলধি লঙ্ঘিয়া ছাড়ি নিজ দেশ,
কে রে ওই এল ?—ভয়ঙ্কর বেশ !
ছদ্মবেশ ধরি আঁখির পলকে
কে ওই এল রে ? দেখ রে—দেখ রে।
কে এল রে ওই তাড়িত-গমনে ?
ওই যে দাঁড়াল দক্ষিণ শ্মশানে !

২

কাঁপিল শ্মশান ! ঘোর অন্ধকার !
নাহি চলে দৃষ্টি !—সৃষ্টি বুঝি যায় !
কই চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডলী ?
কই বহ্নিশিখা ?— এ কি ঘোর দায় !

৩

বড় অন্ধকার।—গাঢ় অন্ধকার !
তল রসাতল পাতাল ভেদিয়া
এত অন্ধকার এল কি সহসা ?
নয়নের দৃষ্টি গেল যে ধাঁধিয়া !

৪

তল রসাতল পাতাল ভেদিয়া
এ তমোরাশি আসে নি আসে নি।
নরকের দ্বার করি চুরমার,
এই অন্ধকার আসিল আপনি।

৫

কোথা সে নরক ?—জলধির পারে।
কত দূর ?—দূর অনেক যোজন।
কোন্ দিকে ?—আমি জানি না ক ঠিক্
হবে বুঝি অগ্নি কিম্বা বায়ুকোণ।

৬

নূতন নরক !—নূতন ঘটনা !
নূতন আঁধার !—আগে ত কখন
হেন অন্ধকার দেখি নি, শুনিনি।
উঃ, কি অন্ধকার !—গেল রে নয়ন !

৭

একে অন্ধকার !—ও কি রে আবার !
প্রবল ঝটিকা গম্ভীর হুঙ্কারে !
সিন্ধুর লহরী তমস মাখিয়া,
উথলিয়া পড়ে তীরের উপরে !

৮

কোথায় সে সিন্ধুর শ্বেত ফেনরাশি ?
কোথা নীল জল অম্বর-রঞ্জিত ?
শ্বেত নীল ভেদ সহসা অভেদ,—
গাঢ় অন্ধকারে সমুদ্র প্লাবিত !

৯

ঝটিকার যোগে সিন্ধু উদ্বেলিয়া
পৃথিবীর নাম আজ কি ডুবাবে ?
এত দিনে ধরা যাবে কি ভাসিয়া ?
সিন্ধুজলে নভে একাকার হবে ?

১০

এত দিনে বিধি ক্লান্ত হয়ে না কি
বিধি-বিপর্য্যয় করিতে উদ্যত ?
গেল গেল পৃথ্বী !—যাইতে কি বাকি !
ডুবিল পৃথিবী !—তরঙ্গ উন্নত !

১১

অর্দ্ধভাগ ধরা অই যায় যায়।—
অই যে গেল রে !—দেখিতে দেখিতে,
অই যে ডুবিল !—ঘন শ্যাম-কায়
জলমগ্ন অই হ'ল আচম্বিতে !

১২

অর্দ্ধখণ্ড বাকি ;—তাও বুঝি যায়,—
থাকে কি না থাকে—পড়েছে হেলিয়া,
বনস্পতিরাজি মেদিনী-ভূষণ
চড় চড় করি পড়িছে খসিয়া !

১৩

ঝড়ের দাপটে গিরি-শৃঙ্গ ফাটে ;
শৃঙ্গ'পরে শৃঙ্গ পড়ি চূর্ণ হয় ;
সমুদ্রের ঢেউ শৈল লঙ্ঘি উঠে ;
শত হস্ত জলে শৈল ডুবে রয়।

১৪

সমুদ্রের তিমি আঁখি পালটিতে
আছাড়িয়া পড়ে তরঙ্গে মিশিয়া ;
তিমি-অস্থিরাশি শৈল-শিলাসহ
শত চূর্ণ হয়ে যেতেছে ভাসিয়া।

১৫

তরঙ্গে ভূধরে ঘাত-প্রতিঘাত,
কভু হারে ঢেউ, কভু হারে গিরি ;
মাঝে হ'তে কোটি প্রাণীর নিপাত !
নিসর্গের এ কি বিষম চাতুরী !

১৬

উঃ, কি ভীষণ ঝড়ের গর্জ্জন !
উঃ, কি জীবের সভয় চীৎকার !
উঃ, কি বিষম তরঙ্গ-লম্ফন !
উঃ, কি বিচ্ছিন্ন মূরতি ধরার !

১৭

ওই দেখ ! ওই কে রে দাঁড়াইয়া
দক্ষিণ-শ্মশানে এ হেন সময় ?
চেন কি উহারে ?—চিনি চিনি করি,
দেখেছি উহারে হেন বোধ হয় ।

১৮

কোথায় দেখেছ ?—কখন্ দেখেছ ?
বহুবার আমি দেখেছি উহারে ;
প্রত্যেক পলকে ওই ভীম মূর্ত্তি
ভয়ানক ভয় দেখায়েছে মোরে ।

১৯

যবে প্রাণবায়ু আয়ুর সহিত
নাড়িকা-নালিকা শূন্য ক'রে ফেলি,
সহস্র চক্ষুর সম্মুখে সহসা
অলক্ষ্যে নিমিষে কোথা যায় চলি,

২০

সেই কালে আমি দেখেছি উহারে
মহাছায়ারূপে ঘুরে পাশে পাশে ;
বিকট নয়নে—বিকট দশনে
হি হি হি হি করি অট্ট অট্ট হাসে ।

২১

যবে কচ-পদ্ম-সদৃশী যুবতী
দয়িতের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া,
ক্রমে ম্লানমুখী, ক্রমে ক্ষীণজ্যোতি,
চির তরে রাখে নয়ন মুদিয়া,

২২

সেই কালে আমি দেখেছি উহারে,
নির্দ্দয় হইয়া বিষদৃষ্টে চায় !
কোমল কমল ছিন্নভিন্ন ক'রে,
বিকট মূর্ত্তিতে ছুটিয়া বেড়ায় !

২৩

যবে দেখি, যুবা হাসিতে হাসিতে
প্রিয়া সহ করে মধুর সম্ভাষ,
অমনি সহসা আঁখি পালটিতে,
বন্ধ হয় যদি সরল নিশ্বাস,

২৪

তবে সেই কালে ও ভীমকায়
নিষ্ঠুর পুরুষ কোথা হ'তে আসি,
কসায়ের মত কষা দৃষ্টে চায়,
করে ঝক্‌মকে খরতর অসি !

২৫

ওর পরিচয় কত দিব আর ?
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে—প্রত্যেক নিমিষে
এই বিশ্বমাঝে ওই দুরাচার
হুহুঙ্কার করি ঘুরে ঘোর বেশে !

২৬

এইমাত্র তুমি দেখিলে যেখানে
আনন্দ-উচ্ছ্বাস !—ক্ষণপরে যদি
দেখ সেইখানে যন্ত্রণা-পাথার,
খরতর বেগে বহে অশ্রু-নদী,

২৭

তা হ'লে সঠিক জানিও অন্তরে,
ওই মহাক্রূর পাষণ্ড কসাই
ভ্রমণ করিছে তীক্ষ্ণ অসি-করে,
প্রাণান্তেও কারো না মানে দোহাই !

২৮

সুশীতল জ্যোৎস্না খেলিতে খেলিতে,
হাসিতে হাসিতে ডুবিল যেখানে,
ঠিক্ জেনো মনে, শাণিত অসিতে
ওই দুরাচার হুঙ্কারে সেখানে ।

২৯

যেখানে দেখিবে মধুর সঙ্গীত
এই হ'তে হ'তে থামিল সহসা,
ওই পাষণ্ডেরে দেখিবে সেখানে
হুঙ্কারে নিবারে আনন্দ-ভরসা ।

৩০

যেখানে দেখিবে নবোদিত ভানু
শতস্তর মেঘে ডুবিয়া পড়িল,
যেখানে দেখিবে আঁধার করিয়া,
জ্যোতিঃপূর্ণ আলো সহসা নিবিল,

৩১

সেইখানে তুমি ওই সে পামরে
দেখিবে দেখিবে—না হবে অন্যথা—
ওই মহাক্রূর ছাড়িছে হুঙ্কার,
পাথরে আছাড়ি করুণা-মমতা ।

৩২

উঃ, কি ভীষণ!—ও কি রে আবার?
জ্বলন্ত জ্বলন দপ্ দপ্ ক'রে
জ্বলিয়া উঠিল শ্মশান ব্যাপিয়া,
রাশি রাশি শিখা উঠিছে অম্বরে!

৩৩

শত শত চিতা জ্বলে ধক্ ধক্!
লক্ লক্ করে অগ্নির রসনা!
ব্রহ্মাণ্ডের অগ্নি একীভূত হয়ে,
ব্রহ্মাণ্ড দহিতে করেছে বাসনা?

৩৪

হুহুঃ শব্দে অগ্নি জ্বলে ঘোরতর,
প্রবল ঝটিকা হয়েছে সহায়;
দোঁহে অস্থিশূন্য—কিন্তু মহাতেজে
কি ঘটাতে, হায়, আজি কি ঘটায়!

৩৫

গেল গেল সব!—উঃ!—দেখ চেয়ে,—
অত যে আঁধার কোথায় গিয়েছে;
তমোমাখা নভঃ চিতাগ্নির তেজে
ত্যজি পূর্ব্বরূপ রক্তিম হয়েছে!

৩৬

আকাশেও যেন লেগেছে আগুন,
আকাশেও চিতা জ্বলিতেছে না কি?
আলোক মাখিয়া রাশি রাশি ধূম
অগ্নি-তাল সম উঠে থাকি থাকি!

৩৭

এত তেজে জ্বলে চিতা-হুতাশন,
সমুদ্রের বারি তপ্ত হ'ল তায়!
আলোক-ফলিত তরঙ্গের মালা
দ্রব-ধাতু সম ছুটিয়া বেড়ায়!

৩৮

ঘোর অন্ধকার গিয়ে একেবারে
কেন হ'ল এই দৃশ্য-বিবর্ত্তন?
বিপরীত কাণ্ড!—বিপরীত ভাব!
চিত্ত চমকিত!—চকিত নয়ন!

৩৯

পূর্ণ তেজে জ্বলে চিতা-হুতাশন!
নর-রক্ত বসা আহুতির মত
দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ করি
আগুনের শিখা করিছে উন্নত!

৪০

শতহস্ত তল-মৃত্তিকা অবধি
হুতাশের তেজে চড় চড় ফাটে!
দগ্ধ দেহ হ'তে দুর্গন্ধ বিষম
ঝলকে ঝলকে পলে পলে ওঠে।

৪১

দুর্গন্ধে ভরিল অনন্ত আকাশ;
ভরিল দুর্গন্ধে সাগরের জল;
ভরিল দুর্গন্ধে প্রবল বাতাস;
দুর্গন্ধের স্রষ্টা দুর্গন্ধ অনল!

৪২

রাশি রাশি ধূনা বহ্নির কবলে,
কিম্বা ঘৃতভার কলসী কলসী
ঢালিলে, সে বহ্নি যত তেজে জ্বলে,
তার কোটি গুণ গগন পরশি

৪৩

জ্বলে চিতানল দক্ষিণ-শ্মশানে!
প্রলয়ের এ কি আজি সূত্রপাত!
প্রলয়-পরীক্ষা আজি বুঝি এই,—
লক্ষ লক্ষ প্রাণী হতেছে নিপাত!

৪৪

ও কি রে আবার! ওই শুন কানে,—
ঘোর আর্ত্তনাদ উঠিছে গম্ভীরে!
শূন্য নভস্থল ফাটিল চীৎকারে,
উঃ, কি চীৎকার উঠে বক্ষঃ চিরে—

৪৫

"মের না, মের না!—দোহাই—দোহাই!
নির্দ্দোষ আমরা—নাহি দোষ-লেশ;
দীনহীন ক্ষীণ দারিদ্র্যের দাস,
ছাড়—বড় লাগে!—ছাড় রুক্ষ কেশ।

৪৬

"ক্ষুধায় কাতর!—জ্বলিছে জঠর!
উঠিবার শক্তি একেবারে নাই!
চক্ষে নাহি দেখি—কর্ণে নাহি শুনি;
টেন না—টেন না!—দোহাই দোহাই

৪৭

"এক মুষ্টি অন্ন বহুদিন হ'তে
পাই নাই দিতে এ শুষ্ক উদরে!
নাহি দেহে মাংস, শোণিতের বিন্দু,
নড়িতে পারি না কঙ্কালের ভরে!

৪৮

"পায়ে ধ'রে বলি ;—দয়াদৃষ্টে চাও,
এক মুষ্টি অন্ন দাও আমাদিগে।
উহু, উহু ! যাই !—মের না—মের না !
টেন না—টেন না !—হাড়ে বড় লাগে !

৪৯

"বজ্রমুষ্টি আর মের না মাথায় !
তোমারি চরণে এ মাথা লুটাই !
এ অভাগাদিগে করুণা কর হে ;—
হয়ো না নির্দ্দয় !—দোহাই দোহাই !

৫০

"দারুণ পিপাসা !—প্রাণ যায় যায় !
ফেটে গেল ছাতি ;—কণ্ঠ শুষ্ক হ'ল !
এক পলা জল দাও দয়া করি,
অসহ্য পিপাসা—বুক ফেটে গেল।

৫১

"আমাদের এই সন্তান-সন্ততি
জঠর-জ্বালায় করিছে রোদন,
আছাড়ি পিছাড়ি গড়ায় ভূতলে,
শুকায়ে গিয়েছে কোমল বদন।

৫২

"ওদের দিকেও কৃপাদৃষ্টিপাতে
চাও একবার !—নয়ন-সম্মুখে,
নিজ পুত্রকন্যা ছট্‌ফট্ করে,
উঃ, কি যন্ত্রণা !—বড় বাজে বুকে !

৫৩

"কোথা হ'তে তুমি সহসা আসিলে,
নির্দ্দয়তা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ?
গুটি দুই অন্ন দিতেছিনু মুখে,
গ্রাস হ'তে তাও লইলে কাড়িয়া !"

৫৪

ওই যা কি হ'ল !—ওই ছদ্মবেশী
দুরাচার পাপী কর্ণে দিল হাত ;
নয়ন মুদিল ;—না শুনে রোদন,
কারো মুখে নাহি করে দৃষ্টিপাত !

৫৫

ওই দেখ, দুষ্ট ওই যে কি করে,
না মানে মিনতি না মানে দোহাই ;
লক্ষ লক্ষ ক্ষুধা-পিপাসা-পীড়িত
নরগণে দহি করিতেছে ছাই !

৫৬

ক্ষুধাপিপাসায় অর্দ্ধমৃত প্রায়,
অন্নজল পেলে বাঁচিতেও পারে ;
কিন্তু, হায়, এ কি, ঘোর নিষ্ঠুরতা !
এ কি অত্যাচার মানব-সংসারে !

৫৭

দয়াশূন্যা আজি হ'ল কি মেদিনী ?
বিধির বিধি কি হ'ল বিপর্য্যস্ত ?
নিষ্ঠুরের রাজ্য আজি হ'তে নাকি ?
অধর্ম্ম উদয় ?—ধর্ম্ম হ'ল অস্ত ?

৫৮

উঃ, ওই দেখ !—দেখিতে পারি না !
হা ঈশ্বর ! আজ সাধের তোমার
লক্ষ লক্ষ নর অপঘাতে মরে,
কোথা, দয়াময় ! দেখ একবার !

৫৯

দেখ নাথ ! দেখ, দীনবন্ধু প্রভো !
তব পুণ্যধামে এ কি অবিচার।
অহে সর্ব্বদর্শী, তোমারি সম্মুখে
ও নিষ্ঠুর করে নিষ্ঠুর ব্যভার !

৬০

তব চক্ষে ধূলি নিক্ষেপিবে ব'লে
ছদ্মবেশে ওই দুষ্ট দুরাচার
দক্ষিণ-শ্মশানে চিতানল জ্বেলে,
জীবন্ত-মানবে করিছে সংহার !

৬১

কৃষ্ণবর্ণ দেহ নাহি এবে ওর,
তোমারে ঠকাতে গৌরাঙ্গ হয়েছে ;
বিড়াল-নয়ন, কটা গুম্ফ-শ্মশ্রু,
পশু-লোম-বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকেছে।

৬২

হে বিশ্ব-বিধাতঃ ! তোমারে ঠকাতে
আজি এ দুষ্টের এই ছদ্মবেশ !
রক্ষা কর, নাথ ! তব পুত্রগণে !
নতুবা রহিবে ধ্বংস-অবশেষ।

৬৩

দেখ দেখ, নাথ ! জীবন্ত জীবন্ত
কচি কচি শিশু ননীর পুতলী ;
ওই মহাক্রুর ধরি তাহাদিগে
ফেলে চিতানলে দুই হস্ত তুলি !

৬৪

মা-বাপের তারা বুক-ভেরা ধন,
মা-বাপের, হায়, নয়ন-সম্মুখে,
ধরি তাহাদিগে ওই মহাপাপী
ফেলিছে চিতায় মুষ্টি মারি বুকে !

৬৫

ওই দেখ, পিতঃ! লোমহরষণ
কি ব্যাপার ওই !—উঃ, কি ভীষণ !
কঙ্কালাবশিষ্টা বিশীর্ণা জননী
বাৎসল্যের বশে দুগ্ধ-হীন স্তন

৬৬

সবলে টিপিছে, কিন্তু দুগ্ধ কই ?
শোণিতের বিন্দু পড়িছে চুঁইয়া,
তাই কাঙ্গালিনী স্তনদুগ্ধ-জ্ঞানে
শিশুর বদনে দিতেছে শুইয়া ।

৬৭

কিন্তু তা'ও, হায়, হ'ল না, হ'ল না
অভাগী জননী,—অভাগ্য নন্দন !
মনের বাসনা মনেই রহিল
দু'জনের, অহো !—দৃশ্য কি ভীষণ ।

৬৮

ওই দুরাচার নির্ম্মম পুরুষ
স্তন্যদানোদ্যতা অভাগী মাতায়
ধরিয়া সবলে চিতায় ফেলিল !
কোলের কুমার ভূতলে লুটায় !

৬৯

পরে মহাক্রূর ! পাষাণ-হৃদয় !
আর না—আর না—দেখিতে পারি না ।
ক্ষান্ত হ'—ক্ষান্ত হ'—পায়ে ধ'রে বলি—
দে রে পরিত্রাণ,—ঘুচুক যন্ত্রণা !

নিদ্রা

১

বিশ্ব-রচয়িতা ক্ষীর-পারাবারে
শয়ান ছিলেন অনন্ত-শয়নে,
অমরসুন্দরী কমলা তাঁহারে
তুষিতেছিলেন কর-পরশনে ।
ক্ষীর-পারাবার-জনিত সমীর
প্রবাহিতেছিল নাচাইয়া ক্ষীর ।

২

কমল-নিন্দিত কমলার কর
মাধবের দেহে সুধীরে দেখিছে,
নীল জলে যেন পদ্ম মনোহর
গতিশীল হয়ে ভাসিয়া দুলিছে ।
পরশিছে অঙ্গ মৃদু সমীরণ ;
আরামে শ্রীপতি মুদিলা নয়ন ।

৩

সে সুখের কালে তাঁহারি নয়নে
জনম আমার সুখমাখা কায় ।
নিদ্রা নাম ধরি, সদা-সুখ-মনে,
সুখী করি জীবে বেড়াই ধরায় !
সুখের সময়ে সুখেশের চোখে
জনম আমার, সুখী করি লোকে ।

৪

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
যেখানে সেখানে ভ্রমিয়া বেড়াই ;
অনাহূত হয়ে সমাদর করি,
অনায়াসে সুখ-অমৃত বিলাই ।
সুখের সময় সুখেশের চোখে
জনম আমার, সুখী করি লোকে ।

৫

নয়নে জনম—নয়নে বসতি,
অন্য অঙ্গ আমি কভু পরশি না ;
বিধাতার কৃত আমার প্রকৃতি,
নয়ন ব্যতীত কিছুই জানি না ।
আসব নিবসে কুসুমে যেমন,
নয়নে নিবাস আমারো তেমন ।

৬

সমভাবে থাকি সবারি নয়নে,
কি সুন্দর আঁখি কিবা অসুন্দর ;
সকলি সুন্দর আমার নয়নে,
সকলি পরশি প্রসারি এ কর ।
পক্ষপাতী নহি নরের মতন—
এটি ভাল—এটা কুৎসিত নয়ন ।

৭

অজড় কি জড় সকলের প্রতি
মোহ-মন্ত্রে আমি শান্তি-সুধা ঢালি
আমারি দয়ায় পাদপ ব্রততী
শান্তি-সুখ লভে নয়ন নিমীলি ।

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
যেখানে সেখানে বেড়াই বিচরি।

৮

রজনী আসিলে, মুড়ি সযতনে
তেঁতুল বকের সরু সরু পাতা,
আমারি কোমল কর-পরশনে
ঘুমাইয়া পড়ে লজ্জাবতী লতা।
কাজে লজ্জা বলে, ভুলে সে তখন,
ভুলে সে তখন কি সে জাগরণ।

৯

দুরন্ত বায়ুরে দূরে তাড়াইয়া,
সাগরেরে করি ঘুমেতে বিহ্বল;
মম পরশনে গর্জ্জন ভুলিয়া,
ঘুমায় জলধি; নাহি নড়ে জল।
নিদ্রা নাম ধরি, চৌদিকে বিচরি,
উন্মত্ত সাগরে বিমোহিত করি।

১০

নিদ্রা নাম ধরি, দিবা-সহচরী,
শশাঙ্কেরে করি ঘুমে অচেতন,
সারা নিশি জাগি বদন আবরি
গাঢ়তর ঘুমে; না মিলে নয়ন।
কুমুদিনী শোয় সলিল-শয়নে,
চেপে রাখি হাত সে চারু নয়নে।

১১

শত শত তারা নীল নভস্তলে
ঘুমাইয়া পড়ে নয়ন মুদিয়া;
ঢাকা থাকে আঁখি মোর করতলে,
নয়নের জ্যোতি না চলে ফুটিয়া।
বিধি-দত্ত মোর অমরী মায়ায়
নয়নের জ্যোতি নয়নে মিলায়।

১২

মধ্যাহ্নের কালে শ্রান্ত সমীরণ
ঘুমায় গগনে আমার পরশে।
এত গাঢ় ঘুম, না রহে চেতন,
নাসিকা নিশ্বাস নাহিক বরষে।
কাজেই কাঁপে না তরুলতাগণ,
তারাও ঘুমেতে হয় অচেতন।

১৩

নিদ্রা নাম ধরি, সন্ধ্যা-সহচরী,
প্রচণ্ড প্রখর সহস্র-কিরণে
লোহিত বসনে দেহাবৃত করি,
শোয়াই যতনে সাগর-শয়নে।
নাহি রহে তেজ, না রহে চেতন,
শীতল সলিলে ঘুমায় তপন!

১৪

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
যেখানে সেখানে অনায়াসে বেড়াই,
যাহারে নিরখি, তাহারে আবরি
রসজ অঞ্চলে, বচনে ভুলাই।
কোলে করি কত আদর করিয়া,
শ্রম করি নাশ কর বুলাইয়া।

১৫

রজনী আসিলে আমারি মায়ায়,
দিন-কোলাহল বিস্মৃত হইয়া,
আমার কোলেতে জগত ঘুমায়,
অচেতন হয় নেত্র নিমীলিয়া।
জাগে বটে নভে তারা অগণন,
কিন্তু নিমীলিত মানব-নয়ন।

১৬

কে বুঝিবে; মোর কৌশল কেমন,
দিনে তারাদল আকাশে ঘুমায়;
জাগে সেই কালে নরের নয়ন,
আর কিছু নয়—আমারি মায়ায়!
এক দিকে অর্দ্ধ জগতে ঘুমাই,
অন্য দিকে অর্দ্ধ জগতে জাগাই।

১৭

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
আয় রে সকলে কোলেতে আমার,
বুলায়ে নয়নে কর ধীরি ধীরি,
মিটাইব শ্রম-যাতনা অপার।
জননীর চেয়ে করিব যতন,
ব্রত মম পর-যাতনা-মোচন।

১৮

এ মোর শীতল কোলের মাঝারে
সুখ বই দুঃখ একটুও নাই;
জননী বলিয়া যে ডাকে আমারে,
কত দয়া মোর, তাহারে দেখাই।
আয় রে সকলে কোলেতে আমার,
মিটাইব শোক, যাতনা অপার।

১৯

এসেছে রজনী ; ভারত-সন্তান,
আয় রে সকলে, আয় রে সকলে ।
যাতনা নাশিব—করিব প্রদান
শান্তি-রস-ধারা নয়ন-যুগলে ।
অনন্ত যাতনা নাশিব এখনি,
আয় রে সকলে—এসেছে রজনী ।

যন্ত্রণার অবসান

১

উঃ ! এ কি হ'ল, হায়, প্রাণের ভিতরে,
কি দিয়া কে যেন কি-যে ছিন্ন-ভিন্ন করে !
মনে করি কিছু নয়,
তবে কেন হেন হয় ?
মনে করি চিন্তা-বিষে এ পরাণ জরে,
তবে কেন এত করি
এ জ্বালা ভুলিতে নারি ?
আকাশ পাতাল কেন ঘুরিছে অন্তরে ?
উঃ !—এ কি হ'ল, হায়, প্রাণের ভিতরে !

২

চিকিৎসক ! খুল ত্বরা পুথি চিকিৎসার,
দেখ ত কি লেখা আছে ভিতরে তাহার ?
কি রোগ ইহারে বলে,
কি হেন ঔষধ দিলে
উপশম হবে মম প্রাণের বিকার ?
দেখ দেখ ;—যাই যাই ;
আর দেখে কাজ নাই ;
তব সাধ্যাতীত মম প্রাণ-প্রতীকার ।

৩

হায় রে,—উঃ—এ কি, এ যে বিষম যন্ত্রণা ।
কি পাপে এ ক্ষীণ বক্ষে অশনি-ঝঞ্ঝনা ?
চির বুক—দেখ চেয়ে,
কি তথা পশিল গিয়ে ;
কেন ভয় ?—ফেল চিরে—হবে না বেদনা ।
তার চেয়ে, যে ব্যথায়
আজি প্রাণ যায় যায় ;—
থাক্ থাক্—কাজ নাই—চির না—চির না ।

৪

যে বক্ষে—যে ক্ষীণ বক্ষে সোনার প্রতিমা,
বিরাজ করিত ধরি স্বর্গীয় সুষমা,
সে বক্ষে কেমন ক'রে,
তীক্ষ্ণ ছুরি জোরে মেরে,
চিরিবে ? চির না—ছুরি ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না
যদিও প্রতিমা গেছে,
এ বক্ষ ত আজো আছে,
ইহাই লইয়া আমি জুড়াই যন্ত্রণা ।
উঃ !—তা যে হয় না রে,—বিফল বাসনা !

৫

হায়, কি অভাগা আমি ! হায় রে কপাল !
উঃ—কি পলকে বাড়ে নিরাশা-জঞ্জাল ।
বক্ষ মম খালি ক'রে,
গেল সে রে কত দূরে ।
হের বসুন্ধরা আজ অতল পাতাল !
কই সে আমার কই ?
ওই বুঝি, ওই ওই ?
সে নয়—ছায়ায় ও যে কল্পনা-খেয়াল !
এই কি, কল্পনে ! তোর চাতুরীর কাল ?

৬

ওই যে বসিল শশী নীলিম গগনে,
এই যে জ্যোছনা হাসি, বসিল কুসুমে,
ওই যে বিটপী'পরি
বিহঙ্গ বসিল ফিরি,
ওই যে বসিল সন্ধ্যা মেদিনী-আসনে,
সে কেন আমার বুকে
বসিল না হাসিমুখে ?
এ বক্ষ যে তারি তরে ধরেছি যতনে,
কোথা সে বুকের ধন আজি এতক্ষণে ?

৭

'উঃ' শব্দ যে কি রকম, কি যে মর্ম্ম তার,
কখন আসে নি মনে মুখে অভাগার ;
আজ তাই হ'ল হায়,
কিছু নাহি দেখা যায়,
কিছু নাহি শুনা যায়, 'উঃ' ছাড়া আর ।
আমার যা কিছু যত
'উঃ' শব্দে কি পরিণত
করিবার ইচ্ছা ছিল ক্রূর বিধাতার ?
এক জন দেখে আলো,—অন্যে অন্ধকার !

৮

চিরিব না বক্ষ ;—না না চিরিব নিশ্চয়,
না চিরিলে সে রতন পাবার যে নয়।
দেখিব কি দোষ দেখে,
এ হৃদয় খালি রেখে,
করিল রতন চুরি বিধি নিরদয়।
দেখিব সেখানে আজি
বিধাতার কারসাজি,
দেখিব আমার ধন কেন মোর নয়,
দেখিব সুখের বক্ষ কেন শোকে দয়?

৯

বুঝেছি সে গূঢ় তত্ত্ব—বুঝেছি এক্ষণে,—
কেন সে যে নাই মোর হৃদয়-আসনে,
কেন যে সে মোরে ভুলি,
চির-তরে গেল চলি,
কেন যে সে নাহি কাঁদে আমার রোদনে,
কেন যে আমার পাশে
আর না সে ফিরে আসে,
কেন যে না চায় আর সে চারু নয়নে,—
বুঝেছি সে গূঢ় তত্ত্ব—বুঝেছি এক্ষণে।

১০

তবে কেন দেরি আর?—যাই তবে যাই,
দাঁড়াও, বুকের ধন!—যেও না—দোহাই!
দৃষ্টিরোধ অভাগার,
দেখিতে না পায় আর,
দাঁড়াও—যে দিকে থাক ;—এই আমি যাই।
তুমিই ত কর্ণমূলে
পরতে পরতে খুলে,
শুনালে সে গূঢ় তত্ত্ব ;—মনে জাগে তাই,
দাঁড়াও, প্রাণের প্রাণ! এই আমি যাই।

১১

নিশাকর! করজাল করিয়া বিস্তার,
ধর, যদি দেখে থাক প্রতিমা আমার।
সমীরণ! ক্ষণতরে
গতি তার রোধ ক'রে,
দাঁড়াও—দিও না যেতে—ধর একবার ;
মসীমুখী সন্ধ্যা সতি!
আজি মম এ মিনতি,—
আরো দ্রুত এসে কর আঁধার বিস্তার,
ধর, যদি দেখে থাক প্রতিমা আমার।

১২

আমি যে আমার তারে না পাই দেখিতে,
তোমরা তাহারে ধর—দিও না যাইতে।
এই আমি যাই—যাই—
কোথা পথ?—নাহি পাই—
বিশ্ব যে আঁধারময়!—না পারি ছুটিতে!
পেয়েছি পেয়েছি পথ,
পূরিয়াছে মনোরথ,
কে তবে আমারে আর পারে নিবারিতে?
আর কি পারিবে বাধা, বাধা মোরে দিতে?

১৩

ওই যে তমসস্তূপ করিয়া বিদার,
অপূর্ব্ব আলোক-রেখা হতেছে সঞ্চার।
ওই আলোকের মাঝে
আমার প্রতিমা সাজে,
নূতন অথচ সে পূর্ব্বের আকার।
আর কেন? যাই—যাই,—
যারে চাই—ওই তাই,
ওরে ছেড়ে এ নরকে এখনো কি আর
থাকিব?—সে গূঢ় তত্ত্ব বুঝেছি এবার।

১৪

পার্থিব জীবন! আর চাহি না তোমায়,
অলক্ষ্যে চলিয়া যাও, বাসনা যথায়।
ওরে ও পার্থিব কায়া!
ছাড় মায়া—ছাড়ি মায়া!
ত্বরায় মিশায়ে যাও পরমাণু-গায়।
পার্থিব বাসনা আশা!
রে পার্থিব ভালবাসা!
রে পার্থিব সুখ-দুঃখ! যা রে অচিরায়,
আমারে বিদায় দিয়ে লইয়া বিদায়।

১৫

যারে আমি ভালবাসি, আমার সে ওই,
আমারে যে ভালবাসে, আমি তার নই?
না না—তা না,—আমি তারি,
তারে কি ভুলিতে পারি?
ভুলিবার নহে যেই,—তারে ভুলে রই?
এও কি হইতে পারে?
কে বলে ভুলেছি তারে?
সকলি ভুলেছি আমি সেই এক বই,
সে ছাড়া এ বিশ্বে আমি আর কারো নই।

১৬

এ কথা মুখের নয়, মনের মাঝারে,
বলিছে মনের মন জাগায়ে আমারে,
কে যেন আমায় ডাকি,
বলিছে, 'ধরায় থাকি
মৃত তুমি—জীবিত সে ছাড়িয়া ধরারে।'
গূঢ় তত্ত্ব হ'লে ভেদ,
ধুইব পার্থিব ক্লেদ,
সে যেখানে—সেখানের অমৃত-আসারে ;
আবার—আবার পাব প্রাণ-প্রতিমারে।

১৭

দাঁড়াও,—প্রস্তুত আমি,—আর দেরি নাই-
জ্বেলেছি আলোক,—থাম,—তমস তাড়াই
এই যে ধরেছি ক্ষুর,
আঁধারো হতেছে দূর,
এখনো কতক আছে, বাধা লাগে তাই!—
এবার পেয়েছি পথ,
এই পূরে মনোরথ,
স'রে এস, প্রিয়তমে! মুখপানে চাই,
ক্ষুরে বক্ষ চিরিবার যন্ত্রণা জুড়াই।—
এই ত চিরিনু বক্ষ!—উঃ—যাই—যাই!

বিজলী

১

রূপে আমি নাহি ভুলি, গুণ যদি পাই রে,
তা হ'লেই ভুলি, আর কিছু নাহি চাই রে।
কদাকার কাল মেঘ, ভীম-গরজন-বেগ,
তবু সেই মেঘ বই কেউ মোর নাই রে।
সে গুণীর গুণে আমি অধীনী সদাই রে।
পারে কি কখন কেহ ক্ষয় করি নিজ দেহ,
করিতে পরের হিত কাল মেঘ বই রে?
এই অসামান্য গুণে রেখেছে আমায় কিনে
জলদ,—জলদ বই আমি কারো নই রে।

২

কামুক-কামুকী যারা রূপে তারা ভুলে রে,
'আমি তব' 'তুমি মম' রূপেরই মূলে রে।
গুণ ভালবাসে যারা, রূপে তুচ্ছ ভাবে তারা,
নির্ব্বোধ শুধুই ভুলে শিমুলের ফুলে রে!
আমি ভালবাসি গুণ, হাসি তাই চতুর্গুণ,
ঝলসি সবার আঁখি, জলদের কোলে রে!
জলদে না পেলে মোর, হাসি নাহি খেলে রে।

৩

জলদ আমার স্বামী, তার প্রিয়তমা আমি,
তারে ছাড়ি, ক্ষণকালো না থাকি কোথাও রে,
যেখানে জলদ আছে, বিজলীও তার কাছে,
যথা মেঘ নাই—নাই আমিও তথায় রে।
পাইয়া বায়ুর বেগ, যেখানে সেখানে মেঘ,
বরষি সলিল, ধায় হইয়া উধাও রে,
আমিও তাহার সনে, হাসিয়া উন্মত্ত-মনে,
খেলা করি সত্য কি না, একবার চাও রে।

৪

যেই খেলা খেলি আমি লয়ে জলধরে রে,
সে খেলা খেলিতে পারে কভু নারী-নরে রে?
নাথ মোর ঢালে জল, আমি জ্বালি কালানল,
উভয়ে বেড়াই উড়ে সমীরণভরে রে।
বারি ঝরে ঝর-ঝর, নিদ্রা যায় নারী নর,
'বড়ই সুখের ঘুম' এই মনে ক'রে রে।
এমন সময়ে মোরে, জলদ ইঙ্গিত করে,
আমিও হাসিয়া উঠি উচ্চতর স্বরে রে,
'বড়ই সুখের ঘুম' পরিণত ভয়ে রে।

৫

জলদের কোলে খেলি, কখন নয়ন মেলি,
কভু ঘোমটায় মুখ ঢাকি মুদি আঁখি রে;
কভু জলদের পানে, চেয়ে থাকি খোলা প্রাণে,
কভু তার কাল কোলে লুকাইয়া থাকি রে।
আবার কখনো সুখে, জলদের কাল বুকে,
স্বর্ণ-দেহলতা মোর এঁকে বেঁকে আঁকি রে;
ক্ষণেক কালের তরে, আমার রূপের ভরে,
ভূতল জ্বলিয়া উঠে হেমপ্রভা মাখি রে।

৬

অনন্ত আকাশ-তলে গভীর মেঘের কোলে
আমার অনন্ত খেলা, কিন্তু কবি বলে রে,
মিলে যত সুরবালা করিছে জলদে খেলা,
তাঁদের অঞ্চল-দশা থেকে থেকে জ্বলে রে।
নয়ন মুদেও থেকে তবু জীব মোরে দেখে,
আঁখি-মাঝে তার মোর আভা ঝলমলে রে;

এত জোরে আমি হাসি, সুদূর ভূতলবাসী
আঁধারে আঁধার আরো দেখে পলে পলে রে।
পথে পথিকের পদ ভয়ে নাহি চলে রে।

(অসম্পূর্ণ)

আশা

[প্রথম মূর্ত্তি]

১

বৈশাখের নিশি অবসান প্রায় ;
ক্রমে নরচিত্তে চেতনা জাগিল ;
কাজেই সুষুপ্তি স্বপনের সহ
আকাশে মিশিয়া আকাশে চলিল

২

দয়ার মূরতি সুষুপ্তি স্বপন,
দয়ামাখা ইচ্ছা দয়ামাখা মন,
দয়ামাখা দেহ দয়ার আধার,
দয়ার তরঙ্গ দোঁহার জীবন।

৩

আপনিই দয়া, আ মরি, যেন রে
দুই খণ্ড দেহ ধারণ করিয়া,
দয়া যে কি, তাহা দেখাবার তরে,
দেখাইল নরে ধরণী ভ্রমিয়া।

৪

এ দোঁহার স্পর্শে দেখিল মানব,—
মানব-জীবনে সুখ আছে কি না,
মহাদুঃখময় মানব-অন্তরে
আনন্দ-বিদ্যুত ঝকমকে কি না।

৫

এ দোঁহার স্পর্শে সন্তপ্ত ধরণী
কতক্ষণ তরে বিরাম লভিল ;
স্বর্গের আনন্দ কতক্ষণ তরে
দুঃখের কিঙ্কর মানব ভুঞ্জিল।

৬

ওই দুই জনে আকাশে মিশিয়া,
আকাশের গায় আকাশ হইয়া
চলিছে—থামিছে—আবার চলিছে—
ভাবিছে—চলিছে—আবার থামিছে—
দেখিছে ভূতলে নিরীক্ষণ করি,
কি করে মানব দোঁহে পরিহরি ?
এইরূপে ওই চলে দুই জনে ;
হেন কালে ও কে দাঁড়াল নয়নে ?
সুষুপ্তি স্বপনে করি আলিঙ্গন,
ধরণীর তলে করে আগমন ?

৭

অহ ! কি মূরতি, আকাশ ব্যাপিয়া,
হীনদীপ্তি ক্ষীণ তারকা-নিকরে
বিশাল উজ্জ্বল আকারে ঢাকিয়া,
(বিদ্যুতের গতি) আসিছে অম্বরে।

৮

মানবের দৃষ্টি যত দূর চলে,
তত দূর দেহ অনন্ত অসীম ;
ক্ষীণ বাহ্য দৃষ্টি কত দূর চলে ?
মানবের দৃষ্টি সামান্য সসীম।

৯

নর-চিত্ত-চক্ষু চলে যত দূর,
তারো কোটি গুণ—তারো চেয়ে বেশী
দূরস্থল ব্যাপি ও অনন্তরূপা
আসিছে আকাশে নয়ন ঝলসি।

১০

জানিতাম আগে—আকাশ অনন্ত,
আকাশের দেহে আকাশি তুলনা,
কিন্তু এই দেখ, দেখি সে বিশ্বাস
ঘুচিয়া গেল রে ;—বিশ্বাস ছলনা !

১১

সংখ্যাতীত তারা কত ক্ষণ আগে
এই যে দেখিনু ;—কোথা গেল তারা ?
গাঢ় নীল-নভ মেঘ-খণ্ড-দাগে
এই যে ছিল রে !—কোথা হ'ল হারা ?

১২

ওই এল মূর্ত্তি, এল এল ওই
ধরণীর কাছে ক্ষণেক সময়ে ;
চুম্বকের মত এ জড় ধরণী
নিমেষের মাঝে আকর্ষিত হয়ে,

১৩

লাগিল উঁহার চরণ-নখরে !
হলে না—দোলে না—নড়ে না ধরণী !

এ কি রে ব্যাপার !—চরণের নখে
ধরারে ধরিল কে ওই রমণী ?

১৪

এ হেন রমণী দেখি নি কথন,
হেন ঘটনাও কথন দেখি নি,
বচন-অতীত আজের ঘটন
রমণী-চরণে ঝুলিছে মেদিনী !

১৫

ওহে জ্যোতির্ব্বিৎ ! ব'ল নাক আর,—
শূন্যে ঘোরে গ্রহ, শূন্যে ঘোরে তারা,
শূন্যে ঘোরে রবি, শূন্যে ঘোরে শশী,
শূন্যে ঘোরে ধরা সশৈলসাগরা ।

১৬

ব'ল নাক আর—বুঝায়ো না আর,
জ্যোতিঃশাস্ত্র তব ঢেকে ফেল, ভাই !
তব উপপত্তি, মীমাংসা, যুকতি,
দূরে টেনে ফেল,—আর কাজ নাই ।

১৭

অবলম্বি এই রমণী-চরণ,
ঘোরে চন্দ্র সূর্য্য দীপ্ত গ্রহাবলি,
ঘোরে মানবের জন্ম-মৃত্যু-ভূমি
পৃথিবী ;– হ্যা দেখ চিত্ত-চক্ষু মেলি ।

১৮

কে তুমি ?—কি হেতু হেন তব বেশ ?
কিসের লাগিয়া ধরা আকর্ষিলে ?
কেন হেথা এলে ?—কোথা তব দেশ ?
কি হেতু ধরারে চরণে স্পর্শিলে ?

১৯

কে আমি ?—এখনো রে মানব !
বুঝিতে পার নি, জিজ্ঞাসিছ তাই ?
আমারে চেনে না, কে আছে এমন ?
কোন্ বিশ্বে মোর গতিবিধি নাই ?

২০

নর-চক্ষু যাহা দেখিতে না পায়,
সেখানেও স্থির রাজত্ব আমার ;
দেবতারো দৃষ্টি যেখানে না যায়,
সেখানেও মোর সাম্রাজ্য বিস্তার ।

২১

তুই ত সামান্য ?—তোর বাসভূমি
ধরা ত সামান্য ! কি বলিব তোরে—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের মত
আমার চরণে প্রতিক্ষণে ঘোরে ।

২২

এই দ্যাখ !—
উঃ, তাই ত—কি দেখি !—
জয় জয় জয় জয় সুরেশ্বরি !
জয় জয় জয় অনন্তরূপিণি !
জয় মহাদেবি ! জয় দিগম্বরি ।

২৩

তুমি নভোদেশ, তুমি মহামায়া,
তোমার মায়াতে বিশ্ব কোটি কোটি
সৃষ্ট হইতেছে—লয় পাইতেছে—
ঘন ঘুরিতেছে উলটি পালটি !

২৪

তুমি বৈতরণী—অনন্তা অপারা ;
তোমাতে সন্তরে ক্ষুদ্র নরগণ ;
তোমাতে ডুবিছে—তোমাতে ভাসিছে,
ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রতম মন !

২৫

যত দূর নর চিন্তাশক্তি ধরে,
তোমার চরণে দেয় তা অঞ্জলি ;
তোমারি কৌশলে নরে বাঁচে মরে,
তোমাতেই দেয় মন-প্রাণ ঢালি ।

২৬

মানবের তুমি চিত্তস্বরূপিণী ;
সতত মানব ধেয়ায় তোমারে ।
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি মানবের,
সতত মানব ধেয়ায় তোমারে ।

২৭

ঈশ্বরেও নর ভুলে যায় কভু,
নিজে সে যে কি, তাও ভুলে যায়,
কিন্তু ক্ষণতরে ভুলে না তোমারে,
চরণে তোমার আজন্ম লুটায় ।

২৮

কদম্ব-কুসুমে কেশর যেমতি,
কোটি কোটি নর তোমাতে তেমনি
আকৃষ্ট রয়েছে—মহা আকর্ষণ
তোমার, তুমি গো মহা-আকর্ষণী ।

২৯

ইন্দ্রজালময়ী তুমি ; তব বলে
অনন্ত-ঘটনা নিমেষে ঘটিছে ;
মানব-মস্তিষ্ক আবেগে উছলে,
তাহে কোটি চিন্তা পলকে উঠিছে ।

৩০

জানিলাম আজ ;—ভুলিব না আর
বিধাতা চলেন তোমারি চালনে ;
এই যে ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত তাঁহার,
তুমিই তাঁহারে গঠালে যতনে ।

৩১

তোমারি কৌশলে বিধাতৃগঠিত
অজড় জড়ের এত বাড়াবাড়ি !
তোমারি কৌশলে বিধাতা রচিত
না রহে তোমারে মুহূর্ত্তেক ছাড়ি ।

৩২

কে বলে ঈশ্বর তোমা ছাড়ি র'ন ?
যে বলে বলুক—আমি তা বলি না ;
তোমা ছাড়া যদি হইতেন তিনি,
তা হ'লে কি হ'ত জগত-রচনা ?

৩৩

ফললাভে যদি যত্ন না থাকিবে,
যদি না থাকিবে কার্য্যের কারণ,
কেন তবে ধাতা ব্রহ্মাণ্ড গঠিবে ?
আছে কি তাঁহাতে উন্মাদ-লক্ষণ ?

৩৪

ঈশ্বরের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী,
জগতের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী,
মানবের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী,
আশা তব নাম, হে চিত্তবাসিনি !

(দ্বিতীয় মূর্ত্তি)

১

ভূমণ্ডলবাসী প্রতি নর-চিত্তে
কি কি রূপে জাগ ? জানিবারে চাই ;
কহ মোরে আজ, কহ, মহাদেবি !
অনন্তরূপিণি ! জানিব তাহাই ।—

২

তুরস্কাধিপতি অভাগা সুল্‌তান
রুসিয়ানাথের তরবারি-তলে
নিজ রাজ্য রাখি তব পদযুগ
কিরূপে ভাসায় রাজ-নেত্র-জলে ?

৩

কিছু দিন আগে অন্তরে তাঁহার
কিরূপে থাকিতে ? এবে বা কেমন ?
এবে তাঁর চিত্ত-জাত মহানল
তোমার চিত্ত কি করে না দাহন ?

৪

সুল্‌তানের আজ রন্ধ্রগত শনি,
চিত্তগত তুমি ; বল, দুই জনে
কেমনে রয়েছ ? ফণিশিরে মণি,
ভয় হর্ষ তাঁর জাগায় কেমনে ?

৫

বল, সুরেশ্বরি ! চিত্তবিহারিণি !
শোক-সুখ-হর্ষ-ভয়-বিধায়িনি !
তোমার ছলনে যবন-ঈশ্বর
কিরূপে দেখিছে আজি এ মেদিনী ?—

৬

যেরূপে দেখিছে,—সেরূপ বলিতে
ক্ষমতা আমার যদ্যপি থাকিত,
তা হ'লে এখনি তুমি নিরখিতে
আমার রসনা কি কথা ঘোষিত ।

৭

ভিন্ন ভিন্ন রূপে—ভিন্ন ভিন্ন চিতে,
ক্রীড়া কর তুমি মায়া বিস্তারিয়া,
কাজে কাজে আমি তুরস্কপতির
কিরূপে লইব অন্তর আঁকিয়া ?

৮

কিন্তু, তবু আমি বুঝি মনে মনে,—
আজি তুমি তাঁরে ত্যজিতে উদ্যত ;
কিন্তু সে ভূপতি না চান তোমারে
ত্যজিতে, হৃদয় হয়েছে বিব্রত !

৯

লক্ষ লক্ষ অসি চতুর্দ্দিকে তাঁর
বিজলী চমকে চমকে পলকে ।
লক্ষ লক্ষ সেনা মরিছে তাঁহার,
শোণিত ছুটিছে ঝলকে ঝলকে !

১০

ওই দেখ, তাঁর রাজসিংহাসন
স্বজাতির রক্তে হয়েছে রক্তিম !

চতুর্দ্দিকে উঠে প্রজার রোদন
তুরস্কের দশা আজি গো অন্তিম !

১১

তুরস্কের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া,
তুরস্ক-ঈশ্বর আজি তব পদে
উষ্ণীষ ফেলিয়া, পড়েছে লুটিয়া,
তারিবে কি তাঁরে আজি এ বিপদে !

১২

বিশ্বাস না হয়—কেমনে হইবে ?
তোমার ছলনা মোর বিড়ম্বনা !
মরীচিকাময়ী ছলনা-ঈশ্বরি !
তব ষড়যন্ত্রে দারুণ যন্ত্রণা !

১৩

দেবী বলি আমি সম্বোধি তোমারে,
কিন্তু এ ব্যাপারে রাক্ষসী বলিতে
নহি সঙ্কুচিত ;—তব বিড়ম্বনে
তুরস্ক ভাসিছে দুঃখ-জলধিতে !

১৪

আবার ওদিকে রুসীয় সম্রাট্
দাপটে মেদিনী করিছে কম্পিত ;
আশা রে ! এ শুধু তোমারি কৌশল ;
তব বলে আজ রুসিয়া গর্ব্বিত !

১৫

দক্ষিণে যে ভাবে তোমার মুরতি
দেখিনু যবন-মুরতি সহিত,
উত্তরে খৃষ্টীয় মুরতি সহিত
নিরখি আবার ঠিক বিপরীত !—

১৬

দক্ষিণে রোদন—উত্তরেতে হাসি,
দক্ষিণে বিষাদ—উত্তরে আহ্লাদ,
দক্ষিণে শ্মশান—উত্তরে অমরা,
আশা রে ! এ তব ছলনা-প্রমাদ !

১৭

দক্ষিণে তুরস্ক স্বনাথ সহিত
তোমার চরণে রয়েছে পতিত,
কিন্তু ভাগ্য-দোষে তব পদাঘাতে
কর্দ্দম-সদৃশ হতেছে দলিত!

১৮

উত্তরে রুসিয়া স্বপতি-সহিত
তোমারে বসায়ে হৃদয়-আসনে,
তুরস্কের বক্ষ করিছে বিদার,
আর্ত্তনাদ উঠে তুরস্ক-বদনে !

১৯

রে নিষ্ঠুরে ! আর 'দেবী'-সম্বোধনে
ডাকিব না তোরে ; তুই নিশাচরী,
একেরে বধিয়া, ছি ছি, অন্য জনে
উঠাইলি ঊর্দ্ধে, ওরে ভয়ঙ্করি !

২০

এই যে সে দিন ওস্‌মান পাশার
অন্তর ধরিয়া সমর-প্রাঙ্গণে
রুস-সেনাগণে করিল সংহার,
কাঁপিল রুসিয়া সশঙ্কিত মনে !

২১

তুরস্কের বক্ষ প্লেভ্‌না নগরী ;
সেই বক্ষে চড়ি' বীরচূড়ামণি
ওস্‌মান পাশা শত শত রুসে
বিনাশিল খড়্গে সহুঙ্কার-ধ্বনি ।

২২

সে সময়ে তুই ছাড়ি রুসগণে
তুরস্কের দিকে হয়েছিলি নত ;
রুসেশ্বর তোর পড়িয়া ছলনে
দেখিয়াছিলেন আঁধার জগত ।

২৩

তুরস্কের লোক সাদরে তখন
পূজেছিল তোরে "জয়শ্রী" বলিয়া,
আজ তাহাদিগে হতশ্রী করিলি,
রুসিয়ার দিকে পড়িলি ঢলিয়া !

২৪

তোর বিড়ম্বনা কে বুঝিতে পারে,
সামান্য ত নর ;—না পারে দেবতা ।
তোর বিড়ম্বনা যে বুঝিতে পারে,
যে তোরে কখন না করে মমতা ।

২৫

রে পামরি ! আহা, যে দিন প্লেভ্‌না
রুস-হস্তগত হ'ল তোর ছলে,
মহাবীর সেই ওস্‌মান পাশা
সেই দিন তোরে ডাকিল কি ব'লে ?

২৬

'দেবী' সম্বোধনে অথবা 'পিশাচী'
বলিয়া ডাকিল সেই বীরবর ?

বল্, নিশাচরি!—তুরস্কঘাতিনি!
শত দিব্য তোরে—ত্বরা দে উত্তর।

২৭

আজি ওস্মান শত্রু-কারাগারে
থাকিয়া দেখিছে মুদিত নয়নে,—
তুই নাই তাঁর অন্তর-আগারে,
নিরখিছে' তোরে রুস-সিংহাসনে।

২৮

রে পক্ষপাতিনি! নির্দ্দোষঘাতিনি!
বিশ্ব কাঁপে তোর দেখি মায়াজাল,
আজি যে কাঁদিল—কালি সে হাসিল,
যে কাঁদিল আজ—সে হাসিল কা'ল।

২৯

রুসিয়া তুরস্ক ইহার প্রমাণ,
আরো কত আছে, কে বলিতে পারে?
তোর প্রলোভনে সৃজন প্রলয়
মুহূর্ত্তে ঘটিছে নূতন প্রকারে!

৩০

রুসপতি-মুখে গম্ভীর নিনাদে
মেদিনী যুড়িয়া করেছে ঘোষণা;
'ধর্ম্মযুদ্ধ' তরে তুর্কনাথ-সহ
হয়েছে তাঁহার সমর-ঘটনা!

৩২

ছি ছি, ছি ছি, ছি ছি! রাজার বদনে
হেন মিথ্যা কথা হইল নিঃসৃত।
পৃথিবী কি মূর্খ—নাহি বুঝে মনে,
রুসনাথ তোর ছলনে ছলিত?

৩২

'ধর্ম্মযুদ্ধ' নয়—এ যে 'আশাযুদ্ধ'
রাজনীতি-মূলে এত মহাপাপ!
মুখে এক কথা—মনে অন্য কথা,
এ রাজ-বুদ্ধিতে হোক অভিশাপ।

৩৩

রে ছলনাময়ি আশা নিশাচরি!
তোর ছলনায় ছলিত হইয়া,
ইংরেজ যে কাজ তুরস্কের প্রতি
করিল সত্যেরে চরণে দলিয়া,

৩৪

এ জগত তাহা ভুলিবে না কভু;
তুরস্ক কখন তাহা ভুলিবে না;
চন্দ্র সূর্য্য রবে যদিন আকাশে,
ইংরেজের মূর্ত্তি কভু মুছিবে না!

৩৫

তুরস্কপতির শিরায় শিরায়,
প্রতি লোমকূপে দর্পণের মত
তোর বশীভূত ইংরেজের ভাব
প্রতি অশ্রুপাতে জাগিবে নিয়ত।

মহাভিক্ষা

১

বল, মহারাজ! বল একবার,
গলবস্ত্র হয়ে করি নিবেদন,—
বিমোহিত হয়ে প্রলোভনে কার
অনাসে করিলে অকার্য্য-সাধন?
বল, মহারাজ! কুসুমের মুখে
কে কৈল কৌশলে গরল স্থাপন?
বল, মহারাজ, ফণীর সম্মুখে
কে কৈল তোমারে অনাসে অর্পণ?

২

যে জন সে দিন বাঙ্গালীর হয়ে,
রাজনীতিবেত্তা বৃটনীয়গণে
দেখাল ক্ষমতা, তর্ক-কথা কয়ে,
কৈল জয়লাভ অসামান্য গুণে;
সমগ্র ভারত সে দিন যাঁহারে
ধন্যবাদ দিল এ কার্য্য দেখিয়া,
রাখিল যাঁহারে হৃদয়-মাঝারে
দেবতা বলিয়া যতনে আঁকিয়া;

৩

বাঙ্গালী জাতির ভাগ্য-বিড়ম্বনে,
হায় মহারাজ! সেই মহাজন
প্রবৃত্ত হলেন অকার্য্য-সাধনে,
স্বজাতিপ্রিয়তা দিয়া বিসর্জ্জন!
প্রত্যেক বাঙ্গালী যাহারে যতনে
রেখেছিল হৃদে, হায়, মহারাজ!
প্রত্যেক বাঙ্গালী বিষাদিত-মনে
ইচ্ছা করে তাঁরে ভুলিবারে আজ।

৪

সে দিনের, হায়, সে ঘোর ঘটনা—
মহাবজ্রপাত বাঙ্গালীর শিরে—

যম-পীড়া চেয়ে বিষম যন্ত্রণা—
শিহরে শরীর—ভাসি অক্ষি-নীরে !
তোমা হেন বিজ্ঞ এ বঙ্গে থাকিতে,
তোমা হেন বঙ্গ-মণির নয়নে
ধাঁধা দিয়া, মেঘ লাগিল গর্জ্জিতে,
পড়িল অশনি ঘোর গরজনে !

৫

নির্ব্বাক্ হইয়া, আপনা ভুলিয়া,
স্বদেশ-মমতা হারাইয়া, হায়,
রাজনীতিজ্ঞের বচনে ভুলিয়া,
জাতি-সর্ব্বনাশ-মন্ত্রে দিলে সায় !
কেন হেন কৈলে ?—কি ভয় তোমার ?
একটিও কথা স্বদেশের তরে
কেন না কহিলে, হে জ্ঞান-ভাণ্ডার ?
তোমা হেন লোক ভীত কার ডরে ?

৬

রাজনীতিজ্ঞের মহামন্ত্রে ভুলে,
নিজের অস্তিত্ব দিয়া বিসর্জ্জন,
স্বদেশের আশা নাশিলে সমূলে,
ভারত-সন্তানে করালে রোদন !
সত্য বল আজি, যে শ্রুতি তোমার
কালি শুনিয়াছে প্রশংসা-বচন,
সেই পূত শ্রুতি শুনে কি হে আর
স্বর্গ্য সুধারূপ প্রশংসা তেমন ?

৭

এস মম সনে, চল ঘরে ঘরে,
কি বলিছে আজ তোমারে সকলে,
প্রশংসা ত্যজিয়া, নভোভেদী স্বরে
কত কুবচন কত লোকে বলে ।
রাজপ্রশংসার কণা লভিবারে,
সাগর সমান অযশ তোমার
ঘটিল, হে রাজা ! হায়, একেবারে
সুধার বদলে গরল উদ্গার !

৮

ওই দেখ, রাজা ! ভারত-মাতার
বিংশ কোটি পুত্র নয়নের জলে
অঙ্গুলী ডুবায়ে অযশ তোমার
মহাক্ষরে লিখি রাখিছে দেওয়ালে ।
একবার লিখি পূরে না বাসনা,
তপত নিশ্বাসে শুকাইয়া তায়,
আবার লিখিছে করিয়া ভৎর্সনা,
বিষদৃষ্টিপাতে সে লেখায় চায় ।

৯

ওই দেখ, রাজা ! ভারত-সন্তান
তোমারে ভুলিতে যতন করিছে,
নয়নের জলে লিখি তব নাম,
প্রাণপণে পুনঃ মুছিয়া ফেলিছে ।
এ দৃশ্য দেখিয়া, এ কার্য্য স্মরিয়া,
এ অশ্রু নিরখি ভারতবাসীর,
বল, আজ তব কাঁদে কি না হিয়া ?
ঝরে কি না পূত অক্ষিযুগে নীর ?

১০

সর্ব্বনাশ-মন্ত্র-পাণ্ডুলিপি যবে,
ওহে সুধীবর তুমি নিরখিলে,
কেন তাহে সায় দিলে হে নীরবে ?
ভবিষ্যের পানে কেন না চাহিলে ?
স্বজাতির মনে মন মিলাইয়া,
একবার, রাজা ! কেন দেখিলে না ?
বাঙ্গালীর তরে বাঙ্গালী হইয়া,
একটিও কথা কেন কহিলে না ?

১১

জানি হে, যদিও বচন তোমার
সফলতা লাভ না পেত করিতে,
জানি হে, যদিও বাসনা রাজার
অন্যথা করিতে তুমি না পারিতে,
তবু, মহারাজ ! যদি একবার
একটিও কথা বলিতে তুমি,
যশের সমষ্টি বাড়িত তোমার,
আশিস্ করিত ভারত-ভূমি ।

১২

কই, তা ত, হায়, হ'ল না—হ'ল না,
সুধানিস্যন্দিনী রসনা তোমার
কুটিল নীতির নিরখি ছলনা,
অনাসে করিল গরল উদ্গার !
দেশ জরজর—প্রজা মর-মর,
অক্ষয় হইল নয়নের জল ;
শুকাইয়া গেল অমৃত-সাগর,
ঘোর বেগে বহে তীক্ষ্ণ হলাহল !

১৩

যে রাজপ্রাসাদে (রজনীসময়)
কাচদীপাধারে আলোকের মালা
আছিল জ্বলিতে, শোভার নিলয়,
বিশাল দর্পণে প্রতিভার খেলা।
স্বর্ণবিমণ্ডিত-কাষ্ঠ-আবরণে
কারুকরকৃত চারু ছবিচয়
স্মৃতিরে আনিয়া দর্শকের মনে,
আছিল করিতে ভাবের উদয়।

১৪

বহুমূল্য নানা বসনমণ্ডিত
বিচিত্র আসনে ইংরাজের দল
মন্ত্র-পাণ্ডুলিপি করিতে স্বীকৃত,
শুনিবার আশে হইয়া চঞ্চল,
সায় দিয়ে তায় বজ্রমুষ্টি তুলি
ভারতের ভাগ্য ছিলেন দেখিতে ;
অধীনের প্রতি দয়াদান ভুলি
নিষ্ঠুরতা চিতে ছিলেন আঁকিতে।

১৫

মধ্যস্থলে রাজনীতিজ্ঞ সুকবি
রাজপ্রতিনিধি * রাজসিংহাসনে
স্বাক্ষর করিতে আপনার নাম,
বসিয়াছিলেন লেখনী ধারণে।
সে কাল নিশিতে—সে রাজভবনে
(মন্ত্রগুপ্তিগৃহ) সবাই ইংরাজ,
একমাত্র শুধু তুমিই সেখানে
ছিলে বঙ্গবাসী, ওহে মহারাজ!

১৫

এ দিকে হে রাজা, হিমাদ্রি হইতে
সিন্ধু-আলিঙ্গিত কুমারিকাবধি,
পূর্ব্বে মণিপুর সিন্ধু পশ্চিমেতে,
তিন ধারে তিন গভীর জলধি
নীরবতা-ব্রতে ছিল অবস্থিত,
ত্রিংশ কোটি প্রজা ছিল হে নীরবে,
কেহ জাগরিত, কেহ বা শয়িত,
কিছুই জানে না অদৃষ্টে কি হবে।

* লর্ড লিটন্ (Lord Liton)

১৭

এমন সময়ে, ওহে মহারাজ!
নিবিড় আঁধারে ছায়ার মতন
অলক্ষ্যে সবার, ভয়ঙ্কর বাজ
ভারতের শিরে হইল পতন!
নিদ্রিত জলধি জাগিয়া উঠিল,
নিথর শরীরে ছুটিল লহরী,
হিমাদ্রির চূড়া শতধা ফাটিল,
ত্রিংশ কোটি প্রজা উঠিল শিহরি!

১৮

সাগরগামিনী ভারতের নদী
আতঙ্কে উজানে ছুটিল ফিরিয়া,
ভারতে গ্রাসিতে ধাইল জলধি,
আবার ফিরিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ;
ভারতের বক্ষ সে বজ্রপতনে
শতধা ফাটিল—ঘোর সর্ব্বনাশ!
কোটি কোটি অক্ষি অজস্র বর্ষণে
ঢালিল সলিল ; বহিল নিশ্বাস!

১৯

তুমি, মহারাজ! বল, সে সময়
নীরব হইয়াছিলে হে কেমনে?
ভারতের দুঃখে তোমার হৃদয়
কেন না কাঁদিল ক্ষণেরো কারণে?
লক্ষ লক্ষ অক্ষি-জলের সহিত
তব চক্ষু-বারি কেন না মিশিল?
কোটি কোটি ভগ্ন চিত্তের সহিত
তব চিত্ত শোকে কেন না ভাসিল?

২০

সেই পাণ্ডুলিপি যে চক্ষে দেখিয়া,
পরমতে মত মিলাইয়া দিলে,
বল, মহারাজ! বল, কি করিয়া,
ভাসালে না তারে শোকের সলিলে
যে পবিত্র করে লেখনী ধরিয়া,
স্বাক্ষরিলে নাম পরের কথায়,
সে পবিত্র কর, বল কি করিয়া,
আঘাতিলে নাহি আপন মাথায়?

২১

দেশীয় ভাষার উন্নতি-নিধন
করিবার কথা যে কর্ণে শুনিলে,

এবে সেই কর্ণ, বল, হে রাজন্!
কি শুনিছে দীনা ভারতের গলে?
কা'ল যে তোমারে যশের দোলায়
দোলাইয়াছিল ভারতীয়গণ,
আজ যে আবার ফিরেও না চায়,
ফিরে যায় সবে ফিরায়ে নয়ন।

২২

এ ভারত যাঁর অঙ্গুলী-চালনে
মরে—বাঁচে, সেই রাজপ্রতিনিধি
প্রজার জীবন—ভাষার নিধনে
কৈলা প্রচলিত সুকঠোর বিধি।
সেই কালে, রাজা!—ঠিক সেই কালে
বিপক্ষে তাঁহার যে কথা বলিতে,
বেদবাক্য-সহ সে বাক্য ভূতলে
পূজ্য হয়ে রৈত হিন্দুদের চিতে।

২৩

তোমা হেন জ্ঞানী বল, মহারাজ!
কার প্রলোভনে হইল মোহিত?
কার মন্ত্রণায় করিলে এ কাজ,
নবলব্ধ যশ করি কলঙ্কিত?
এ মন্ত্রদাতা যদি কেহ থাকে,
অক্ষয় নরকে তাহার বসতি,
অযশের ভাগী যে কৈল তোমাকে,
আজি হ'তে সেই ভাষা-মাতৃঘাতী।

২৪

কি করিলে, রাজা! এ বিপদ হ'তে
পরিত্রাণ পায় ভারত দুখিনী,
আর যে পারে না রোদনের স্রোতে
ভাসিতে ভারত দিবস-যামিনী।
আমরা সকলে গললগ্নবাসে
দাঁতে কুটা লয়ে যুড়ি দুই কর,
মহাভিক্ষা চাই আজি তব পাশে,
মহাভিক্ষা দান কর, দাতৃবর!

২৫

তুমি মহাভিক্ষা দাও আমাদেরে,
পুনঃ মহাভিক্ষা তুমিও, রাজন্!
চাও একবার ভারতের তরে,
সিমলা পর্ব্বতে করিয়া গমন

রাজপ্রতিনিধি যদ্যপি তোমার
না শুনে প্রার্থনা তবে এই লও
কোটি কোটি চক্ষুজাত অশ্রুভার,
পাত্রে পাত্রে ভরি ত্বরা লয়ে যাও!

২৬

সেই ক্রুদ্ধ রাজপ্রতিনিধি-শিরে
ঢাল এই অশ্রু অজস্র ধারায়,
ভাসাও তাঁরেও নয়নের নীরে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণ কথায়;
"রাজপ্রতিনিধি! না বুঝি সে দিন
করেছি কুকাজ, ভবিষ্য ভুলিয়া,
আর না—হয়ো না মমতাবিহীন,
রক্ষা কর সবে বারেক চাহিয়া:

২৭

"একমাত্র কথা তব মুখ হ'তে
বিনিঃসৃত হয়ে কৈল সর্ব্বনাশ!
কোটি কোটি চক্ষু দিবানিশি স্রোতে
ভাসিছে;—বহিছে সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
সুধার সাগরে উঠিল গরল,
স্বর্গরাজ্য আজ হয়েছে নিরয়,
পীড়িত ভারত যায় রসাতল,
অদৃষ্টে সবজ্র জলদ উদয়!

২৮

"রাজপ্রতিনিধি! দোহাই তোমার,
তুমি না বাঁচালে আর রক্ষা নাই,
হয়ে গেল মাতৃভাষার সংহার,
ভারত-ভরসা পুড়ে হ'ল ছাই!
গললগ্নবাসে যুড়ি দুটি কর
মহাভিক্ষা চাহি নিকটে তোমার,
নব ক্রূর বিধি ত্বরা ধ্বংস কর,
মহাভিক্ষা দাও ধর্ম্ম-অবতার!"

২৯

ওহে মহারাজ! ভারতের হয়ে,
এই মহাভিক্ষা চাও একবার,
তব পূর্ব্বযশ আসিবে ফিরিয়ে,
হইবে তোমার জয়জয়কার।
মহাধনী তুমি, তবু, মহারাজ!
এই মহাভিক্ষা তোমারেই সাজে

হিমাদ্রি কি, বাপ্পা! মেঘের নিকটে
নাহি চায় ভিক্ষা অপরের কাজে?

দ্বাদশ গোপাল

(স্থান—মাহেশ-বল্লভপুরের গঙ্গাগর্ভ ও গঙ্গাতট)
সময়—রবিবার প্রাতঃকাল—২৪এ আষাঢ়, ১২৮৯।

১

গোলমূর্ত্তি রবি কিরণের রথে
আরোহি হাসিল পূর্ব্বনভস্পথে,
গোলমূর্ত্তি ঘড়ী বাজিল মাহেশে
গোলমূর্ত্তি জগন্নাথের মন্দিরে;
গোলমূর্ত্তি ঘড়ী পরপারে পুনঃ
খড়দা শ্রীপাঠে বাজে ঘন ঘন
গোস্বামিজীবন শ্যামসুন্দরের
অনেক দিনের প্রাচীন অন্দরে!

২

গোলমূর্ত্তি রবি উদিতে দেখিয়া,
গোলমূর্ত্তি ঘড়ী বাজিতে শুনিয়া,
মাহেশের ঘাটে পড়ি গেল গোল,
জাগিল শয়িত প্রকৃতি সতী;
সবাই জাগিল, জাগিল তরণী,
জাগিল তরুণ—জাগিল তরুণী,
জাগে অধিকারী—মাহেশনিবাসী,
জাগিল না শুধু দেবী ভাগীরথী।

৩

পলকে পলকে বাড়ে কোলাহল,
নানাবিধ নাদে মাহেশ চঞ্চল,
প্রভুর মন্দিরে রামশিঙানাদে
খোল-করতাল সঘনে বাজে:
ভাগীরথী-গর্ভে বজরা-উপরে
বাঁয়া-তবলা বাজে লম্পটের করে,
ঘুংগুর বাজিছে অবিদ্যার পদে
মোহিত করিয়া লম্পটরাজে।

৪

মাহেশের পথে, প্রভুর নিকটে
সুধামাখা নাম হরিধ্বনি উঠে,
ভক্তের হৃদয়ে, ভিক্ষুকের মনে
এ নাম জাগিছে সুবর্ণ-অক্ষরে;
পরমার্থতত্ত্ব গীতে মিশাইয়া,
ভ্রমে বৈষ্ণবেরা গাইয়া গাইয়া,
নাচে তালে তালে ভাবেতে মজিয়া,
ভক্তি-স্রোত বহে হৃদয়-কন্দরে।

৫

কিন্তু, হায়, এ কি নিরখি আবার,—
ঘাটে ঘাটে হেন উৎকট ব্যাপার!
জলে ভাসে তরী, তাহার উপরি
বারাঙ্গনা গায় অশ্রাব্য সঙ্গীত;
লম্পট তাদের দোহার সাজিয়া,
কুগানে কুতান মিলাইয়া দিয়া,
লজ্জা পরিহরি নাচিয়া নাচিয়া,
তীর-গর্ভ করে পদে বিতাড়িত।

৬

স্থলে হরিধ্বনি অমৃত ঢালিছে,
জলে মহাবিষ খেঁউড় ঢালিছে,
কোন্ তীর্থ ইহা?—কি নাম ইহার?
পাপীর উদ্ধার এইখানে হয়?
না না, ছি ছি, আর ও কথা ব'ল না,
কলঙ্কিত আর ক'র না রসনা;
তীর্থ ইহা নয়—নিশ্চয় নিশ্চয়,—
বঙ্গভূমে ঘোর জীবন্ত নিরয়।

৭

কোথা আমি আজ আইনু ধাইয়া,
স্বর্গ আশে গেনু নরকে পড়িয়া!
নরকের জীব লম্পট কুলটা
এ কি করে পুত জাহ্নবী-জলে?
গরলের সার মদিরা লইয়া,
সুধাজ্ঞানে দেয় গলায় ঢালিয়া,
বিকট নিনাদে উঠে চেঁচাইয়া;
পুনঃ বিষধারা ঢালিছে গলে।

৮

"ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল,—যতক্ষণ পারি
ঢালিব গলায়,—শেষে বক্ষ চিরি

* ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব দেবসদৃশ গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপণ মহোদয় কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালোপী এই সর্ব্বনাশকর আইন পঞ্চত্বলাভ করিয়াছে—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে।

আবার ঢালিব ;—ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল,—
ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল জাহ্নবী-জলে !
সুরনদী আজ সুরানদী হবে,
মাহেশ-মাহাত্ম্য আজি বিশ্ব গাবে,
আজি আমাদের মহাকীর্ত্তি রবে,
ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল আবার গলে।

৯

"ইউরোপ ! তুমি অমৃত-আকর
আশীর্ব্বাদ করি,—হও চিরামর,
তোমারি প্রসাদে মাহেশের ঘাটে
স্বর্গের দুয়ার খুলিল আপনি !
স্বর্গসিংহাসনে জয় জগন্নাথ !
মুখখানি সার, নাহিক পা-হাত,
দিব্য চক্ষে হেরি তোমারে, হে প্রভু !
গলে ঢেলে সুরা পতিতপাবনী !

১০

"নাচ, মনোরমে ! নাচ, তিলোত্তমে !
নাচ, লো কামিনি ! নাচ, লো দামিনি !
ওয়াক্—ওয়াক্—দে জল—রুমাল—
ধর মাথা চেপে বরফ দিয়ে ;
জয় জগন্নাথ ! কি ভয় ?—কি ভয় ?
কালাপাহাড়ের অস্তিত্ব বিলয় ;
তবে কেন, প্রভু ! ভাই বোন্ সনে
ভয়ে জড়সড় হাত-পা লুকায়ে ?

১১

"কাঠের দেবতা এস ভেসে এস,
বজরার হালে চেপে চুপে ব'স ;
দে রে গ্লাস—দে রে ব্রাণ্ডির বোতল,
দে মটর-মুড়ি, তেলেভাজা চাট ;
দারুময় প্রভু ! দারুরথবাসী !
মাহেশ-আকাশে পূর্ণকালশশী !
অর্দ্ধচন্দ্র-মুখে মৃদুমন্দ হাসি
ঢেলে ফেল গালে এই ক'টা পাঁ'ট।

১২

"তোমাদের পুণ্যে, মাহেশনিবাসী !
প্রতিবর্ষে মোরা যোড় বেঁধে আসি,
কৃতজ্ঞতা তার দেখাইব আজ,
এস, বাবা ! এস সাঁতার দিয়ে !
ঢেলেছি গেলাসে কিবে লালজল,
সীল করা আছে আরো ছ' বোতল,
ঢাল গলে ঢাল !—শাদা চোখে কেন
ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে রয়েছ চেয়ে ?

১৩

"নাচ, মনোরমে ! বাজা, রে সতীশ !
ওয়াক্—ওয়াক্—এ কি হ'ল—ইস্ !'
মাথা ঘুরে গেল—শোব—দে বালিস—
কিন্তু বাবা ! ফের খাও ব্রাণ্ডি-জল।
জয় জগন্নাথ !—দ্বাদশ গোপাল !
যত ক্ষণ চলে, ঢাল্ ব্রাণ্ডি ঢাল্ !
ঘুরুক ঘুরুক আকাশ পাতাল,
যাক্ শত্রুগুলো যাক্ রসাতল !"

১৪

ছি ছি, এ কি, ওই পিশাচ-নিচয়
করে রে—বলে রে—শুনি ঘৃণা হয় ;
পিশাচীর সনে উন্মত্ত পরাণে
নরকে করিছে নাটকাভিনয় !
মানুষ হইয়া পশু-ব্যবহার।
নরকের ভূত সব দুরাচার,
গঙ্গাগর্ভে আজ নরক-বিস্তার,
গঙ্গাজল আজ পাপ সুরাময় !

১৫

দেবি ভাগীরথি জাগ একবার,
অসাড়ের মত ঘুমায়ো না আর,
কেমনে সহিছ এত অত্যাচার,
জাগ, মা গো ! জাগ, জাগ, মা, এখনি।
দেখ মা, তোমার পূত বক্ষ'পরে
পিশাচেরা আজ পদাঘাত করে,
এ দেখেও তুমি এখনো কি ক'রে,
ঘুমায়ে রয়েছ জগতজননি ?

১৬

কোথা তব সেই তরঙ্গ ভীষণ,
যাহে ঐরাবত বাসব-বাহন
উলটি উলটি আছাড় খাইয়া,
ভেসে গিয়াছিল সহস্র যোজনে ?
সে তরঙ্গ আজ এখনি তুলিয়া,
এ সব পিশাচে দাও ডুবাইয়া,
মাহেশ-নরকে দাও ভাসাইয়া,
দেখিতে পারি না এ দৃশ্য নয়নে।

১৭

যাঁর পুত্র ধরি শরশরাসন,
অনা'সে করিত অরাতি-নিধন,
তাঁর কি উচিত ঘুমান এখন ?
উঠ, মহাদেবি ! গর্জ্জি, একবার ;
উজানে বহ, মা, টানি সিন্ধুবারি,
গরজ গম্ভীরে ঘোর হুহুঙ্কারি,
ডুবুক ডুবুক পিশাচ-পিশাচী
থামুক থামুক মদিরা-উদ্গার ।

১৮

জাহ্নবি গো ! আজ কেন হেন হলি ?
পিশাচ-নর্ত্তনে গেলি কি মা ভুলি,
আপন মাহাত্ম্য, আপন গরিমা,
বিকট গর্জ্জন, অমেয় শকতি ?
সুরনদী হয়ে সুরা পরশিয়া,
মাহাত্ম্য কি তোর গেল, মা, ঘুচিয়া ?
এ মিনতি মোর, উঠ গরজিয়া,
ঘুমায়ো না আর, দেবী ভাগীরথি !

১৯

ধাও তরঙ্গিণি ! তরঙ্গলম্ফনে,
কাঁপুক মাহেশ বিষম কম্পনে,
মাহেশের বক্ষ কোটি খণ্ড হ'ক,
লুপ্ত হ'ক্ নাম চিরকাল তরে ;
তাও প্রার্থনীয় কোটি কোটিবার,
কিন্তু যে দেখিতে পারি না, মা ! আর,
তোর বক্ষে যত বঙ্গকুলাঙ্গার
পৈশাচ ব্যভারে অত্যাচার করে ।

২০

অযুত তরঙ্গ-মুষ্টি প্রহারিয়া
এই সব তরী দাও, মা, চূর্ণিয়া,
উঠ বহু উচ্চে আকাশ ছুঁইয়া,
জলে জলময় হউক ভূতল ;
গ্রাস কর জগন্নাথের মন্দির,
ছুটাও চৌদিকে সর্ব্বগ্রাসী নীর,
পিশাচ-পিশাচী ধরণী ছাড়িয়া
চিরকাল তরে যাক্ রসাতল !

২১

এই কর, দেবি ! যেন আজ থেকে
এ সব পিশাচে বিশ্ব নাহি দেখে,
যেন আজ থেকে বঙ্গের হৃদয়ে
পৈশাচ কলঙ্ক নাহি থাকে আর,
ধর্ম্মধ্বজী পাপী নারকীর দল
আর যেন নাহি স্পর্শে তব জল,
যাক্ দুরাত্মারা যাক্ রসাতল,
আসুক ধর্ম্মের সুদিন আবার ।

২২

ধর্ম্মসেবাভাণ মদিরাসেবন,
দেবপূজাভাণে কুলটাপূজন,
দেবতার কোলে এ কি অত্যাচার !
দেবতার কাছে এ কি পাপাচার !
আর না জাহ্নবি । উঠ উঠ উঠ,
ভৈরব নর্ত্তনে গরজিয়া ছুট,
উজানে বহ, মা, টানি সিন্ধুবারি;
দেখিতে পারি না এ দশা তোমার !

২৩

ওরে কুলাঙ্গার বঙ্গসুতগণ !
ওই দেখ্ চেয়ে নরক ভীষণ ;
তোদেরি এ পাপে পিতৃপুরুষেরা
স্বর্গচ্যুত হয়ে পড়েছে নরকে ।
এই কি তোদের পুত্রোচিত কাজ ?
এই কি তোদের উন্নত সমাজ ?
পড়ুক এখনি কোটি কোটি বাজ,
তোদের কলুষদূষিত মস্তকে !

২৪

আজ হ'তে বঙ্গে বাঙ্গালীর নাম
লুপ্ত হয়ে যাক্, যাক্ ধর্ম্মভাণ,
স্নান-রথ-যাত্রা, দ্বাদশ গোপাল
বিলুপ্ত হউক চিরকাল তরে ;
আর না—আর না—সহে নাক আর,
নারকী ! তোদের এত অত্যাচার ;
পাপানলে বঙ্গ হ'ল ছারখার,
কুযশ ভরিল ভুবন-ভিতরে ।

স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর

(আরম্ভ)—(সংবাদ)

১

যাও প্রবাহিয়া, গঙ্গে নির্ম্মলসলিলে !
অনন্ত সাগরে ।

আমি তব তীরে বসি, নব-ভাগ্য-অঙ্ক কসি,
চিন্তিত অন্তরে।
মূল-প্রশ্ন,—'মনুষ্য কি ?' ইহার উত্তর,—
ওই যে তোমার নীরে, ভেসে যায় ধীরে ধীরে
ক্ষুদ্র কলেবর
বায়ুগর্ভ 'জলবিম্ব'—ইহাই উত্তর।

২

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন,—'মানব-জীবন ?'
সহজ উত্তর,—
ওই জলবিম্ব-কোষে, যে বায়ু প্রকৃতি-বেশে,
ভ্রমে নিরন্তর,
দ্বিতীয় প্রশ্নের, দেবি ! ইহাই উত্তর।
ওই ওই ও কি হ'ল জলবিম্ব ভেঙ্গে গেল
বহির্বায়ু-ঘায়,
ফুরাল বিম্বের আয়ু, মিশাল অন্তর-বায়ু
আকাশের গায় ;
'মানব-জীবন' তথা আকাশে মিশায়।

৩

যেরূপ গভীর প্রশ্ন, উত্তরো ইহার ;
সেরূপ গভীর ;
জলবিম্ব-সম নর ভ্রমিতেছে নিরন্তর
হইয়া অস্থির,
অনন্ত অসীম ভীম কাল-পারাবারে ;
এই আছে এই নাই, আবার নিরখি যাই,—
এই দেখি—এই নাই গভীর আঁধারে !

৪

অঙ্ককসা দূরে গেল ;—গভীর আঁধার
ঢাকিল হৃদয় মোর, ক্রমে অন্ধকার ঘোর
গ্রাসিল অন্তর ;
একবার গঙ্গাপানে, চাহিনু উদাস প্রাণে,
দৃষ্টি ক্ষীণতর।
পুনরায় ভয়ে ভয়ে, চিন্তারে অন্তরে লয়ে
চাহিনু অনন্তদেহ আকাশের পানে,
কি-যে-কি-রকম হ'ল—কেন যে, কে জানে !

৫

আকাশ, পাতাল, মর্ত্ত্য একত্র হইল
মনের ভিতর,
অদৃশ্য যে পরমাণু, তাও কোটি খণ্ড হ'ল,
কাঁপিল অন্তর !
মানবের ভাগ্য-রেখা বিদ্যুত-আকারে দেখা
দিয়া মিলাইল ;
অবাক্ হইয়া আমি চারি ধারে চাই—
হেনকালে শুনিলাম, 'কালী রাজা নাই।'

(শাখা)—(শোকোচ্ছ্বাস)

১—১

'কালী রাজা নাই ?'—'নাই, কালী রাজা নাই।'
সুগম্ভীরে প্রতিধ্বনি জড়স্বরে এই বাণী
উগারে আকাশে।
গঙ্গাজল কাঁপাইয়া, এ ধ্বনি তখনি গিয়া
মিশিল বাতাসে।
চৌদিকে নীরব হ'ল, কি যেন হারায়ে গেল,
কি-যে-কি-রকম হ'ল, ভাবিয়া না পাই ;
আবার উঠিল ধ্বনি—'কালী রাজা নাই !'

১—২

ধীরে ধীরে সুরনদী ভেটিবারে জলনিধি
যেতেছিল সুখে,
'কালী রাজা নাই' বাণী শুনিল যেমন,
আর না যাইতে চায়, উজানে ফিরিয়া যায়,
কলহীন মুখে !
তরঙ্গে তরঙ্গে লেগে আবার উঠিল বেগে
গঙ্গার তরল কণ্ঠে গরলের ধ্বনি,—
'কালী রাজা নাই !'—নদী কাঁদিল অমনি।

১—৩

অনন্ত আকাশ-গর্ভ, দিগন্ত ভেদিয়া,
'কালী রাজা নাই !' ধ্বনি উঠিল বাতাসে ;
নিদ্রালু জলদবর শুনি সে দারুণ স্বর
কাঁদিল আকাশে।
পড়িল অজস্র অশ্রু ঝরিয়া ঝরিয়া !
বিজলী জলদ-কোলে উঠিল শোকেতে জ্ব'লে,
দিগন্ত ধাঁধিয়া।
পড়িল উন্মত্তা হয়ে ভূতলে বিঁধিয়া।

১—৪

কেবল চৌদিকে হেরি শোকের উচ্ছ্বাস,
জলে স্থলে শূন্যপরে চঞ্চল সমীর-ভরে
প্রকৃতি ত্যজিল শোকে সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
আনন্দেরো চিত্ত হ'ল বিষাদে হতাশ !
শোকে মেঘ গ'লে গেল, তপন কাঁদিয়ে এল
গগনের গায় ;

আপনার তেজে রবি আপনি জ্বলিল শোকে,
'নাই কালী রায় !'

১—৫

'নাই কালী রায় !'—হায়,—'কালী রাজা নাই !'
কি আছে জগতে তবে ? কে তার উত্তর দিবে ?
যা আছে জগতে,তাহা দেখিতে না চাই।
যা দেখিলে আশা মিটে, সুখের তরঙ্গ ছুটে,
শুষ্ক ফুলকলি ফুটে, জীবন জুড়াই,
তার স্থান এ জগতে আজো হ'ল নাই !
এ খেদে, হায়,
এ দুঃখের বিশ্বে, বল কে থাকিতে চায় ?

১—৬

কণ্টকিত এ জগত,—এখানে কেমনে
ফুটে রবে ফুল ?
যদিও ফুটিল, হায়, অমনি, বিনাশ-বায়
কাঁটায় ফেলিয়া তারে করিল নির্মূল !
কুসুম আকুল আর দর্শকো আকুল !
হেন বিশ্ব কবে
আকাশের মত, হায়, হয়ে যাবে শূন্যকায়,
শূন্যতার দেহপুষ্টি আরো বেশী হবে ?

১—৭

পৃথিবী বিদীর্ণ হ রে ! —যা রে চূর্ণ হয়ে !
আজি হ'তে যত কাল, বাঁচিয়া রহিবে কাল,
তত কাল তরে
লুপ্ত হোক নাম তোর ; গ্রাসুক আঁধার ঘোর,
অবিলম্বে তোরে !
থেকে থেকে পলে পলে. মহাশোক-বহ্নি জ্বেলে,
কি হেতু দহিস তুই মানব-জীবন ?
কে তোরে, রে বসুন্ধরে ! বলেছিল পায়ে ধ'রে,
অল্পপ্রাণ করি নরে করিতে সৃজন ?
ধ্বংস হয়ে যা রে, ধরা !—ঘুচুক রোদন।

১—৮

'কালী রাজা নাই !' না না—এ কথা ব'ল না,
কালী রাজা আছে আছে, ওই যে আঁখির কাছে,
প্রশান্ত মুরতি তাঁর, পুণ্যের ঝরণা,
শ্রবণ-ভিতর
সুধামাখা বাণী তাঁর, পশিতেছে বারংবার,
জুড়ায়ে অন্তর।
ভ্রান্তি—ভ্রম—ভ্রান্তি—ওরে, কালী রাজা নাই !
আমি কি দেখিনু স্বপ্ন ? বাস্তবিক তাই !

১—৯

জয়দেবপুর-কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া,
'কালী রাজা নাই !' শব্দ সহসা উঠিয়া স্তব্ধ
করিল এ বঙ্গভূমি আকাশ ছাইয়া।
যত দূর বায়ু যায়, তত দূর ব্যেপে ধায়
এ শোকজনক শব্দ উঠিয়া পড়িয়া,
বিশাল ভাওয়াল-ভূমি শুনি এ দারুণ ধ্বনি,
অশ্রুর প্রবাহে পড়ি গেল রে ভাসিয়া !
ছুটিল এ ধ্বনি শৈল সাগর ছুঁইয়া।

১—১০

কাঁদ শৈল, কাঁদ গঙ্গে, কাঁদ পারাবার,
কাঁদ বঙ্গভূমি !
যে যেখানে আছ সবে, কাঁদ আজ উচ্চরবে,
উঠুক রোদন ধ্বনি গগনে আবার
সীমা অতিক্রমি।
দিব্য অক্ষি মিলি আজ দেখুন বিধাতা,—
তাঁরি সৃষ্ট কালী রায় বঙ্গেরে ছাড়িয়া যায়,
তাঁরি সৃষ্ট বঙ্গভূমি শোকাশ্রুপ্লাবিতা !
(সমাপ্তি)—(পুরস্কার)

১—ক

কেঁদ না,—কেঁদ না ;—ওই শুন বাজে,
অমর-দুন্দুভি, ঝাঁঝর কাঁসর,
হৈম জয়ঘণ্টা, মহাশঙ্খনাদ
অলক্ষ্যে ছুটিছে আকাশ-উপর।
কোথা কিছু নাই— শব্দ শুধু পাই,
নর-কণ্ঠে ধ্বনি উঠিছে নূতন,
এ ধ্বনি কখন শুনে নি মরত,
নরকণ্ঠে ইহা সাজে কি কখন ?

১—খ

দেবকণ্ঠরব, বুঝেছি বুঝেছি,
কিন্তু কেন ইহা মরত-মণ্ডলে ?
যন্ত্রণার স্রোত যথা বহি যায়,
সেখানে এ ধ্বনি কেন সুর-গলে ?
অক্ষয় প্রবাহে যথা অশ্রু বহে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বক্ষ ভেদি উঠে,
প্রাণ-মন যথা শোকানলে দহে,
তথা কেন সুর-কণ্ঠ-রব ছুটে ?

১—গ

ওই শুন গান—ভুলে মনঃপ্রাণ,
থাকিয়া থাকিয়া গগন ভেদিয়া

সমীরণে মিশি আসে দিব্য তান,
এই শুনি—পুনঃ যাইছে ফিরিয়া।
নব গীত, আহা, এ গীত কখন
মর্ত্ত্য কি শুনেছে?—শুনে নি শুনে নি,
সুধার নির্ঝরে অমৃত-স্বনন
শুনি মুগ্ধ হ'ল পীড়িত মেদিনী।

১—ঘ

মানসিক-মনোবৃত্তির বিকাশ
তুচ্ছতম, কিন্তু এ গীতের প্রাণ
অপূর্ব্ব—বিচিত্র—মনোবিমোহন,
ইহার জীবন সুধাস্রাবি তান।
ঐ শুন গান, কে গায় উত্তরে,
ঐ শুন পুনঃ দক্ষিণে কে গায়,
পূরব পশ্চিমে গীতধ্বনি ফিরে,
আকাশে উঠিয়া, আকাশে মিশায়।

১—ঙ

"এস এস, রাজা! তোমারে লইতে
এসেছি আমরা আজ;
এই লও ধর, পর ত্বরা পর
পূত দেহে সুর-সাজ।"
এই কথা বলি দেবদূতগণ
আবার গাইল গীত,
আকাশ হইতে স্বর্ণচতুর্দ্দোল
ভূমে হ'ল উপনীত।

১—চ

ভাওয়ালাধিপতি কালীনারায়ণ
বসিলেন চতুর্দ্দোলে;
দেব দিবাকর কর-রজ্জু বাঁধি
চতুর্দ্দোল নভে তোলে।
ভূমিতল ছাড়ি স্তবকে স্তবকে
চতুর্দ্দোল উঠে নভে;
সুরকণ্ঠ পুনঃ উদ্গীরিল গীত,
আকাশ পূরিল রবে!

১—ছ

গগনমণ্ডলে পলকে পলকে
কত দৃশ্য মনোহর,
উত্তরে দক্ষিণে পূরব পশ্চিমে
খেলিল সুষমা-স্তর।—
তপনের কর উজ্জ্বল মুকুট
পরিল জলদ শিরে,
গলে দোলাইল বিজলীর মালা,
অক্ষি ভাসে হর্ষ-নীরে।
অলক্ষ্যে থাকিয়া তারকামণ্ডলী
রাজারে দেখিল চেয়ে,
তাহাদের কানে রাজার বারতা
সমীরণ কহে ধেয়ে।

১—জ

দেখিতে দেখিতে, আবার নূতন,
আকাশে হইল শোভা;
অন্ধকার নাই, দীপ্ত সর্ব্ব-ঠাঁই,
কেবল উজ্জ্বল প্রভা।—
আকাশ নীলিমা, বিলীন হইল,
বিলীন হইল রবি,
লুকান তারকা, আরো লুকাইল,
লুকাল জলদচ্ছবি;
লুক্কায়িত শশী, মিশিল অম্বরে,
কিছুই না দেখি আর,
প্রভার লহরী, পরতে পরতে,
হাসে খেলে চারিধার।
তুচ্ছ জ্যোতিষ্কোষ, মানবের আঁখি,
ঝলসিয়া গেল তায়;
আতঙ্কে শিহরি, নিরখে আঁধার,
যেমন ভূতলে চায়।

১—ঝ

কেন হেন হ'ল? কেন এত প্রভা?
বুঝিয়াছি এতক্ষণ,—
নিরখ নিরখ,— বিরাট পুরুষ,
ওই কে গো এক জন।
ওঁরি দেহ হ'তে, অবিরাম স্রোতে,
বহিছে প্রভার ধার,
প্রভায় প্রভায়, ভরিল আকাশ,
প্রভাময় চারি ধার।
উঁহার প্রভায়, রাজা কালী রায়,
হৈল প্রভা-বিমণ্ডিত,
রবি-করে যেন, পূর্ণিমার চাঁদ,
নভঃপটে সমুদিত।

১—ঞ

বিরাট পুরুষ, বাহু প্রসারিলা,
প্রভার লহরী দোলে,

রাজা কালী রায়, বাহু প্রসারিয়া,
আরোহিলা তাঁর কোলে।
অতি অপরূপ, দেখিতে সে রূপ,
দেখে নি মরত-আঁখি,
প্রভায় প্রভায়, স্রোত বয়ে যায়,
রূপে রূপে মাখামাখি।
বিরাট মূর্ত্তির, সুপবিত্র কোলে,
বসিলেন কালী রাজা ;
আবার গগনে, মধুর নিকণে,
বাজিল অমর বাজা।
দেবাঙ্গনাগণ, দেয় হুলুধ্বনি,
মাঙ্গলিক দ্রব্য লয়ে,
নাচিল অপ্সরা, বাজনার তালে,
থেমে থেমে র'য়ে র'য়ে।
সুধার সুধার, কৈন্নর সঙ্গীত,
আবার বহিল নভে,
আবার গগনে. উঠে নব রব,
দেবকণ্ঠে নরস্তবে !

১—ট

বিরাট পুরুষ, কালীরে লইয়া,
চলিলেন উর্দ্ধপানে ;
নক্ষত্রমণ্ডলী, ছুটিতে লাগিল,
সবেগে চুম্বক-টানে।
আনন্দে মাতিয়া, আকাশের কোলে,
ঘুরিতে লাগিল রবি ;
কিরণের রাশি, দিগন্ত গরাসি,
আবরিল নীল দিবি।
আকাশের কোলে, উলটি পালটি,
তারাদল করে খেলা,
বাজীকর-করে, উঠি পড়ি ঘুরে,
যেন রে বাজীর গোলা !
উর্দ্ধে খেলে রবি, তলে খেলে শশী,
মাঝে খেলে তারাগণ ;
মেঘ ছুলাইয়া, ধাইয়া ধাইয়া,
খেলে সুখে সমীরণ।

১—ঠ

দেখিতে দেখিতে, খেলা ফুরাইল,
যে যেমন, সে তেমন,
এমন সময়ে, আকাশ ভেদিয়া,
দেখা দিল সিংহাসন।
সেই সিংহাসনে, সাদরে যতনে,
রাজা কালীনারায়ণে,
বসাইয়া দিয়া, বিরাট পুরুষ,
চাহিলেন ক্ষণে ক্ষণে।
অমনি সহসা, উড়িল আকাশে,
চারিটি অপূর্ব্ব পরী,
উড়িতে উড়িতে, উঠিল উপরে,
সিংহাসন করে ধরি।
দৈব পক্ষযুগ, যতবার নাড়ে,
সঞ্চালিয়া বায়ুস্তর,
ততবার সেই, পক্ষযুগ হ'তে,
ফুল ঝরে ঝরঝর।
প্রতি ঝাপটেতে, প্রতি রকমের,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে,
পাখার বাতাসে, আকাশে আকাশে,
উলটি পালটি পড়ে।
কভু রাশি রাশি, পারিজাত-ফুল,
কভু বা কমলরাশি,
কখন চম্পক, কখন মালতী,
আকাশে চলিল ভাসি।

১—ড

দেখিতে দেখিতে, ফুলে ফুলময়,
হইল আকাশতল,
ফুলের তপন, ফুলের তারকা,
ফুলের জলদদল ;
নিজ রূপ ত্যজি, ফুলদলে সাজি,
হাসিল মোহন চাঁদ,
রাশি রাশি ফুলে, সৌর জগতের,
হইল নূতন ছাঁদ,
ফুলের ভূধর, আকাশ হইতে,
হেলে ছুলে নামে নীচে,
লুঠিতে তাহারে, ছুটে তারাদল,
দলে দলে পিছে পিছে।
এমন সময়ে, বিরাট পুরুষ,
কহিলেন শেষবার ;
"কালীনারায়ণ ! ধর, বৎস! ধর,
এই রাজ-পুরস্কার।"

গীতচতুষ্টয়

(প্রথম গীত)

কুমারী রমাবাই

খাম্বাজ—একতালা।

(আস্থায়ী)

কে রে ও কুমারী ভারতী-মূরতি,
মহাগুণময়ী সবলা যুবতী,
ভারত-গরিমা ভারত-ললনা
হিন্দুকুল-গল-মালিকা-মণি ?

(অন্তরা)

কবিত্ব-সাগর, জ্ঞানের আকর,
বিদ্যা-ইন্দ্রজালে খেলে নিরন্তর ?
মহাপণ্ডিতেরা হ'ল দিশাহারা,
শুনি শ্রীমুখের অপূর্ব্ব ধ্বনি।

(সঞ্চারী)

স্বাধীন কবিত্ব অধীন ভারতে
আছে কি না আছে, তাই কি দেখিতে
মানবী-আকারে, দুয়ারে দুয়ারে
পলকে পরখ করিছে বাণী ?

(আভোগ)

সৌভাগ্যের কথা, এ স্বর্গীয় লতা
ভারত বই কি জন্মে যথা তথা ?
কবিত্ব-বিভবে এ মহারমণী
ধরণী-রমণী-নিকর-রাণী ?

(দ্বিতীয় গীত)

চন্দ্র

বেহাগ—মধ্যমান।

(আস্থায়ী)

কে তোমারে নিরমিল মনোহর শশধর,
কাহার আদেশে তুমি ভুবন উজ্জ্বল কর।

(অন্তরা)

শরীর কিরণে ঢাকা,
বদন অমিয়ে মাখা
দেখিলে জুড়ায় আঁখি,
চেয়ে থাকি নিরন্তর।

(সঞ্চারী)

কে এমন ধরাতলে,
তোমারে কলঙ্কী বলে ?
ভুলায় জগত-জনে
ও কালবরণ ;—

(আভোগ)

ও নয় কলঙ্ক-দাগ,
উজ্জ্বল কজ্জল-রাগ
নয়নে শোভিছে তব,
নয়নের শোভাকর।

(তৃতীয় গীত)

উষা

বিভাস—দ্রুতত্রিতালী।

(আস্থায়ী)

উজলবরণময়ী মধুরহাসিনী বালা
সুনীল-গগন-কোলে করিছে প্রভাত-খেলা।

(অন্তরা)

তপন পিছনে থেকে
খেলা দেখে থেকে থেকে,
নীল-সিন্ধু-জলে তুলি
লোহিত লহরী-মালা।

(সঞ্চারী)

রমণী করিছে কেলি,
বিহগনিকর মেলি মুদিত নয়ন খুলি
গাহিতেছে গান,—

(আভোগ)

তা শুনি তমস দুখে,
অতীব বিষাদ-মুখে
পশ্চিম-সাগরে ধায়,
জুড়াতে গায়ের জ্বালা।

(চতুর্থ গীত)

সূর্য্যোদয়ে

রামকেলি—মধ্যমান।

(আস্থায়ী)

নব বিভা রবি ঢালিতেছে গগনে।
হইল শোভাময় তড়াগ
বিকচ পদ্মদলে,
তা' হ'তে বহে সৌরভ চল-পবনে।

(অন্তরা)
ফুল-মধু-পান-বিভোর দ্বিরেফ,
বিকসিত সূরযমুখী
মেঘমালা শোভে রবি-কিরণে
উজ্জ্বল লাল বরণে।

শারদীয় জলদখণ্ড

১

জল-গর্ভ বরষায় দেখেছি গগন-গায়
তোমারে, জলদ, আমি রজনী-দিবায় ;
সে রূপ এখন কই ? বদল হয়েছে অই ;
সে রূপ এ নব রূপে হারে তুলনায় !
দেখিতেছি ঘন ঘন, তুমিই যে সেই ঘন,
এরূপ বিশ্বাস বশ করে না আমায় ;
বাস্তবিক, তুমি সেই, সম্মুখে যা হেরি এই ?
তুমিই কি সেই এই গগনের গায় ?
বল, রে জলদ, বল, সুধাই তোমায় ?

২

আঁখি ভ'রে প্রাণ খুলে, উঁচুপানে মুখ তুলে
এবে রে তোমারে হেরি—আশা না ফুরায় ;
তখন হেরিলে পরে, তোমারে গগন'পরে,
আজের এ সুখ তুমি দিতে কি আমায় ?
কালিমাখা ভয়ঙ্কর, নভোগ্রাসি-কলেবর,
যে দিকে তাকাই—দেখি সে দিকে তোমায়।
গরজিতে ঘোর ডাকে, জলধারা লাখে লাখে,
পড়িত প্রবল বেগে ধরণীর গায়।
আতঙ্কে যেতাম ছুটে, ধারাগুলো গায়ে ফুটে
জ্বালাইত—তাড়াইত আশ্রয় যথায়।
তুমিই কি সেই এই গগনের গায় ?

৩

দু' দিন না যেতে যেতে, রূপের পসার পেতে,
ভুলাইলে, বহুরূপী, নিমেষে আমায় ;
একেবারে রূপান্তর, কিছুই তেমনতর
এ শরতে, জলধর, নাই যে তোমায় !
বরষায় এইখানে, চেয়েছি তোমার পানে,
আজিও রে এইখানে আঁখি মোর চায় ;
সেই তুমি, আঁখি সেই, কিন্তু সেই ভাব নেই,
আজের ভাবের ভাব কি কব কথায় ?
সরে না মনের ভাব ও তোর শোভায়।

সে দিন দেখেছি তোরে আকাশের গায়,
যত দূর দৃষ্টি যায়, অভিন্ন অসীম কায় ;
সে ভীষণ রূপ ভাল লাগে না আমায়।
আজের যে রূপ তোর, মানস করিল ভোর,
ফেরে না নয়ন-যোড় ত্যজিয়ে তোমায়।
নূতন নূতন বই, পুরাতনে সুখী নই,
নূতন জিনিস পেলে, নয়ন জুড়ায়।
রে জলদ, তাই আজ, নূতন নূতন সাজ,
কে বল পরালে তোর মনোহর গায় ?
আমার মনের কথা, মনেই রয়েছে গাঁথা,
কি আশ্চর্য্য, কে কহিল এ কথা তাহায় ?
অবশ্য সর্ব্বজ্ঞ সেই, সন্দেহ কি তায় ?

৫

মরি কি সুন্দর দেহ, অতুল আনন্দ-গেহ,
অনন্ত আকাশ-মাঝে ধীরে ভেসে যায় ;
সুনীল সাগর-নীরে ভাসে কি রে ধীরে ধীরে
গিরি-চূড়া ?—অসম্ভব, কে বিশ্বাসে তায় ?
ভারতে কি রাম আছে, ভাসাবে শিলায় ?
ও নয় ভূধর-খণ্ড, ও যে রে বাষ্পের পিণ্ড,
দেখিতে ওজনে ভারী, কিন্তু লঘু-কায়,
বিজ্ঞানের কথা এই ; সে কথায় কাজ নেই,
বিজ্ঞান নীরস শাস্ত্র, কে তাহারে চায় ?
কবি যাহা বলে ওরে, বিশ্বাসি তাহায়।

৬

ভারত-গৌরব-রবি কালিদাস মহাকবি
আঁকিল যেরূপে ওরে দৈব তুলিকায় ;
ব্রিটনীয় কবি শেলি তেজাল সুরঙ ঢালি,
আঁকিল যেরূপে ওরে, তাই চিত চায়।
বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক একেবারে অরসিক,
সুধারে গরল করে ; ভাল যেটি পায়,
সেটিরে খারাপ করে, তবে রে কেমনে তারে
ভাল বলি ?—কবি শত্রু—ধিক্ সে জনায় !

৭

শরতের জলধর, কবিকুল-প্রিয়বর
তুই রে ; কবিই তোরে সুন্দর সাজায় ;
বিজ্ঞানবিদের কর করে তোরে জরজর,
এমন বিদ্বেষী নর আছে কি ধরায় ?
যারে দেখে সুখ লভি, যারে প্রিয়তর ভাবি,
যার মনোহর ছবি মোহিছে আমায় ;

কবিকুল যার তরে সদাই ভ্রমণ করে,
বৈজ্ঞানিক অরসিক বাষ্প বলে তায় ?
নকুল অহির ভাব তাই তুজনায় !

৮

ভাবুক জনের চিত, কর তুমি বিমোহিত,
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধরি নব নব কায় ;
ভব-রঙ্গ-ভূমি মত বদলিছ অবিরত ;
বহুক্ষণ এক ভাবে দেখি না তোমায় !
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায় !
কখন মুকুট পর, কভু ম্লান কলেবর,
কখন বিজলী-হার চমকে গলায় ;
কভু শোভ স্তরে স্তরে কভু এক কলেবরে,
কভু এ সুন্দর দেহ আকাশে মিলায় ;
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায় !

৯

অস্তগামী দিবাকর ঢালি নানারঙি কর,
তোরে লয়ে কত রঙে আকাশে খেলায় ;
সে কালের ভাব হেরি, রেতে ছায়াবাজীকারী
রসায়ন-দীপে ছবি দেয়ালে খেলায় ;
রবি, তুই শিক্ষা তার—সন্দেহ কি তায় ?
তোরি মত, জলধর, মনে মোর ভাবান্তর,
কতই ঘটিছে—আমি কি কব কথায় ?
কভু ভাবি মনে মনে, ব'সে আছি সিংহাসনে,
কখন এ দেহ মোর ধূলায় লুটায় ।
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায় !

১০

আদর্শ করিয়ে তোরে, এ অনন্ত ভবঘোরে
ঘুরিছে আমার মন প্রতি লহমায় ;
কখন ভূতলে ছুটে, কখন আকাশে উঠে,
কখন সাগর-জলে হাবুডুবু খায় !
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায় !
কেবল আমিই নই, বাঙ্গালীমাত্রেই অই,
নিরেট পাগল, মেঘ, সন্দেহ কি তায় !
নাশিতে দেশের দুখ, বাক্যে হয় শত-মুখ,
কবন্ধের মত কিন্তু কাজের বেলায় !
নিরেট পাগল এরা বিশাল ধরায় !
বালক-ক্রীড়ার মত, সভা করে কত শত,
বক্তৃতা বিতর্ক তর্ক যেমনি ফুরায়,
আকাশ-কুসুম সম শেষটা দাঁড়ায় !

কারে বলে দেশোন্নতি নাহি জানে এক রতি,
সকলি সম্পন্ন করে কথায় কথায় ;
দরিদ্র স্বজাতি যারা নিরাহারে যায় মারা,
ভুলেও তাদের পানে ক্ষণেক না চায় ;
কিন্তু তৈল ঢালে খালি তৈলাক্ত মাথায় !

১১

কিসের, কিসের বাধা ? সাহেবে চাহিলে চাঁদা,
সহস্র অযুত লক্ষ অনা'সে বিলায় ;
হায়, এ কি অবিচার, কার টাকা হয় কার,
পরধনে পোদ্দারীর এই ব্যবসায় !
ধনীরা প্রজার ধনে পনিত্ব ফলায় !
'রাজা' 'রায়বাহাদুর' লভিতে বাঙ্গালী শূর,
ছি ছি রে, জীবন কাটে ইংরেজ-সেবায় !
খানিক কাগজ দিয়ে, রাশি রাশি টাকা নিয়ে,
চতুর ইংরেজ বেশ চাতুরী খেলায় !
বাঙ্গালী বিষম বোকা বিশাল ধরায় !

১২

বাঙ্গালী বিষম ক্ষেপা, বধূর বিননী-খোঁপা,
সাদরে ধরিয়ে, ফুল বসায় তাহায় !
এ দিকে নিজের শিরে, ছি ছি রে, ছি ছি রে, ছি রে,
বিলাতী পাতুকা, ধিক্, বয়ে লয়ে যায় !
বাঙ্গালী পাগল শুধু ?—অধম ধরায় !
বাঙ্গালীর কত গুণ, মুখে মাখি কালি-চূণ,
স্বজাতির মন্দ বই ভাল নাহি চায় ;
হাত-পা সকলি আছে, তবু বিলাতের কাছে,
কি লজ্জা, ঢাকিতে লজ্জা বস্ত্রখানা চায় !
এমন নিরেট বোকা দেখেছ কোথায় ?
বাঙ্গালী নিরেট বোকা, বুকে ভয়—মুখে রোখা,
সকল লক্ষণগুলি পাগলের প্রায় ।
কত কাল এই ভাবে বাঙ্গালী-কুলের যাবে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায় ?
রে মেঘ, বরষাকালে, কি ছিলে গগন-ভালে,
এবে বা কেমন তুমি আকাশের গায় ;
কত কাল এই ভাবে কিন্তু বাঙ্গালীর যাবে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায় ?
না ফিরিলে,—কে ফিরাবে ?—কে হেন ধরায় ?

স্বর্গীয় ধন্বন্তরিকল্প রমানাথ সেন কবিরাজ

১

যাও,—
ধরণীর ছায়ামাত্র নাহিক যথায়,
দুঃখের কণাও যথা নাহি দেখা যায়,
স্বার্থপরতার লেশ, দ্বেষের ভীষণ বেশ,
কলুষ পশিতে যথা প্রাণে ভয় পায়,
যাও, সুধীবর ! তুমি যাও গো তথায়।

২

যাও,—
যেখানে কখন কোন অত্যাচার নাই,
সদাচার প্রতি জনে যেখানে সদাই,
'তুমি' 'আমি' হেন কথা নাহি পায় স্থান যথা,
সবি 'আমি' একমাত্র এ কথা যথায়,
যাও, সুধীবর ! তুমি যাও গো তথায়।

৩

যাও,—
যেখানে কপট শঠ নিষ্ঠুর দুর্জ্জন
যেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু না পারে কখন ;
যেখানে ভয়ের ভয়, নিমেষে নিমেষে হয়,
যথা যেতে খসি পড়ে পাপীর চরণ,
যাও তুমি সেইখানে, বঙ্গের রতন !

৪

যাও,—
যথা নাই পরনিন্দা, পরপরিবাদ,
যথা নাই হৃদয়ের তিলেক বিষাদ,
যথা নাই অহঙ্কার, অসহ্য যন্ত্রণাভার,
যথা নাই দেহ সনে মনের বিবাদ,
যাও তথা, জ্ঞানিবর ! লইয়া আহ্লাদ।

৫

যাও,—
যথা নাই রোগ শোক, প্রাণের বেদনা,
যথা নাই অসুখদা পার্থিব লাঞ্ছনা,
ছয় রিপু নাহি যথা, নাই যথা মনোব্যথা,
নাহি যথা সংসারের গভীর ঝঞ্চনা,
যাও তথা, তুচ্ছ করি ঐহিক বাসনা।

৬

যাও,—
যেখানে লোভের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়ে যায়,
যেখানে পার্থিব চক্ষু ভয়ে নাহি চায়,
যেখানে মনুষ্য-কায় দৈব তেজে শোভা পায়,
নাহি যথা মানবিক জগত-ঝঞ্চাট,
যাও তথা, অবারিত কনক-কপাট ?

৭

যাও,—
যেখানে অসংখ্য জীব যাইবার তরে
আশানায়ে চড়ি ঘোরে কালের সাগরে ;
কোটির ভিতর হ'তে ভাসিয়া প্রবল স্রোতে,
দুই এক জন সেই পারাবার তরে,
যাও তুমি সেইখানে হরিষ অন্তরে।

৮

যাও,—
যেখানে বহে না সুরা দহিয়া হৃদয়,
যেখানে সুরার নাই লহরী-নিচয়,
যেখানে সুরার নামে যায় যারা গঙ্গাস্নানে,
শুনিলে সুরার নাম প্রায়শ্চিত্ত করে,
যাও তুমি সেইখানে হরিষ অন্তরে।

৯

যাও,—
'সুরাপান করিও না' এ আদেশ দিয়ে,
কিন্তু যারা নিজে মাতে সুরা-বিষ্ঠা খেয়ে,
সুরা মোক্ষ, সুরা ধর্ম্ম, সুরাপান নিত্যকর্ম্ম
যাদের, এরূপ পাপী নাহিক যথায়,
যাও তুমি, হে ধার্ম্মিক ! যাও গো তথায়।

১০

যাও,—
যেই অসরল জন সরলে ঠকায়ে,
স্বার্থের সাধন করে ছলনে ভুলায়ে,
এইরূপ পাপচেতা না পায় যাইতে যেথা,
সেইখানে যাও তুমি, ভিষক্‌রতন !
তব উপযুক্ত সেই স্থান অতুলন।

১১

যাও,—
যেখানে ধনীর তুচ্ছ ধন-অহঙ্কার,
ধনের গৌরব যথা ছার হ'তে ছার,

পাপশীল ধনী যেই, স্থান তার যথা নেই,
দরিদ্র ধার্ম্মিক যথা সিংহাসন পায়,
যাও তুমি সেই দেশে, যাও অচিরায়।

১২

যাও,—
আমি প্রভু, তুমি দাস—আমার অধীন,
আমি ধনেশ্বর, তুমি ভিক্ষুক সুদীন,
আমি রাজা, প্রজা তুমি, আমি পৃথিবীর স্বামী,
তুমি পৃথিবীর কীট, এ পাপ বচন
নাহিক যেখানে, কর সেখানে গমন।

১৩

যাও,—
যেই মহাপাপী ধনী ধন-প্রলোভন
দেখাইয়া দীনে করি সবিষ দংশন,
আপনার কাজ সাধে, হাহাকারে দীন কাঁদে,
এরূপ ঘটনা কভু না ঘটে যথায়,
হে ধার্ম্মিক! তুমি ত্বরা যাও গো তথায়।

১৪

যাও,—
যেখানে নিন্দিত নাই, নিন্দাকারী নাই,
যেখানে নিন্দার কেহ না দেয় দোহাই,
যেখানে যশের হেতু না গঠে অর্থের সেতু
সময় সাগর-গর্ভে যশোলিপ্সু জন,
সেইখানে, সুরপ্রভ! কর গো গমন।

১৫

যাও—
যেখানে একের দোষে, বিনা দোষে পরে
পীড়ন না করে কেহ ক্রোধিত অন্তরে;
যথা ভাল মন্দ নাই, ভাল হ'তে ভাল যাই
তাহাই ভাণ্ডার ভরা চিরকালতরে,
যাও তুমি সেই দেশে পুণ্য-বায়ু-ভরে।

১৬

যাও,—
যথা আত্মপর নাই, সকলে সমান,
যথা ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, অপূর্ব্ব বিধান,
যথা নাই কোলাহল, যথা নাই হলাহল,
যথা নাই ফলাফল—ভাগ্যের সন্ধান,
যাও তুমি সেই দেশে, যাও, পুণ্যবান্।

১৭

যাও,—
যে রাজ্যে মৃত্তিকা নাই, সবি ফুলময়,
যে রাজ্যে সলিল নাই, সদা সুধা বয়,
যে রাজ্যে রজনী নাই, অথচ দিবস নাই,
অথচ স্বর্গীয় বিভা দিশি উজলয়,
যাও তুমি সেই রাজ্যে; কর কাল-ক্ষয়।

১৮

যাও,—
যেখানে অমরবালা ফুলমালা-করে,
ফুলবাস ফুলভূষা বর অঙ্গে প'রে,
ফুলের উপর দিয়া চলে ফুল বিলাইয়া,
অচল কুসুমে যেন চল ফুল চলে,
যাও তুমি সেইখানে; শোভ ফুলদলে।

১৯

যাও,—
যথা ফোটে পারিজাত অমর-কাননে,
যথা ছোটে গন্ধ তার সমীর-নর্ত্তনে,
যেখানে ত্রিদিববালা গাঁথি সে ফুলের মালা,
সে ফুলেরি তরুকণ্ঠে পরায় যতনে,
যাও তুমি সেইখানে; নিরখ নয়নে।

২০

যাও—
যেখানে ফুলের দোলা গাছে টাঙাইয়া,
খেলা করে দেববালা হেলিয়া ছুলিয়া;
দোলার দোলন পেয়ে, তরুশাখা নুণ্ডে নুণ্ডে,
দেববালা-শিরে দেয় কুসুম ঢালিয়া,
যাও তুমি তথা, সুখ লভ নিরখিয়া।

২১

যাও,—
যেখানে কোকিলা সনে অমর-সুন্দরী
সমানে বাঁধিয়া সুর, বীণাযন্ত্র ধরি,
মনোহর গান গায়, আনন্দ-উচ্ছ্বাস তায়
উঠিয়া হৃদয়ে তুলে অমৃত-লহরী,
যাও তথা, শুন গাথা—অপূর্ব্ব মাধুরী।

২২

যাও,—
যেখানে তোমার তরে আজি মহোৎসব,
স্বর্গীয় সঙ্গীত-যন্ত্রে উঠিছে সুরব,

'আগত স্বাগত' রবে তোমারে ডাকিছে সবে,
প্রতিধ্বনি সেই ধ্বনি করিছে প্রসব,
যাও তুমি সেইখানে, দরিদ্র-বান্ধব !

২৩

যাও,—
যেখানে অমরগণ চড়ি দৈবরথে
তোমারে লইবে বলি নামে শূন্যপথে।
সেই অলৌকিক রথ দীপ্ত করে নভস্পথ,
দীপ্তি-রেখা দেয় দেখা, শূন্য'পরে ধায়,
যাও তুমি সেইখানে, চড়িয়া তাহায়।

২৪

যাও,—
যে রাজ্যের রাজা আজি তোমার কারণ
আপনার বামপার্শ্বে অপূর্ব্ব আসন
রেখেছেন পাতাইয়া, ব'স তুমি তাহে গিয়া,
আত্ম-উপহার তাঁর শ্রীচরণে দাও :
যাও পাপ ধরা ছাড়ি—চিরতরে যাও !

নিদাঘ-জলদ

১

সবিনয়ে বলি আমি, রাখ হে মিনতি,
সচল জলদ ! ধর অচল মূরতি।
শীতের সময় যাহা
বলেছিনু, ভুল তাহা,
দীনে দয়া করি ;
এবে বিপরীত আশা
এবে বিপরীত তৃষা
মনের ভিতরি
জেগেছে আমার, তাই কহি তব প্রতি,
গতিহীন হও এবে, অগতির গতি !

২

সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে প্রাণ যায় যায়,
দয়ারে দহিয়া রবি আমারে জ্বালায় !
ঘর্ম্মের তরঙ্গ উঠে,
পিপাসায় ছাতি ফাটে,
গেল বুঝি প্রাণ !
জলধর ! এ সময়ে
আতুরে সদয় হয়ে,
দয়া কর দান।

কর দুটি যোড় করি নিবেদি তোমায়,-
বারেক দাঁড়াও তুমি তপন-তলায়।

৩

প্রকৃতির ছত্র তুমি, ওহে জলধর !
প্রকৃতির আজ্ঞা তুমি পাল নিরন্তর।
তবে কেন চ'লে যাও ?
থাম থাম—মাথা খাও,
যেও না চলিয়া ;
তুমি চ'লে গেলে, মেঘ !
সূর্য্যের অসহ্য বেগ
সব কি করিয়া ?
আবার পুড়িবে মোর শরীর অন্তর,
দারুণ পিয়াসে কণ্ঠ হইবে কাতর !

৪

কি চাও, জলদ ! তুমি—বল অচিরায় ?
থাকে যদি তা আমার, দিব তা তোমায়।
এবে মোর যা যা আছে,
খুলিয়া তোমার কাছে
বলি একে একে ;—
আনন্দের লেশহীন
দুর্ব্বল হৃদয় ক্ষীণ
নিরাশায় ঢেকে,
আছে বহু দিন হ'তে ; চাও যদি তায় ;
লও তুমি—দিব আমি এখনি তোমায়।

৫

আর যদি চাও তুমি এ মোর জীবন,
যে জীবনে যন্ত্রণার ভীষণ তাড়ন,
আশা যদি কর চিতে,
প্রস্তুত তাহাও দিতে
এখনি তোমায় ;
কিন্তু, ভাই জলধর !
ক্ষণেক বিলম্ব কর
আকাশের গায় !
জীবন দিবার আগে জুড়াই জীবন
তোমার ছায়ায়, পরে করিও গ্রহণ।

৬

ধনরত্ন নাহি মোর,—কি দিব তোমায় ?
যা আছে, তা বলিলাম—মন যদি চায়,—

এখনি গ্রহণ কর,
কিন্তু মোর বাক্য ধর,
দাতা জলধর!
বিনীতেরে দয়া ক'রে,
রবিস্থিতিকাল তরে
ছেড় না অম্বর।
সূর্য্য অস্ত গেলে, যবে বহে শীত-বায়,
তখন যাইও তুমি—বাসনা যথায়।

দানবী নদী *

১

সফল হইল—সফল হইল—
কোটিবার বলি, সফল হইল,
রে দানবি! তোর নামের মহিমা!
যেই মহীধরে লভিলি জনম,
সেও রে সফল! যে ভূমির হৃদয়
ভিজাস্, তটিনি, সেও রে সফল!
সেও রে সফল, যে দেখিছে তোরে;
সেও রে সফল, যে স্মরিছে তোরে;
সফল হইল—সফল হইল—
কোটিবার বলি, সফল হইল,
রে দানবি, তোর নামের মহিমা।

২

দিবাকর তোরে করে নিরীক্ষণ,
স্পর্শ করে তোরে সুখে সমীরণ,
কাজে সে দুজন সফল-জীবন।
বহুদূরব্যাপী, শূন্যস্থলশোভী
নীলাকাশ তোতে নীল রঙ ঢালে,
সেও রে সফল, অরে রে দানবি!
সফল ও তোর নামের মহিমা!

৩

তোর গর্ভস্থিত—তোর তীরস্থিত
বালুকার রাশি হীরাচূর্ণ চেয়ে
শতগুণে শ্রেষ্ঠ—তারাও সফল!
তোর তীরে যেই তরুকুল শোভে
বিস্তারিয়া বাহু নীর'পরে তোর;
যাদের সুরঙ্গী কুসুমস্তবক,
যাদের মধুর ফল নানা জাতি,
যাদের বিবিধ ছোট বড় পাতা
পড়ে তোর জলে প্রতি বাত-ঘায়ে;
যাদের ধরণীতলস্পর্শী মূল
নিম্ন দিয়া তোর তল-জল পিয়ে,
সেই তরুরাজি সফল—সফল!
যে সব ব্রততী হামাগুড়ি দিয়া,
কুসুমিত শির ডুবাবার তরে
তোর পুণ্যজলে, যায় ধীরি ধীরি,
তারাও সফল—বলি কোটিবার!

৪

লো দানবি! তোর পুণ্য জলরাশি
সফল—সফল শত কোটিবার।
তুর্ক-রুসো রণে যোদ্ধা শত শত
ও পবিত্র জলে পবিত্র শোণিত
ঢালি মুহুর্ম্মুহু হতেছে সফল।
যদি স্বর্গ থাকে—যদি থাকে পুনঃ
সেই স্বর্গে সুখ—অনন্ত নির্ম্মল,
এই যোদ্ধৃগণ প্রাণ বিসর্জ্জিয়া
তোর পুণ্য-তটে, অয়ি লো দানবি!
সে সুখ লভেছে;—সে সুখ সফল।

৫

কিন্তু, নদি! আজ এ ভারতবাসী
যোদ্ধৃকুলোদ্ভব, কিন্তু কুলাঙ্গার
ভারত-সন্তান নহে লো, সফল!
নহে লো সফল জীবন তাদের;
আত্মা, প্রাণ, মন, শরীর-পিঞ্জর
নহে লো সফল, সফলা দানবি!
যদি আজ তারা দগ্ধ নেত্র-যুগে
দেখিতে পাইত মহাদেবী-মূর্ত্তি
তোর, লো তটিনি! তা হলেও কিছু—
অণুপরিমাণ—হইত সফল!
কিন্তু, তরঙ্গিণি, য়ুরোপপ্লাবিনি,
নররক্তমাখা, ঘোরহুঙ্কারিণি,
দুই শত্রুদল বিভাগকারিণি.
সে আশা বিফল—নহিল সফল,
দেখিল না তোর রক্তমাখা জল,
দেখিল না তোর মূর্ত্তি মহাদেবী,
দেখিল না তোর দৈব মহাশক্তি,

* ড্যানিউব নদী (The River Danube)

শিখিল না, হায়, ক্ষণেকের তরে
তোর দত্ত শিক্ষা, মহাশিক্ষা ভাবি,
পিয়িল না তোর রক্ত-মাখা বারি
ভারত-সন্তান—অভাগা সন্তান!

৬

ভারতের গঙ্গা বহুযুগ হ'তে
পুণ্যদা বলিয়া পরিচিতা বটে;
কিন্তু এবে নয়—এবে ভাগীরথী
মাহাত্ম্যবিহীনা, কর্ম্মনাশা-সমা
অপুণ্যদা বলি করি আমি জ্ঞান।
গঙ্গা অসফলা? তুই লো সফলা!
আজি লো যেমনি তুই, তরঙ্গিণি,
সেইরূপ গঙ্গা, ভারত-প্লাবিনী,
অরি-রক্ত-ধারা মিশাইয়া জলে
রক্তবর্ণা হয়ে নাচায়ে লহরী,
যেতেন ছুটিয়া সাগরালিঙ্গনে;
সেই দিন গঙ্গা, বলি কোটিবার,
ছিলেন পুণ্যদা—ছিলেন সফলা!
এবে তুই, নদি! পুণ্যদা, সফলা।

৭

'নদীকুলেশ্বরী' বলি আজি তোরে
সম্বোধিব আমি—বড় ভালবাসি।
'স্বর্গদ্বার' বলি সম্বোধিব তোরে,
কিংবা সম্বোধিব মুক্তিদ্বার বলি।
আজি তোর তটে বাজে রণ-ভেরী—
বাজে রণঢক্কা—রণশৃঙ্গ বাজে।
শত শত কণ্ঠে, আজ তোর তীরে
উঠে জয়ধ্বনি কাঁপায়ে মেদিনী।
আজি তোর তটে, অয়ি লো তটিনি!
কত বীর-কণ্ঠে, গগন বিদারি
উঠে এই রব;—"জয় স্বাধীনতা!"
আজি তোর তটে ভাস্কর-কিরণে
বিবিধ শাণিত অস্ত্র রাশি রাশি
ঝক্‌মক্ করে, দীপ্ত প্রতিবিম্ব
পড়ে তোর জলে, বড় ভালবাসি।
আজি তোর তটে লোহার কামান
গর্জ্জে মুহুর্ম্মুহু—জীবন্ত অশনি!
ছুটে কত গোলা অগ্নি-মুণ্ডমালা,
ডিঙ্গাইয়া তোরে পড়ে পরপারে,
কি ভীষণ দৃশ্য—অথচ সুন্দর;
বড় ভালবাসি, সফলা দানবি!

৮

কিন্তু গঙ্গা-তট, হায়, কুলবতি!
এবে লো নীরব গভীর শ্মশান!
কই রণ-বাদ্য?—কই অস্ত্র-নাদ?—
কই বীরকণ্ঠে জয় জয় ধ্বনি?
এ কি সেই গঙ্গা?—এ কি সে ভারত?
এ যে বৈতরণী।—এ মহাশ্মশান?

৯

এক দিন, হায়, যে গঙ্গার কূলে
রণকোলাহল—মহাহুলস্থূল;
এক দিন, হায়, যে গঙ্গার কূলে
আর্য্যমুখে হাসি, যবন আকুল;
সেই গঙ্গাকূলে আজি, তরঙ্গিণি!
কুশ, কাশ, তৃণ, বনঝাউ তরু
দুর্ভেদ্য আকারে আছে দাঁড়াইয়া!
যুদ্ধজয়ী হয়ে আর্য্য-সুতগণ
যে গঙ্গার তটে জয়গীতি গেয়ে,
আত্মারে তুষিত, সেই গঙ্গাতটে
নয়নাশ্রু বহে!—নীচে গঙ্গাজল!
দানবি রে, আজ তোর পুণ্যকূলে
স্বর্গের তোরণ খুলেছে আপনি;
শত শত শূর (দেশের ভরসা—
মানব-গৌরব—পূতদেহধারী—
শক্তিবরপুত্র—ভক্তির আধার)
মনশ্চক্ষে তাহা দেখে মুহুর্ম্মুহু।
কিন্তু আজ, সতি! জাহ্নবীর কূলে
স্বর্গের তোরণ নাহি দেখা যায়,—
কি দেখি লো তবে? দেখি সে ভীষণ
লোমহরষণ নরক দুস্তর!

১০

আরে ভারতের মূর্খ পুত্রগণ!
পরান্নপ্রয়াসী—পরসেবাপর—
মনুষ্যত্বহীন—পরপদলেহী—
দাসত্বজীবন—অকালকুষ্মাণ্ড—
পূর্ব্ব-পিতৃগণ-গৌরব-বিলোপী—
কলঙ্ক-প্রসবী—ভারতাঙ্ক-পাপ—
অনৈক্যের মিত্র—ঐক্যের অরাতি—
মহাস্বার্থপর—অসার—অসার—

আত্মাদরশূন্য—কাণ্ডজ্ঞানহীন !
আরো কি এখনো ভাবিবি মানসে
গঙ্গাজলে দেহ বিধৌত করিয়া,
গঙ্গাকূলে সেই বিশ্ববাঞ্ছনীয়
স্বর্গের তোরণ দেখিতে নয়নে ?
যদি আশা থাকে—যদি ইচ্ছা কর,
স্বর্গের তোরণ বারেক দেখিতে,
যাও তবে সেই দানবীর কূলে
দেহ ধৌত কর সে নদীর জলে,
পান কর সেই পুণ্য-প্রস্থ বারি,
ধ্যান কর সেই তটিনীশ্বরীরে,
স্বর্গের তোরণ দেখিবি নয়নে।

১১

'শান্তি, শান্তি' ধ্বনি ভারত ব্যাপিয়া,
হিমালয় হ'তে কুমারিকা দিয়া,
সমুদ্রের গাঢ় সুনীল তরঙ্গে,
এখনো ধ্বনিত হইতেছে কেন ?
চাহি না শান্তিরে—শান্তি মহাবৈরী—
শান্তি ভারতের গৌরবনাশিনী—
শান্তি যেইখানে—অশ্রু সেইখানে—
শান্তি যথা, তথা অনন্ত যামিনী—
শান্তিরে যে বলে বিরামদায়িনী,
কাপুরুষ সেই, সন্দেহ কি তার ?
শান্তি রাজ্ঞী যথা, প্রজাগণ তথা
চিরকাল বহে অধীনতা-ভার !
যেখানে দেখিবে শান্তি-আরাধনা,
সেখানে দেখিবে অপার যন্ত্রণা !
যেখানে দেখিবে শান্তি সর্ব্বেশ্বরী,
সেখানে দেখিবে চির-হাহাকার !
পরাধীনতার শান্তি অন্য নাম,
চাহি না শান্তিরে—চাহি না শান্তিরে।
ভুলে যা, রে মূর্খ ! শান্তি-আরাধনা !
একমাত্র শুধু শান্তির কারণে
ভারত আবদ্ধ মহাকারাগারে !
শান্তির কারণে ভারত-নয়নে
অবিরাম-গতি অশ্রু বহে ধারে !
শান্তির মুষ্টিতে তুষ্টি-লেশ নাই,
দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, অনন্ত বিষাদ,
নরকে যা থাকে—স্বর্গে যাহা নাই,
শান্তির মুষ্টিতে কেবল তাহাই !

তবু মহামূর্খ ভারত-সন্তান !
শান্তি-পদ-সেবা করিতে কামনা ?

১২

দানবীর কূলে ঘটেছে প্রলয়,
তুরস্কের মহাবীর পুত্রগণ
এ হেন সময়ে ক্ষণতরে যদি
শান্তির চরণে লহে রে শরণ,
ভেবে দেখ্ দেখি বারেক মানসে,
কি অবস্থা ঘটে তা হ'লে তাদের ?
রুসের ভল্লূক প্রতি ঘরে ঘরে
ঘোর হুহুঙ্কারে গর্জ্জিবে গভীর ;
কত কুলবালা—যবন-কামিনী
ভল্লূকের করে জাতিচ্যুতা হবে—
কত বর্ষীয়ান্—কত বর্ষীয়সী—
কত সুকুমার বালক-বালিকা
ভল্লূকের খর-নখর-প্রহারে
হারাবে জীবন ! দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
খ্রীষ্ট বৈজয়ন্তী পতপত রবে
যবনের গৃহ-চূড়ার উপরে
উড়িবে, ভল্লূক খেলিবে তাহায়।
যদি এ প্রলয়ে তুরস্ক-ভূপতি
শান্তির চরণে গড়ায়ে পড়িত,
কি করিত শান্তি তা হ'লে তাঁহার ?
কি আর করিত ? ভারত যেমতি !

১৩

ভবিষ্য জানি না ;—ভবিষ্যের কথা
বর্ত্তমানে ভাবা অধর্ম্ম-লক্ষণ,
যদিও তুরস্ক কালের কৌশলে
পরাজিত হয় রুসীয় প্রভাতে,
কি দুঃখ তাহায় ?—আনন্দ অপার ;
শান্তির ছলনে সে তো হারিবে না।
অরির সম্মুখে সম্মুখীন হয়ে
শাণিত আয়ুধ ধরি দুই ভুজে
যদি পরমায়ু ত্যজে কলেবর,
কোটিবার বলি, সে মৃত্যু সুখের ;
স্বর্গের কবাট বিমুক্ত আপনি।
কিন্তু যদি, হায়, শান্তির ছলনে
অরির সম্মুখে পৃষ্ঠ দেখাইয়া,
অরির সম্মুখে মানাঞ্জলি দিয়া,
অমরত্ব লভি ভুলে মৃত্যু-ভীতি,

কোটিবার বলি, সে বাঁচা যন্ত্রণা!
নরক-সম্ভোগ চিরকাল তরে!
অশান্তিতে মৃত্যু অমর-বাঞ্ছিত,
শান্তির জীবন আনন্দ-বঞ্চিত।

১৪

খুল ইতিহাস—পড় একবার,
এখনি বুঝিবে শান্তি অশান্তিতে
কত যে বৈষম্য—কত যে দূরত্ব—
কত যে অনৈক্য—কত অসদ্ভাব।
শান্তির রাজত্ব দেখিবে যেথানে,
দেখিবে সেখানে নিরয়-প্রবাহ;
অশান্তির রাজ্য দেখিবে যেখানে,
দেখিবে সেখানে পুণ্য ধ্রুবলোক।
শান্তি-পদ-চিহ্ন-অঙ্কিত যে দেশ,
কলঙ্ক-অঙ্কিত সদা সেই দেশ;
অশান্তি বিরাজে চিরকাল যথা,
গৌরব-গরিমা অনন্ত সে দেশে।
কিন্তু ওরে মূঢ় ভারত-সন্তান!
দেখেও দেখ না—বুঝেও বুঝ না—
শুনেও শুন না—জেনেও জান না—
শান্তি শান্তি করি রবি কত কাল?
আরো কত কাল ভজিবি শান্তিরে?
লক্ষীছাড়া হলি—বীর্য্যছাড়া হলি—
ধর্ম্মছাড়া হলি—পুণ্যছাড়া হলি—
সর্ব্বছাড়া হলি—কিন্তু রে তথাপি
শান্তিছাড়া, হায়, নারিলি হইতে!

১৫

কত কাল আরো ভারতের বক্ষে
শান্তি-শূল বিদ্ধ রবে দৃঢ়রূপে?
কত কাল আরো হিমাদ্রি-কন্দরে,
কত কাল আরো কুমারিকা-প্রান্তে,
কত কাল আরো ভারতের পূর্ব্বে,
কত কাল আরো ভারত-পশ্চিমে,
কত কাল হায়, আরো কত কাল
'শান্তি শান্তি' ধ্বনি প্রতি কণ্ঠমূলে
ধ্বনিত হইবে গগন বিদারি?
হে বিধাত! বল, আরো কত কালে
অশান্তি-দর্শন লভিবে ভারত?

মর্ম্মান্তিক ভালবাসা

১

সুযশ কুযশ লাভ করি
অস্তাচলে চলে দিবাকর, মাতালের প্রায়,
ঢেলে দিয়ে মেঘের উপরি
আবির; প্রকৃতি সেই আবির উড়ায়।
এক দুই তিন ক'রে নীচে নীচে রবি
আজিকার মত কোথা লুকাইল ছবি!

২

এমন সময়ে উপবনে
মল্লিকারে বলিল কামিনী, "ওলো প্রাণসই!
হাঁফ ছেড়ে বাঁচিলাম মেনে,
এবার মনের কথা তোর সনে কই;
(দূর ছাই! ঘোমটায় কিবা কাজ আর?)
পোড়া রবি চ'লে গেছে, বালাই আমার!
দেখ, ভাই মল্লিকে সুন্দরি!
সত্যি ক'রে বলি তোর কাছে,—
আমার যে ভালবাসা, সই!
তার এক রসরাজ আছে!"

৩

হাসিয়া মল্লিকা তবে কয়;—
"কে লো সে রসিক মহাশয়?
নাম কি শুনিতে পাই; বলিবার হ'লে, ভাই
একবার খুলে বল, তা নয় তো নয়;
কোন্‌খানে সে নাগর তোর
করে, তাই! সারা দিন ভোর?"

৪

কা।—সারাদিন ভোর কি, লো সই?
ম।—ধ'রে নে লো নিশি ভোর(ই) ওই!
কা।—বড় যে চালাক তুই?
ম।—নৈলে কি হেরেছে যূঁই?
কা।—আমারে তা পারিবি না, বড় নটখট।
ম।—হয় ত চৌখের জলে হবে কাদামাটী!

কা।—পরিহাস রাখ্, ভাই! মন-কথা শোন্।
ম।—পরিহাস বড় নয়।—যাক্, বল্, বোন্।

৫

কামিনী হাসিয়া তবে বলে ;—
"শুনেছ কি বাতাসের নাম ?
পাতার দোলায় সে লো দোলে,
ফুলে ফুলে লভিয়া বিরাম।
অনন্ত আকাশ তার পথ,
ঝাউ-গাছ বাঁশরী তাহার,
ছোট বড় মেঘ তার রথ,
গিরিগুহা বিজন আগার!
তার মত নাই লো খেলুড়ে,
বিশেষ সে জানে প্রেম-খেলা ;—
কি বা কোঠা, কি পাতার কুঁড়ে,
যাওয়া-আসা করে সে দু'বেলা।
রাজগৃহে রাজার কুমারী,
কুঁড়ে-ঘরে গরিবের মেয়ে,
সমভাবে ভালবাসে তারে,
হেসে হেসে প্রাণ খুলে দিয়ে।
আমার সে রস-নটবর
করে লো রসের ছড়াছড়ি ;
রাঙা বউ দেখিলে নয়নে,
তার কাছে ছোটে তাড়াতাড়ি।
সরস রসের গান গেয়ে,
ঘোমটা খুলিয়ে দেয় তার ;
কপালের চুলগুলি নেড়ে,
চাঁদমুখ দেখে কতবার!
যে তারে না ভালবাসে, সই,
টানে ধ'রে তার লো আঁচল,
তাতেও নারাজ হ'লে, সই!
পায়ে ধরে করিয়ে কৌশল!
তাতেও নারাজ যদি হয়,
আর বড় তারে লো সাধে না ;
পা-ধরার দাদ তুলে লয়,
চোখে দিয়ে বালুকার কণা।"

৬

হেসে করে মল্লিকা উত্তর ;—
"এই বুঝি রসের নাগর!
যারে তারে ভালবাসে, চোখে ধুলি দেয় শেষে,
এই তোর প্রেমের নফর!
ফাজিল প্রেমিক তবে, এ হ'তে কে আর হবে,
বল, আমার গোচর
এরি নাম রস-নটবর!
পাঁচ ফুলে মধু খাওয়া, রাঙা বউ দেখে ধাওয়া,
যার তার প্রেম চাওয়া, এমন কামুক হাওয়া,
তোর প্রেমচাঁদ!
কামিনী লো! বালির এ বাঁধ!"

৭

এই কথা বলিতে বলিতে
হাওয়া এল হেলিতে দুলিতে ;
মল্লিকা খাইয়া দোল, লইল পাতার কোল,
লুকাল হাওয়ার ভয়ে, পাছে খ'সে পড়ে।
বাতাসেরে কামিনী পাইয়া,
সুখে দিল প্রাণ এলাইয়া।
মধুভরা মুখ তার, চুমি বায়ু বার বার,
নাক চেপে নিল তার সৌরভ তুলিয়া,
পাপড়ী-ভূষণগুলি, চাপেতে পড়িল খুলি,
ভাঙ্গিল কোমল কায়, খসিয়া পড়িল, হায়,
কামিনী সুন্দরী!
পালাল নাগর তার শেষ দশা করি!

৮

ঢাকা পাতা সরায়ে সুধীরে,
বিষাদে মল্লিকা তবে কয় ;—
"এমন নচ্ছার হাওয়া তোর প্রেমচাঁদ,
বলেছিনু তাই, সই! বালির এ বাঁধ!"

৯

কবি বলে, এ কি রে ব্যাপার।
বাতাসের এই কি বিচার ?
কামিনী সরল মনে বিশ্বাসিল হেন জনে,
বিশ্বাসের এই প্রতিফল ;
প্রেমের অমৃতে হলাহল!
স্বার্থপর প্রেমিকেরে স্বার্থহীনা কামিনি রে,
ভালবেসেছিলি ;
এখন—
পথের ভিখারী হয়ে, ফুলরাজ্য হারাইয়ে,
পাথারে ভাসিলি!

১০

ও বাতাস! এ কি তোর রীতি!
প্রাণমাখা এই কি পিরীতি!

এই যদি ভালবাসা, তা হ'লে কোথায় আশা,
প্রকৃত প্রেমের আর বল ;
প্রেমেও স্বার্থের কূট ছল !
ভালবাসা যদি এই, তা হ'লে নিশ্চয় নেই,
নরকের যন্ত্রণা রে আব।
এমন প্রেমিক যে রে, তার চেয়ে আছে কে রে,
এ সংসারে পিশাচাবতার !

বিরহ

(গীতি)

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

হায়, এ কি হ'ল, প্রাণ গেল গেল,
প্রাণের সে প্রাণ কই ?
বিরহ-যাতনা আর যে সহে না,
দ্বিগুণ আগুনে দই।
যা কেউ তারে আন ত্বরা রে,
হেরি সে মুখ, বাঁচিব প্রাণে ;
সে বিনে আমার কেহ নাহি আর,
সে বিনে আমিও কারো নই।
না পেলে সে জনে, এ ছার জীবনে,
কি সুখ আছে, বল আমারে ?—
আশা-ভরসা প্রাণ সবি আমার সে,
তবে কিসে বাঁচিয়ে রই ?
সদা তার তরে প্রাণের ভিতরে,
কি-যেন-কি হুহু করে রে ;—
পলকে পলকে প্রলয়-তুফানে,
পরাণে আকুল হই।

আক্ষেপ

(গীতি)

ললিত-ভৈরবী—একতালা।

কি আর গাইব, কারে বা শুনাব,
প্রাণভরা ভালবাসা ?
সুরভরা বীণা খসিয়ে পড়িল,
হৃদয়ে লুকাল আশা।
থাক্ থাক্, বীণে ! নীরব হইয়ে,
আমিও নীরব এবে ;
মরমের তার গিয়েছে ছিঁড়িয়ে,
কে আর বাঁধিয়ে দেবে !
মনেই রহিল মনের বাসনা,
মুখে না ফুটিল ভাষা ;
সুরভরা বীণা সহিত ভাঙিল,
বুকভরা ভালবাসা।
প্রাণের কোকিলা ! আর কি গাইবি,
আমার গানের তানে ?
সাধের হাসনি আর কি হাসিবি,
প্রাণ মিলাইয়ে প্রাণে ?
না ফুটিতে ফুল, খসিল মুকুল,
মিশাল ছবির ছায়া ;
কে হেন নিঠুর এ কাজ করিল,
নাই কি রে দয়া-মায়া !

মেরিয়ার প্রতি

(স্বাধীন অনুবাদ)

হাস হাস তুমি আনন্দের হাসি,
আঁখিযুগে তব বিষাদ নাই,
শৈশবের সুখ আজো তব প্রাণে
উথলি উঠিছে, দেখিতে পাই।

হাস হাস তুমি,—সুনীল গগন
তোমার হাসিতে উজলে অতি ;
হাস হাস তুমি,—তোমার হাসিতে
বিজলীও হাসে—উজল জ্যোতি।

হাস হাস তুমি—তোমার উপরে
বরষিত হবে সবার হাসি ;
গভীরা প্রকৃতি গভীরতা ভুলি
কতই হাসিবে নিকটে আসি।

হাস হাস তুমি,—পৃথিবীর তুমি
না দেখ স্বপন কখন ভুলে ;
ত্রিদিব-প্রেমের বিচিত্র স্বপন
তব চোখে, আছে নিয়ত খুলে।

হাস হাস তুমি,—তব কণ্ঠস্বর
অতি নিরমল কোমল অতি ;

বাতাসে মিশিয়া যেন গান গায়,
সচল বাতাস অচল গতি।

হাস হাস তুমি,—তব কচিমুখে
দুখের সুখের কাহিনী নাই;
আপনি আদর আদর করিয়া
তোমারে আদর করে সদাই।

হাস হাস তুমি,—নয়ন তোমার
অপাপ হরিষে মাতিয়ে নাচে;
উজ্জল-হৃদয়া তুমি, গো মেরিয়া!
তব সম কে বা জগতে আছে?

(Isabel Ashton.)

কতি (KATIE)

(স্বাধীন অনুবাদ)

১

সকলেই বলে, কতি শোভার নিলয় রে;
আদরিণী আমোদিনী, মুখ হাসিময় রে।
নাহি তার কপটতা, আছে তার সরলতা,
দয়ার ছায়ায় তার শীতল হৃদয় রে;
আমার আমার কতি, আর কারো নয় রে।

২

যখন নিরখি তার সরল নয়ন রে;
একটি আত্মার ভাবি সারল্য তখন রে।
লুক্কায়িত স্বর্গসম, কিম্বা মণি অনুপম
আমার কতির প্রেম, নাহিক তুলন রে;
প্রেমের প্রতিমা কতি—প্রেমের জীবন রে।

৩

কতির সুন্দর হাসি, বদন সুন্দর রে,
কতির চিকণ চুলে দুলে ফুলথর রে।
সকলের প্রতি কতি অপার করুণাবতী,
কোমল কুসুমে গড়া কতির অন্তর রে;
আমার প্রাণের কতি জ্যোতির অম্বর রে।

৪

কতি মোর বনলতা, সুখে মোর সনে রে
কভু ভ্রমে গিরিচূড়ে, কভু ভ্রমে বনে রে!
কখন নদীর জলে, কখন তরুর তলে,
ভুজ রাখি মোর গলে, খেলে আনমনে রে,
এক দুই তিন বলি ফল-ফুল গণে রে।

৫

বসন্তের শোভা যথা মানস-মোহিনী রে,
সে রূপ কতির মোর সে হৃদয়খানি রে।
আমার প্রাণের কতি, আমার প্রাণের সতী,
আমার প্রাণের জ্যোতি, কতি জ্যোতি-রাণী রে,
দৈব অভিধান মোর কতির সে বাণী রে।

(Miss Harriette Dunning.)

চিন্তা

(স্বাধীন অনুবাদ)

১

নিদাঘের পাখীগণ গাইতেছে অনুক্ষণ,
সঙ্গীতের স্বরলিপি মধুর স্বননে;
প্রফুল্ল কুসুমদল উড়াইছে অবিরল
সুগন্ধ পরাগরাশি সুধীর পবনে।

২

প্রকৃতির শিল্পশালে নানা কার্য্য তালে তালে
নানাভাবে প্রশংসা-জয়ের মন্ত্র পড়ে;
আমাদের রব তবে এখনো নীরবে রবে?
এ মন্ত্রে দিবে না যোগ পঞ্চমেতে চ'ড়ে?

৩

ঘরে, পৃথ্বি, সাগরেতে, বিকম্পিত পাদপেতে
আমরা সকলে দেখি, অই
মহানন্দে ভরপূর কি এক ভাবের সুর,
কেন মূক মোরা তবে হই?

৪

জগত-লোচন রবি গৌরব-উজ্জ্বল ছবি
ধরি গিরি-উপত্যকা'পরে
ঢালিছে কিরণ-রাশি, বিভুগানে সুখে হাসি
প্রাচী হ'তে প্রতীচীতে সরে।

৫

আমরাও এইরূপে ভক্তিভরে বিশ্বরূপে
পূজা করি দিব্য স্তব-গানে;
স্বরে স্বরে এক স্বর করি তাঁরে নিরন্তর
ডাকি এস আনন্দিত প্রাণে।

(E. J. H.)

সেই মুখখানি

১

আয় রে পূর্ণিমা !—পূর্ণিমা-যামিনি !
তা হ'লে দেখিব নিটোল চাঁদ !
তা হ'লে দেখিব সেই মুখখানি
মোর আঁখিধরা রূপের ফাঁদ।

২

তপত তপন ডুবেছে গগনে,
বহিছে মৃদুল শীতল বায় ;
ফোট, রে গোলাপ ! সেই মুখখানি
আধ-ফোটা আর দেখা না যায়।

৩

সেই মুখখানি বড় ভালবাসি,
তাই রোজ আসি সরসী-তীরে ;
সেই মুখখানি মুখভরা হাসি
সাঁজের বেলায় বিলায় ধীরে।

৪

সেই হাসি ভাসি আকাশে আকাশে
টুকরা টুকরা তারকা গড়ে ;
তারায় তারায় গায়ে গায়ে ঘেঁসে
পূর্ণিমার চাঁদ ঝুলিয়ে পড়ে।

৫

সেই মুখখানি—যে মুখের কাছে
আমার নয়ন স্তাবক হয়ে,
কত স্তব করে, পলক না ফেলি
আমার পিপাসু মনেরে লয়ে।

৬

শত কাজ ছাড়ি আসি তাড়াতাড়ি
সেই মুখখানি দেখিব ব'লে ;
সেই মুখখানি দেখিবার তরে
ভোলা মন মোর সকলি ভোলে।

৭

আপনা পাসরি—অপরে পাসরি,
জগত পাসরি— পাসরি রবি,
সকলি পাসরি—তাই ত না পারি
পাসরিতে ত সেই মুখ-চ্ছবি।

৮

সেই মুখখানি দেখিবার তরে
বিধাতা সৃজন করিলা মোরে ;
তবে আমি কেন দেখিব না বল
সেই মুখখানি নয়ন ভ'রে ?

৯

সরসে কমল হাসিয়া ফুটিলে
দেখে না কি তারে ভ্রমর-আঁখি ?
জলদের জল ঝরিয়া পড়িলে,
দেখে না কি তারে চাতক পাখী ?

১০

লতিকার কোলে দুহুল দুহুল
ফোটা ফুল যবে দুলিতে থাকে,
গাছের আড়ালে বাতাস বাতুল
উঁকি-ঝুঁকি পাড়ি দেখে না তাকে ?

১১

তবে আমি কেন দেখিব না বল,
সেই মুখখানি ? দেখার তরে
বিধাতা, গড়েছে। দেখিব কেবল—
দেখিব দেখিব পরাণ ভ'রে।

১২

সর্ব্ব-অঙ্গ মোর হউক বিকল,
কিছু তাহে মোর না হবে হানি ;
থাকুক স্বভাবে নয়নযুগল,
দেখিব চাহিয়া সে মুখখানি।

সতর্কতা

(গীতি)

সিন্ধু—মধ্যমান।

যারে তারে ও কেউ ভালবাসা দিস্‌নে।
যদিও সর্ব্বস্ব দিস্, তবু ভালবাসা দিস্‌নে ॥
ভালবাসা অমূল্য ধন,
এর যোগ্য বিশ্বাসী জন,
অবিশ্বাসীর করে দিয়ে, এর অপমান করিস্‌নে।
যে কেউ ভালবাসে তোরে,
পরখ কর্ তায় নিক্তি ধ'রে,
তবে ভালবাসিস্ তারে, তা নৈলে ভুলিস্‌নে ॥
আগু পাছু না ভাবিলে,
আমার মত পলে পলে
ভাস্‌তে হবে নয়ন-জলে, রূপ দেখে মজিস্‌নে ॥

সরলা *

(আদ্য স্তবক)

একটি নীরব হ্রদের নিকটে
প্রতিধ্বনি-গলে খেলিছে ভাষ,
বাতাসের কানে আধ-ফোটা কথা
কে যেন কহিছে চাপিয়া শ্বাস।
সে হ্রদের ধারে প্রকৃতি-রচিত
বেড়াতে বেড়িয়া বনের লতা
একটি একটি ফুটাইছে ফুল,
ফুল কোলে করি দুলিছে পাতা।

সে সব কুসুম হ্রদের সলিলে
আপন আপন সুষমা-ছবি
ভাসিতে দেখিয়া কতই হাসিছে,
অপার হরিষ-সাগরে ডুবি।
ছিল গো সেখানে একটি যুবতী,
রূপের তুলনা মিলে না তার;
মানব-জগতে যদি রূপ থাকে
দেবতার মত রূপের সার,

তা হ'লে তা ছিল তাহারি কেবল,
হ্রদ-তীরে বালা হেম-নলিনী;
তেমন তেমন সুচারু মূরতি
সেই হ্রদ বই কেউ দেখে নি।
সে সরলা বালা সারল্যের ছাঁচ,
সরলতা যদি কোথাও থাকে,
তা হ'লে তা ছিল তাহারি কেবল,
সরলতা কভু ছাড়ে নি তাকে।

পাহাড় যেমতি এলোমেলো আর
কারিগরী ছাড়া স্বাধীন হয়ে
স্বভাবের শোভা করে গো বিস্তার,
দূরদুরান্তর বিজনে রয়ে,
তেমতি সে বালা প্রকৃতি-পুতলী;
সাজগোজ কি যে নাহি জানিত;
যখন যেমন—তখন তেমন
প্রকৃতির সাজে সুখে থাকিত।

ছিল সে যুবতী সদাই স্বাধীন,
মুখভরা হাসি ছিল গো তার;
সেই মুখখানি দেখিলে নয়নে,
না রহিত কারো বিষাদ-ভার।
হাসিয়া হাসিয়া যবে সে যুবতী
কোকিল-কূজনে গীত গাইত,
প্রতিধ্বনি-বালা লুকায়ে পাহাড়ে,
আড়ে আড়ে কত বাহবা দিত।

সে বাহবা-রব যুবতীর কানে
পশিয়া হাসাত অধর তার;
হাসিমাখা রবে এলোমেলো স্বরে
পুনঃ সে ঢালিত গীতের ধার।
কভু সে যুবতী সে হ্রদের তীরে
বসিয়া থাকিত আপন মনে;
লহরী-বিহীন হ্রদের হৃদয়
চাহিয়া দেখিত স্থির নয়নে।

দেখিতে দেখিতে কিছুকাল পরে
মৃদুল সমীরে হ্রদের বুক
কাঁপিয়ে উঠিত স্বপন ভাঙিয়ে,
তা দেখি হাসিত বালার মুখ।
লোহিত অধরে মুচকি-মুচকি,
আ মরি কিবে সে হাসির রেখা!
কুঁদফুলসম মাঝ-দাঁত দুটি
কখন কখন যাইত দেখা!

লোহিত অধর—বিশদ দশন
দরপণ সম হ্রদের বুকে
বিম্বিত হইত! শোভিত কেমন
স্থলের মুখখানি জলের মুখে!
ভাসা ভাসা দুটি বড় বড় আঁখি
জলে-ভাসা চোখে থাকিত চেয়ে,
বারি-আঁখি-তারা যেন রে থাকিত
অচল হইয়ে সাথীরে পেয়ে।

একদা প্রভাতে হ্রদের নিকটে
দাঁড়াইয়েছিল সরলা বালা;
হ্রদের হৃদয়ে কতই লহরী
আছিল খেলিতে হয়ে উতলা।
সরলা—সরলা সে লহরীগুলি
আশ মিটাইয়ে দেখিতেছিল;

* মার্কিণ কবি হামিলটন্ জি ডুবয়স্ (Hamilton G Dubois) বিরচিত 'ভায়োলা' (Viola) নামক পদ্য উপন্যাসের ভাব অবলম্বনে রচিত।

কখনো কুড়ায়ে ছোট ছোট ঢিলি
লহরীর শিরে ফেলিতেছিল।

কত বনফুল চারি দিকে তার
রূপের গরবে ছিল গো ফুটে,
সরলারে দেখে হেঁটমুখ হয়ে
বিষম সরমে পড়িল লুটে।
এমন সময়ে হ্রদের ওপারে
দেখিতে পাইল সরলা বালা
ফুটেছে একটি 'ভায়োলেট' ফুল,
স্বভাবের ছোট সুনীল ডালা।

তপনের তাপে কচি 'ভায়োলেট'
তাপিত হইয়ে, আনত-শিরে
ঝুলে পড়েছিল ; সমীর তাহারে
বীজনিতেছিল দয়ায় ধীরে।
সরলা সে ফুল নেহারি নয়নে,
ভাবিল উহারে আপন ফুল,
আশা কৈল চিতে, বুকেতে রাখিতে
সে কোমল ফুল—শোভা অতুল।

প্রাণ ভ'রে তার সুবাস লইতে
বাসনা হইল বালার মনে ;
বাসনা হইল, চোখে চোখে তারে
রাখিবার তরে যতন সনে ;
সে ফুল দেখিয়ে, পুলকিত চিতে
হাসিল সরলা মধুর হাসি ;
সে ফুলের চেয়ে তখন তাহার
অধরে শোভিল সুষমা আসি।

নীলপরিচ্ছদে চারু 'ভায়োলেট'
নিশির শিশির মাখিয়া গায়,
উঁকি পেড়ে পেড়ে আছিল দেখিতে
কখন্ তপন সরিয়া যায়।
সরলা তাহার সে ভাব নেহারি
ভাবিল কত কি আপন মনে,
কে যেন তাহারে সে রকম ফুল
দিয়েছিল কবে যতন সনে।

মনে হ'ল তার ভাবিতে ভাবিতে,
প্রণয়ী তাহার একদা সুখে
সেরূপ একটি 'ভায়োলেট' ফুল
দিয়েছিল তারে হসিত-মুখে ;

যামিনী-সময়ে সরল প্রণয়ী
দিয়েছিল তাহা সরলা-করে ;
আর কেউ তাহা দেখে নি নয়নে,
তারা বই নাহি জানিত পরে।

এই 'ভায়োলেট' ফুল নিরখিয়ে,
প্রণয়ীরে তার পড়িল মনে ;
প্রতি নিমিষেতে মনের নয়নে
দেখিল তাঁহারে অগাধ ধ্যানে।
পূর্ব্বকথা ভাবি আকুল হইল,
হৃদয় ফাটিয়ে পড়িল শ্বাস ;
বঁধুয়ার তরে কি ভাবি তখন
করিল অন্তরে একটি আশ।

অমনি সে বালা সেখান হইতে
যেখানে কুসুম, চলিল তথা,
অচল বিজলী সরলা তখন
হইল সচল বিজলী-লতা।
হ্রদের সে তীরে পাহাড়ের চূড়ে
সেই 'ভায়োলেট' ফুটিয়েছিল,
তুলিয়ে তাহারে দিতে প্রণয়ীরে
সরলার মনে বাসনা হ'ল !

সাহসিক চিতে লাগিল যাইতে,
নাহি মনে কোন বাধার ভয় ;
ঘন পদক্ষেপে চলিল যুবতী,
এ বালা যেন গো সে বালা নয়।
কতক্ষণে তবে পাহাড়ের চূড়ে
আশায় মাতিয়ে উঠিল বালা ;
কাছাকাছি হয়ে দেখিল নয়নে
'ভায়োলেট' ফুল রূপের ডালা !

নীচে সে হ্রদের বিমল হৃদয়ে
তরল লহরী নাচিতেছিল,
'ভায়োলেট' ফুল লহরী-মুকুরে
নিজ চারু শোভা ভাসাতেছিল।
উপর হইতে নিজ ছবিখানি
ভাসিতে দেখিয়া হ্রদের জলে,
'ভায়োলেট' ফুল আপনা আপনি
হাসিতেছিল গো বোঁটায় দুলে !

আরো কাছাকাছি হইয়ে তখন
দেখিল সরলা বিষম গোল,

হাত বাড়াইল—না বাড়িল হাত,
মূল ধরি গাছে দিল গো দোল।
তবুও সে ফুল না পড়িল খসি,
তা দেখি সরলা পাথর-ভাঙা
কুড়ায়ে আনিয়ে সাজাইয়ে থরে,
চড়াইল তাহে চরণ রাঙা।

থাকি তদুপরি পুনঃ ধীরি ধীরি
বাড়াইল হাত তুলিতে ফুলে,
অমনি সহসা পাথর সরিয়া
পড়িল সরলা হ্রদের জলে।
যেমন পড়িল—অমনি ডুবিল—
'ভায়োলেট' তাহা দেখিল শুধু ;
তুলিতে তাহারে কেহ নাহি ছিল,
নাহি ছিল তার প্রাণের বঁধু।

ডুবিবার কালে একটি কেবল
আর্ত্তনাদ উঠি মিশিল বায়,
ক্ষণেকের তরে কাঁপিল সলিল,
পরে না রহিল কাঁপুনি তায়।
তলায় তলায়ে অভাগী সরলা
অনন্ত ঘুমেতে মগন হ'ল,
'ভায়োলেট' ফুল তুলিবার আশা
প্রাণের সহিত মিশিয়ে গেল।

যে হ্রদ ছিল গো সরলার প্রিয়,
এবে তা সমাধি হইল তার :
সরলার শোকে হ্রদটিও যেন
কাঁদিল ছড়ায়ে লহরীধার।
উপরে লহরী, তার নীচে স্রোত,
তার নীচে সে অভাগী বালা।
মেঘ-কোলে ডোবা তারকার মত
পড়িয়ে রহিল,—ফুরাল খেলা।

নীরব গভীর হ্রদ! বল এবে
তব বালিময় গোপন কোলে
জাগন্ত সরলা ঘুমন্ত রহিল,
এ রহস্য-ভেদ হবে কি কালে ?
হায়, যে রতন এই কতক্ষণ
তপনের তলে খেলিতেছিল,
নিয়তি তাহারে নির্ম্মম অন্তরে
চিরকাল তরে ডুবায়ে দিল!

ওরে হ্রদ! তোর তীরেতে বসিয়া
সরল অন্তরে সরলা বালা
কতই হাসিত, আজি তোর জলে
মিশাইল সেই হাসির খেলা।
যাহারা চিনিত সরলা বালারে,
তারে না দেখিয়ে কাঁদিবে তারা ;
তোরি তটে বসি উদাস পরাণে
কতই ঢালিবে নয়ন-ধারা।

যে ফুলের তরে প্রাণবৃন্ত হ'তে
খসিয়া পড়িল সরলা-ফুল,
দুই দিন পরে ক্ষীণ বৃন্ত হ'তে
সে ফুলো খসিবে, নাহিক ভুল।
সরলার মত তোরি জলে, হ্রদ,
ওই 'ভায়োলেট' পড়িবে খসি।
সরলা ডুবেছে, কিন্তু 'ভায়োলেট'
স্বচ্ছ নীরে তোর থাকিবে ভাসি!

সরলার ওই সাধের কুসুম
ভাসিতে না দিয়ে ডুবায়ে দিস্।
সরলার সেই বুকের উপরে
অশ্রুজল সহ রাখিয়ে দিস্।
আজি হ'তে হ্রদ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
তোল্ রে লহরী, যদিন রবি ;
কাঁদুক জগত দিবস-রজনী
যদিন আকাশে রহিবে রবি।

(অন্ত্য স্তবক)

সরলার প্রেমমুগ্ধ সতীশ সরল
দাঁড়াইল আসি সেই হ্রদের গোচরে,
যার তলে চিরনিদ্রা ভুঞ্জিছে সরলা,
একাকী সতীশ তথা বিষণ্ণ অন্তরে
এ তট সে তট করি ভ্রমি বহুক্ষণ
অন্বেষিল সরলারে কত যে তথায় ;
কিন্তু বৃথা আজি তার দৃঢ় অন্বেষণ,
ফিরিল যুবক পুনঃ, কি জানি, কোথায়

এক দুই করি ক্রমে কয়টি বছর
মিশাল কালের কোলে যুবা নিরুদ্দেশ।
সহসা আবার যুবা আসিল তথায়
একটিবারের তরে ভ্রমি নানা দেশ।

চাহিয়া দেখিল যুবা সে হ্রদের জল,
চাহিয়া দেখিল সেই হ্রদের পুলিন,
চাহিয়া দেখিল তীরে নানা তরুদল,
দেখিয়া হইল সে গো আরো উদাসীন।

তখনো হ্রদের জলে তরঙ্গ যেমন
খেলিত, এখনো খেলে ঠিক সেইরূপ,
তখনো হ্রদের তট আছিল যেমন,
এখনো তেমন,—কিছু হয় নি বিরূপ !
যে সব তরুর তলে শীতল ছায়ায়
শুইত সরল যুবা সরলার পাশে,
সেই সব তরু ছিল তখনো যেমন,
এখনো তেমনি পাতা খেলিছে বাতাসে

কিন্তু, হায়, যুবা আর নহে গো তেমন,
নহে গো তেমন আর অন্তর তাহার,
কেন যে তেমন নয়—কেন যে এমন
জীবনে মৃতের সম, কি বলিব আর ?

যুবক সতীশ ছিল শিশু এক দিন,
ভাবনা-চিন্তার লেশ কিছু না জানিত।
তপন-কিরণ-দীপ্ত এ হ্রদের তীরে
শিশু সরলার সনে কতই খেলিত !
অঙ্কুরে যে প্রেম তার গেল রে ভাঙ্গিয়া,
ফুটিয়ে যে আশা তার শুকাইয়ে গেল,
এ প্রেম, এ আশা, হায়, সেই শিশুকালে
আভাসে আভাসে কত দেখা দিয়াছিল।

একটি দিনেরো তরে বনের বাতাস
দীঘল নিশ্বাস তার ছোঁয় নি তখন,
একটি দিনেরো তরে হ্রদের সলিল
একটিও অশ্রুবিন্দু করে নি গ্রহণ,
দীঘল নিশ্বাস আজ কত ব'য়ে যায়,
বায়ু সে নিশ্বাস ধরি মিশায় আকাশে;
বিন্দু বিন্দু কত অশ্রু আজি ব'য়ে যায়,
হ্রদের সলিল তাহা অলক্ষ্যে গরাসে।

হায়, সে সরল যুবা একাকী দাঁড়ায়ে
অতীত ঘটনা যত লাগিল ভাবিতে !
ভাবিল নির্মূল আশা—ভাবিল আবার
মুকুলে বিনষ্ট প্রেম সরলা সহিতে।
একাকী দাঁড়ায়ে যুবা অগাধ চিন্তায়
নীরবে হ্রদের জলে চাহিয়া রহিল,
যে হ্রদের তলে তার প্রেমের প্রতিমা
অনন্ত নিদ্রার কোলে ঘুমায়ে পড়িল

ঘুমন্ত ছবি

১

অন্ধকার বিভাবরী;—চৌদিক নীরব;
কেবল শৃগাল ডাকে দন্তে ছিঁড়ি শব।
নীল নভে ফোটা তারা ফোটা ফুলে হিম-ধারা
বিলোপ করিয়া দিবা-শোভার গৌরব,
শূন্যতা করিছে শুধু আঁধার প্রসব।

২

তস্করের জয় জয়;—গৃহস্থের ভয়;
বাতাসের মুণ্ডপাত;—পেচকের জয়।
কপোত ঘুমায় খোপে, ভোঁদড় দাঁতের কোপে
দ্বিখণ্ড করিয়া মুণ্ড রক্ত শুষে লয়,
ভাঙিছে কোমল অণ্ড, লালা ফুটে বয়।

৩

ওই দেখ, কে হে ওই গৃহের ভিতরে
সুষুপ্তির কোলে পড়ি পর্য্যঙ্ক-উপরে ?
পূর্ণেন্দু-বদনখানি, এলায়ে পড়েছে বেণী,
মুদিত নয়ন,—তারা ডুবেছে অম্বরে,
ঘুমায়েছে তবু হাসি মাখান অধরে।

৪

বালিস-উপরে শির বাঁ দিকে হেলিয়া,
কণ্ঠমালা বাম দিকে পড়েছে ঝুলিয়া।
দক্ষিণ কানের দুল, ডান গালে কুঁড়ি ফুল,
বাঁ কানের দুল আছে বালিসে লুটিয়া;
চুলে ছিল কুঁড়ি ফুল—গিয়াছে ফুটিয়া।

৫

ডায়মণ্ড-কাটা হৈম তাবিজ সুন্দর
রেসমের ডোরে গাঁথা—বাহুর উপর।
দুখানি সোনার বালা গলায়ে দিয়েছে গলা,
মৃণাল-নিন্দিত চারু করের ভিতর;
চকমকে চিকে গলা চমকে সুন্দর।

৬

মন-ভোলা ফুল তোলা ঢাকাই বসন
একে ভাল, তাহে সেই অঙ্গ পরশন

করিয়া দ্বিগুণ-তর হয়েছে রে মনোহর
সোনায় সোহাগা যেন হয়েছে মিলন,
কিম্বা নলিনীর গায়ে বিশদ চন্দন।

৭

আ মরি কি রূপরাশি, তুলনা-রহিত,
জগতের রূপ যেন পর্য্যঙ্কে পতিত!
কুসুম-সুন্দরী যেন ছাড়িয়ে কুসুম-বন,
ঘুমায় বিভোর হয়ে, শয্যা আলিঙ্গিত।
মরি কি মাধুরী, আহা, প্রকৃতি-পালিত!

৮

বাহিরে আকাশে তারা ফোটা সারে সার,
তাদের কি প্রভা আজ পেয়ে এ আধার,
একত্রে মিশায়ে গেছে? সে কথা তোমার মিছে,
কেন না বলিছ তুমি এরূপ প্রভার
প্রসাদে উজলে নভে তারকার সার?

৯

সুন্দরীকুলের গর্ব্ব এ চারু সুন্দরী;
তাই নিজে শোভা এর চিরসহচরী;
এ কথা অলীক নয়, ওই ফোটা ফুলচয়
ইহার বালিস-পাশে যায় গড়াগড়ি,
মাণিকের কাছে কাচ যেন লাজে পড়ি।

১০

দেখেছি অনেক রূপ এ দুই নয়নে,
রসায়ন-চিত্র সম আজো লাগে মনে।
বিয়ের ঘটায় গিয়ে, দেখেছি বিয়ের মেয়ে,
চেলির কাপড় পরা, ভূষিত ভূষণে;
মোমের পুতুল যেন দেখেছি নয়নে।

১১

(কুরুচিতে নয়)—রূপ-পরীক্ষার তরে
দেখেছি যুবতী কত এ ঘরে সে ঘরে।
তাদের সে রূপরাশি বেশ ক'রে ভালবাসি,
কি তবু ফাঁক ঠেকে কেন যে অন্তরে,
বুঝিতে পারি নি কাজে বুঝাব কি ক'রে?

১২

বুঝিতে পারি নি, কাজে বুঝাব কি ক'রে?
এখন সে কথা আর সাজে না আমারে।
সে রূপের খুঁত ফাঁক, দাগী দাগ টেড়া বাঁক,
বুঝেছি হে আমি আজ—বুঝাব তোমারে;
চেয়ে দেখ ওই রূপ পর্য্যঙ্ক-মাঝারে।

১৩

কপটতা পরিহরি শপথ করিয়া
ও রূপ পরীক্ষা আজ কর বিচারিয়া।
তব প্রণয়িনী, সখা! জানি আমি রূপে মাখা
জানি আমি পূরা রাকা মনোমোহিনিয়া,
জানি আমি সে তোমারে রেখেছে বাঁধিয়া।

১৪

জানি আমি, প্রিয়তম! প্রাণের বান্ধব!
তোমার সে প্রিয়তমা তোমার গৌরব;
বিশ্বে যেটি ভাল দেখ, অমনি চিনিয়া রাখ
প্রিয়ারে দেখিয়া, তারে কর পরাভব,
প্রিয়া বই চক্ষে তব সবি জরদ্গব!

১৫

ভাল তা, হে প্রাণসখে! এরূপ ভাবনা
যে কালে তোমার কাছে—তুমি এক জনা!
এরূপ না হ'লে পরে, বিসম্বাদ ঘরে ঘরে
লেগে যেত, অবিরত বাড়িত যন্ত্রণা;
সে যন্ত্রণা জুড়াবার না পেতে মন্ত্রণা।

১৬

তবুও কথার কথা বলি হে তোমারে,
কপটতা পরিহরি বল তো আমারে;
সে হ'তে এ ভাল নয়? বল না কিসের ভয়?
সে তো আর কাছে নাই, বল ফস্ ক'রে—
সে হ'তে এ ভাল নয় রূপের অম্বরে?

১৭

হাসিলে মুচ্‌কি হাসি;—না দিলে উত্তর?
সম্মতি-লক্ষণ মৌন, প্রিয় বন্ধুবর!
তোমার হাসির ভাবে, বুঝিলাম অনুভাবে
এ সুন্দরী রূপ-গর্ব্বে সবার উপর;
এবে ইহা বুঝ গিয়া প্রিয়ার গোচর।

যন্ত্রণা

১

হা অদৃষ্ট! আরো কত কাল তরে,
এ মরুসংসারে অসহ্য যাতনা
সহিব রে, বল! জন্মিলেই মরে
সকলেই;—কেন যাতনা মরে না?

বিশ্ব-বিধাতার এ বিশ্বমণ্ডলে
কিছু স্থির নয় ;—সাগর অস্থির—
গ্রহ উপগ্রহ দিবানিশি চলে—
অবিরামগতি স্রোতস্বতী-নীর—

৩

দিনে দিনকর—শশাঙ্ক নিশায়—
দিবসান্তে নিশা কোথায় মিশায়—
দিনে দিবাকর নলিনী হাসায়—
রেতে কুমুদীরে চন্দ্রমা জাগায়—

৪

এক ভাবে কই, কেহ ত না রহে,
পলে পলে দেখি, অবস্থা বদলে,
কেন তবে মোর প্রাণ এত সহে ?
কেন পুড়ে মরি যন্ত্রণা-অনলে ?

৫

প্রত্যেক নিমেষে মহাস্তূপ সম
যন্ত্রণা-গুরুত্ব এ ক্ষীণ পরাণ
নিষ্পেষিত করে ! উঃ ! কি বিক্রম !
এ যন্ত্রণা হবে কিসে অবসান ?

৬

হবে অবসান—প্রাণের সহিত
যদি রে বিচ্ছেদ ঘটে যন্ত্রণার ।
হবে অবসান—আন রে ত্বরিত
শাণিত ছুরিকা—অলক্ষিত ধার ।

৭

বিচ্ছিন্ন করিব চর্ম্ম-আবরণ,
হৃৎপিণ্ড-মুখ করিব বিদার,
তীব্র বিষ তাহে করি নিক্ষেপণ,
সপ্রাণ-যন্ত্রণা করিব সংহার ।

৮

এইখানে রব—কোথাও না যাব—
এইখানে থাকি পূরাব বাসনা—
এই মরুভূমে শান্তি-রাজ্য পাব—
এইখানে দূর করিব যন্ত্রণা ।

৯

বুঝেছি ;—এ পাপ নির্ম্মম সংসারে
জীবনের নাম—অসহ্য যন্ত্রণা ।
জীবন না গেলে, অনন্ত আঙ্গারে
নির্ব্বাণ-সলিল কভু পড়িবে না ।

বালিকা—প্রতিভা *

(গীতি)

১

একে অমানিশা রাতি,
নিবেছে চাঁদের বাতি,
গম্ভীর প্রকৃতি তায় অনন্ত আঁধার ঢালে ;
যদিও আকাশে তারা
কিন্তু ক্ষীণ জ্যোতিধারা
হারি মেনে মিশাইছে সরমে শূন্যের কোলে ।
আলোক-জীবন-গ্রাসী
স্তূপীভূত তমোরাশি
হাসিয়া বিকট হাসি গা ঘষে প্রফুল্ল ফুলে ।
রাঙ্গা ফুল কালো হয়,
আঁধারে লুকায়ে রয়,
পবন পাইয়া ভয়, পালায় সৌরভ তুলে ।
আবার তমস হাসে,
গা ঘষে আরণ্য ঘাসে,
নিকলে অনল-কণা খদ্যোত-জ্যোতির ছলে
যারে পায় তারে ধ'রে
ছেড়ে দেয় কালো ক'রে,
স্বাতন্ত্র্য-বিনাশ-মন্ত্র সকলের কানে বলে ।

২

এ কি, এ যে মহাটবী,
প্রকৃতির মহাচ্ছবি !
নীরব হুঙ্কার কভু শুনি নি ;—শুনি যে আজ !
কই সে বৈচিত্র্যমাখা
প্রকৃতির হাস্য-রেখা ?
এ কি ভাব-বিপর্য্যয় !—প্রকৃত প্রলয়-সাজ !
ঝড়ে তরু গায় গায়
কতই আছাড় খায়,
নীরব হুঙ্কার ভেঙে হুহুঙ্কারে পড়ে বাজ !

---

* ১২৮৭ সালের ১৬ই ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বাটীতে "বিদ্বজ্জনসমাগম" উপলক্ষে "বাল্মীকি-প্রতিভা" নামে একখানি নাট্য-গীতির অভিনয় হইয়াছিল। সেই অভিনয়ে উক্ত মহোদয়ের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের "প্রতিভা" নাম্নী দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা প্রথমে বালিকা- ও পরে সরস্বতীমূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছিলেন। এই কবিতাটি তদুপলক্ষে লিখিত।

তড়িদগ্নি তেড়ে উঠে
বেড়ায় জলদে ছুটে,
জলদের আঁখি ফুটে, বিশ্ব বুঝি ভাসে আজ।
অহো, কি ভীষণ কাণ্ড!
ফাটে বুঝি ব্রহ্ম-অণ্ড,
মরে বুঝি একাঘাতে মহাভিক্ষু মহারাজ।
একই নিশ্বাসে আজ,
প্রকৃতি সারিবে কাজ,
ছিঁড়িবে যোগীর জটা—উড়াবে রাজার তাজ

ও কি ও!—বনের মাঝে
দস্যুরা ভৈরব সাজে
রয়েছে না? রয়েছে তো। কি উদ্দেশে? কে তা জানে?
এ বনে আসিতে ডরে
সাহস ঘুমায়ে পড়ে
মূর্চ্ছায় মোহিত হয়ে;—ওরা এল কোন্ প্রাণে?
সুরাপানে ভোর হয়ে,
তীক্ষ্ণ তরবারি লয়ে,
ভ্রূক্ষেপ না করে কারে জোরে চায় চারি পানে;
কখন বিকট হাসে,
কখন অসভ্যভাষে,
ওই শুন, কি বলিছে পরস্পরে কানে কানে।
বিদ্যুৎ থামিয়া গেল,
আঁধার দ্বিগুণ হ'ল,
ও কি ফের! ও কি ফের! বিদ্যুৎ চমকে বনে!
জলদে বিজলী ছিল,
কে তারে নামায়ে দিল?
আঁধার পুড়িয়া গেল এ বিজলী পরশনে।

৪

এ কি এ কি,—এ কি দেখি,
মেঘের বিজলী ও কি?
হাঁ হাঁ তাই;—না না ভাই! বিজলী এমন নয়।
অগ্নির আত্মারে মাখি
বিজলী ঝলসে আঁখি,
বজ্র লয়ে খেলা করে সুগম্ভীরে কথা কয়।
চড়ি সে মেঘের গায়,
ক্ষণে কোটি ক্রোশ ধায়,
কভু তার বুক চিরে কোথায় লুকায়ে রয়!

আবার ফাড়িয়া মেঘ,
দেখায়ে উন্মত্ত বেগ,
পলকে ঝলকি ওঠে কাঁপায়ে ভুবনত্রয়।
এ বিজলী সে তো নয়,
তার চেয়ে শোভাময়,
অথচ উত্তাপ নাই, জুড়ায় নয়নদ্বয়।
এ বিজলী কি বিজলী
আমারে বুঝাও বলি,
কেন এ বিজলী পানে আঁখি মোর চেয়ে রয়

৫

এই আমি কত ক্ষণ
এ ভীষণ মহাবন,
প্রকৃতির উন্মত্ততা, সুরামত্ত দস্যুগণে,
মহোন্মত্তা বিজলীরে
একবার বই ফিরে
দেখি নি দুবার, ওগো, ছিনু সশঙ্কিত মনে!
ভাঙ্গিল ভয়ের ঘোর
নয়ন হরিষে ভোর,
স্বর্গীয় সজীব ছবি কে আনিল ঘোর বনে?
পরনে গেরুয়া বাস,
আলুথালু কেশপাশ,
কি এক অপূর্ব্ব প্রভা উথলে ও বরাননে!
অলঙ্কার বলে কারে,
ও বালিকা জানে না রে,
প্রকৃতির অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা অযতনে।
বালাই লইয়া মরি,
বিধাতার কারিগরী,
আজি একাধারে হেরি বিস্ময় মানিনু মনে।

৬

পূর্ণিমার শশি-কর-
মাখানো ও কলেবর,
পদ্মশশী দোঁহে ওর মুখে বুলায়েছে কর;
গোলাপ হরিষ-চিতে
গালে ওর টিপ দিতে,
না জানি, কতই যত্ন করিতেছে নিরন্তর।
কালি দিয়ে অলি-কুল
ছোবায়ে দিয়েছে চুল,
সরসী রেখেছে তুলে দুনয়নে ইন্দীবর।

বাঁধুলি তুলিয়া করে
বসায়েছে ওষ্ঠাধরে
যেন গো সে বন-দেবী মোহিবারে চরাচর।
সমীর আদর করি
চূর্ণ-কুন্তলেরে ধরি
আঁকাবাঁকা করি ভালে সাজায়েছে থরে থর।
বীণা আর পিকবর
তুলি নিজ নিজ স্বর
রাখিয়াছে গলে ওর, শ্রবণের সুখকর।

৭

সরলতা, মধুরতা
তরলতা, কোমলতা
একসঙ্গে মিশাইয়া কে ছড়ালে ওর গায়?
বিস্মিত করিতে বিশ্ব
কে রচিল হেন দৃশ্য?
এ মূর্ত্তি প্রতিভাময়ী—ভরপূর প্রতিভায়।
কোমল কমল দিয়ে
এমন কোমল মেয়ে
কে গড়েছে প্রভাতের প্রভা মাখাইয়া তায়?
কারুশিরোমণি সেই,
তার গো তুলনা নেই,
ধন্য কারুকার্য্য তার শত ধন্য সে জনায়।
এত ভাব-ভরা ছবি
দেখেছে কি কোন কবি
আজিকার মত এই নিবিড় বনের গায়?
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভুলি
একদৃষ্টে আঁখি মেলি
চেয়ে আছি ওর পানে স্বপ্নময়ী পিপাসায়।

৮

ও কি ও!—আবার ও কি!—
বিদ্যুতের চকমকি
ঝটিকার হুহুঙ্কার!—ঘন ঘোর—গরজন!—
পলকে প্রলয় সম
এ কি কাণ্ড সুবিষম!
আবার আকুল হয়ে উঠিল গভীর বন!
খসিল গাছের ফুল,
উড়িল বালার চুল,
পাকে পাকে জড়াইল গেরুয়া অঞ্চল গায়;
ঝটিকা ঝাপট মেরে
কাঁপাইছে বালিকারে,
ভাসা ভাসা চোখ দুটি বন-ধূলে ভ'রে যায়!
সরলা ব্যাকুল হয়ে,
প্রাণ ভ'রে ফুকারিয়ে
কাঁদিয়া উঠিল ওই———
"এ কি ঘোর বন!—এনু কোথায়?
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না!
কি করি এ আঁধার রাতে!
কি হবে মোর, হায়!
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায়।" *

৯

হায়, হায়! এ কি হ'ল,
কেন গো এখানে এল
এমন দুধের মেয়ে!—এ কি বিধি-বিড়ম্বন!
এর পিতা মাতা, হায়!
বুঝি গো পাষাণ-প্রায়,
তা নহিলে কোন্ প্রাণে নাহি করে অন্বেষণ?
মা ভৈঃ মা ভৈঃ! ওগো
বনদেবী, জাগ জাগ,
ধর গো ধর গো এই ননী-মাখা পুতলীরে!
তুমি না বাঁচালে এরে,
আর কি কুটীরে ফিরে
যাবে এই কচি মেয়ে? থাম্ থাম্, প্রকৃতি রে!
ঝটিকা রে থাম্ ত্বরা!—
ধ'রে যা রে বৃষ্টিধারা—
স'রে যা রে অন্ধকার!—চপলা, লুকা রে বনে!
কোন্ প্রাণে এক যুটে
আর্জ তোরা রুখে উঠে,
বালিকা-হত্যার তরে হুঙ্কার ছাড়িস্ বনে?

১০

হায় গো, কি হ'ল হায়!
সবাই বধির-প্রায়,
ক্ষুদ্র-কণ্ঠ চীৎকারে কি কারো মন নাহি গলে?

---

* বালিকা কর্ত্তৃক এই বিষাদময়ী গীতিটি দেশ-বেহাগ রাগিণী-যোগে গীত হইয়াছিল।

আয়, বাছা ! আয় আয়,
আয়, গো মা ! আয় আয়,
বুক দিয়া ঢেকে রাখি তোরে লুকাইয়া কোলে।
তোর মত সরলারে
ভাসিতে নয়ন-ধারে
দেখিতে পারি না আর, দেখিতে পারি না আর,
আয়, বাছা ! আয় আয়,
আয়, গো মা ! কোলে আয়,
দেখি ক্রূরা প্রকৃতির কত দূর অত্যাচার।

১১

হা হা ! পুনঃ ও কি হ'ল।
নিরমম দস্যু-দল
অসহায়া বালিকার বাঁধিয়া কোমল কর,
হইয়া যমের প্রায়,
কোথায় লইয়া যায়,
তরবারি ঘুরাইয়া কতই দেখায় ডর !
বাল্মীকি দস্যুর রাজা
করিছে কালীর পূজা,
এই সব পাপী দস্যু সে মহাদস্যুর চর ;
শ্যামার তৃপ্তির তরে
বলি দিবে এ বালারে,
দোহাই দোহাই, কালি ! মেয়েটিরে রক্ষা কর।
এটি গো বনের ফুল,
বিপদে দিও মা কূল,
এ ফুল দ্বিখণ্ড যদি তোমার সম্মুখে হয়,
তা হ'লে নাস্তিক হব,
তোরে নিশাচরী কব,
যেখানে প্রতিমা পাব, গুঁড়াইব সুনিশ্চয়।

কেন ধর ?—ছেড়ে দাও—যেখানে বাসনা
সেখানে যাইব
"নাথ ! যাও তবে যাও।
নাহি বল ধ'রে রাখি, দুর্ব্বলা ললনা ;
যাবে যাও—কিন্তু, নাথ ! একবার চাও।
ভাল ক'রে প্রাণ ভ'রে ও মুখ তোমার
একবার নিরখিব—দেখিব তথায়
কিরূপে সহসা হ'ল ক্রোধের বিকার।
তার পর যাও তুমি, বাসনা যথায়।"
কি দেখিবে ?—উহু এ কি, চলে না চরণ !
চ'লে যাব ব'লে আমি হইনু উদ্যত ;
যেমন পড়িল ওই নয়নে নয়ন,
যাইবার আশা মোর হইল বিগত।
প্রিয়তমে ! আজ হ'তে বুঝিনু অন্তরে,—
দুর্ব্বলার বলমূল বঙ্কিম নয়ন,
ক্ষণদৃষ্টিপাতে তুমি (না ছুঁয়ে আমারে)
ফিরাইলে ; মহাশক্তি আঁখি আকর্ষণ।

বিরহিণী রাধিকা

১

সখি রে,—
এ ছার পরাণে কিবা সুখ আর,
বল বল, সুধাই তোমায়,
যে দিন হইতে গিয়েছে আমার
কালাচাঁদ সেই মথুরায় ?
সে দিন হইতে যত সুখ মোর
তা সহ গিয়াছে চলিয়ে ;
সুখাকর যেই সে, ছিঁড়িল ডোর,
হা, সুখ রবে কি বলিয়ে !

২

সখি রে,—
ত্যজি লাজ-ভয়, হেন জন সনে
কেন বা করিনু প্রেম ?
না জেনে না শুনে গ্রহণ করিনু
রাঙরে ভাবিয়ে হেম !
প্রতিফল তার পাইলাম, সই,
না যাইতে দশ দিন ;
ভাবিতে ভাবিতে সোনার শরীর
কালিয়া বরণ ক্ষীণ।

৩

সখি রে,—
জানিতাম যদি শ্যামের হৃদয়
পাষাণ সমান,
তা হ'লে কি তারে অমূল্য প্রণয়
করিতাম দান ?
পড়েছি এখন বিষম ফাঁফরে,
করি কি উপায় ?

ডুবিনু অতল বিরহ-সাগরে
প্রণয়ের দায় !

৪

সখি রে,—
কলঙ্ক হয়েছে—কি ক্ষতি তাহায় ?
কিন্তু এই দুখ হয়,—
সে পরাণবঁধু ভুলিল আমায়,
পোড়া প্রাণে এ কি সয় ?
যার তরে আমি ছাড়িনু সকলি,
এই কি বিচার তার ?
অনায়াসে ভুলি গেল বঁধু চলি
ছিঁড়িয়ে প্রেমের তার !

৫

সখি রে,—
এ ছার পরাণ রাখিব না আর,
ডুবিয়ে যমুনা-সলিলে
জুড়াব বিরহ-আগুন অপার,
প্রাণবঁধু যদি না মিলে !
অথবা, মাধব যে মালা গাঁথিয়ে
আমারে করিল দান,
সেই মালা আজ গলায় বাঁধিয়ে
ত্যজিব এ ছার প্রাণ !

লক্ষ্ণৌ—৩০এ এপ্রেল, ১৮৭৩।

বিরহিণী

(কুঞ্জকক্ষে)

যাই যাই, বেলা হ'ল, আনি গিয়ে বারি,
মুখরা ননদী আছে
দেরি হ'লে দেয় পাছে
গালাগালি, এ পরাণে সহিবারে নারি।
বিধাতা বিমুখ, তাই
অভাগীর কেউ নাই,
মিছিমিছি কত কথা ননদী শোনায়,
হা কপাল, কত দিনে ঘুচিবে এ দায় !
বলহীনা পেয়ে মোরে
কথা কয় জোরে জোরে ;
কারে কব কে করিবে সহায়তা মোর !

এ জ্বালা জানাব যায়,
ভাগ্য-দোষে সেও, হায়,
প্রবাসে রহিল কেটে প্রণয়ের ডোর !

(সখীর প্রতি)

আয়, লো প্রাণের সই !
অভাগীর তুই বই
কেউ নাই এ জগতে, সবাই অপর,
তুই শুধু কাছে এসে জুড়াস্ অন্তর।
তোর সনে যতক্ষণ
কথা কই, ততক্ষণ
ভাল থাকি, পোড়া প্রাণে কত সুখ পাই,
তাই বলি, তুই বই আর কেহ নাই ;
শান্তি যেন আছে তোতে,
যখন থাকিস সাথে,
হরিষের সীমা আর থাকে না আমার,
এ ছার সংসার-জ্বালা
করে নাকো ঝালাপালা,
হেরি যদি মুখ তোর, সই রে, আমার !

(শয়ন-গৃহে)

কার তরে মিছে আর শয্যা সাজাইব ?
থাক্ প'ড়ে, ভূমিতলে যামিনী যাপিব।
বিনে সেই প্রিয়তম,
শয্যা যেন বিষ সম,
কিরূপে কণ্টক সম পালঙ্কে শুইব ?
তুলোর বালিসচয়
লৌহ সম বোধ হয়,
মশারি বিষম অরি হয়েছে আমার ;
সুখের শয়ন-গৃহ যেন কারাগার,
আলো আছে—নাথ বই সকলি আঁধার !

(গোলাপের প্রতি)

পতি যদি থাকিত গো এমন সময়,
বিনাইয়ে কাল চুল,
ফুটন্ত গোলাপ-ফুল
দিত গো বাঁধিয়ে, হ'ত কত সুখোদয় ;
গোলাপ ! তুলিয়ে তোরে,
গাঁথিয়ে রেশমী ডোরে
খোঁপায় বাঁধিয়ে দিয়ে হাসিত রে কত !

নাথ নাই কাছে আজ,
কে আর গোলাপী সাজ,
পরাইবে অভাগীরে ক'রে মনোমত ?
যেথা এবে আছে পতি,
সেথা নাহি রসবতী,
রমণী অনেক আছে ; গোলাপো রয়েছে ?
ভুলেছে নাথের মন—উভয়ি পেয়েছে।

(কোকিলের প্রতি)

অবলা বালারে পেয়ে,
করুণার মাথা খেয়ে,
কুহু রবে কেন আর কাঁদাস্ পরাণ ?
কেন খর স্বর-শরে
বিরহিণী কামিনীরে
বিঁধিয়ে জ্বালায় জ্বালা করিস প্রদান ?
হেরি ক্ষুদ্র কলেবর,
কিন্তু বজ্রসম স্বর
হানিস্ শ্রবণযুগে, রে কাল কোকিল।
বসন্তের তুই বুঝি মুসেব উকীল ?
উড়ে যা নজর থেকে,
তোর কাল রূপ দেখে
হৃদয় চমকি ওঠে বিরহ-আগুন
হুহু ক'রে জ্ব'লে ওঠে যাতনা দ্বিগুণ।

(অসম্পূর্ণ)

১১ই ফাল্গুন, ১২৮১।

গঙ্গাতটে সন্ধ্যা

১

চলিল তপন যাপিতে শর্ব্বরী
দূরবিরাজিত অস্ত-গিরি'পরি
আঁধারে ক্রমশ ডুবিল জগত,
প্রকৃতি ধরিল নবীন বেশ ;
এ হেন সময়ে ব'সে গঙ্গাতটে,
বিভু-বিরচিত বিশ্বরূপ পটে
হেরিলাম কত নব নব শোভা,
ভাবগ্রাহী কবিজন-মনো-লোভা,
বরণিয়া নারি করিতে শেষ।

২

অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বহিছে তটিনী,
বীতবেগা হয়ে, উত্তরবাহিনী,
সাগর উদ্দেশে সুধীরে বয় ;
অমল সলিল অতীব শীতল,
বরিষার মত নাহি স্রোতোবল,
চিরদিন কারো সমান নয় !

৩

অয়ি নদি, যদি করুণা করিয়ে,
আমার বারতা প্রবাহে বহিয়ে
লয়ে যাও, দেবি, দূর-বাঙ্গালায়,
এই প্রবাসীর নিবাস যথায়,
যথা আছে মম সখানিকর।
যে সময়ে প্রাতে সখারা সকলে
স্নান হেতু আসি তব শীত জলে,
জল ফেলাফেলি কেলি করি খুব,
তোমার বিমল জলে দিবে ডুব,
তখনি শ্রবণে দিও খবর।—

৪

বলিও তাঁদেরে, "তোমাদের সেই
অনুগত সখা ব'লে দিল এই,—
এ অনন্ত ক্লেশ পাইব কত !
প্রবাসের সুখ জেনেছি সকল,
দেশ ছেড়ে এসে পেনু ভাল ফল,
উড়ু উড়ু প্রাণ করিছে সদাই,
উড়ে যাই যদি ডানা দুটি পাই,
কি কহিব, হায়, যাতনা যত !"

৫

নিরখি প্রদোষে পশিতে ধরার,
হংস, কারণ্ডব ফিরিল ত্বরায়,
সারি বাঁধি সবে দিয়ে সন্তরণ
জলকেলি করে, কখন আনন
মনের হরিষে ডুবায় জলে ;
বিকসিত গাঁদা কুসুমের হার
যাইছে ভাসিয়ে, কি কব বাহার !
সহসা নিমগ্ন হাঁসের গলায়
ভাসিয়ে আসিয়ে জড়াইয়ে যায়,
নদী যেন দিল পরায়ে গলে।

৬

দিনে দিনকর দিয়ে নিজ কর
করেছিল সিত নদী-কলেবর,
কিন্তু এবে সেই রবি-অনুদয়ে,
মিশিল তমস নদীর হৃদয়ে,
কালি গোলা যেন হইল নীর ;
আর সেই রূপ নাহি যায় দেখা
বায়ু-সন্তাড়িত তরঙ্গের রেখা ;
আঁধারে ডুবিল তরণী-নিচয়,
স্পষ্টরূপে আর দৃষ্ট নাহি হয়,
ডুবিল আঁধারে তটিনী-তীর ।

৭

কাশীবাসী যত ধার্ম্মিক তাপস,
ভক্তিভরে পিয়ে শিব-নাম-রস,
মুখে ব'লে বোম্ বোম্ বিশ্বেশ্বর,
ক্রমে দলে দলে হয়ে আগুসর,
সন্ধ্যা-জপ তবে বসিছে তটে ;
গৈরিক-রঞ্জিত পরিধেয় পরা,
করে কমণ্ডলু বংশদণ্ড ধরা,
মুণ্ডিত মস্তক কাহার বা কার
দীর্ঘ দাড়ি গোঁফ, শিরে জটাভার
পৃষ্ঠ আবরিয়ে ভূতলে লোটে ।

৮

গৃহত্যাগী মুক্তি-আশী দ্বিজকুল
সন্ধ্যা করিতেছে শোভি নদীকূল,
কেহ কেহ প্রৌঢ়, ভীমরথী কেহ,
কেহ বর্ষীয়ান্ জরাগ্রস্ত দেহ,
শিবনামাবলী শরীরে শোভে ;
বিধবা, সধবা দ্বিজানী সকলে
উচ্চ ঘাট হ'তে অবতরি তলে,
ঘৃত-দীপাধার জ্বালিতেছে তীরে,
কেহ বা হরিষে ভাসাইছে নীরে ;
মীনদল আসে ঘৃতের লোভে ।

৯

আ মরি কি ভাব হইল উদয়,
চারিদিকে রব 'জয় শিব জয় !'
ঝাঁঝর কাঁসর হতেছে বাদিত,
আরতির ঘটা ভুবন-বিদিত,
কোথাও এমন দেখি নি আর ।

ভারতের শিরঃ-শোভিত রতন
তুমি, বারাণসি, তোমার মতন
পবিত্র নগরী, সুখের আগার
নিখিল ভারতে নাহি দেখি আর,
পুণ্যভূমি-মাঝে তুমিই সার !

কাশী, ৩০এ কার্ত্তিক, ১২৭৮ ।

বাজ্‌ল বীণা

(গীতি)

ঝিঁঝিট—একতালা ।

(আস্তায়ী)

বাজ্‌ল বীণা, নাচল জল,
বিজলী চমকে জলদ-গায় ;
টুটল নিদ, ফুটল ফুল,
সচল ভেল অচল বায় ।

(অন্তরা)

বাণী-বীণা বাজে ধীবি ধারি.
দায়রা দায়রা দারা দিরি দিরি ;
ধেত্তা ধিধি, তেত্তা তিতি
সঙ্গত ধীর মধুর ভার ।

(সঞ্চারী)

ভওঁর ভওঁরী বীণাকে সঙ্গ
গুঁজরি গুঁজরি করত রঙ্গ,
তা'কো সঙ্গ, নীরব বঙ্গ !
তুঁভি গা রে সুর মিলায় ;—

(আভোগ)

নয়ী বীণা, বৈণিক নয়ো,
তন্ত্র নয়ো, মন্ত্র নয়ো,
নয়ো প্রবন্ধ, নয়ো প্রসঙ্গ,
নমহুঁ বীণাপাণি-পায় ।

বীণা *

১

প্রণমি বাণীর পদে, এ ভাঙা বীণায়
এই ত বাঁধিনু তার, কিন্তু কে বাজায় ?

---

* মৎসম্পাদিত বীণা নাম্নী 'কবিতাময়ী' মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ডে এই কবিতাটি অনুষ্ঠানিকারূপে

চারি দিকে চেয়ে আজ,
সভয়ে বীণায় সাজ
চড়ায়ে মিলানু সুর অঙ্গুলির ঘায় ;
যা জানি করিনু তাই ;—কিন্তু কে বাজায় ?

২

সে দিনের কথা মনে জাগিয়া উঠিল ;
কি সে কথা ?—'মহাবজ্র মস্তকে পড়িল !'
এ বজ্র ইন্দ্রের নয়,
এ বজ্র লৌহের নয়,
এ বজ্র বিষম বজ্র !—হায়, কে গড়িল ?
অই যা,—বীণার তার আবার ছিঁড়িল !

৩

ছি ছি রে, এ কার কাজ,
কি করি সে ভুলি লাজ,
গড়িল এ ভীম বাজ,
সে কি দয়াহীন ?
তারি এ বজ্রের ঘায়,
কি কব রে, হায় হায় !—
ভেঙেছে সাধের মোর
আদরের বীণ !

৪

নিতান্ত বিষণ্ণ হয়ে
ভাঙা বীণা করে লয়ে
যোড়ে তাড়ে সাজাইনু
বাজাতে আবার ;
মনে আশা বাজাবার,
কিন্তু কি বাজাব আর ?
সভয়ে অঙ্গুলি-ঘায়
ছিঁড়ে যায় তার !

৫

ছিঁড়ুক যতই বার,
আমিও ততই বার
যতনে বাঁধি না তার—
দেখি না কি হয় ?
ফুরালে ধাতুর তার,
উপাড়িয়া কেশভার
বাঁধিব বীণায় ফের,
দেখি কি না রয় ?

৬

তাও যদি ছিঁড়ে যায়,
শিরা ছিঁড়ে পুনরায়
বাঁধিব বীণায়,
মোর যতক্ষণ প্রাণ :
তথাপি ক্ষণেক তরে
ফেলিব না ভূমি'পরে
বীণারে ; হৃদয়ে ধ'রে
গাব আজ গান ।

৭

আমি গাই ;—তুই বীণে ! বাজ্ রে আমার ;
সে দিনের বজ্রাঘাতে যদিও তোমার
ভেঙেছে সুন্দর কায়,
যদিও আমার, হায়,
নাহি এ কণ্ঠের ধ্বনি সেইরূপ আর ;
বজ্রাঘাতে তুমি আমি আজি একাকার !

৮

তবু বাজ্ ;—তবু গাই ;—কেন বাজিবি না ?
তুই বিনা কে আমার আছে আর বীণা ?
তুই না বাজিলে পরে,
পরাণ কেমন করে,
না শুনিলে, ধ্বনি তোর, পরাণে বাঁচি না ;
তুই না বাজিলে, আমি গাইতে পারি না ।

৯

তোর গলে মোর গলা একত্র করিয়া,
তোর তারে হৃদি-তার ধীরে মিলাইয়া,
আয়, বীণা ! গান করি,
যাই হোক ;—বাঁচি মরি ;
আয়, বীণা ! করি গান,
আবার মেতেছে প্রাণ,
আবার পাগল আমি তোমার লাগিয়া,
আবার আমার মন উঠিল জাগিয়া !

১০

পরশিয়া তোরে, বীণা ! বজ্রের বেদনা
ভুলে গেছি একেবারে,—নাচিছে বাসনা
তুই বাজিবার আগে,
আমি গাইবার আগে,
বাজ্ রে সাধের বীণা ! নীরবে থেক না ;
যে যা বলে—বলুক না,—চেয়েও দেখো না !

প্রকাশিত হইয়াছিল । মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাগ্রাসী ৯ আইনের প্রাদুর্ভাবের সময়ে বীণার আবির্ভাব হয় ।

১১

যে গড়িল এই বজ্র,—আগে তার কাছে
গিয়া দেখ, দয়া তার আছে কি না আছে ;
যদি দয়া নাহি থাকে,
যতনে শুনা রে তাকে ;
"অহে মহাত্মন্! অহে কবিবর! *
কবির হৃদয় দয়ার সাগর,
কবির হৃদয় পরেরি হয়,
দয়ার বসতি কবির হৃদয়ে,
কবি করে কাজ পরের হয়ে,
তুমি কবি—তবে তোমার হৃদয়
কেন বল দেখি, দয়ামাখা নয় ?
কবি হয়ে কেন নিদয় হ'লে,
কবি হয়ে দয়া গেলে কি ভুলে ?
দয়ারে ভুলিলে, ওহে কবিবর।
কলঙ্ক রাখিলে জগত-ভিতর !"
এই কথা তাঁরে বলি
যা, বীণা! আবার চলি
যে কাঁদে রে তোর তরে, যা রে তার কাছে ;
দেখ তারে বজ্রাঘাতে কি রকমে আছে।

১২

বাজ বীণা! তার কানে বাজ এই স্বরে ;—
"এস, আজি কাঁদি, গলা ধরাধরি ক'রে।
এস, আজ বিধাতারে
ভিজাইব অশ্রুধারে,
কেন হেন বজ্রপাত ভারত-উপরে !
বজ্ররচয়িতা কেন অত্যাচার করে ?"

১৩

ওরে ও সাধের যন্ত্র ! বাজ আরবার,
কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চে তুলি হাহাকার !
যতক্ষণ রবে তার,
ততক্ষণ বারংবার
বল, বীণে! নভস্তল করিয়া বিদার
"কবির উপরে করে কবি অত্যাচার !"

১৪

বাজ, বীণে! এই স্বরে,—
"যাঁরে বঙ্গ পূজা করে,
ভারত যাঁহারে পূজে 'কবিবর' বলি,
তিনি আজ বাম হয়ে,
সর্ব্বনেশে বজ্র লয়ে
হানিলা ভারত-ভাগ্যে ভীমবলে তুলি ;
চূর্ণাস্থি হইল দীন কবির মণ্ডলী।

১৫

"কবির কোমল করে কঠিন কুলিশ,
কবির কোমল হৃদে প্রাণান্তক বিষ,
কুসুমে কীটের বাস,
এত দিনে পরকাশ ;
সুধায় গরলরাশি,
বুকে বিষ, মুখে হাসি,
রত্নকোষে ঢাকা ছিল অসি অহর্নিশ,
কবির কবিতা আজ ভীষণ কুলিশ !

১৬

"কবির করেতে, হায়, কবিকুল মরে !
মরিল স্বর্গীয় জীব স্বর্গ-জীব-করে !
সুধারে শুষিল সুধা—ফুলে বধে ফুল !—
হীরকের ধারে আজ হীরক নির্ম্মূল !"

১৭

আকাশে তুলিয়া তান,
গা রে, বীণা! এই গান,
এই চারি ছত্র তুই যেথায় সেথায়
আয়, শুনাইয়া আয়,
শোনা, বীণে! যায় তায় ;
বিলম্বে কি ফল আর ? কাল বয়ে যায়।
যে ছুঁইবে তোর ডোর,
সে বুঝিবে শোক তোর,
সে বুঝিবে দুঃখ মোর প্রত্যেক কথায় !
বুঝিবে সে, কি যে বজ্র পড়েছে মাথায় !

১৮

বুঝিবে সে অবিচার,
বুঝিবে সে অত্যাচার,
বুঝিবে সে হাহাকার,
কেন এ ভারতে !
বুঝিবে সে তোর দশা,
বুঝিবে বঙ্গের আশা,
বলিষ্ঠের ভালবাসা
দুর্ব্বল জনেতে !

---

* লর্ড লিটন।

১৯

বুঝিবে সে আজ হ'তে
অভেদ্য আঁধার-স্রোতে
ডুবিল তরঙ্গাঘাতে
ভারত আবার ;
বুঝিবে সে আজ হ'তে
পুনরায় এ ভারতে
স্বপ্নজাত স্বর্গ ভেঙে
নরক বিস্তার !

২০

বাজ, বীণে ! ওরে বাজ আরবার,—
"কবিতে করিল কবিরে সংহার !
কবির করের বীণার আঘাত
কবির বীণারে করিল নিপাত !
কাঁদিছে জগত, কাঁদিছে ভারত,
কাঁদিছে বঙ্গ অবশ অঙ্গে !
কাঁদিছে পুরুষ, কাঁদিছে প্রকৃতি,
কাঁদিছে যুবক যুবতী সঙ্গে !
ধনী, মধ্যবিৎ, ফকির ভিখারী
কাঁদে হাহাকারে, চক্ষে ঝরে বারি !
কাঁদে ভারতের পশুপক্ষিগণ !
পড়েছে অশনি, অবিচার-ভরে !
একের দোষেতে, মরেছে অপরে !
কবিতে করেছে কবিরে পীড়ন।"

২১

কবির অশনি বিঁধেছে মরমে,
এই দুখে তোরে বেঁধেছি পঞ্চমে ;
যা থাকে কপালে, মনের বেদনা,
যা থাকে কপালে, মনের বাসনা,
কহিব খুলিয়া—আপনা ভুলিয়া,
গাব গীত-যোগে তোরে বাজাইয়া
জীবন যদিন,—তদিন তরে।
নিক্ষিপ্ত লেখনী ধরিনু আবার,
অন্তরের কথা লিখিব আমার,
বজ্রাঘাত কৈল যেই কবিবর,
মনের বেদনা তাহারি গোচর,
কবিতায় লিখে, তোরে বাজাইয়া
গাব প্রাণপণে বিষাদে ডুবিয়া,—
'কবির দুর্দশা কবির করে !'

বর্ষা

মেঘ—চৌতাল

(আস্থায়ী)

আইল বরষা সাজি,
শ্যামল মেদিনী-বাসে ;
গরজে জলদ, বদনে তার
চমকি দামিনী হাসে হাসে

(অন্তরা)

পিয়াস নিবারে চাতক-চাতকী,
সুরভি বিলায় হরিষে কেতকী,
বারি ঝর-ঝর, ভেক মকমকি,
শ্রবণ-বিবরে আসে আসে।

(সঞ্চারী)

নিদাঘে তটিনী শুকায়েছিল,
বরষা পরশে সলিলে পূরিল ;
ময়ূর ময়ূরী পুলকে নাচিল,
তার সুরে কেকা ভাষে ;—

(আভোগ)

কভু রবি-ছবি নীরদ ভেদিয়া,
ক্ষীণ দেখা দিয়া যাইছে ডুবিয়া ;
তরল তোয়দ ভয়দ হইয়া,
নীল নভ কভু গ্রাসে গ্রাসে।

বসন্ত

বসন্ত—আড়াঠেকা

(আস্থায়ী)

অমন্দ মলয়ানিল হিল্লোলি ধায়।
ঋতু বসন্ত ফুল্ল কুসুমদলে
ভূষিছে সুকম-কায়।

(প্রথম অন্তরা)

পীত-বসন পরি প্রকৃতি সুন্দরী
মধু-সুহাস-মুখে সমুখে দাঁড়ায়।

(দ্বিতীয় অন্তরা)

গুঞ্জি ভ্রমরকুল, পঞ্চমে কোকিল,
গাহি প্রণয়-গীত, ময়ূরে নাচায়।

নিদ্রার কোমল কোলে

ললিত—আড়াঠেকা

(আস্থায়ী)

নিদ্রার কোমল কোলে
প্রিয় স্বপনের সনে
এই যে ভ্রমিতেছিনু
আমি তোর অন্বেষণে।

(অন্তরা)

কখন্ এলি, মা! তুই ?—
ভাল হ'ল, পুনঃ শুই
সে চরণে, ত্রিজগত
শুয়ে আছে যে চরণে।

(সঞ্চারী)

বীণারে হৃদয়ে ধ'রে
ও তোর চরণ'পরে
ঘুমাইয়ে বাজাইব,
এই বাসনা ;—

(আভোগ)

চরণ-নূপুর-সনে
ভাঙা বীণা ক্ষীণ স্বনে
কিরূপে বাজিবে আজি,
শুনিবে তা এ শ্রবণে।

যে পদে

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

(আস্থায়ী)

যে পদে, ষট্‌পদগণ
কোকনদ ভাবি মনে
উড়িয়া উড়িয়া বসে
সুমধুর গুঞ্জরণে ;

(অন্তরা)

যে পদে ভকতগণ
রকত-চন্দন ঢালে,
যে পদ বিরাজ করে
শঙ্করের হৃদাসনে ;

(সঞ্চারী)

যে পদে সম্পদ ফলে,
বিপদ বিপদে পড়ে,
যে পদে সে মোক্ষপদ
ডাকে লক্ষ পাপিগণে।

(আভোগ)

হে শারদে, এ শরদে,
সে পদ পেয়েছি আজি,
পূজিব মনের সাধে,
বীণা-ফুল অরপণে।

স্বভাবের ধন্যবাদ

[মহারাণী স্বর্ণময়ী * ও রাণী শরৎসুন্দরী
দেবীর † প্রতি]

(চতুর্দ্দশপদী কবিতানুসারে রচিত)

(সূর্য্য)

প্রাচী পরিহরি করি আকাশে ভ্রমণ,
পালিয়া মহেশাদেশ, কর বিতরণে
কত হিত করি আমি, যাহে জীবগণ
তাপালোক লভি জীয়ে ধরা-নিকেতনে।
পৃথিবীর দেশ যত মম আঁখিতলে
প'ড়ে আছে, তা সবারে দরশন করি
আঁখি-খর-জ্যোতি-দানে ; হেরে যথা হরি
তেজাল নয়ন মেলি অন্য পশুদলে।
কিন্তু কোথা দেখি নাই—(পুরাকালে যাহা,
তাহা বই) দেশহিতে, দীনহীন জনে—
দিবানিশি—এত ধন অকাতরে, আহা,
করিবারে বিতরণ হরষিত মনে।
ধন্য গো তোমরা দোঁহে এ বিশাল ভবে !
যত দিন রব, যশ তোমাদেরো রবে।

(চন্দ্র)

নিশারে সাজাই আমি সুধামাখা করে
চারু বেশে, হেরি তায় মোহে নর-মন ;
তাই ত তাহারা মোর যশোগান করে
নিয়ত, আহা, যে যশে ভরেছে ভুবন !
তোমরাও, দয়াবতী, দয়া-কর-দানে
অবিরল বাঙ্গালারে করিছ উজ্জ্বল,

---

* এক্ষণে ইনি মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, (ভারত-মুকুট)।

† এক্ষণে ইনি মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী।

তাই সবে তোমাদের যশোগীত গানে
ভরিছে বঙ্গের সুখে শ্রবণযুগল।
চকোরনিকর সুখী আমার সুধায়,
আমা বই আর তারা কাহারে সুধায়?
দীনরূপী চকোরেরা তোমাদের কাছে
সেইরূপ দান-সুধা লভে অনুক্ষণ,
অদাতারে নাহি চায়, গালি দেয় পাছে;
ধন্য তোমাদের, রাণি, অকপট মন!

(পবন)

অনন্ত জগত-মাঝে গতায়াত মোর
দিবানিশি, কুসুমের মধুমাখা বাস
বিশ্বাবাসে ছড়াইয়ে ভ্রমি চারি পাশ
জীব-প্রাণ হয় সেই সুরভে বিভোর।
তোমাদেরো বদান্যতা-কুসুম-আসবে
সুযশ সমীর ওই খেলিছে সুরবে।
আমিই জীবের প্রাণ, জীবেরে বাঁচাই
বিরাজিত হয়ে তার হৃদয়-ভিতরে,
আমিই জীবের প্রাণ পাখীরে নাচাই,
আমা বই বাঁচে কি গো জীব ধরা'পরে?
সেইরূপ দীনগণ তোমাদের গুণে
সুখ-সরে সাঁতারিয়ে তুষিছে পরাণ,
নতুবা মরিত পুড়ে দীনতা-আগুনে;
ধন্য গো তোমরা, ধন্য তোমাদের দান!

(মেঘ)

ধরণীর শুষ্ক দেহে শীত জলধার
ঢালি আমি, তাই ধরা ওষধি-ভূষণ
পরিয়া সুচারু সাজে, সাজে অনিবার,
আমারি কৃপায় সুখী যত জীবগণ।
দীনেদের মন যবে দীনতা-পীড়নে
শুকাইয়া যায়, যথা রবির পরশে
জলবিন্দু লয় পায়; তখন যতনে
তোমরা সুদান-বারি ঢাল গো হরষে!
সাজাও তাদের দুঃখ-দহিত মানসে
অনুপম তৃপ্তিকর বদান্যতা-রসে।
তোমাদের মত দান-বারি বরিষণ
কয় জন করে এবে এই বাঙ্গালায়?
সাধু ইচ্ছা তোমাদের বিদিত ভুবন,
তাই সবে প্রাণ খুলে যশোগান গায়।

(পৃথিবী)

কত শত দুরাচার অঙ্কেতে আমার
বাস করে, নিরখিয়া তাদের করম,
অতিমাত্র দুঃখে মোর দহিছে মরম,
তাদেরি পাপেতে মোর অস্থিত্বক্ সার!
বড়ই কঠোর তারা, দীনের রোদনে
গলে না তাদের সেই পাষাণ-হৃদয়,
সদাই আপন সুখ সম্ভোগিছে মনে,
দীনের দুঃখেতে দুঃখ হয় না উদয়,
কিন্তু গো তোমরা দুটি আমার কুমারী
সুলগ্নসম্ভবা, শুধু পরহিত তরে
লয়েছ জনম, যশ আমার ভিতরে
রবে তোমাদের, যথা সাগরের বারি
চিরস্থায়ী; আশীর্ব্বাদ করি কায়মনে,—
সুখে থাক, সুখে রাখ দীনহীন জনে।

(সাগর)

অমেয় জগতে আমি অমেয় আকার,
রতন আমাতে যত, তত আছে কার?
এই গুণে রত্নাকর কহে মোরে সবে,
আমার মতন বল বল কার আছে?
নিয়ত গরজি আমি সুগভীর রবে
আমারে আশ্রয় করি যাদোগণ বাঁচে।
তোমাদেরো বদান্যতা অসীম সাগরে
যশোরত্ন উজলিছে চিরসুশোভন,
অক্ষয় হইয়া রবে ধরণী-ভিতরে
তত দিন, যত দিন বিশ্বের জীবন।
তোমাদের দানসিন্ধু দীনের আশ্রয়,
বাঁচে দীন-মীন যত হরষিত-মনে,
ধন্য তোমাদের চিত করুণানিলয়;
ধন্য গো তোমরা দোঁহে ধরা-নিকেতনে!

(পর্ব্বত)

অভ্রভেদী চূড়া মোর উঠেছে উপরে,
বিশদ তুষারে ঢাকা শরীর আমার,
নদী'র সলিল দান করি অকাতরে,
পশুকুলে করি দান তৃণ ভারে ভার!
সেইরূপ তোমাদের কীর্ত্তিরূপ গিরি
উঠেছে আকাশ ভেদি—যশোহিমময়,—

দানরূপ বারি-ধারা বহে ধীরি ধীরি,—
দরিদ্রের চিত্ত-নদী তাহে উথলয়।
আমার শরীর সম অতীব কঠিন
প্রায় কিছু নাহি এই প্রকাণ্ড জগতে,
সেইরূপ তোমাদের অতি সমীচীন
সুকঠিন কীর্ত্তি-গিরি রহিবে ভারতে;
কখন হবে না চূর্ণ রহিবে সমান,
ধন্য তোমাদের কীর্ত্তি অক্ষয় নিশান!

২৩ কার্ত্তিক, ১২৭৯।

স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

(মৃত্যু-দিবস ১৭ই কার্ত্তিক, ১২৮০)

১

অয়ি অভাগিনী বঙ্গ! শ্রীমধুসূদন,
কিশোরীমোহন, আহা, এ দুই রতনে
হারায়ে করিতেছিলে সদাই রোদন,
অজস্র ঝরিতেছিল সলিল নয়নে!
অঞ্চল পতিত ভূমে; বাঁধি যে অঞ্চলে
উজ্জ্বল মাণিক কটি রেখেছিলে সুখে;
কাল-মূষা বিষদাতে কাটি তা বিরলে,
মধু, কিশোরীরে হরি লুকাইল মুখে।

২

সে দুটি রতন-হারা হয়ে তুমি, সতি!
শোকের সাগরে ডুবে হইলে বিস্মৃত
অঞ্চলের ছিন্ন ভাগ বাঁধিতে সম্প্রতি,
তাই বুঝি এ রতনো হইল পতিত!
শোকের উপরে শোক তোমার এখন,
অহো, কি যাতনা তুমি পেয়েছ অন্তরে!
যার জ্বালা সেই জানে, পর কি কখন
বুঝিবারে পারে তাহা মনের ভিতরে?

৩

বিধাতা বিমুখ তোমা হয়েছে নিশ্চয়,
তা না হ'লে অল্প দিনে কেন হেন হবে?
একে একে তিন রত্ন কাল দুরাশয়
সর্ব্বগ্রাসী কবলেতে গ্রাসি বসি রবে?
অকূল অতলস্পর্শ সাগরের জলে
পড়িলে কনক-খণ্ড পাওয়া নাহি যায়,
তেমতি এ রত্ন তিন কালের কবলে
কবলিত হইল গো, এই ছিল হায়!

৪

দীনবন্ধো! অদিনেতে এ দীনবন্ধুরে
কেন নিলে কাঁদাইয়ে বঙ্গবাসিকুল?
দীনবন্ধু বিনে শোকসিন্ধু বঙ্গপুরে
উথলি উঠিছে অতিক্রমি ধৈর্য্য-কূল।
দাও বিধি, ফিরে দাও বঙ্গের রতনে!
এ রত্ন বিহনে বঙ্গ হয়েছে আঁধার,
পরিপূর্ণ নভোগর্ভ বঙ্গের রোদনে,
সদাই সবার মুখে ধ্বনি হাহাকার!

৫

হায়, দীনবন্ধো! তুমি ভুলি জন্মভূমি,
কোথা গেলে অসময়ে, আসিবে না আর?
আর কি কদর্য্য রীতি শোধনেতে তুমি
ধরিবে না অঙ্গুলিতে লেখনী তোমার?
ন' রতন রাখি ওহে বঙ্গের রতন!
পতিত করিলে দেহ কালের উদরে,
তোমা হেন লেখকের বাসনা পূরণ
হ'ল কি রচিয়ে নব গ্রন্থ-কলেবরে?

৬

দুরাচার নীলকর-অত্যাচারচয়
"নীল-দর্পণেতে" তুমি দেখালে সবারে;
নীলকর-প্রপীড়িত প্রজার হৃদয়
এঁকেছিলে দর্পণেতে নেত্র-জল-ধারে!
তেমন নাটক—যাহে পাঠকের মন
অতীব ব্যথিত হয়, নীলকরগণে
নর-রক্ষঃ বলি গালি পাড়ে অনুক্ষণ—
কে লিখিবে তোমা সম লেখনী-চালনে?

৭

"লীলাবতী" নাটকাদি, কাব্য "সুরধুনী"
লিখিলে যেমন তুমি বিশেষ যতনে,
সেরূপ সুন্দর গ্রন্থ, ওহে মৃত গুণী!
আর কি লিখিবে তুমি লেখনী-চালনে?
অষ্ট গ্রন্থ শেষ করি "কামিনী-কমলে" *
অবশেষে বিরচিয়ে হইলে মগন
অনন্ত সময়রূপ জলনিধি-জলে
চিরতরে, কভু আর নাহি আগমন!

---

* উঁহার প্রণীত নয়খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। যথা—নীলদর্পণ, নবীন-তপস্বিনী, সধবার একাদশী, বিয়ে-পাগলা বুড়ো, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, জামাই-বারিক এবং কমলে কামিনী।

৮

হা রে ও নিদয় কাল! কি বিচার তোর ?
যাঁহা হ'তে হতেছিল বঙ্গ-উপকার,
তাঁহারে করিলি চুরি ওরে গুপ্ত চোর!
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে ধিক্ শতবার!
তোর সম নিদারুণ, করুণাবিহীন,
হৃদয়পীড়নকারী, তস্কর-প্রকৃতি,
কে আছে বল্ রে মোরে, ওরে অর্ব্বাচীন!
ধিক্ তোরে ধিক্ তোর যত রীতি-নীতি!

৯

কালের প্রেরিত কিঙ্কর-নিকর
প্রথমে প্রবেশি বঙ্গের ভিতর,
'দে রে দে রে' বলি ছাড়িল হুঙ্কার,
ভয়ে জড়সড় বাঙ্গালাবাসী।
যার যাহা ছিল, তখনি তা দিল,
কাল-কিঙ্করেরা তা লয়ে চলিল,
কালের চরণে অর্পণ করিল ;
হাসিলেন কাল বিকট হাসি।

(অসম্পূর্ণ)

মহাপরীক্ষা

১

কোথা কিছু নাই—ঘোর অন্ধকার ;
ঘুমায় জগৎ শবের আকার ;
ভুলেছে মানব পর আপনার ;
শুধুই সুধীর বাতাস বয় ;
কোথা কিছু নাই—নীরব সকল,
এ হেন সময়ে প্রদীপ্ত অনল
প্রজ্বলিত ক'রে আকাশ ভূতল,
জিহ্বা বিস্তারিল উপজি ভয়।

২

অনলের পাশে অনল-আসনে
কে ওই বসিয়া অনল-নয়নে,
বজ্রভয়প্রদ বিকট গর্জ্জনে
ভীম ভৃত্যগণে আদেশ করে ?
বায়ুরে হারায়ে ধায় ভৃত্যগণ ;
ভাঙে শাখি-শাখা সরমে পবন ;
আকাশে গমন, আকাশে গর্জ্জন,
ক্রমে পদক্ষেপ ধরণী'পরে।

৩

কাঁপিল ধরণী চরণ-পীড়নে,
কাঁপিল সাগর ধরণী-কম্পনে,
সিন্ধুগর্ভস্থিত আগ্নেয় ভূধর
সাগর-কম্পনে উঠিল কাঁপি ;
স্থলে অগ্নি জ্বলে ঘোর হুহুঙ্কারে,
জলে অগ্নি জ্বলে আগ্নেয় ভূধরে,
স্থল-জল-অগ্নি একমূর্ত্তি হয়ে
সহসা উঠিল চৌদিক ব্যাপি।

অদর্শনে

১

যদিও উভয়ে এবে, আছি বহুদূরে,
জীবন-সঙ্গিনি!
কিন্তু আমাদের প্রেম, আমা দোঁহাকার,
জীবন-বন্ধনী
পলকের তরে নহে দূরে,
দুটি ফুল গাঁথা এক ডোরে
দিবস রজনী।
প্রেম কভু তফাতে থাকে না,
রবি সম ডুবিতে জানে না।

২

কি উষায়, কি দিবায়, কি সন্ধ্যায়, কি নিশায়,
কি নিদ্রায়, কিবা জাগরণে
তুমি শুধু জাগ মোর মনে।
ভাবনা আমার
ভাবে অনিবার
তোমার ললনে!
তুমি বই কিছু নাই অনন্ত ভুবনে।
আমি বটে আছি হেথা,
কিন্তু মোর প্রাণ কোথা ?—
তোমার সদনে।

৩

যদিও ভানুর তনুখানি
লুকায়ে জলদ কালো, তবু সেথা আছে আলো,
ওরে আলোময়ি!

যদিও এখন
দূরে আছি দুই জনে, সমুখে আঁধার,
তবু তার মাঝে, প্রিয়তমে!
ভরপূর আলোক-সঞ্চার;
আছে কি আঁধার কভু প্রেমে?
বিচ্ছেদে আঁধার!
দূরে আছি;—এ বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ তো নয়,
এ বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদ প্রেম আলোময়।

অমল ধবল কমল-কোলে

(গীত)

বাগীশ্বরী—চৌতাল।

(আস্থায়ী)

অমল ধবল কমল-কোলে
অমল ধবল কমল দোলে,
উজল বিমল আঁচল ঝোলে,
উজল বিমল কর নিকলে।

(অন্তরা)

পবিমলাকুল কালো অলিকুল
খেলয়ে দুলায়ে এ ফুল ও ফুল,
অনিল চলয়ে মৃদুল মৃদুল,
দোলে ফুলমালা বাণীর গলে।

(সঞ্চারী)

জল ঢল ঢল করে অবিরল,
শতদল দল করে টলমল,
সচল অনিলে সলিল অচল
সচল চলনে হেলে হিলোলে;

(আভোগ)

বরষের পরে হরষের ভরে,
ও চরণ ধরি এ শির উপরে,
'ভাঙা বীণা' পুনঃ লইনু এ করে,
বাজাতে ও রাঙা চরণ-তলে।

১লা বৈশাখ, ১২৮৭।

পূর্ণচন্দ্র

সুনীল গগন'পরি, মনোহর রূপ ধরি,
হসিত-বদনে বল, কে হে তুমি উঠেছ?
যেন নীল-গোলা জলে, মাখা হয়ে পরিমলে,
সোনার কমলখানি উজলিয়ে ফুটেছ।
বিতরি শীতল কর, শীতলিছ চরাচর,
সাগর ধরণী বন মরুভূমি ভূধরে;
অতুল অমৃত-ধার, অবিশ্রামে অনিবার,
অকাতরে ঢালিতেছ চকোরের অধরে।
অলক্ষ্যেতে ধীরে ধীরে, হীরক-মুকুট-শিরে
ঢালিছ আকাশপথে, সুমধুর হাসিছ;
বল কোথা হ'তে আসি, ধরণীর তমোরাশি,
স্বর্গীয় আলোক জ্বালি অনায়াসে নাশিছ?
প্রতি পৌর্ণমাসী রেতে, দেখি তোমা নয়নেতে,
সেইরূপ সাজে, আজি যেইরূপ নিরখি;
কে তুমি কি আশা কর, কোথায় তোমার ঘর,
কে আছে তোমার আর, দয়া ক'রে কবে কি?
আকাশে আকাশে ধাও, অথচ ভূতলে চাও,
চুপি চুপি কোথা যাও, খুঁজিতেছ কাহারে?
বল বল, কার তরে, একাকী অমন ক'রে,
চ'লে যাও, কথা কও, বল না হে আমারে?
দূরবীণ চোখে দিয়ে, কি যেন দেখিছ চেয়ে,
সুদূর আকাশ হ'তে ধরণীর উপরে;
বুঝেছি বুঝেছি আমি, তুমি হে রজনী-স্বামী,
কি দেখিছ, তাও আমি বুঝিয়াছি অন্তরে!
কুমুদী-দয়িত শশী! তোমার হৃদয়ে মসী,—
কলঙ্কের দাগ দেখি বিষাদিত হয়েছ;
একা তুমি, তোমা বিনা, ভুক্তভোগী আছে কি না
নরলোকে, দেব-চোখে দেখিবারে এয়েছ।
ভারত ধরণীমাঝে, সাজি অতুলন সাজে,
ত্রিদিব জিনিয়ে রূপ ধরেছিল একদা;
হীরক-ভূষণ-পরা, স্বরগীয় রূপ ধরা,
কৈলাস-শিখর-শিরে যেন শিব-প্রমদা।
আহা, সে সুখের কালে, এই ভারতের ভালে,
কত যে আছিল সুখ, কে পারিবে বলিতে?
বীরেন্দ্র কুমার* মত, বীরেন্দ্র-কুমার যত,
জনমিয়েছিল দুষ্ট অরিকুলে দলিতে।
সে সব সুতের গুণে, ভারত সুখিত মনে,
উঠেছিল উন্নতির সর্ব্ব-উচ্চ সোপানে;
স্বাধীনতা-প্রিয় ছেলে, সকলে একত্র মিলে,
গাইত ভারত-জয় এক রবে সুতানে।

* দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়।

কিন্তু, হায়, যেই দিনে, বিধাতার বিড়ম্বনে,
বীরেন্দ্র-তনয়কুল কালগ্রাসে পশিল,
হায় হায়, সেই দিনে, সে সব তনয় বিনে,
ভারত মা-এর শোক-নিশীথিনী আসিল !
সুখরাজি হ'ল লয়, দশদিশি দুখময়,
ভারতের হাসিমুখ তমোজালে ঢাকিল !
বিধাতা বিমুখ হয়ে, কুমুখী লেখনী লয়ে,
অধীনতা-কলঙ্কের গাঢ় দাগ আঁকিল !
তুমি তা দেখিবে ব'লে, উঠেছ গগনতলে,
দেখ দেখ শশধর, যেই দশা তোমার,
সেই দশা ভারতের, অধীনতা-কলঙ্কের,
রয়েছে দারুণ দাগ, ভাল ক'রে নেহার।
যে বিধি তোমার বুকে, রেখেছে কলঙ্ক লিখে,
সে নিদয় বিধাতার এ কলঙ্ক-লিখন !
সে বিধি সদয় হয়ে, করুণা-সলিল লয়ে,
ভারতের এ কলঙ্ক করিবে কি মোচন ?

৭ই পৌষ, ১৮৮১।

জেনো,—চিরদিন সমান না রয়

কে তুমি, জননি, মলিন অঞ্চলে
ঢাকিয়া বদন, নয়নের জলে
ভাসাইছ ও হৃদয় ?
চিনি চিনি করি, পারি না চিনিতে,
আগে কি তোমারে দেখেছি আঁখিতে
দেখিয়াছি সুনিশ্চয়।
তা নহিলে কেন হেরিয়ে তোমারে,
প্রাণ কাঁদে, আঁখি ভাসে জলধারে ?
কে মা তুমি, বল শুনি,—
তুমি কি ভারত বীরপ্রসবিনী ?

২

বীরপ্রসূ যদি, কোথা সে তোমার
বীরপুত্রগণ (আর্য্যকুলসার)
তোমার হৃদয়-ধন ?
তাদের হারায়ে কাঁদিছ কি তাই ?
হারাইয়ে মণি ফণিনী সদাই
যথা শোকে নিমগন !
যথার্থ কুমার তাহারাই ছিল,
স্বাধীনতা-রত্নে তোমা সাজাইল,
করে ধরি তরবার ;
কোথায়, জননি, সে সব কুমার ?

৩

তোমার কারণে দিয়েছে জীবন,
তথাপি তোমারে করে নি অর্পণ
বিদেশীয় রিপু-করে ;
হায় দেবি, কোথা সেই পুত্রচয়
প্রভঞ্জন সম মহাবলময়,
আছে কি তোমার ক্রোড়ে ?
হায়, আমি এ কি শোচনীয় বাণী
কহিনু তোমারে, ভারত-জননি !
ও কোলে তারা কি আছে ?
অনন্ত-সাগর-সলিলে ডুবেছে।

৪

থাকিত তাহারা যদি তব কোলে,—
নীল নভে যেন নক্ষত্র উজলে !—
স্বাধীনতা-শশী তবে
সে সব নক্ষত্র সহিত মিলিয়ে,
তোমারে, জননি, অধীনী করিয়ে,
কালে কি বিলয় হবে !
সে নক্ষত্ররাজি সে শশী সহিত
ক্রোড় নভ তব করি আঁধারিত
অমামসী নিশি মত,
উবিয়া গিয়াছে !—হবে না উদিত !

৫

সেই এক দিন—ত্রিদিবের দিন !—
আছিল তোমার ; হয়েছে বিলীন
সে দিন এখন জননি !
বীরকুল যত অতুল সাহসে,
তরবারি ধরি—সমর-বিলাসে,
কাঁপাত বিশাল ধরণী।
অসি-ঝনঝনি,—মুখে হুহুঙ্কার—
"জয় ভারতের।" শব্দ বারংবার,—
শিহরিত অরিচয় !
সে দিন তোমার হয়েছে বিলয় !

৬

সে দিন তোমার হয়েছে বিলয়,
হবে না হবে না হবে না উদয়,
বিনে সেই বীরগণ!
তবে কেন আর কর মা রোদন?
চেলাঞ্চলে মুছি মলিন বদন,
কর শোক সম্বরণ!
প্রাচীন বয়সে কেঁদ না মা আর,
অরণ্যে রোদন জেনো মা তা সার,
বিলাপে কি ফলোদয়?
জেনো,—চিরদিন সমান না রয়!

১৩ই জুন, ১৮৭৪ সাল।

অবিবাহিত যুবা

১

ওরে বিধি, নিরদয়, কে তোরে দয়ালু কয়,
দয়ালুতা কারে বলে একটুও জান না;
জানিলে তা কোন ক্রমে পড়িতে না হেন ভ্রমে,
সহিতেও হইত না এত অবমাননা।
কেন 'নর' 'নারী' এই দুই জীবে সৃজিলি?
মজালি সকলি, আর আপনিও মজিলি!

২

হায় হায়, কেন পুন, জ্বালাইতে শত গুণ,
'প্রণয়' গড়িলি, বিধি, হলাহল মাথায়ে?
এ 'প্রণয়ে' বদ্ধ হয়ে, দিবানিশি দুঃখ সয়ে,
কত নর-নারী কাঁদে, দেখ দেখি তাকায়ে।
'পরিণয়-সূত্রে', হায়, কেন মিছা বাঁধিয়া,
পুড়াস্ যন্ত্রণানলে, শেলে হৃদি বিঁধিয়া?

৩

পরিণয়ে কোথা সুখ? অজেয় অমেয় দুখ—
হা হতাশ—মনঃপীড়া—আন্তরিক যাতনা—
হৃদয়ের অন্তস্তলে চিন্তানল সদা জ্বলে,
সুশান্তি, আরাম গত—শুধু মনোবেদনা!
পরিণয়ে কোথা সুখ?—অসুখই কেবল,
হীরকে অমৃত কোথা?—গরলই সকলি।

৪

অব্যবস্থ চিত্ত যার প্রেম ভাল লাগে তার
দম্পতি-প্রণয়ে, বিধি, সুখ বল কই রে?
পিতলে কনক ভেবে, যে মূঢ় প্রণয়ে সেবে,
কে তারে মানুষ বলে বোধহীন বই রে?
প্রণয় কিছুই নয়, অলীক স্বপন রে!
কেন মানবের চিতে করিলি রোপণ রে?

৫

ভাগ্যে আমি প্রেম তরে, বাঁধি নি আপন করে
দারুণ দুঃখের পাশ পরিণয়ে মজিয়ে;
ভাগ্যে আমি ভেবেছিনু, সুখে তাই কাটাইনু
এ জীবন, নতু যদি প্রণয়েরে ভজিয়ে
পশিতে হইত মোরে প্রণয়ের জগতে,
নিখিল জগতে দুখী কে হইত তা হ'তে?

৬

প্রেম-সুখ-ভোগ-তরে, এ বিশ্বে বিবাহ ক'রে
কে কবে হয়েছে কোথা তিরপিত মানসে?
বিবাহে যে ফলে ফল, তারি নাম হলাহল,
অবোধ মানব তারে রাখে হৃদি-সরসে।
দু'দিন না যেতে যেতে সর্ব্বনাশ ঘটে রে,
অমৃত যাতনা-সূচী মনে প্রাণে ফোটে রে!

৭

বিবাহের সুখ আর নিশার স্বপন রে
উভয়ে সমান—ঠিক্ নিক্তির ওজন রে,
কেশ-পরিমাণে ফাঁক, কেশ-পরিমাণে বাঁক
কিছু নাই; উভয়ের সমান গঠন রে,
বিবাহের সুখ আর নিশার স্বপন রে।

৮

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' এ কথা যে বলে রে,
মিথ্যাবাদী সেই জন দীপ্ত রবিতলে রে;
'পুত্র হেতু পরিণয়' আমার বিচারে নয়,
'দুঃখার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' মন মোর বলে রে,
সে দুঃখ সামান্য নয়, মাখান গরলে রে!

৯

'পুত্র হেতু পরিণয়' এ কথা যে জন কয়,
আসুক সে কাছে মোর, বুঝাইব সে জনে,—
পুত্র হেতু বিয়ে হ'লে কেন তবে ভূমণ্ডলে
দম্পতি-জীবন দগ্ধ যন্ত্রণার দহনে?
পুত্র হেতু পরিণয় যদিস্যাৎ হয় রে,
তবে কেন আজীবন বিশ্ব বিষময় রে?

১০

বিধাত, বুঝেছি, তুমি ঘোর ইন্দ্রজাল-ভূমি,
কত ইন্দ্রজাল-খেলা খেলিতেছ বসিয়া;

মানবেরে কত মত করিতেছ অবিরত,
বিশেষ বিবাহ-মন্ত্র শ্রুতিমূলে ঢালিয়া !
বিবাহের আগে নরে রাখ এক জগতে,
বিহাহের পরক্ষণে ঘোর মায়া-মন্ত্র-গুণে
আন তারে ভুলাইয়া অন্যরূপ জগতে।

১১

চল-সৌদামিনী মত কিছু সুখ আপাতত
হয় বটে, কিন্তু, হায়, পরক্ষণে তাহারে
চিরজীবনের মত দুখানলে অবিরত
কতই পুড়িতে হয়, বরণিতে কে পারে ?
সুখ-স্বপ্ন হয় নয়, দুঃখের স্বপন-ভয়
সকলি বিষাদময় এ জগত-মাঝারে !

(অসম্পূর্ণ)

পৌষ ১২৮১ সাল।

উৎকণ্ঠা

(রাগিণী বেহাগ)

(ওরে) এনে দে রে তারে।
যারে না দেখিলে, পলকে প্রলয়, ভাসি নয়ন-ধারে।
একে একে দিন যায়, তবু সে আসে না, হায়,
কে বুঝি ধরেছে তায়, বধিতে আমারে !
করেছি কি অপরাধ ? কে হেন সাধিল বাদ ?
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ, কাঁদালে আমায় ;—
জীবন আকুল হ'ল, নয়নে ঝরিল জল,
হইল মন চঞ্চল, কব তা কাহারে ?

তোমাতে আমাতে তেমনি প্রেম

MOORE'S ANACREON ODE L

(ভাবানুবাদ)

কোথায় পালাও ?—ফিরিয়ে চাও,
ওলো ও রূপসি ! দাঁড়িয়ে যাও।
যদিও বয়েস গিয়েছে মোর,
যদিও রূপের বিজলী তোর,
তবু, লো ললনে ! তোমারি তরে
আলো জ্বেলে আছি আশার ঘরে !
এই দেখ চেয়ে, ফুলের মালা
তোরি তরে আমি গেঁথেছি, বালা
কমল-শিশিরে গোলাপ-ফুল
ডুবিয়ে গেঁথেছি, অলি আকুল।
গোলাপে শিশিরে—সোহাগা হেম,
তোমাতে আমাতে তেমনি প্রেম।

শোক-সংবাদ

(বাগ্দেবী ও বঙ্গভূমি)

বাগ্দেবী।—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)—
ভারত-নন্দিনি ! হায়, দেখ গো নয়নে
ভারতীর দশা আজি ! কি সাধে বিধাতা
সাধিল এ বাদ, জলি যাতনা-অনলে !
কি কুক্ষণে, বঙ্গভূমি, রজনী পোহাল,
দিতে গো আমারে এই সুদারুণ ব্যথা !
কি দোষে আমার প্রিয় শ্রীমধুসূদনে
নির্মম বিধাতা, হায়, হরিল গো আজি !
বড় সাধ ছিল মনে,—যবে এই কবি
(বঙ্গকবিকুলমণি) প্রাণানন্দ দিতে
আমারে সুকাব্য-ধারে, জনমিল ভূমে,
সুলেখনী বীণা সহ—শুনিব হরিষে
ইহার মধুর গান ; হায়, সে বাসনা
না পূরিতে পোড়া বিধি হরিয়া লইল
লৌহ সম দৃঢ় করে করি আকর্ষণ
এ মোর সুতের কেশ ! হায়, বঙ্গভূমি,
কি কব কামিনী আমি, নারিনু বাধিতে !
হারাইনু আজি মম সুকবি-মণিরে,
তা সহ আনন্দ যত ! কাঁদে গো সে হেতু
অধীরা ভারতী এবে ভারতে দাড়ায়ে।
বঙ্গভূমি।—অয়ি দেবি ! তব সম এ মম হৃদয়
কবি-শোক-দহনেতে দহে নিরন্তর,
বিভীষণ দাবানলে বিহঙ্গম যথা !
এ ভূভাগে গণনীয়া আমি গো যাহার
গুণ-বলে, হায়, আজি সে গুণ-সাগরে
হরিয়া নিদয় কাল, আকুলিত-চিত
করিল আমারে ! মরি যন্ত্রণা-তাড়নে !
তোমারি প্রসাদে সতি ! এ কবি-রতনে
রত্নগর্ভা হয়ে আমি ধরিনু উদরে,
সাদরে উদরে ধরে খনি মণি যথা।

এ হেন প্রকৃত কবি সুবুদ্ধি কুমারে
হারাইয়া অন্ধকার হেরি চারি ধার
আজি সতি! দীপ্ত দীপ গৃহান্তর হ'লে
পূর্ব্ব-গৃহ তমোজালে পূরয়ে যেমতি।
হা হতভাগিনী আমি, হেন ভাগ্যবানে
এ ভাগ্য-বলেতে যদি ধরিনু অঙ্কেতে
চাঁদের চাঁদনি সম, কুভাগ্যেতে পুনঃ
হারাইনু আজি, দেবি, এ মম নন্দনে!
কি যে দুঃখ, কি তা কব, না পারি কহিতে,
কহিলে দ্বিগুণ বাড়ে—কাঁদি গো নীরবে।
বাগ্দেবী।—তুমি আমি দুই জনে সম বিষাদিনী,
তা না হ'লে কেন হেন কবি-কুল-ধনে
বঞ্চিত হইব?—কেন কাঁদিব হতাশে?
বাড়াতে তোমার মান ভারত-মাঝারে,
ভারতী প্রভৃত যত্নে বরদান করি
মধুরে কবিতা-মধু করিয়া সিঞ্চন
ভিজাইল শুধু, বঙ্গ, তোমারি কারণে!
সে বরে কবির চারু লেখনী হইতে
ক্ষরিল কবিতা-ধার সুধার সুধারে;
ভিজিল সে ধারে যত গৌড়-জন-চিত,
নিশির শিশিরধারে কুসুম যেমতি।
উঠিল মধুর যশঃস্বনন আকাশে
ধ্বনিত করিয়া দিক্, সংগীত-আরাবে
আবরে বিজন বন মুহূর্ত্তে যেমতি।
আনন্দ-সাগর-জলে সন্তরিল মন
মধুর সুন্দর যশঃ শুনিয়া শ্রবণে,
যেমতি শিষ্যের গুণ শুনিয়া হরিষে
গুরুর অন্তর নাচে। তুমি, আমি সবে
রসিনু আনন্দ-রসে, কিন্তু সে সাপিনী
কমলা সতিনী মম জ্বলি দ্বেষানলে,
এ সাধে সাধিল বাদ দারিদ্র্যে পাঠায়ে
শ্রীমধুসূদন-পাশে নাশিতে অকালে
জীবন-রতন তার, হায়, বঙ্গভূমি!
সেই নিরমমা রমা সতিনীর দ্বেষে
দেশ-খ্যাত কবিবর ইন্দীবরনিভ
মুদিল নয়ন-যুগ চারি যুগ তরে!
ধিক্ সেই পিশাচীরে, ধিক্ শতাধিক
কুটিল ঈর্ষ্যায় তার; যে কবির গুণে
কাব্যপ্রিয়গণ সুখী, এ অপ্রিয় কাজ
সাধিয়া জলধি-সুতা শোধিল অবাধে
অভিলাষ, শোকোচ্ছ্বাসে কাঁদায়ে সকলে!
এ হেন পাপিনী, ছি ছি, কে আর জগতে?
বঙ্গভূমি।—ভালমতে জানে, সতি! এ সব বারতা
বঙ্গভূমি, বিশেষতঃ সতিনীর জ্বালা
যেরূপ জেনেছে, বল, ধরণী-মাঝারে
কোন্ ভূমি জ্ঞাত তাহা, কে বা এ পীড়নে
নিপীড়িত অহরহ? আমার হৃদয়ে
সপত্নী-যন্ত্রণা-স্রোতঃ খরতর বেগে
বহিছে যেমতি, আমি দেখি না তেমন
এ চক্ষে কখন, সতি, ভুবনমণ্ডলে!
ভারতি, কি হবে আর বিফল রোদনে!
আর কি পাইব মোরা হেন কবিবরে?
চিরতরে এ রতনে হারাইনু দোঁহে!
কিসে এবে কবীশের সুযশঃ বহিবে
ধরাধামে, সে উপায় কহ, সরস্বতি!
বাগ্দেবী —
তা কি বাকি আছে, সতি? সে উপায় আমি
করেছি, যেক্ষণে মম এ প্রিয় কিঙ্কর
কাল কিঙ্করের সনে ত্যজিয়া ভুবন
গেল চলি! আহ্বানিয়া মম সহচরী
কীর্ত্তিরে দিলাম কহি চিরকাল তরে
মধুসূদনের নাম অক্ষয় করিয়া
দেশে দেশে, বনে বনে, পব্বতে কন্দরে,
রবিশশিতারারাজিবিরাজিত নভে,
অতলসাগরশ্বেততরঙ্গহৃদয়ে,
জনসমাকীর্ণ চারু অপূর্ব্ব নগরে,
ঋষিনিষেবিত পূত বিজন কুটীরে,—
পৃথিবীর চারি খণ্ড অজস্র গাইতে
বাজাইয়া জয়শৃঙ্গ অবিরাম রবে।
আরো, সতি, দিয়া তাঁর সে কর-কমলে
কবি-কর-সুকমল-বিরচিত চারু
রসপূর্ণ কাব্যগুলি, দিলাম কহিয়া,—
দেখাইতে প্রতি জনে; নিরখি সে সবে
আনন্দে ভাসিবে সবে প্রশংসি মধুরে!
ভ্রমিছে আদেশে মোর কীর্ত্তি সুহাসিনী
নিরবধি শ্রীমধুর যশোগান গাহি।
বঙ্গভূমি।—ধন্য তুমি, দয়াময়ি, হিতাভিলাষিণী
তব সম শ্রীমধুর কে বল জগতে?
আজন্ম তাহারে তুমি কবিতা-কাননে
ভ্রমাইলে, পুনরায় বিগতজীবনে

তুমিই রাখিলে, দেবি, অক্ষয় করিয়া
নাম তার! যবে কবি সুদীন দশায়
পড়িল, সে কালে তারে মম অঙ্কবাসী
কোন্ ধনবান্, বল (হায়, গো ভারতি!)
চাহিল দয়ার চক্ষে? যে কবি-প্রসাদে
নব ছন্দোবিরচিত নব কবিতার
ভাবরাজ্যে প্রবেশিল, হায় গো, তাহার
এ হেন আসন্নকালে প্রসন্ন আননে
কেহ নাহি আশ্বাসিল, কলঙ্কিত হ'ল
এ পবিত্র ক্রোড় মম এ সবে পরশি।
ইচ্ছা হয়, ত্বরা যাই এ সবারে ফেলি
শ্রীমধুসূদন-পাশে—যথার্থ নন্দন।

বাগ্দেবী।—(ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া)—
চল, গো ভারত-সুতে, চল যাই দোঁহে
সুখময় স্বর্গরাজ্যে বারেকের তরে,
দেখে আসি প্রিয়তম বঙ্গ-কবীশ্বরে,
যথায় আছয়ে মধু ছাড়ি ধরাধাম
চিরসুখে প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত,
রোহিণী সতীর সহ শশাঙ্ক যেমতি।
কি লাভ তিষ্ঠিয়া আর এ হেন ধরায়?
চল যাই, জুড়াইব দোঁহার নয়ন
নিরখি কবিরে তথা দেবমূর্ত্তিভাবে
দেব-নিকেতন-মাঝে দেবগণ-পাশে।

বঙ্গভূমি।—(সৌৎসুক্যে)—
উত্তম কহিলে, দেবি, চল ত্বরা করি
হেরিতে প্রাণের মোর কবি বাছাধনে।

কলিকাতা—২৭এ আষাঢ়, ১২৮১ সাল।

তৃণ

(রাগিণী চিত্রাগৌরী)

১

তৃণ, যা রে ভাসিয়ে।
অসার জগতে সার তুই, যা রে ভাসিয়ে,
অসার জগতে শিক্ষা তুই, যা রে ভাসিয়ে।

২

কত রবি শশী তারা, কত ধূমকেতু
সুনীল গগনে উজলে আজি,
কা'ল যাবে ভাসিয়ে॥

৩

কত রাজরাজ মহারাজ, রাজে আজ রাজাসনে
কা'ল যাবে ভাসিয়ে—
তব সম কা'ল যাবে ভাসিয়ে॥

৪

কত রাজমুকুট মণিমণ্ডিত হইয়ে,
কত রাজ-শিরসে রাজে আজি,
কা'ল যাবে ভাসিয়ে॥

৫

কত কত বীর তীরধনুধারী
গর্জ্জে দর্পভরে আজি,
কা'ল যাবে ভাসিয়ে॥

৬

কত কামপ্রাণবিমোহিনী কামিনী
যৌবন-গরবে হাসে আজি,
কা'ল যাবে ভাসিয়ে॥

৭

কত ধনজনধান্যশালিনী নগরী
সুষমাজালে শোভে আজি,
কা'ল যাবে ভাসিয়ে॥

৮

কত শত কি-যে, কত শত আমি
রবিতলে আজি বিরাজি,
তব সম কা'ল যাব ভাসিয়ে॥

৯

যা কিছু আজি কিছু নহে কালি,
সকলি রে ছায়া ভোজবাজী,
তব সম কা'ল যাবে ভাসিয়ে॥

উদ্দীপনা

ছাড় ঘুমঘোর, গায়ে কর জোর,
রে ভারতবাসী! হ'ল নিশি ভোর,
জাগিল সকলে; তোমরা কি ব'লে
এখনো শয়ান রয়েছ, ভাই?
আত্মা প্রাণ মন নাহিক যাহার,
এরূপ শয়ন উচিত তাহার,

শব যেই জন, তারি এ শয়ন.
জীবিত জীবের সাজে কি তাই ?

২

জাগে ইউরোপ প্রভাতীয় সাজে,*
তোমরা শুইয়া এখনো কি লাজে ?
অলস হইয়া জীবনের কাজে,
আরো কি থাকিবে ভারতবাসী ?
সূর্য্যোদয় হ'ল, খুল আঁখি খুল,
আলস্য-আধার শয়নেরে ভুল,
এ মিনতি মম, তুল দেহ তুল,
নিরখি রবির কিরণরাশি।

প্রতি প্রাতে নভে উঠে দিবাকর,
করেছ কি কভু নয়ন-গোচর ?
আরো কত কাল নয়ন মুদিয়া,
অন্ধের মতন থাকিবে, হায় ?
ষাট কোটি চক্ষু চিরনিমীলিত,
ত্রিশ কোটি প্রাণী প্রাণ সত্বে মৃত,
কি লজ্জার কথা, এ মরম-ব্যথা
মরম চিরিয়া কহিব কা'য় ?

৪

প্রভাত হইল, ইংলণ্ড জাগিল,
ভারতবাসীরা ঘুরে ঘুমাইল !
প্রভাত হইল, ইংলণ্ডীয়গণ
স্বাধীন করমে পশিল সুখে,
ইংলণ্ডের দাস ভারতীয়গণ,
স্বাধীন ব্যবসা দিয়া বিসর্জ্জন,
অবনত মাথে কুটা লয়ে দাঁতে,
দাসত্বে পশিল অম্লানমুখে !

৫

কি লজ্জার কথা, এ মরম-ব্যথা
কোথা রাখিব ? স্থান পাই কোথা ?
ভারতের রক্তে সংখ্যার অতীত
গোলাম করেছে জনম লাভ !
পৃথিবি রে, যা রে কোটি খণ্ড হয়ে,
কোটি বজ্র পড় ঘোর গরজিয়ে,

* ভৌগোলিকের মতে ঠিক এক সময়ে ভারতে ও ইউরোপে প্রভাত হয় না।

আয়, রে প্রলয় ! এস, মহাকাল !
আয়, জলধির কল্লোল-রাব !

৬

প্রকৃতি ! এখনো কোন্ মুখে বল,
গোলামের মুখে দৃষ্টি-ধারা ঢাল ?
ছাড় হুহুঙ্কার, হৌক চূরমার
গোলামের দেশ ভারতভূমি।
নূতন ভারত কর গো স্বজন,
এ ভারতে আর নাহি প্রয়োজন ;
গোলাম যথায় নরক তথায়,
কিরূপে নরক দেখিছ তুমি ?

৭

যে ভারতে তুমি দেখেছ সে কালে
স্বাধীন ব্যবসা সকালে বিকালে,
দাসত্বের মুখে কোটি পদাঘাত
করিতে দেখেছ যে সব নরে,
সে ভারতে তুমি বল সত্য করি
কি দেখিছ এবে দিবস-শর্ব্বরী,
ভূতসাক্ষী তুমি, কর সাক্ষ্য দান,—
তারাই কি এরা গোলামী করে ?

৮

না না, —না না,— তাহা কখন কি হয় ?
স্বর্গীয় জীবেরা ছোঁয় কি নিরয় ?
নরকের কীট নর-মূর্ত্তি ধরি
গোলামী করিছে ভারতে এবে !
দাসত্ব করিলে চতুর্ব্বর্গ-ফল,
দাসত্বের মূলে বাঙ্গালীর বল,
স্বাধীন ব্যবসা জ্বলন্ত গরল,
স্বর্গলাভ পরচরণ সেবে !

৯

হায়, এ কি হ'ল !—কেন এ দেশীরা
দাসত্বের নামে হয় উর্দ্ধশিরা ?
স্বাধীন ব্যবসা শুনে দিশাহারা,
নিরখে চৌধার আঁধার খালি !
মুখে রক্ত তুলে পর-পদ ধুলে
কোন্ পুণ্য হয় মানুষের কুলে ?—
এই পুণ্য—জমা থাকে চুলে চুলে
পরের পাদুকা-ঘর্ষিত ধূলি !

১০

পরপদধূলিভোজী যেই জন,
জানি না তাহার হৃদয় কেমন,
জানি না সে মূঢ় মানুষ কি পশু,
জানি না হৃদয় কিসের তার ?
সাগর তরিয়া আসিয়া হেথায়,
ঘরের মানুষে পরেরা খাটায়,
কত পদাঘাত কথায় কথায়,
মাথায় চাপায় পাদুকা-ভার !

১১

শাকান্নও ভাল স্বাধীন থাকিয়া,
ক্ষীরো ভাল নয় অধীন হইয়া,
মরণও ভাল স্বাধীন থাকিয়া,
বাঁচা ভাল নয় অধীন থেকে ;
স্বাধীনে ত্রিদিব—নরক অধীনে,
রে ভারতবাসী ! বুঝিবি ক' দিনে ?
ব্যবসা-বাণিজ্যে দিলি জলাঞ্জলি,
কি সুখ লভিলি দাসত্ব শিখে ?

১২

ভারতের ধনী—বাঙ্গালার ধনী,
রাশি রাশি টাকা বসি বসি গণি,
আরো কত কাল—দিবস-রজনী—
যক্ষের মত থাকিবে হায় !
সোণার ভারত অধঃপাতে যায়,
ক্ষণেক ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাহায়
এ মরম-দুঃখ কহিব কাহায়,
স্বদেশের দিকে কেউ না চায় !

১৩

যতন করিলে মিলে রে রতন,
কত দিনে মনে হবে জাগরণ ?
কর-পদ আছে, কেন পর-কাছে
করযোড়ে আছে ধনের তরে ?
ইংলণ্ড কি ছিল, যতনে কি হ'ল,
কুবেরের পুরী পলকে হইল,
পুরাণ-বর্ণিত কুবেরের পুরী
ভারত-বাসীর পুথি-ভিতরে !

১৪

হায়, এ কি হ'ল, ভারতের খনি,
কনক রজত হীরা মুক্তা মণি
পরে লুটে লয় ; ভারত ভিখারী
কার দোষে হ'ল, বল ত ভাই ?
কার দোষে, বল, পরের দুয়ারে
আছি দাঁড়াইয়ে ভিক্ষা করিবারে ?
কারো দোষে নয়, নিজ নিজ দোষে
নিজ নিজ মুখে মেখেছি ছাই !

১৫

কেন ভয় করি ?—কেন ভয়ে মরি ?
'সাধিলেই সিদ্ধি' এই পণ করি,
ইংলণ্ডের মত সম্পূর্ণ না হোক,
কতক পূরিবে মনের আশ ;
সময়েও তাও যতনে হইবে,
এ হেন দুর্দ্দশা ঘুচিবে ঘুচিবে ;
কিন্তু অযতনে আশা না পূরিবে
এইরূপি রব পরের দাস !

সম্পূর্ণ